৮ম পর্ব্ব। ৫১শ সংখ্যা।

পুরাণ সংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত

কর্ণ পর্ব্ব

৺কালীপ্রসন্ন [redacted]

বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং কোং কর্ত্তৃক পুনঃ প্রকাশিত।

"এই কর্ণ পর্ব্ব পাঠ করিলে ব্রাহ্মণের বেদ লাভ, ক্ষত্রিয়ের বল ও যুদ্ধে জয় লাভ হইয়া থাকে। বৈশ্যের প্রভূত ধন লাভ এবং শূদ্রের আরোগ্য লাভ হয়। এই পর্ব্বে সনাতন ভগবান্ নারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি এই কর্ণ পর্ব্ব পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহার সকল মনোরথ পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। ব্যাসদেবের এই কথা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। এক বৎসর নিরন্তর সবৎসা ধেনু প্রদান করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, এই কর্ণ পর্ব্ব শ্রবণেও সেই পুণ্য হইয়া থাকে।" মহাভারত।

সারস্বত যন্ত্র।

কলিকাতা,—পাথুরিয়াঘাটা ব্রজদুলালের ষ্ট্রীট নং ৩।

সম্বৎ ১৯২৯।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সময়ে বাহিনীমুখে গিরিসংঘট্টিত জলধিজলের গভীর নিস্বনের ন্যায় তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন শরনিকরে সেই সৈন্যগণকে বিদ্ধ ও বিদারিত করিয়া সূতপুত্রের সেনাগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বে গরুড় নাগগণের প্রতি ধাবমান হইলে যেরূপ ভীষণ শব্দ হইয়াছিল, মহাবীর ধনঞ্জয় অরাতি সেনাগণের প্রতি ধাবমান হইলে তদ্রূপ ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় বায়ুর ন্যায় বেগবান্ মহাবল পরাক্রান্ত পবননন্দন ভীমসেন সেই গভীর শব্দ শ্রবণে পরম প্রীত ও অর্জ্জুনকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইলেন এবং হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রাণপণে সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে কৌরব সেনা সকলকে বিমর্দ্দিত করত বায়ুবেগে সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরব সৈন্যগণ সেই যুগান্ত কালীন কৃতান্ত সদৃশ বৃকোদরের অলৌকিক পরাক্রম দর্শনে একান্ত ভীত ও শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতস্তত বিঘূর্ণিত ও ভগ্ন অর্ণবযানের ন্যায় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ভীমসেন সেই কৌরব সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিলে রাজা দুর্য্যোধন মহাধনুর্দ্ধর সৈনিক পুরুষ ও যোধগণকে কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা অবিলম্বে ভীমসেনকে নিহত কর। ভীমসেন বিনষ্ট হইলেই পাণ্ডব সৈন্য নিঃশেষিত হইবে। দুর্য্যোধন এইরূপ কহিলে ভূপালগণ তাঁহার আদেশানুসারে চতুর্দ্দিক্ হইতে শরনিকর নিক্ষেপ করত ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া

ফেলিলেন। অসংখ্য হস্তী, রথী ও পদাতি বৃকোদরকে পরিবেষ্টন করিল। তখন তিনি নক্ষত্র পরিবেষ্টিত পরিবেষ মধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর নরপালগণ সকলে সমবেত হইয়া রোষারুণিত নেত্রে বৃকোদরের বিনাশ বাসনায় তাঁহার উপর অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন কৃতান্ত সদৃশ প্রভাব সম্পন্ন মহাবীর ভীমসেন সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে সেই প্রভূত সৈন্য বিদারণ পূর্ব্বক মহাজাল বিনির্গত মৎস্যের ন্যায় তাহাদের মধ্য হইতে বহির্গত হইলেন এবং অবিলম্বে দশ সহস্র অনিবার্য্য হস্তী, দুই লক্ষ দুই শত মনুষ্য, পাঁচ সহস্র অশ্ব ও এক শত রথ বিনাশ করিয়া সংগ্রামস্থলে বৈতরণী নদীর ন্যায় ভীরু জনের ভয়বর্দ্ধন শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন। রথ সমুদায় ঐ নদীর আবর্ত্ত, হস্তী সকল গ্রাহ, মনুষ্যগণ মীন, অশ্ব সমুদায় নক্র, কেশকলাপ শৈবাল ও শাদ্বল, মজ্জা পঙ্ক, মস্তক সমুদায় উপলখণ্ড, কার্ম্মুকনিচয় কাশকুসুম, শরনিকর নিম্নোন্নত ভূমি, উষ্ণীষ ফেনা, হারাবলি পদ্ম, পার্থিবরজ তরঙ্গমালা এবং ছত্র ও ধ্বজ উহার হংস স্বরূপ শোভমান হইল। ঐ নদী ভীরু জনের নিতান্ত দুস্তর; কিন্তু বলবিক্রম সম্পন্ন নির্ভীকচিত্ত বীরগণ উহা অনায়াসে সমুত্তীর্ণ হইতে পারেন। হে মহারাজ! ঐ সময় রথিসত্তম ভীমসেন যে যে স্থানে প্রবেশ করিলেন, সেই সেই স্থানেই অসংখ্য যোধ বিনষ্ট হইল।

তখন রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনের সেই অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে শকুনিরে কহিলেন, হে মাতুল! তুমি অবিলম্বে মহা-

বল পরাক্রান্ত ভীমসেনকে পরাজয় কর। উঁহারে জয় করিতে পারিলেই সমুদায় পাণ্ডব সৈন্য পরাজিত হইবে।

হে কুরুরাজ! প্রবল প্রতাপশালী সুবলনন্দন শকুনি দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সমরে অবতীর্ণ হইলেন এবং তীরভূমি যেমন সমুদ্রবেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ বৃকোদরের অভিমুখীন হইয়া তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর শকুনির শরনিকরে নিবারিত হইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। তখন সুবলনন্দন বৃকোদরের বক্ষস্থলে সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশাণিত নারাচনিকর নিক্ষেপ করিলেন। নারাচ সকল মহাত্মা ভীমসেনের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন ভীমসেন অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া রোষভরে শকুনির প্রতি এক সুবর্ণ বিভূষিত ঘোরতর সায়ক প্রয়োগ করিলেন। সুবলনন্দন সেই ভীষণ শর সমাগত সন্দর্শন করিয়া হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক সপ্তধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া হাস্য করত এক ভল্লে শকুনির শরাসন ছেদন করিলেন। প্রবলপ্রতাপ শকুনিও অবিলম্বে সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ এবং অন্য শরাসন ও সন্নতপর্ব্ব ষোড়শ ভল্ল গ্রহণ পূর্ব্বক দুই ভল্লে ভীমের ছত্র ও এক ভল্লে ধ্বজ ছেদন করিয়া সাত ভল্লে তাঁহারে, দুই ভল্লে সারথিরে এবং চারি ভল্লে চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী ভীমসেন যৎপরোনাস্তি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শকুনির প্রতি এক সুবর্ণদণ্ড লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীমভুজ নির্ম্মুক্ত ভুজগজিহ্বার ন্যায় চঞ্চল ভীষণ শক্তি

মহাবেগে শকুনির উপর নিপতিত হইল। শকুনি তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সেই শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক ভীমসেনের উপর নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই কনকভূষিত ভীষণ শক্তি ভীমসেনের বাম বাহু বিদারণ পূর্ব্বক নভোমণ্ডলচ্যুত বিদ্যুতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে কৌরবগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন কৌরব বীরগণের সেই সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া সত্বরে জ্যাযুক্ত অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ইতস্তত বিচরণ করত প্রাণপণে মুহূর্ত্তমধ্যে শরজালে শকুনির সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং অবিলম্বে সুবলনন্দনের চারি অশ্ব ও সারথিরে বিনাশ পূর্ব্বক এক ভল্লে তাঁহার রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর শকুনি সেই অশ্বশূন্য রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও শরাসন বিস্ফারিত করিয়া রোষারুণ নেত্রে চতুর্দ্দিক্ হইতে ভীমসেনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। প্রবলপ্রতাপ ভীমসেন তদ্দর্শনে অবিলম্বে সুবলনন্দনের শরজাল নিরাকৃত করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে নিশিত শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অরাতিকর্ষণ শকুনি বৃকোদরের প্রহারে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া মৃতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন শকুনিরে বিহ্বল অবলোকন করিয়া ভীমসেনের সমক্ষেই তাঁহারে রথে আরোপিত করিলেন। কৌরবগণ শকুনিরে তদবস্থ অবলোকন পূর্ব্বক সমরপরাঙ্মুখ হইয়া ভীত চিত্তে চতুর্দ্দিকে পলায়ন

করিতে লাগিলেন। হে কুরুরাজ ! রাজা দুর্য্যোধনও শকুনিরে ভীম কর্ত্তৃক পরাজিত দেখিয়া একান্ত ভয়াবিষ্ট চিত্তে মাতুলের জীবিত রক্ষা প্রত্যাশায় তাঁহারে লইয়া সমরাঙ্গন হইতে অপসৃত হইলেন।

কৌরব সৈন্যগণ নরপতিরে রণপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া দ্বৈরথ যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন তাহাদিগকে সমরপরাঙ্মুখ ও পলায়ন পরায়ণ অবলোকন করিয়া অসংখ্য শর বর্ষণ করত মহাবেগে তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সেই কৌরব সৈন্যগণ ভীমশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সূতপুত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিল। হে মহারাজ ! ভগ্ন নৌকাসংস্থিত নাবিকেরা যেমন দ্বীপ প্রাপ্ত হইয়া আশ্বাস যুক্ত হয়, তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণ তৎকালে মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণকে আশ্রয় করিয়া আশ্বাসিত হইল এবং পরমাহ্লাদ সহকারে পুনরায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! মহাবীর বৃকোদরের প্রভাবে কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ ভগ্ন হইলে দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ, কৃপ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, দুঃশাসন ও আমাদের পক্ষীয় অন্যান্য যোধগণ কি করিলেন ? ভীমসেন একাকী সমুদায় যোধগণের সহিত যুদ্ধ করাতে তাহার পরাক্রম অতি অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। শত্রুসূদন কর্ণ সমস্ত কৌরবগণের মঙ্গল, বর্ম্ম, যশ ও জীবিতাশা স্বরূপ। সে কি ঐ সময় আপনার প্রতিজ্ঞানুরূপ যোধগণকে বিনাশ করিল ? হে সঞ্জয় !

ভীমসেনের প্রভাবে কৌরব সৈন্য ভগ্ন হইলে আমার দুর্দ্ধর্ষ পুত্রগণ, মহারথ ভূপতিগণ ও সূতপুত্র কর্ণ কি করিল ? তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই অপরাহ্ণ সময়ে মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ ভীমসেনের সমক্ষে সমুদায় সোমকগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। বৃকোদরও কৌরব সৈন্যগণকে ধ্বংস করিতে লাগিলেন। তখন সূতপুত্র ভীমসেন কর্ত্তৃক স্বীয় সৈন্য সমুদায় বিদ্রাবিত দেখিয়া শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আমারে অবিলম্বে পাঞ্চালগণের অভিমুখে লইয়া চল। মহাবল পরাক্রান্ত মদ্ররাজ কর্ণের বাক্য শ্রবণে চেদি, পাঞ্চাল ও কারূষদিগের অভিমুখে সেই মনোমারুতগামী শ্বেতাশ্ব সকল সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে অরাতি সৈন্যগণের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সূতপুত্র যে যে স্থানে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন, সেই সেই স্থানে রথ সমানীত করিলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কর্ণের সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত মেঘ সদৃশ রথ সন্দর্শন করিয়া একান্ত ভীত হইলেন। তৎকালে বিদীর্ণ পর্ব্বত ও মেঘের ন্যায় সেই রথের ঘোরতর নির্ঘোষ প্রাদুর্ভূত হইল। মহাবীর কর্ণও আকর্ণপূর্ণ সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে শত শত সহস্র সহস্র পাণ্ডব সৈন্য নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র সমরে এইরূপ দারুণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথ শিখণ্ডী, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহারে নিপীড়িত করত, চতুর্দ্দিক্ হইতে

পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি বিংশতি ও ভীমসেন শত বাণে কর্ণের জক্রুদেশ আহত এবং শিখণ্ডী পঞ্চবিংশতি, ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত, দ্রৌপদীতনয়গণ চতুঃষষ্টি, সহদেব সাত ও নকুল একশত বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত সূতনন্দন শরাসনে টঙ্কার প্রদান ও নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করত নিমেষ মধ্যে সাত্যকির ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং নয় বাণে তাঁহার বক্ষস্থল আহত ও ত্রিংশৎ শরে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা সহদেবের ধ্বজ ছেদন ও তিন বাণে তাঁহার সারথিরে নিপীড়ন পূর্ব্বক দ্রৌপদেয়গণকে রথ বিহীন করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল।

এই রূপে সূতপুত্র শরনিকরে মহারথগণকে বিমুখ করিয়া নিশিত সায়ক দ্বারা মহাবীর পাঞ্চাল ও মহারথ চেদিগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত চেদি ও পাঞ্চালগণ কর্ণের শরে নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। মহারথ কর্ণও নিশিত শরনিকরে তাহাদিগকে নিপীড়িত ও নিবারিত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে প্রতাপশালী সূতপুত্র একাকী সমরে শর বর্ষণ পূর্ব্বক সংগ্রামে যত্নশীল পাণ্ডব পক্ষীয় অসংখ্য ধনুর্দ্ধরকে নিবারণ করিতেছেন দেখিয়া আমি নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। মহাত্মা কর্ণের হস্তলাঘব দর্শনে দেব, সিদ্ধ ও চারণগণ পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং মহাধনুর্দ্ধর কৌরবগণও সেই

ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহারথ সূতপুত্রকে বারম্বার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর সূতপুত্র গ্রীষ্মকালীন কক্ষদহন দহনের ন্যায় শরশিখায় অরাতি সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ কর্ণ শরে নিপীড়িত হইয়া তাঁহারে সন্দর্শন করত ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল। পাঞ্চালগণ সূতপুত্রের সায়কে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তুমুল আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। অন্যান্য পাণ্ডব সৈন্যেরা সেই শব্দ শ্রবণে শঙ্কিত হইয়া কর্ণকে অদ্বিতীয় যোদ্ধা বলিয়া বোধ করিতে লাগিল। তখন শত্রুনিসূদন রাধেয় পুনর্ব্বার এ রূপ অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিলেন যে, পাণ্ডব সৈন্যগণ তাঁহারে দর্শন করিতেও সমর্থ হইল না। তাহারা সূতপুত্রের সহিত মিলিত হইয়া পর্ব্বতলগ্ন জলরাশির ন্যায় ইতস্তত বিকীর্ণ হইতে লাগিল। তখন মহাবাহু কর্ণ প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় পাণ্ডব সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরনিকরে বিপক্ষ বীরগণের মস্তক, কুণ্ডলান্বিত কর্ণ, বাহু এবং হস্তিদন্ত নির্ম্মিত মুষ্টি সম্পন্ন খড়্গ, ধ্বজ, শক্তি, অশ্ব, গজ, রথ, পতাকা, ব্যজন, অক্ষ, যুগযোক্ত্র ও চক্র সমুদায় অনবরত নিকৃত্ত হইতে লাগিল। তাঁহার সায়কে নিহত প্রভূত গজবাজি ও তাহাদের মাংসশোণিতসঞ্জাত কর্দ্দমে সমরাঙ্গন দুর্গম হইয়া উঠিল। চতুরঙ্গিণী সেনা নিহত ও নিপাতিত হওয়াতে সম কি বিষম কিছুই নির্দ্ধারিত হইল না। ঐ সময় কর্ণের অস্ত্রপ্রভাবে সমরভূমি অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হইলে যোধগণ কে আত্মীয়

কে পর কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অনন্তর সূতনন্দন স্বর্ণ ভূষিত শরনিকর দ্বারা পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণকে সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহারা বারংবার ভগ্ন হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! যে রূপ অরণ্যে মৃগেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া মৃগযূথকে বিদ্রাবিত করে, তদ্রূপ যশস্বী সূতপুত্র মহারথ পাঞ্চালগণকে বারংবার বিদ্রাবিত করত পশুহন্তা বৃকের ন্যায় তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন! কৌরবপক্ষীয় যোধগণ পাণ্ডব সেনাদিগকে পরাঙ্মুখ দেখিয়া সিংহনাদ করত তাহাদের প্রতি ধাবমান হইল। মহারাজ দুর্য্যোধন অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া নানাবিধ বাদিত্র নিস্বন করিতে আদেশ করিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালগণ ভগ্নাস্ত্র হইয়াও বীর পুরুষের ন্যায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। শত্রুতাপন কর্ণও তাহাদিগকে বারংবার ভগ্ন করিয়া শরনিকরে বিংশতি জন পাঞ্চাল ও শতাধিক চেদির প্রাণ সংহার করিলেন। তাঁহার শরে বিপক্ষগণের রথোপস্থ, বাজিপৃষ্ঠ ও গজস্কন্ধ নির্ম্মনুষ্য এবং পদাতি সকল বিদ্রুত হইতে লাগিল। তখন তিনি মধ্যাহ্নকালীন দুর্নিরীক্ষ্য সূর্য্যের ন্যায়, কালান্তক যমের ন্যায় শোভমান হইলেন।

হে মহারাজ! অরাতিঘাতন মহাধনুর্দ্ধর রাধেয় এইরূপে পাণ্ডব পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা নিপাতিত করিলেন। বলবান্ কৃতান্ত যেমন প্রাণিগণকে সংহার করেন, তদ্রূপ মহারথ কর্ণ একাকী সোমকগণকে নিহত করিয়া সমরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আমরা পাঞ্চালদিগেরও অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম। তাহারা সমরাঙ্গনে নিতান্ত নিপীড়িত

হইয়াও কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল না। হে মহারাজ! ঐ অবসরে মহাবল পরাক্রান্ত রাজা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা এবং শকুনি ইহাঁরাও অসংখ্য পাণ্ডব সেনা নিহত করিতে লাগিলেন। কর্ণের বলবিক্রমশালী পুত্র-দ্বয় ক্রুদ্ধ হইয়া ইতস্তত পাণ্ডব সেনা নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণও কোপাবিষ্ট হইয়া কৌরব সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইলে কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের প্রভাবে পাণ্ডব পক্ষীয় ও ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণের প্রভাবে কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য কালগ্রাসে নিপতিত হইতে লাগিল।

অশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় অরাতিঘাতন অর্জ্জুন মহারণে কৌরব পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা নিপাতিত করিলেন। তাঁহার শরনিকরে অসংখ্য সৈন্য নিহত হওয়াতে সংগ্রামস্থানে বীর জনের সুপ্রতর, ভীরুগণের দুস্তর শোণিত নদী প্রবাহিত হইল। মাংস, মজ্জা ও অস্থি সকল ঐ নদীর পঙ্ক; নর মস্তক সমুদায় উহার উপলখণ্ড; হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় তীর স্বরূপ; আতপত্র সকল হংস; হার সকল পদ্ম; উষ্ণীষ সমুদায় ফেনা; শরাসন সকল শরবন; রথ সমুদায় উড়ূপ এবং বর্ম্ম ও চর্ম্ম সকল উহার আবর্ত্ত স্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। বীরগণ বৃক্ষ সমুদায়ের ন্যায় উহার স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন এবং কাক ও গৃধ্রগণ উহার উভয় পার্শ্বে ভীষণ রবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণকে ক্রোধান্বিত দেখিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, সূতপুত্রের ধ্বজ লক্ষিত হইতেছে। ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ উহার সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। পাঞ্চালগণ কর্ণের প্রভাবে ভীত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, রাজা দুর্য্যোধন শ্বেতাতপত্রে পরিশোভিত হইয়া কর্ণসায়ক নির্ভিন্ন পাঞ্চালগণকে বিদ্রাবিত করিতেছে। মহারথ কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা সূতপুত্র কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া দুর্য্যোধনের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা উহাঁদিগকে নিধন না করিলে উহারা নিশ্চয়ই সোমকগণকে সংহার করিবেন। ঐ দেখ, রশ্মিগ্রহণবিশারদ মদ্ররাজ শল্য সূতপুত্রের রথ সঞ্চালন করিতেছেন; অতএব তুমি মহারথ কর্ণের অভিমুখে আমার রথ চালন কর। আমি সূতপুত্রকে সংহার না করিয়া কদাপি সমরাঙ্গন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। যদি আমি এক্ষণে কর্ণের অভিমুখীন না হই, তাহা হইলে ঐ দুরাত্মা নিশ্চয়ই আমাদিগের সমক্ষে সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণকে নিঃশেষিত করিবে।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহারে কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবার মানসে সূতপুত্রের অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ তদ্দর্শনে আশ্বাসযুক্ত হইল। তখন পুরন্দরের বজ্রের ন্যায়, জলধির তরঙ্গের ন্যায় মহাবীর ধনঞ্জয়ের রথের ভীষণ নির্ঘোষ হইতে লাগিল। সত্যবিক্রম মহাত্মা অর্জ্জুন কৌরব সৈন্যগণকে পরাজিত করত কর্ণ সমীপে ধাবমান হইলেন।

তখন মদ্রাধিপতি শল্য কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুনের বানরধ্বজ নিরীক্ষণ করিয়া কর্ণকে কহিলেন, হে রাধেয়! তুমি যাহার অনুসন্ধান করিতেছিলে, ঐ সেই কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব ধনঞ্জয় গাণ্ডীব ধারণ পূর্ব্বক শত্রুগণকে নিপীড়িত করত আগমন করিতেছে। যদি আজি উহারে নিপাতিত করিতে পার, তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গললাভ হইবে। অর্জ্জুন কৌরব পক্ষীয় ধনুর্দ্ধরগণকে নিপীড়িত করত আমারেই আক্রমণ করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে উহার প্রতিগমন কর। ঐ কৌরব সেনাগণ শত্রুঘাতন অর্জ্জুনের ভয়ে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। ধনঞ্জয়ও উহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, অমর্ষপরায়ণ অর্জ্জুন তোমা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম করিবে না। ঐ মহাবীর ভীমসেনকে নিতান্ত নিপীড়িত, ধর্ম্মরাজকে বিরথ ও ক্ষতবিক্ষত এবং শিখণ্ডী, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীতনয়গণকে পরাজিত অবলোকন করিয়া কৌরব পক্ষীয় সমুদায় পার্থিবগণের বিনাশ সাধনার্থ অন্যান্য সৈন্যগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোষরক্ত নয়নে মহাবেগে আমাদিগেরই প্রতি ধাবমান হইতেছে; অতএব সত্বরে তুমি উহার প্রতিগমন কর। ইহ লোকে তুমি ভিন্ন আর কেহই ক্রোধপরায়ণ ধনঞ্জয়কে সমরে আক্রমণ করিতে সমর্থ নহে। ঐ দেখ, মহাবীর কুন্তীনন্দন একাকী তোমার প্রতি ধাবমান হইতেছে, কেহই উহার পৃষ্ঠ বা পার্শ্বদেশ রক্ষা করিতেছে না। অতএব

এক্ষণে তুমি আপনার কার্য্য সিদ্ধির উপায় দেখ। তুমিই সংগ্রামে বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিতে পারিবে; ঐ ভার তোমার উপরেই অর্পিত হইয়াছে; অতএব তুমি অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের প্রতি গমন কর। তুমি ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপের সদৃশ, অতএব এই মহাসংগ্রামে লেলিহান সর্পের ন্যায়, গর্জ্জনশীল ঋষভের ন্যায় ও বনস্থিত ভীষণ ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন ধনঞ্জয়কে নিবারণ পূর্ব্বক সংহার কর। ঐ দেখ, কৌরব পক্ষীয় মহারথ ভূপালগণ অর্জ্জুনের ভয়ে সমর নিরপেক্ষ হইয়া পলায়ন করিতেছেন। এ সময়ে তুমি ভিন্ন আর কেহই তাঁহাদিগের ভয় নিবারণে সমর্থ নহেন। কৌরবগণ এই সমরসাগরে দ্বীপের ন্যায় তোমার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। অতএব তুমি যেরূপ ধৈর্য্য সহকারে বৈদেহ, অম্বষ্ঠ, কাম্বোজ, নগ্নজিৎ ও গান্ধারগণকে পরাজয় করিয়াছ, সেইরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় পুরুষকার প্রকাশ করত অর্জ্জুন ও বাসুদেবের প্রতি গমন কর।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ শল্য কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে মদ্ররাজ! তুমি এক্ষণে প্রকৃতিস্থ ও আমার অভিমত হইয়াছ। ধনঞ্জয় হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আজি তুমি আমার ভুজবল ও অস্ত্রশিক্ষা অবলোকন কর। আমি একাকীই সমুদায় পাণ্ডব সৈন্য সংহার করিব। আজি কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া কদাচ রণস্থল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। যুদ্ধে জয় লাভের কিছুই স্থিরতা নাই; অতএব হয় কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে সংহার নচেৎ

ভূতলে নিপাতিত করিব, না হয় উহারাই আমারে নিহত করিবে।

হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া জলধরের ন্যায় গম্ভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি দুর্য্যোধন সন্নিধানে সমুপস্থিত ও তৎ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া তাঁহারে এবং কৃপ, ভোজ, অনুজ সমবেত গান্ধাররাজ শকুনি, অশ্বত্থামা, স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র এবং পদাতি, গজারোহী ও অশ্বারোহিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা বাসুদেব ও অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইয়া তাহাদিগকে অবরুদ্ধ ও পরিশ্রান্ত কর। তোমরা ঐ বীরদ্বয়কে শরনিকরে সাতিশয় ক্ষতবিক্ষত করিলে আমি অক্লেশে উহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হইব। হে মহারাজ! তখন ঐ সমস্ত বীরেরা সূতপুত্রের আদেশানুসারে অর্জ্জুনকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সত্বরে ধাবমান হইয়া শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহারে সমাহত করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও মহাসাগর যেমন বহুল সলিল সম্পন্ন নদ নদী সমুদায়ের বেগ ধারণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনায়াসে কৌরব পক্ষীয় বীরগণের শরনিকর সহ্য করিলেন। অনন্তর তিনি বিপক্ষগণের উপর অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি যে কখন শর সন্ধান ও বর্ষণ করিতে লাগিলেন, শত্রুগণ তাহা কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হইল না। তখন অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য তাঁহার শরে বিদীর্ণকলেবর ও নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর কুন্তীনন্দন যুগান্তকালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা

ধারণ করিলেন। তাঁহার শরনিকর কিরণ ও গাণ্ডীব শরাসন পরিবেশের ন্যায় শোভমান হইল। চক্ষুরোগপীড়িত ব্যক্তি যেমন দিবাকরকে নিরীক্ষণ করিতে পারে না, তদ্রূপ কৌরবগণ তাঁহারে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন হাস্যমুখে শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের মধ্যগত দিবাকর যেমন জলরাশি বিশোষিত করে, তদ্রূপ বিপক্ষ নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিরাকৃত করিয়া স্বীয় তেজ প্রভাবে কৌরব সৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কৃপ, ভোজ, রাজাদুর্য্যোধন ও মহারথ অশ্বত্থামা, জলধর যেমন মহীধরের উপর বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনবরত অর্জ্জুনের উপর শরনিকর বিসর্জ্জন করত তাঁহার প্রতি দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় জীবনান্তকর শরনিকর দ্বারা সেই শর সমূহ ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রত্যেকের বক্ষস্থলে তিন তিন বাণ বিদ্ধ করিলেন এবং গাণ্ডীব আকর্ষণ পূর্ব্বক বিপক্ষগণকে শরানলে নিতান্ত সন্তপ্ত করত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের মধ্যগত পরিবেশ সুশোভিত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারথ অশ্বত্থামা দশ শরে ধনঞ্জয়কে, চারি শরে তাঁহার চারি অশ্বকে ও তিন শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া ধ্বজাগ্রস্থিত বানরের উপর নারাচনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তিন শরে অশ্বত্থামার কার্ম্মুক, ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ও চারি শরে অশ্বগণকে ছেদন পূর্ব্বক তিন শরে তাঁহার ধ্বজ-

দণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা একান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া হীরক মণি সমলঙ্কৃত, সুবর্ণজাল জড়িত, তক্ষক দেহের ন্যায় তেজ সম্পন্ন, অদ্রিতটস্থ অজগরের ন্যায় প্রকাণ্ড এক মহামূল্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিলেন এবং উহাতে জ্যারোপণ পূর্ব্বক শরনিকর বর্ষণ করত অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে নিপীড়িত ও বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন বারিধর যেমন দিবাকরকে অবরোধ করে, তদ্রূপ মহাবীর কৃপ, ভোজ, দুর্য্যোধন ও অন্যান্য মহারথগণ শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে অবরোধ করিলেন। কার্ত্তবীর্য্য সদৃশ বলবীর্য্যসম্পন্ন মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে শরনিকর দ্বারা কৃপাচার্য্যের সশর শরাসন, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে গাঙ্গেয় যেমন অর্জ্জুনের অসংখ্য শরে নিপীড়িত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কৃপাচার্য্যও তদ্রূপ একান্ত নিপীড়িত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন দুর্য্যোধনকে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া কৃতবর্ম্মার অশ্বগণকে বিনষ্ট ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও শরাসনযুক্ত রথ সমুদায় এবং গজযূথকে বিপাটিত করিলেন। কৌরব সৈন্যগণ জলবেগবিদীর্ণ সেতুর ন্যায় সমন্তাৎ বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। ঐ সময় মহাত্মা কৃষ্ণ রণপীড়িত শত্রুগণকে অর্জ্জুনের দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিয়া রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য যোধগণ বৃত্রাসুর নিধনোদ্যত বাসবের ন্যায় মহাবীর ধনঞ্জয়কে ধাবমান অবলোকন করিয়া উন্নত ধ্বজযুক্ত সুকল্পিত রথে

আরূঢ় হইয়া যুদ্ধ বাসনায় তাঁহার অনুগমন করিলেন। তদ্দর্শনে মহারথ শিখণ্ডী, সাত্যকি, নকুল ও সহদেব ধনঞ্জয়ের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার অরাতিগণকে নিবারণ ও শাণিত শরনিকরে বিদারণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব ও সৃঞ্জয়গণ পরস্পর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অবক্রগামী সায়ক দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বকালে অসুরগণ যেমন দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, এক্ষণে কৌরবগণের সহিত সৃঞ্জয়গণের তদ্রূপ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষীয় হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও রথিগণ জয় ও স্বর্গলাভে সমুৎসুক হইয়া সমরে গমন ও পরস্পরকে প্রহার করত গর্জ্জন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় যোধগণ পরস্পরের প্রতি অনবরত শরনিকর নিক্ষেপ করাতে সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত ও সমুদায় দিক্ বিদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল।

একাশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় প্রধান প্রধান কৌরব সৈন্যগণকে ভীমসেনের আক্রমণে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার উদ্ধার বাসনায় সূতপুত্রের সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করত যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয়ের শরজাল বিহঙ্গমকুলের ন্যায় নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল। মহাবীর কুন্তীনন্দন কৌরবগণের অন্তকস্বরূপ হইয়া ভল্ল, ক্ষুরপ্র ও বিমল নারাচ দ্বারা তাঁহাদের গাত্র ও মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমরভূমি ছিন্নগাত্র, ছিন্নমস্তক, কবচশূন্য যোধগণের কলেবরে সমাবৃত

এবং ছিন্ন ভিন্ন বিকলাঙ্গ হস্তী, অশ্ব ও রথ সমূহের নিপাতে ভীষণাকার বৈতরণী নদীর ন্যায় অতিশয় দুর্গম ও দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। অসংখ্য ঈষা, চক্র, অক্ষ ও ভল্ল ইতস্তত নিপতিত হইতে লাগিল; ঐ সময় কোন কোন রথ অশ্বসারথি বিহীন, কোন কোন রথ কেবল অশ্বযুক্ত ও কোন কোন রথ কেবল সারথিযুক্ত দৃষ্টিগোচর হইল। সুবর্ণবর্ণ বর্ম্মধারী, কনক ভূষণালঙ্কৃত, যোধগণ সমারূঢ়, ক্রূর মহামাত্রগণ কর্ত্তৃক পার্ষ্ণি ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পরিচালিত, মদমত্ত, কবচভূষিত চারিশত মাতঙ্গ অর্জ্জুনের শরনিকরে সমাহত হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইলে বোধ হইল যেন মহাপর্ব্বতের সমৃদ্ধিশালী শৃঙ্গ সকল বিশীর্ণ ও ধরাতলে সমাকীর্ণ হইয়াছে। মহাবীর অর্জ্জুন সেই জলদ সন্নিভ মদবর্ষী বারণগণকে নিপাতিত করিয়া মেঘ বিনির্গত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। এইরূপে অস্ত্র, যন্ত্র ও কবচশূন্য চতুরঙ্গ বল সমরাঙ্গনে নিপতিত হওয়াতে পথ সকল আচ্ছন্ন হইল। তখন মহাবীর অর্জ্জুনের ঘোরতর বজ্রনির্ঘোষ সদৃশ গাণ্ডীব শরাসনের ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। সাগর মধ্যে নৌকা যেমন প্রবল সমীরণে সমাহত হইয়া বিদীর্ণ হয়, তদ্রূপ সেই কৌরব সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের শরে সমাহত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইল। অঙ্গার, উল্কা ও অশনির ন্যায় প্রাণবিনাশক গাণ্ডীবনিঃসৃত বিবিধ বাণ তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা রজনীযোগে পর্ব্বতস্থিত প্রজ্বলিত বেণুবনের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অটবী মধ্যে মৃগগণ যেমন দবদহন ভীত হইয়া ইতস্তত পর্য্যটন করে, তদ্রূপ কৌরবগণ অর্জ্জুনের শরানলে

দগ্ধ ও ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। ঐ সময় যাহারা ভীমসেনকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারাও ভীত চিত্তে তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক রণপরাঙ্মুখ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! এই রূপে কৌরবগণ ছিন্ন ভিন্ন হইলে সমরবিজয়ী ধনঞ্জয় ভীমসেনের নিকট সমুপস্থিত হইয়া ক্ষণকাল তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করত তাঁহারে যুধিষ্ঠিরের নিরাপদবার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় রথনির্ঘোষে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত সমরস্থলে সমাগত হইলেন। ঐ সময় দুঃশাসনের অনুজ দশ জন মহাবীর ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিয়া সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন তাঁহারা জ্যারোপিত শরাসন আয়ত করিয়া নৃত্য করিতেছেন। মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে উল্কানিপীড়িত কুঞ্জরের ন্যায় আপনার পুত্রগণের শরে সমাহত দেখিয়া, অর্জ্জুন অচিরাৎ তাঁহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিবেন স্থির করিয়া তাঁহাদিগের বাম পার্শ্বে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অর্জ্জুনের রথ অন্য দিকে ধাবমান দেখিয়া সত্বরে তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় নারাচ ও অর্দ্ধচন্দ্র শরে সেই বীরগণের রথকেতু, অশ্ব, চাপ ও সায়ক সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ দশ ভল্লে তাঁহাদিগের লোহিত নেত্রযুক্ত দষ্টাধর মস্তক সকল ছেদন পূর্ব্বক পুনরায় গমন করিতে লাগিলেন। আপনার আত্মজগণের বদন সমুদায় ভূতলে নিপতিত হইয়া পঙ্কজের ন্যায় শোভিত হইল।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাত্মা মধুসূদন ধনঞ্জয়ের স্থবর্ণ-ভূষণ বিভূষিত মুক্তাজাল জড়িত শ্বেতাশ্বগণকে কর্ণের রথাভিমুখে সঞ্চালিত করিলেন। অনন্তর কৌরব পক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত নবতি সংখ্যক সংশপ্তক অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ঘোরতর পারলৌকিক শপথ করিয়া তাঁহারে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুন নিশিত শরজালে অবিলম্বে সেই সংগ্রামতৎপর নবতি বীরকে তাহাদের সারথি, শরাসন ও ধ্বজের সহিত নিপাতিত করিলেন। পুণ্যক্ষয় হইলে বিমানস্থ সিদ্ধগণ যেরূপ স্বর্গ হইতে পতিত হয়, তদ্রূপ তাহারা অর্জ্জুনের নানারূপ শর নিকরে নিহত হইয়া নিপতিত হইল। অনন্তর কৌরবগণ প্রভূত হস্তী, অশ্ব ও রথ লইয়া নির্ভয়ে ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইয়া তাঁহারে অবরোধ করত অসংখ্য শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, গদা, তলবার ও শরনিকর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও দিবাকর যেমন কিরণজালে তিমির নাশ করেন, তদ্রূপ শরনিকর দ্বারা অরাতি নিক্ষিপ্ত অন্তরীক্ষে বিস্তৃত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ত্রয়োদশ শত মত্ত গজসমারূঢ় ম্লেচ্ছ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে কর্ণ, নালীক, নারাচ, তোমর, প্রাস, শক্তি, মুষল ও ভিন্দিপাল দ্বারা রথস্থ পার্থের পার্শ্বদেশে আঘাত করিতে লাগিল। তখন অর্জ্জুন নিশিত ভল্ল ও অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা সেই ম্লেচ্ছগণ নিক্ষিপ্ত শস্ত্র বৃষ্টি নিরাকৃত করিয়া নানাবর্ণ শরনিকরে ধ্বজ পতাকা বিশিষ্ট দ্বিরদগণকে আরোহিগণের

সহিত নিহত করিলেন। সুবর্ণমালাবৃত মাতঙ্গগণ অর্জ্জুনের সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে সমাবৃত ও নিহত হইয়া বজ্রবিদারিত পর্ব্বতের ন্যায়, আগ্নেয় গিরির ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর সংগ্রামস্থলে মনুষ্য, গজ ও অশ্বগণের নিস্বন এবং গাণ্ডীবের গভীর নির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অসংখ্য কুঞ্জর ও আরোহিবিহীন অশ্বগণ শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া দশ দিকে ধাবমান হইল। অশ্বহীন রথিবিহীন গন্ধর্ব্ব নগরাকার সহস্র সহস্র রথ চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং অশ্বারোহিগণ ইতস্তত ধাবমান হইয়া অর্জ্জুনের বাণে নিহত হইল। হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয়ের কি অদ্ভুত বাহুবল! তিনি তৎকালে একাকীই সেই হস্তী, অশ্বারোহী ও রথিগণকে পরাজয় করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন অর্জ্জুনকে ত্রিবিধ সৈন্য পরিবৃত দেখিয়া কৌরবপক্ষীয় হতাবশিষ্ট কতিপয় রথীরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে অর্জ্জুনের রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন কৌরবগণের অল্পমাত্রাবশিষ্ট ক্ষতবিক্ষত সৈন্যগণ ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল। গদাপাণি বৃকোদরও অর্জ্জুনের সমীপে গমন করত ধনঞ্জয় হতাবশিষ্ট কৌরব পক্ষীয় মহাবল তুরঙ্গমগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রাকার, অট্টালিকা ও পুরদ্বার বিদারণে সমর্থ, কালরাত্রির ন্যায় ভীষণ গদা নর, নাগ ও অশ্বগণের উপর অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। লৌহবর্ম্মধারী অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ সেই প্রচণ্ড গদার আঘাতে ভগ্নমস্তক, ভগ্নাস্থি ও ভগ্নচরণ হইয়া শোণিতার্দ্র কলেবরে চীৎকার করত ধরাতলে নিপতিত

ও দশন দ্বারা ভূতল দংশন করত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ক্রব্যাদগণ আনন্দিত চিত্তে তাহাদের মাংস ভোজন করিতে লাগিল। তখন ভীমসেনের সেই ভীষণ গদা শোণিত, মাংস, বসা ও অস্থি দ্বারা পরম পরিতৃপ্ত হইয়া দুর্লক্ষ্য কালরাত্রির ন্যায় নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। এইরূপে ভীমসেন দশ সহস্র অশ্ব ও বহুসংখ্যক পদাতিরে নিপাতিত করিয়া গদা হস্তে সরোষ নয়নে ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবগণ তাঁহারে গদা হস্তে সমীপে সমাগত হইতে দেখিয়া সাক্ষাৎ কালদণ্ডধর কৃতান্তের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মকর যেমন সাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ মহাবীর বৃকোদর মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া গজ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্ষণকাল মধ্যে তাহাদিগকে নিপাতিত করিলেন। বর্ম্মাচ্ছাদিত, পরিশোভিত, আরোহি সমবেত, মত্ত মাতঙ্গগণ পক্ষযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল।

মহাবল ভীমসেন এইরূপে সেই গজ সৈন্য নিপাতিত করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার অর্জ্জুনের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় কৌরব সৈন্যগণ শস্ত্রাঘাতে নিপীড়িত হইয়া সমরে নিরুৎসাহ ও পরাঙ্মুখ হইয়া নিশ্চেষ্টবৎ অবস্থান করিতে লাগিল। অর্জ্জুন সেই সৈনিকগণকে তেজোহীন দেখিয়া প্রাণনাশক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা অর্জ্জুনের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া কেশর বিরাজিত কদম্ব কুসুমের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ঐ সময় অর্জ্জুনের শরে অসংখ্য নাগ, নর ও অশ্ব

নিহত হওয়াতে কৌরব পক্ষে ভীষণ আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। সৈনিকগণ নিতান্ত ভীত হইয়া হাহাকার করত অলাত চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় কোন রথ, অশ্ব, অশ্বারোহী বা মাতঙ্গ অক্ষত ছিল না। সৈন্যগণ ছিন্নকবচ ও শোণিতলিপ্ত হইয়া বিকসিত অশোক কাননের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ সময় কৌরবগণ সব্যসাচীর পরাক্রম দর্শনে কর্ণের জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন এবং পার্থের শরসম্পাত অসহ্য বোধ করিয়া শঙ্কিত চিত্তে দশ দিকে পলায়ন করত সূতপুত্রকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও শত শত শর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইয়া ভীমসেন প্রমুখ পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণকে আহ্লাদিত করিলেন।

হে মহারাজ! তখন আপনার পুত্রগণ অর্জ্জুন শরে ব্যথিত হইয়া কর্ণের রথসমীপে প্রতিগমন করিলেন। ঐ সময় সূত-পুত্র সেই বিপদ সাগরে নিমগ্নপ্রায় বীরগণের দ্বীপ স্বরূপ হইলেন। অন্যান্য কৌরবগণও অর্জ্জুনের ভয়ে ভীত হইয়া নির্ব্বিষ পন্নগের ন্যায় পলায়ন করত কর্ণেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ক্রিয়াবান্ প্রাণিগণ যেমন মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া ধর্ম্মকে অবলম্বন করে, তদ্রূপ আপনার তনয়গণ মহাত্মা অর্জ্জুনের ভয়ে মহাধনুর্দ্ধর কর্ণের শরণাপন্ন হইলেন। তখন শস্ত্রধরাগ্রগণ্য মহাবীর কর্ণ সেই শরপীড়িত শোণিতক্লিন্ন-বীরগণকে অভয় প্রদান করিলেন এবং সৈনিকগণকে অর্জ্জুন প্রভাবে ভগ্ন দেখিয়া শত্রু সংহার বাসনায় শরাসন বিস্ফারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মনে মনে অর্জ্জুনের বধ

চিন্তা করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারই সমক্ষে পুনরায় পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় ভূপালগণ তদ্দর্শনে আরক্তনয়ন হইয়া জলদজাল যেমন পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ কর্ণের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক পাঞ্চালগণের প্রাণ সংহার করিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের মধ্যে ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইল।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ সূতপুত্র মহাবীর অর্জ্জুনের বীর্য্য প্রভাবে কৌরবগণকে পলায়ন পরায়ণ দেখিয়া বায়ু যেমন জলদজাল ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ পাঞ্চালতনয়গণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন! তিনি অঞ্জলিকাস্ত্রে জনমেজয়ের অশ্ব সমুদায় ও সারথিরে নিপাতিত করিলেন এবং ভল্ল দ্বারা শতানীক ও সুতসোমকে বিদ্ধ করত তাঁহাদিগের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি ছয় শরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ ও শরনিকরে তাঁহার অশ্ব সকলকে নিহত করিয়া সাত্যকির অশ্বগণকে সংহার পূর্ব্বক কৈকেয়পুত্র বিশোককে বিনষ্ট করিলেন। কৈকেয় সেনাপতি উগ্রকর্ম্মা রাজকুমারকে নিহত দেখিয়া কর্ণাত্মজ প্রসেনকে উগ্রবেগ সম্পন্ন শরনিকরে সমাহত ও বিচলিত করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে হাস্যমুখে তিন অর্দ্ধচন্দ্র শরে কৈকেয় সেনাপতির ভুজযুগল ও মস্তক ছেদন করিলে তিনি গতাসু হইয়া পরশুছিন্ন শাল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর কর্ণাত্মজ প্রসেন শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ ও নিশিত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক

সাত্যকিরে সমাচ্ছন্ন করত যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শাণিত শরে তৎ-ক্ষণাৎ প্রসেনের প্রাণ সংহার করিলেন। মহাবীর কর্ণ পুত্রের নিধন দর্শনে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া সাত্যকিরে সংহার করিবার বাসনায়, অরে শৈনেয়! তুই নিহত হইলি, এই বলিয়া তাঁহার প্রতি এক ভীষণ শর বিসর্জ্জন পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী তদ্দর্শনে অবিলম্বে তিন বাণে সেই কর্ণ নিক্ষিপ্ত শর ছেদন করিয়া তাঁহারে তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাতেজস্বী সূতপুত্র ক্রোধভরে ক্ষুর দ্বারা শিখণ্ডীর শরাসন ও ধ্বজ ছিন্ন এবং ছয় শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন তনয়ের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক সুশাণিত শর দ্বারা সুতসোমকে বিদ্ধ করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত ও ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র নিহত হইলে বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, কর্ণ প্রায় সমস্ত পাঞ্চালদিগকে বিনষ্ট করিল; এক্ষণে তুমি শীঘ্র গিয়া উহারে সংহার কর। নরপ্রবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া পাঞ্চালদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে সূতপুত্রের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন এবং গাণ্ডীব বিস্ফারণ ও তলধ্বনি করিয়া সহসা শরান্ধকার বিস্তার পূর্ব্বক অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও ধ্বজ সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার শরাসনের টঙ্কার শব্দ অন্তরীক্ষ-মণ্ডল ও ভয়ঙ্কর গিরিগহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঐ সময় ভীমসেন পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত

হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরদ্বয় রথারোহণে সূতপুত্রের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাবীর সূতপুত্র সোমকদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গগণকে নিহত এবং শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিলেন। তখন উত্তমৌজা, জনমেজয়, যুধামন্যু ও শিখণ্ডী ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সমবেত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক সূতপুত্রকে বিমর্দ্দিত ও বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু রূপ রস প্রভৃতি বিষয় সমুদায় যেমন সংযমী ব্যক্তিকে ধৈর্য্যচ্যুত করিতে পারে না, তদ্রূপ সেই পাঞ্চাল দেশীয় পাঁচ মহাবীর একত্র হইয়াও সূতপুত্রকে রথ হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর মহাবীর কর্ণ শরনিকর দ্বারা ঐ মহাবীরগণের ধনু, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও পতাকা সকল অবিলম্বে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পাঁচ পাঁচ বাণে তাঁহাদিগকে আঘাত করত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সকলেই তাঁহার শরাসন নিস্বনে অদ্রিদ্রুম পরিশোভিত পৃথিবী বিদীর্ণ হইল অনুমান করিয়া একান্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। মহাবীর সূতপুত্র ইন্দ্রচাপ সদৃশ নিতান্ত আয়ত শরাসন আকর্ষণ ও অনবরত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক করজাল বিরাজিত পরিবেশ সম্পন্ন প্রচণ্ড সূর্য্য মণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি শিখণ্ডীরে দ্বাদশ, উত্তমৌজারে ছয় এবং যুধামন্যু, জনমেজয় ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে সেই পাঞ্চাল দেশীয় পাঁচ মহারথ ভোগ্য বস্তু সকল যেমন জিতেন্দ্রিয় কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সূত-

পুত্রের বলবীর্য্যে পরাজিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন দ্রৌপদীর আত্মজগণ স্বীয় মাতুলগণকে সূতপুত্র বিহিত বিপদ সাগরে নিমগ্ন অবলোকন করিয়া নৌকা-ভঙ্গ নিবন্ধন সমুদ্রে নিমগ্ন বণিকগণকে যেমন অন্য নৌকা দ্বারা উদ্ধার করে, তদ্রূপ সুসজ্জিত রথ দ্বারা তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন।

অনন্তর মহারথ সাত্যকি নিশিত শরনিকরে সূতপুত্র প্রেরিত শর সমূহ খণ্ড খণ্ড ও তাঁহার কলেবর ক্ষত বিক্ষত করিয়া আট শরে মহারাজ দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর কৃপ, কৃতবর্ম্মা, কর্ণ ও রাজা দুর্য্যোধন সুনিশিত শর-জাল বিস্তার পূর্ব্বক সাত্যকিরে প্রহার করিতে লাগিলেন। শিনিপ্রবীর যুযুধান সেই চারি মহাবীরের সহিত সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া দিক্‌পতিদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত দানব-রাজের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন এবং অনবরত শরনিকর-বর্ষী অতিমাত্র আয়ত মহাস্বন শরাসন প্রভাবে শরৎকালীন নভোমণ্ডল মধ্যস্থিত প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় একান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। ইত্যবসরে পাঞ্চাল দেশীয় মহারথগণ সমবেত হইয়া দেবতারা যেমন দেবরাজকে রক্ষা করিয়া-ছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর সাত্যকিরে রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তখন আপনার সৈনিকগণের সহিত বিপক্ষ-দিগের দেবাসুর সংগ্রামের ন্যায় রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গ বিনাশন তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রথী, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি সকল নানাবিধ শস্ত্রজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কতকগুলি পরস্পর আহত ও স্খলিত হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ

করিতে আরম্ভ করিল এবং কতকগুলি শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রাণ ত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল।

এ দিকে মহাবীর দুঃশাসন শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমও সিংহ যেমন রুরুর অভিগমন করে, তদ্রূপ দ্রুত বেগে তাঁহার প্রতি গমন করিলেন। তখন শম্বর ও শক্রের ন্যায় সেই রোষাবিষ্ট বীরদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অনবরত মদধারাবর্ষী মন্মথাসক্তচিত্ত মাতঙ্গ দ্বয় যেমন করিণীর নিমিত্ত পরস্পরকে আঘাত করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় জয়শ্রী লাভ করিবার অভিলাষে দেহ বিদারণক্ষম সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম দুই ক্ষুর দ্বারা দুঃশাসনের কার্ম্মুক ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার ললাটদেশে এক শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরে সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাজকুমার দুঃশাসন সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দ্বাদশ শরে বৃকোদরকে বিদ্ধ করিলেন এবং স্বয়ং অশ্বের রশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় ভীমের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ভীমকে লক্ষ্য করিয়া এক সূর্য্যমরীচিসপ্রভ, হীরক রত্ন সমলঙ্কৃত, সুবর্ণজাল জড়িত, অশনি তুল্য নিতান্ত দুঃসহ, দেহবিদারণক্ষম, ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন। ভীমসেন সেই শরে নির্ভিন্ন কলেবর ও গতাসুর ন্যায় স্খলিতদেহ হইয়া বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক রথ মধ্যে নিপতিত হইলেন এবং অবিলম্বে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক ভীষণ রবে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর আপনার পুত্র দুঃশাসন সেই সমরাঙ্গনে নিদারুণ যুদ্ধ করত এক শরে ভীমসেনের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ষষ্টি শরে তাঁহার সারথিরে ও নয় শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার উপর অসংখ্য উত্তম উত্তম সায়ক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন অসামান্য পরাক্রমশালী মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দুঃশাসনের প্রতি এক সুতীক্ষ্ণ শক্তি প্রয়োগ করিলেন। আপনার পুত্র প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায় সেই ভীষণ শক্তি সহসা সমাগত হইতেছে দেখিয়া আকর্ণ সমাকৃষ্ট দশ শরে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার সেই মহৎকার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর দুঃশাসন পুনরায় ভীমসেনকে অতিমাত্র বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন আপনার পুত্রের শরাঘাতে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, হে বীর! তুমি ত আমারে বিদ্ধ করিলে, এক্ষণে আমি গদা প্রহার করিতেছি সহ্য কর। ভীমসেন এই বলিয়া ক্রোধভরে দুঃশাসনের বিনাশ বাসনায় সেই দারুণ গদা গ্রহণ করত পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, হে দুরাত্মন! আজি আমি রণস্থলে তোমার শোণিত পান করিব। মহাবীর দুঃশাসন ভীম কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সাক্ষাৎ মৃত্যু স্বরূপ এক ভীষণ শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। তখন ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বীয় ভীষণ গদা পরিত্যাগ করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত গদা দুঃশাসনের শক্তি ভগ্ন করত

তাঁহার মস্তকে নিপতিত হইয়া তাঁহারে রথ হইতে দশ ধনু অন্তরে নিপাতিত এবং তাঁহার রথ, অশ্ব ও সারথিরে চূর্ণিত করিল। মহাবীর দুঃশাসন সেই বেগবতী গদার প্রহারে কম্পিত কলেবর ও বেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। বীরবর বৃকোদরও দুঃশাসনকে পাতিত করিয়া মহা আহ্লাদে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করত গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী লোক সকল তাঁহার সিংহনাদ শব্দে মূর্চ্ছিত হইয়া রণস্থলে নিপতিত হইল। তখন অচিন্ত্যকর্ম্মা মহাবীর ভীমসেন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহাবেগে দুঃশাসনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎকালে সেই বীর জনভূয়িষ্ঠ ঘোরতর সংগ্রামস্থলে দুঃশাসনকে নিরীক্ষণ করিবা মাত্র আপনার পুত্রগণ যে যে প্রকারে পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় এবং পতিপরায়ণা ঋতুমতী দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, বস্ত্রাপহরণ ও অন্যান্য দুঃখ সকল বৃকোদরের স্মৃতিপথে সমুত্থিত হইল, পরে ক্রোধে হুত হুতাসনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া কর্ণ, দুর্য্যোধন, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মারে কহিলেন, হে যোধগণ! আজি আমি পাপাত্মা দুঃশাসনকে যমালয়ে প্রেরণ করিব, তোমাদের সাধ্য থাকে ত উহারে রক্ষা কর।

বলবান্ বৃকোদর এই বলিয়াই তৎক্ষণাৎ দুঃশাসনের বিনাশ বাসনায় ধাবমান হইয়া দুর্য্যোধন ও কর্ণের সমক্ষেই কেশরী যেমন মহামাতঙ্গকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ তাঁহারে আক্রমণ করিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রথ হইতে ভূতলে

অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর তিনি সোৎসুক নয়নে ক্ষণকাল দুঃশাসনকে নিরীক্ষণ করত আপনার প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার মানসে শিতধার অসি সমুদ্যত করিয়া কম্পিত কলেবরে তাঁহার উপর পদার্পণ পূর্ব্বক বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণ শোণিত পান করিলেন এবং তাঁহারে অবিলম্বে ভূতলে নিপাতিত করিয়া সেই খড়্গে তাঁহার মস্তক ছেদন পূর্ব্বক পুনরায় বারংবার ঈষদুষ্ণ রক্ত পান করত কহিলেন যে, মাতৃস্তন্য, ঘৃত, সুরা, উৎকৃষ্ট জল এবং দধি ও দুগ্ধ হইতে সমুৎপন্ন উত্তম তক্র প্রভৃতি যে সকল অমৃতরস তুল্য সুস্বাদু পাণীয় আছে, আজি এই শত্রুশোণিত সর্ব্বাপেক্ষা আমার সুস্বাদু বোধ হইল। ক্রূরকর্ম্মা ক্রোধাবিষ্ট ভীমসেন এই কথা বলিয়া দুঃশাসনকে গতাসু নিরীক্ষণ পূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিলেন, হে দুঃশাসন! এক্ষণে মৃত্যু তোমারে রক্ষা করিয়াছেন, আর আমি তোমার কিছুই করিতে পারিব না। হে মহারাজ! ঐ সময়ে যে সকল বীরগণ শোণিতপায়ী হৃষ্টচিত্ত ভীমসেনকে অবলোকন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভয়ার্ত্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন; কাহার কাহারও হস্ত হইতে অস্ত্র সকল পরিভ্রষ্ট হইল এবং কেহ কেহ অস্ফুট স্বরে চীৎকার করত সঙ্কুচিত নেত্রে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যগণ ভীমসেনকে দুঃশাসনের রক্ত পান করিতে অবলোকন করিয়া এ ব্যক্তি মনুষ্য নয়, অবশ্য রাক্ষস হইবে এই বলিতে বলিতে চিত্রসেনের সহিত ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল।

ঐ সময়ে নৃপতনয় যুধামন্যু সৈন্য সমভিব্যাহারে পলায়মান

চিত্রসেনের অভিমুখে ধাবমান হইয়া নির্ভয়ে নিশিত সাত শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর চিত্রসেন যুধামন্যুর শরাঘাতে পাদস্পৃষ্ট লেলিহান ভীষণ ভুজঙ্গমের ন্যায় ক্রুদ্ধ ও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যুধামন্যুরে তিন ও তাঁহার সারথিরে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর যুধামন্যু ক্রুদ্ধ হইয়া আকর্ণপূর্ণ স্থন্দর পুঙ্খযুক্ত স্থশাণিত শরে চিত্রসেনের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। চিত্রসেন নিহত হইলে মহাবীর কর্ণ স্বীয় পুরুষত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্য বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর নকুল অবিলম্বে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন।

এ দিকে মহাবীর ভীমসেন রোষপরায়ণ নিহত দুঃশাসনের রুধিরে অঞ্জলি পরিপূর্ণ করিয়া বীরগণের সমক্ষে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, রে পুরুষাধম! এই আমি তোর কণ্ঠ হইতে রুধির পান করিতেছি, এক্ষণে পুনরায় হৃষ্ট চিত্তে গরু গরু বলিয়া উপহাস কর। সে সময়ে যাহারা আমাদিগকে গরু গরু বলিয়া উপহাস করত নৃত্য করিয়াছিল, এখন আমরা তাহাদিগকে গরু গরু বলিয়া উপহাস করত নৃত্য করিব। রে দুঃশাসন! আমরা দুর্য্যোধন, শকুনি ও সূতপুত্রের কুমন্ত্রণাতে যে প্রমাণকোটী নামক প্রাসাদে শয়ন, কালকূট ভোজন, কৃষ্ণসর্পের দংশন, দ্যূতে রাজ্যাপহরণ, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, জতুগৃহে দাহ, অরণ্যে নিবাস, সংগ্রামে অস্ত্রাঘাত এবং স্বগৃহে ও বিরাট ভবনে বিবিধ ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিয়াছি, তুই সে সকলের মূল! আমরা ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণের দৌরাত্ম্যে চির কাল দুঃখ ভোগ করিতেছি, কখন স্থখের লেশমাত্রও জানিতে পারি নাই।

হে মহারাজ ! রক্তাক্ত কলেবর, লোহিতাস্য ক্রোধ-পরায়ণ বৃকোদর জয় লাভের পর এই সকল কথা বলিয়া হাস্য করত কেশব ও অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, হে বীরদ্বয় ! আমি দুঃশাসন নিধনার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আজি রণস্থলে তাহা সফল করিলাম। এক্ষণে অবিলম্বে এই সংগ্রামরূপ মহাযজ্ঞে দুর্য্যোধনরূপ দ্বিতীয় পশুরে সংহার করিব। আমি নিশ্চয়ই কৌরবগণের সমক্ষে পদাঘাতে ঐ দুরাত্মার মস্তক বিমর্দ্দন পূর্ব্বক উহারে বিনাশ করিয়া শান্তি লাভ করিব। হে মহারাজ ! রুধিরাক্ত কলেবর মহাবীর বৃকোদর এই বলিয়া বৃত্রাসুর নিপাতন সুররাজ পুরন্দরের ন্যায় হৃষ্ট চিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ ! এইরূপে মহাবীর দুঃশাসন নিহত হইলে নিষঙ্গী, কবচী, পাশী, দণ্ডধার, ধনুগ্রহ, অলুলোপ, সহ,ষণ্ড, বাতবেগ ও সুবর্চ্চা আপনার এই দশ পুত্র ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া ক্রোধভরে শরনিকরে মহাবীর ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। বীরবরাগ্রগণ্য বৃকোদর সেই ক্রোধনস্বভাব সমরে অপরাঙ্মুখ মহারথগণের বিশিখজালে বিদ্ধ ও রোষে লোহিতনেত্র হইয়া ক্রুদ্ধ কালান্তক যমের ন্যায় শোভা ধারণ পূর্ব্বক সুবর্ণপুঙ্খ বেগবান্ দশ ভল্লে তাঁহাদের দশ জনকে নিপাতিত করিলেন। কৌরব সৈন্যগণ তদ্দর্শনে ভীমভয়ে একান্ত ভীত হইয়া সূতপুত্রের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল।

ঐ সময় মহাবীর কর্ণ প্রজানাশক কৃতান্তের ন্যায় ভীমসেনের ভীষণ পরাক্রম দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। তখন মহামতি শল্য তাঁহার শরীর দর্শনে মনের বিকার বুঝিতে পারিয়া তাঁহারে তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে কর্ণ! ঐ দেখ, ভূপতিগণ ভীমসেনের ভয়ে ইতস্তত পলায়ন করিতেছেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন দুঃশাসনের রুধির পান করাতে দুর্য্যোধন ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত কাতর ও বিমোহিত হইয়াছেন। তাঁহার হতাবশিষ্ট সহোদরগণ ও মহাত্মা কৃপ নিতান্ত শোকসন্তপ্ত ও বিষণ্ণ হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন পূর্ব্বক শুশ্রূষা করিতেছেন। ধনঞ্জয় প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ অন্যান্য বীরগণকে পরাজয় করিয়া তোমার অভিমুখেই সমাগত হইতেছে। অতএব এ সময় ব্যথিত বা বিষণ্ণ হওয়া তোমার উচিত নহে। তুমি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে পৌরুষ প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের প্রতি গমন কর। দুর্য্যোধন তোমার প্রতি সমুদায় ভার অর্পণ করিয়াছেন, তুমি আপনার সাধ্যানুসারে সেই ভার বহন কর। সংগ্রামে জয় লাভ করিলে বিপুল কীর্ত্তি এবং পরাজিত হইয়া নিহত হইলে স্বর্গ লাভ হয়, সন্দেহ নাই। ঐ দেখ, তুমি বিমোহিত হওয়াতে তোমার পুত্র বৃষসেন কোপাবিষ্ট হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইতেছে। হে মহারাজ! মহাতেজস্বী মদ্ররাজ এই কথা কহিলে মহাবীর কর্ণ মনে মনে যুদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। ঐ সময় কর্ণপুত্র বৃষসেন কোপাবিষ্ট হইয়া গৃহীতদণ্ড কালান্তক যমের ন্যায় সংগ্রামনিরত গদাহস্ত বৃকোদরের প্রতি ধাবমান হইলেন।

মহাবীর নকুল তদ্দর্শনে ক্রোধভরে কর্ণপুত্রের উপর শরনিকর বর্ষণ করত জম্ভাসুরাভিমুখে ধাবমান পুরন্দরের ন্যায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অবিলম্বে ক্ষুর দ্বারা তাঁহার স্ফটিকবিন্দু শোভিত ধ্বজ ও ভল্ল দ্বারা সুবর্ণভূষিত বিচিত্র শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণতনয় দুঃশাসনের ঋণ হইতে মুক্ত হইবার মানসে অবিলম্বে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দিব্য মহাস্ত্র দ্বারা নকুলকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাত্মা নকুল বৃষসেনের অস্ত্রাঘাতে কোপান্বিত হইয়া মহোল্কা সদৃশ শরনিকরে তাঁহারে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। শিক্ষিতাস্ত্র বৃষসেনও নকুলের প্রতি দিব্যাস্ত্রনিচয় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কর্ণপুত্র শরাভিঘাতজনিত ক্রোধ এবং স্বীয় দীপ্তি ও অস্ত্র প্রভাবে হুত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উৎকৃষ্ট অস্ত্র দ্বারা নকুলের সুবর্ণ জালজড়িত বনায়ুদেশীয় শুভ্রবর্ণ অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। তখন বিচিত্র যোদ্ধা নকুল সেই হতাশ্ব রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক সুবর্ণময় চন্দ্র পরিশোভিত চর্ম্ম ও আকাশসবর্ণ অসি ধারণ করিয়া বিহঙ্গমের ন্যায় বিচরণ পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে লম্ফ প্রদান করত বৃষসেনের হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় ছেদন করিতে লাগিলেন। কর্ণপুত্রের সেই ত্রিবিধ সৈন্য নকুলের খড়্গাঘাতে যাজ্ঞিক কর্ত্তৃক নিকৃত্ত পশুর ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন লইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ঐ সময় সমরবিশারদ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, চন্দনচর্চ্চিত, নানা দেশসম্ভূত, দুই সহস্র বীর বিজয়াভিলাষী একমাত্র মহাবীর নকুলের অসি প্রহারে নিহত হইয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন।

তখন মহাবীর বৃষসেন মহাবেগে নকুলের সম্মুখীন হইয়া

তাঁহারে শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। নকুলও তাঁহারে অনবরত শরজালে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। বৃষসেন নকুলশরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইলেন। হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর নকুল ভ্রাতা ভীমসেন প্রভাবে সেই তুমুল রণস্থলে রক্ষিত হইয়া অতি ভয়ঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কর্ণের আত্মজ বৃষসেন মহারথ নকুলকে রথী, অশ্ব, মাতঙ্গ ও মনুষ্যগণকে শরনিকরে নিরন্তর বিদ্ধ করিতে দেখিয়া ক্রোধ ভরে তাঁহারে অষ্টাদশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর নকুল সেই কর্ণসুত নিক্ষিপ্ত শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া তাঁহার বিনাশ বাসনায় মহাবেগে ধাবমান হইলেন। বৃষসেন বিস্তীর্ণ পক্ষ আমিষলুব্ধ শ্যেন পক্ষীর ন্যায় নকুলকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি নিশিত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর নকুল বৃষসেন নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিতান্ত নিষ্ফল করিয়া বিচিত্র গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক রণস্থলে সঞ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর কর্ণসুত বৃষসেন শরজাল দ্বারা নকুলের সহস্র তারকা সমলঙ্কৃত চর্ম্ম খণ্ড খণ্ড করিয়া নিশিত ছয় শরে তাঁহার গুরুভার সাধন শত্রুগণের প্রাণনাশক সর্পবিষের ন্যায় নিতান্ত উগ্র কোষনিষ্কাসিত সুতীক্ষ্ণ অসি ছেদন পূর্ব্বক শাণিত শরনিকরে তাঁহার বক্ষস্থল সাতিশয় বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে মহাবীর নকুল বৃষসেনের শরনিকরে বিরথ, খড়্গহীন ও সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের সমক্ষে সিংহ যেমন অচলশিখরে আরোহণ করে, তদ্রূপ ভীমসেনের রথে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর বৃষসেন সেই দুই মহারথকে এক রথে অবস্থান করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিবার অভিলাষে অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তৎপরে অন্যান্য কৌরবগণও সমবেত হইয়া তাঁহাদের প্রতি শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ভীম ও অর্জ্জুন রোষ প্রভাবে হুত হুতাশনের ন্যায় সাতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া বৃষসেনের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীম অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! এই দেখ, নকুল কর্ণাত্মজ নিক্ষিপ্ত শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইতেছে। মহাবীর বৃষসেন আমাদিগের উপরও শর বর্ষণ করিতেছে। অতএব তুমি অবিলম্বে উহার প্রতি গমন কর। হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় বৃকোদরের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার রথ সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। মাদ্রীতনয় নকুল তাঁহারে তথায় সমাগত দেখিয়া কহিলেন, হে বীর! আপনি শীঘ্র বৃষসেনকে বিনাশ করুন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ভ্রাতা নকুলের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কেশবকে অবিলম্বে বৃষসেনের অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে কহিলেন।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় দ্রুপদরাজার পাঁচ পুত্র, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও মহাত্মা শিনিরনপ্তা সাত্যকি এই একাদশ বীর নকুলকে কর্ণপুত্রের শরনিকরে ছিন্ন শরাসন, খড়্গহীন, রথবিহীন ও নিতান্ত নিপীড়িত অবগত হইয়া পবনচালিত পতাকা যুক্ত, গভীর নিস্বন সম্পন্ন রথে আরোহণ করিয়া

ভুজগগতি সদৃশ শরনিকরে আপনার হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে নিপীড়িত করত সত্বরে মাদ্রীতনয়ের সাহায্যার্থ ধাবমান হইলেন। অথন মহাবীর কৃতবর্ম্মা কৃপ, অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন, শকুনির পুত্র, বৃক, চক্রাথ এবং দেবাবৃধ, কৌরব পক্ষীয় এই কয়েক জন মহারথগণ জলদ গম্ভীর নিস্বন রথারোহণ পূর্ব্বক অনবরত জ্যানির্ঘোষ ও শরবর্ষণ করত সেই একাদশ বীরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কুলিন্দগণ তদ্দর্শনে নব জলধর সন্নিভ পর্ব্বতশৃঙ্গ সদৃশ বেগগামী মাতঙ্গে সমারূঢ় হইয়া সেই কৌরব পক্ষীয় বীরগণের প্রতি ধাবমান হইল। তাহাদের হিমালয় সম্ভূত স্বুবর্ণজাল সমাবৃত মদোৎকট মাতঙ্গগণ চপলা-বিরাজিত জলধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর কুলিন্দরাজ লৌহময় দশ বাণে কৃপাচার্য্যকে অশ্ব ও সারথির সহিত সাতিশয় নিপীড়িত করিল। মহাবীর কৃপাচার্য্য তাহার সায়কে সমাহত হইয়া অচিরাৎ সুতীক্ষ্ণ শরে তাহারে মাতঙ্গের সহিত ভূতলে নিপাতিত করিলেন। কুলিন্দরাজের অনুজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে নিহত দেখিয়া সূর্য্যরশ্মি সদৃশ লৌহময় তোমরে কৃপাচার্য্যের রথ আলোড়িত করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। মহাবীর শকুনি তদ্দর্শনে সত্বরে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা শরনিকরে শতানীকের অসংখ্য মাতঙ্গ, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণকে নিহত ও নিপাতিত করিলেন। ঐ সময় বহুতর আয়ুধ ও পতাকা যুক্ত অন্য তিন মহাগজ অশ্বত্থামার শরে আরোহীর সহিত নিহত হইয়া বজ্রাহত অচলের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর

কুলিন্দরাজের তৃতীয় সহোদর উৎকৃষ্ট শরে দুর্য্যোধনকে তাড়িত করিলে তিনি নিশিত শরনিকরে তাহারে ক্ষত বিক্ষত করত তাহার মাতঙ্গকে নিহত করিলেন। গজরাজ দুর্য্যোধনের শরে নিহত হইয়া বর্ষাকালীন বজ্রাহত গৈরিক ধাতু-ধারাবর্ষী পর্ব্বতের ন্যায় শোণিত ক্ষরণ করত ভূতলে নিপতিত হইল। কুলিন্দরাজের সহোদর হস্তী পতিত না হইতে হইতেই অবিলম্বে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ধরাতলে অবতরণ করিল এবং সত্বরে অন্য এক মহামাতঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক ক্রাথের অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর ক্রাথ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া শরনিকরে কুলিন্দরাজের সহোদরকে তাহার মাতঙ্গের সহিত নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন সেই গজারূঢ় মহাবীর দুর্জ্জয় ক্রাথাধিপকে শরনিকরে নিহত করিল। মহাধনুর্দ্ধর ক্রাথ কুলিন্দরাজ সহোদরের শরে নিহত হইয়া বায়ুবিপাটিত বনস্পতির ন্যায় অশ্ব, সারথি, শরাসন ও ধ্বজের সহিত ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর মহাবীর বৃক সেই গজারূঢ় কুলিন্দরাজ সহোদরকে দ্বাদশ শরে বিদ্ধ করিলে তাহার মাতঙ্গ পদাঘাতে অশ্ব ও রথের সহিত বৃককে বিপোথিত করিল। তখন বভ্রুতনয় শরনিকর নিক্ষেপ করত কুলিন্দরাজ সহোদরকে তাহার মাতঙ্গের সহিত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। নাগরাজ বভ্রুতনয়ের শরে সমাহত হইয়া দ্রুত বেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। এই অবসরে মহাবীর সহদেবতনয় বভ্রুনন্দনকে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর কুলিন্দরাজ সহোদর সেই যোধবিদারণক্ষম মহাগজ লইয়া শকুনির বিনাশ বাসনায় মহাবেগে গমন করত তাঁহারে

শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিল। তখন মহাবীর শকুনি অচিরাৎ তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর অন্যান্য কুলিন্দগণ নিহত হইলে আপনার ধনুর্দ্ধারী পুত্রগণ মহা আহ্লাদে লবণ সমুদ্র সম্ভূত শঙ্খ সকল প্রধ্মাপিত করত কার্ম্মুক ধারণ করিয়া অরাতিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত কৌরবদিগের পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে খড়্গ, বাণ, শক্তি, ঋষ্টি, গদা ও পরশুর আঘাতে অসংখ্য রথ, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। উভয় পক্ষীয় চতুরঙ্গ বল পরস্পরের আঘাতে নিহত ও নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন বিদ্যুদ্বিরাজিত ও নির্হ্রাদযুক্ত মেঘ সকল মহামারুত বেগে সমাহত হইয়া চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত হইতেছে। ঐ সময় আপনার হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণ নকুলপুত্র শতানীকের শরে নিহত হইয়া সুপর্ণের পক্ষবায়ু বিদলিত ভুজঙ্গমের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন কৌরব পক্ষীয় এক জন কুলিন্দ অসংখ্য শরে শতানীককে সমাহত করিতে লাগিল। মহাবীর নকুলনন্দন কুলিন্দের শরে সমাহত হইয়া ক্রোধভরে ক্ষুর দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর কর্ণের পুত্র মহাবীর বৃষসেন লৌহময় তিন শরে শতানীককে বিদ্ধ করিয়া ভীমকে তিন, অর্জ্জুনকে তিন, নকুলকে সাত ও জনার্দ্দনকে দ্বাদশ শরে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময়ে কৌরবগণ কর্ণপুত্রের লোকাতীত কার্য্য সন্দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাঁহারা

অর্জ্জুনের পরাক্রম সবিশেষ অবগত ছিলেন, তাঁহারা কর্ণ পুত্রকে হুতাশনে আহুত বলিয়া বোধ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় মাদ্রীনন্দন নকুলকে হতাশ্ব ও বাসুদেবকে নিতান্ত ক্ষত বিক্ষত নিরীক্ষণ করিয়া বৃষসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। সূতপুত্রের সম্মুখস্থিত মহাবীর বৃষসেন অসংখ্য বাণধারী নরবীর অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া পূর্ব্বে দানবরাজ নমুচি যেমন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের প্রতি গমন করিয়াছিল, তদ্রূপ দ্রুতবেগে তাঁহার অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহারে বহু সংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি অর্জ্জুনের দক্ষিণ ভুজমূলে শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক কৃষ্ণকে নয় বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় ধনঞ্জয়কে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে কর্ণতনয় অর্জ্জুনের উপর অগ্রে শরাঘাত করিলে মহাবীর পার্থ ঈষৎ রোষ পরবশ হইয়া তাঁহার বিনাশে মনোনিবেশ পূর্ব্বক ললাটে ভ্রূকুটি বিস্তার করিয়া নিরন্তর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি রোষকষায়িত লোচনে গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক সূতপুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কর্ণ! আজি আমি তোমার সমক্ষেই দ্রোণপুত্র প্রভৃতি বীরগণ এবং দুর্য্যোধন ও বৃষসেনকে নিশিত শরনিকরে যমলোকে প্রেরণ করিব। সকলেই কহিয়া থাকে যে, আমার পুত্র অভিমন্যু যৎকালে রথ মধ্যে একাকী অবস্থান করিতেছিল, সেই সময় তোমরা সকলে সমবেত হইয়া তাহারে সংহার করিয়াছ। কিন্তু আমি তোমাদিগের সমক্ষেই বৃষসেনকে বিনাশ করিব; তোমার ক্ষমতা থাকে, তাহারে

রক্ষা কর। হে মূর্খ! তুমি আমাদের এই কলহের মূল; বিশেষত দুর্য্যোধনের আশ্রয় লাভে তোমার অন্তঃকরণে অহঙ্কার সঞ্চার হইয়াছে। অতএব আমি অদ্য বৃষসেনের পর বল প্রকাশ পূর্ব্বক তোমারে বিনাশ করিব। আর যাহার নিমিত্ত এই লোকক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে, মহাবীর ভীম সেই নরাধম দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিবেন।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া শরাসন পরিমার্জ্জিত করত বৃষসেনকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারে সংহার করিবার বাসনায় শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক হাস্যমুখে অশঙ্কিত চিত্তে দশ শরে তাঁহার মর্ম্মদেশ বিদ্ধ করিলেন এবং খরধার চারি ক্ষুর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার শরাসন, বহু যুগল ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে কর্ণাত্মজ বৃষসেন অর্জ্জুনের ক্ষুরাস্ত্রে ছিন্নবাহু ও ছিন্নমস্তক হইয়া বায়ুবেগভগ্ন কুসুমোপশোভিত অতিবিশাল শাল বৃক্ষ যেমন শৈলশিখর হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ আপনার আত্মজকে অর্জ্জুনশরে নিহত ও ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি কাতর ও রোষান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন পুরুষ প্রধান বাসুদেব দেবগণেরও দুর্নিবার্য্য মহাকায় সূতপুত্রকে উদ্বেল মহোদধির ন্যায় গর্জ্জন করত সমাগত হইতে দেখিয়া হাস্যমুখে অর্জ্জুনকে কহিলেন, সখে! যাহার সহিত তোমারে যুদ্ধ করিতে হইবে, ঐ সেই

কর্ণ শল্যসঞ্চালিত শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিতেছে; অতএব তুমি এক্ষণে স্থির হও। ঐ দেখ, মহাত্মা কর্ণের কিঙ্কিনীজাল জড়িত নানা পতাকা পরিবৃত শ্বেতাশ্বযুক্ত রথ আকাশস্থিত বিমানের ন্যায় সমাগত হইতেছে। উহার শক্রচাপ সন্নিভ নাগকক্ষ ধ্বজ যেন আকাশমার্গ উল্লিখিত করিতেছে। ঐ দেখ, সূতনন্দন দুর্য্যোধনের হিত চিকীর্ষায় বারিধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শরজাল বর্ষণ করত সমাগত হইতেছে। মদ্ররাজ শল্য উহার রথে অবস্থিত হইয়া অশ্ব সঞ্চালন করিতেছেন। ঐ চতুর্দ্দিকে দুন্দুভিধ্বনি, শঙ্খনিস্বন ও বিবিধ সিংহনাদ শ্রবণগোচর হইতেছে। কর্ণের কোদণ্ডনিস্বন সমুদায় মহাশব্দ তিরোহিত করিয়াছে। মহারণ্যে মৃগগণ যেমন কোপাবিষ্ট সিংহকে দর্শন করিয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ মহারথ পাঞ্চালগণ সূতপুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ইতস্তত ধাবমান হইয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি সম্পূর্ণ যত্ন করিয়া সূতপুত্রকে নিপাতিত কর। তুমি ভিন্ন আর কেহই কর্ণের বাণ সহ্য করিতে সমর্থ নহে। আমি বিশেষরূপ অবগত আছি যে, তুমি দেবাসুর গন্ধর্ব্ব সম্বলিত তিন লোক জয় করিতে পার। দেখ, জটাজুটধারী ভীষণাকার ত্রিনয়ন মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, কেহ তাঁহারে দর্শন করিতে সমর্থ নহে; কিন্তু তুমি সেই সর্ব্বভূতের মঙ্গলপ্রদ মূর্ত্তিমান্ দেবদেবের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারে প্রীত করিয়াছ। অন্যান্য দেবগণও তোমারে বর প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি সেই শূলপাণির প্রসাদে ইন্দ্র যেমন নমুচিরে নিহত করিয়াছিলেন,

তদ্রূপ সূতপুত্রকে সংহার কর। তোমার সর্ব্বদা মঙ্গল ও সংগ্রামে জয় লাভ হউক।

তখন অর্জ্জুন কহিলেন, হে সখে! তুমি সর্ব্বলোকের গুরু। তুমি যখন আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছ, তখন অবশ্যই আমার জয় লাভ হইবে। অতএব এক্ষণে তুমি রথ সঞ্চালন কর। অর্জ্জুন কর্ণকে সমরে নিপাতিত না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইবে না। আজি তুমি হয় আমার বাণে কর্ণকে না হয় কর্ণের বাণে আমারে ক্ষত বিক্ষত ও নিহত নিরীক্ষণ করিবে। যত দিন পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে, তত দিন লোকে এই উপস্থিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধের বিষয় কীর্ত্তন করিবে। হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবকে এই কথা বলিয়া মাতঙ্গের অনুগামী মাতঙ্গের ন্যায় কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অনন্তর তিনি পুনরায় বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! সময় অতিবাহিত হইতেছে; অতএব অবিলম্বে অশ্ব সঞ্চালন কর। মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এই রূপ কথিত হইয়া তাঁহারে জয়াশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার মনোমারুতগামী অশ্বগণকে মহাবেগে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুনের রথ ক্ষণকাল মধ্যেই কর্ণরথের অগ্রে উপনীত হইল।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর কর্ণ বৃষসেনের বিনাশ দর্শনে পুত্রশোকসন্তপ্ত হইয়া বাষ্পবারি পরিত্যাগ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে তিনি অর্জ্জুনকে সমীপে অবলোকন করিয়া রোষতাম্র নেত্রে তাঁহারে যুদ্ধার্থ আহ্বান করত তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন সেই বীরদ্বয়ের ব্যাঘ্রচর্ম্ম

পরিবৃত রথদ্বয় একত্র মিলিত হইয়া উদিত সূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং সেই অরাতিনিসূদন বীরদ্বয় শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে অবস্থান পূর্ব্বক গগনমণ্ডলস্থ চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। সৈনিকগণ ত্রৈলোক্য জয়াকাঙ্ক্ষী ইন্দ্র ও বলি রাজার ন্যায় সমরে সমুদ্যত সেই বীরদ্বয়কে দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। ভূপালগণ তাঁহাদিগকে রথ নির্ঘোষ, জ্যাতল শব্দ, শর নিস্বন ও সিংহনাদ করত দ্রুত বেগে পরস্পরের প্রতি ধাবমান এবং কর্ণের ধ্বজে হস্তিকক্ষ ও অর্জ্জুনের ধ্বজে ভীষণ বানর বিরাজমান দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে সিংহনাদ সহকারে সেই রথিদ্বয়কে অনবরত সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র বীর পুরুষ দুই বীরকে দ্বৈরথ যুদ্ধে সমুদ্যত দেখিয়া বাহ্বাস্ফোটন ও বস্ত্রকম্পন করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবগণ কর্ণকে আমোদিত করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বাদিত্রধ্বনি ও শঙ্খনিস্বন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণও তূর্য্য ও শঙ্খের নিনাদে ধনঞ্জয়কে আনন্দিত করত দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে শূরগণের সিংহনাদ ও বাহ্বাস্ফোটন শ্রবণগোচর হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! তৎকালে মহাবীর অর্জ্জুন ও কর্ণ শর, শরাসন, শক্তি, খড়্গ, তূণীর, শঙ্খ ও বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক রথারোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই অতি প্রিয়দর্শন। তাঁহাদের স্কন্ধ সিংহের ন্যায়, বাহু যুগল বিশাল, লোচন লোহিতবর্ণ, সুবিস্তীর্ণ বক্ষস্থল স্বর্ণ মাল্যদামে সমলঙ্কৃত, ও সর্ব্বাঙ্গ রক্ত চন্দনে চর্চ্চিত। পরিচারকগণ মহাবৃষভের

ন্যায় গর্ব্বিত, মহাবল পরাক্রান্ত বীর দ্বয়কে চামর ব্যজন ও তাঁহাদের মস্তকে শ্বেত ছত্র ধারণ করিয়াছিল। ঐ বীরদ্বয়ের মধ্যে এক জনের রথে মহাবীর শল্য এবং অন্যের রথে মহাত্মা বাসুদেব সারথ্য করিতে ছিলেন। সেই যুগান্তকালীন কৃতান্ত তুল্য আশীবিষশিশু সন্নিভ বীরদ্বয় পরস্পারের বধ সাধন ও জয় লাভের অভিলাষ করিয়া পরস্পারের প্রতি ধাবমান হও-য়াতে তাঁহাদিগকে গোষ্ঠস্থিত বৃষভদ্বয়ের ন্যায়, প্রভিন্নগণ্ড মাতঙ্গ যুগলের ন্যায়, রোষাবিষ্ট পর্ব্বত দ্বয়ের ন্যায়, ক্রোধো-দ্ধত পুরন্দর ও বৃত্রাসুরের ন্যায়, ক্রুদ্ধ মহাগ্রহদ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়েই দেবাংশসম্ভাত, দেব-তুল্য বলশালী ও রূপে দেবতার অনুরূপ। সেই নানা শস্ত্র-ধারী মহাবীরদ্বয় তৎকালে সমরাঙ্গনে যদৃচ্ছাক্রমে আগত সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে মহা-রাজ! আপনার পক্ষীয় বীরগণ মহাবীর অর্জ্জুন ও কর্ণকে শার্দ্দূল দ্বয়ের ন্যায় পরস্পর সম্মুখীন নিরীক্ষণ করিয়া অতি-শয় হৃষ্ট হইল। পৌরুষ ও বলপ্রভাবে বিশ্রুত, সম্বর ও অমররাজের সদৃশ ঐ মহাবীর দ্বয় সংগ্রামে মহাবীর্য্য কার্ত্ত-বীর্য্য তুল্য, দশরথতনয় রামের অনুরূপ ও ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির তুল্য। তাঁহাদিগের বলবীর্য্য বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুর সদৃশ। ঐ সময় তাঁহারা বাহ্বাস্ফোটন শব্দে নভস্তল অনু-নাদিত করিতে লাগিলেন। তখন কেহই সেই একত্র সমবেত বীর দ্বয়ের মধ্যে যে কাহার জয় লাভ হইবে, তাহা স্থির করিতে সমর্থ হইল না।

অনন্তর সিদ্ধচারণগণ সেই মহারথ দ্বয়কে সমরাঙ্গনে

শোভমান দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন আপনার মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রগণ সৈন্য সমভিব্যাহারে সমরশোভী মহাত্মা কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডবগণও অদ্বিতীয় যোদ্ধা মহাত্মা ধনঞ্জয়ের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সংগ্রামে মহাবীর কর্ণ কৌরবগণের ও অর্জ্জুন পাণ্ডবগণের পণস্বরূপ হইলেন। বীরগণ পক্ষ দ্বয়ের জয় পরাজয় দর্শনার্থে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় সেই সমরশোভী ক্রোধাবিষ্টচিত্ত বীরদ্বয় পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রহার ও পরস্পরকে বিনাশ করিতে সমুদ্যত হওয়াতে তাঁহাদিগকে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায়, ভীষণমূর্ত্তি মহাধূমকেতু দ্বয়ের ন্যায় বোধ হইল। অনন্তর কর্ণ ও অর্জ্জুনের নিমিত্ত অন্তরীক্ষস্থিত প্রাণিগণের পরস্পর মহাবিবাদ ও ভেদ উপস্থিত হইল। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণ সকলেই কেহ কর্ণের এবং কেহ বা অর্জ্জুনের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। আকাশমণ্ডল সূতপুত্রের এবং ভূমণ্ডল অর্জ্জুনের পক্ষ অবলম্বন করিল। পর্ব্বত, সমুদ্র, নদী, মেঘ, বৃক্ষ ও লতা সকল কেহ কর্ণ ও কেহ অর্জ্জুনের পক্ষ আশ্রয় করিল। মুনি, সিদ্ধ ও চারণ; গরুড় ও অন্যান্য পক্ষী, রত্ন ও নিধি; চতুর্ব্বেদ, আখ্যান, উপবেদ, উপনিষদ, রহস্য ও সংগ্রহ; বাসুকী, চিত্রসেন, তক্ষক, মণিক, ঐরাবত, সৌরভেয় ও বৈশালেয়; বৃক, শশ ও অন্যান্য মঙ্গলজনক পশুপক্ষী; আট বসু, বায়ু, সাধ্য, রুদ্র, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, দশ দিক্, পদানুগ সমবেত দেবলোক ও পিতৃলোক; যম, কুবের, বরুণ,

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, যজ্ঞ, দক্ষিণা, সমুদায় রাজর্ষি এবং তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ অর্জ্জুনের পক্ষ হইলেন। আদিত্য, অসুর, রাক্ষস, গুহ্যক, পক্ষী, বৈশ্য, শূদ্র, সূত, সঙ্করজাতি, প্রেত, পিশাচ, অন্যান্য ক্রব্যাদ, জলজন্তু, শৃগাল, কুক্কুর ও ক্ষুদ্র সর্পগণ কর্ণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। প্রাধেয়, মৌনেয়, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ণ ও অর্জ্জুনের সংগ্রাম দর্শন বাসনায় বৃক, শশ, হস্তী, অশ্ব, রথ, মেঘ ও বায়ুবাহনে আরোহণ করিয়া সমাগত হইলেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পক্ষী, তপোনুষ্ঠাননিরত বেদজ্ঞ মহর্ষি, স্বধাভোগী পিতৃলোক এবং ওষধি সকল কোলাহল ধ্বনি করত নভোমণ্ডলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কমলযোনি ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষি ও প্রজাপতি-গণের সহিত সমবেত হইয়া এবং মহাত্মা মহাদেব দিব্য যানে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ দর্শনার্থ সমাগত হইলেন।

অনন্তর ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র মহাত্মা কর্ণ ও ধনঞ্জয়কে সংগ্রামার্থ পরস্পর সমাগত দেখিয়া কহিলেন, অদ্য আমার তনয় ধনঞ্জয় সূতপুত্রকে বিনাশ করিবে। সূর্য্যদেব কহিলেন, আমার আত্মজ কর্ণ অর্জ্জুনকে বিনাশ করিয়া জয়শ্রী লাভে কৃতকার্য্য হইবে। এই রূপে তৎকালে সুররাজ ইন্দ্র ও সূর্য্যের বিবাদ উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ পক্ষ আশ্রয় করিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে দেবর্ষি ও চারণগণ সমবেত ত্রিলোকস্থ সমস্ত ব্যক্তি কর্ণ ও ধনঞ্জয়কে যুদ্ধার্থ মিলিত দেখিয়া বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। অসুরগণ কর্ণের পক্ষে এবং অমর গণ ও অন্যান্য ভূত সমুদায় অর্জ্জুনের পক্ষে অবস্থান করিলেন। অনন্তর দেবগণ সর্ব্বলোক পিতামহ

ব্রহ্মারে কহিলেন, ভগবন্ ! অর্জ্জুন ও কর্ণ এই দুই মহাবীরের মধ্যে কোন্ বীর বিজয় লাভ করিবে। আমাদের মতে ইহাদিগের উভয়েরই জয়লাভ হওয়া উচিত। অতএব ইহারা উভয়েই সমরে ক্ষান্ত হউক। হে দেব! এই দুই বীরের বিবাদে সমস্ত জগৎ সংশয়গ্রস্ত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাদের মধ্যে কে বিজয় লাভে সম্যক্ অধিকারী, আপনি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন। হে ব্রহ্মন্ ইহাদের উভয়েরই যে বিজয় লাভ হওয়া উচিত, ইহা আপনি স্বীকার করুন।

হে মহারাজ! তখন সুররাজ ইন্দ্র দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মারে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! পূর্ব্বে দেবাদিদেব মহাদেব কহিয়াছিলেন, বাসুদেব ও অর্জ্জুনের নিশ্চয়ই বিজয় লাভ হইবে। এক্ষণে আমি আপনারে বারংবার নমস্কার করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। মহেশ্বর যেরূপ কহিয়াছেন, তাহার যেন অন্যথা না হয়। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া মহাদেবের সমক্ষে তাঁহারে কহিলেন, হে সুররাজ! যে মহাবীর খাণ্ডবপ্রস্থে হুতাশনের তৃপ্তি সাধন ও দেবলোকে উপস্থিত হইয়া তোমারে যথোচিত সাহায্য দান করিয়াছে, তাহার অবশ্যই জয়লাভ হইবে। সূতপুত্র দানবদিগের পক্ষ; অতএব তাহার পরাজয় হওয়াই উচিত। অর্জ্জুন কর্ণকে পরাজয় করিলে দেবগণেরও দানবজয়রূপ কার্য্য সাধন হইবে, সন্দেহ নাই। এই নিমিত্তই আমরা অর্জ্জুনের জয় প্রার্থনা করিতেছি। আত্মকার্য্য সংসাধন করাই সকলের গুরুতর কার্য্য। আর দেখ, মহাত্মা ধনঞ্জয় সতত সত্যধর্ম্মনিরত। ঐ বীর অস্ত্রবলে

ভগবান্ বৃষভবাহনের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছিল। অতএব সেই মহাবীরের অবশ্যই জয় লাভ হইবে। মহাবীর ধনঞ্জয় মহাবল পরাক্রান্ত, শিক্ষিতাস্ত্র ও তপোবল সম্পন্ন ; ঐ মহাবীর ধনুর্ব্বেদেসম্যক্ অধিকারী হইয়াছে ; বিশেষত জগতের প্রভু ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং তাহার সারথ্য করিতেছেন ; অতএব কি নিমিত্ত তাহার জয় লাভ হইবে না। এক্ষণে অর্জ্জুনের জয় লাভ হইলে একটি দেবকার্য্য সাধন এবং পাণ্ডবগণের বনবাস প্রভৃতি বিবিধ ক্লেশ নিবারণ হয়। অতএব তাহারই জয়লাভ হওয়া উচিত।

হে দেবেন্দ্র! মহাবীর অর্জ্জুন তপঃপ্রভাব সম্পন্ন ; তাঁহার দৈববল মহত্ত্ব নিবন্ধন পুরুষকারকে অতিক্রম করিয়াছে। অতএব উহাঁর অরাতিগণ সমূলে উন্মূলিত হইবে, সন্দেহ নাই। ধনঞ্জয় ও বাসুদেব রোষপরবশ হইলে সমরাঙ্গনে মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া থাকেন। ইহাঁরা পুরাণ ঋষি নর ও নারায়ণ ; ইহাঁরাই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইহাঁরাই সকলকে শাসন করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাঁদিগের নিয়ন্তা কেহই নাই। কি স্বর্গ কি মর্ত্ত্য কুত্রাপি ইহাঁদিগের তুল্য ব্যক্তি নাই। দেবর্ষি, চারণ, দেবতা ও অন্যান্য প্রাণিগণ ইহাঁদিগের অনুগত হইয়া আছেন। ইহাঁদেরই প্রভাবে সমগ্র বিশ্ব বিদ্যমান রহিয়াছে ; অতএব এক্ষণে ইহাঁরাই জয়শ্রী অধিকার করুন। আর এই সূতপুত্র দ্রোণের সহিত দেবলোক বা ভীষ্মের সহিত বসুলোক প্রাপ্ত হউক। হে মহারাজ! সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে দেবাদিদেব মহাদেবও তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন।

তখন দেবরাজ পুরন্দর ব্রহ্মা ও রুদ্রদেবের বাক্য শ্রবণ-গোচর করিয়া তত্রত্য সমুদায় প্রাণিকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাত্মাগণ! ভগবান্ ব্রহ্মা ও রুদ্র যে জগতের হিতকর কথা কহিলেন, তাহা আপনারা শ্রবণ করিলেন। উহাঁদের কথা কদাচ অন্যথা হইবে না। অতএব এক্ষণে আপনারা নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান করুন! তখন তত্রত্য সমস্ত প্রাণী দেবরাজের সেই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেবগণ হর্ষভরে নানাপ্রকার সুগন্ধি পুষ্প বর্ষণ ও তূর্য্যধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। সুর, অসুর ও গন্ধর্ব্বগণ সেই বীর দ্বয়ের অদ্ভুত দ্বৈরথ যুদ্ধ অবলোকন করিবার নিমিত্ত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমরাঙ্গনস্থ মহাবীরগণ সেই বীরদ্বয়ের অধিষ্ঠিত দিব্য রথসমীপে সমাগত হইয়া শঙ্খনাদ করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন ও বাসুদেব এবং মহাবীর কর্ণ ও শল্য ইহাঁরাও হৃষ্ট চিত্তে শঙ্খ বাদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের ন্যায় সেই বীর-দ্বয়ের ভীরু জন ভয়ঙ্কর ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহাবীর কর্ণের আশীবিষ সদৃশ, রত্নময়, সুদৃঢ়, শক্রশরাসন তুল্য হস্তিকক্ষাধ্বজ এবং অর্জ্জুনের মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায়, ব্যাদিতবদন কৃতান্তের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য বিকট-দশন বানরধ্বজ সকলের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। তৎকালে তাঁহাদিগের সেই দুইটি ধ্বজ প্রলয়কালে নভোমণ্ডলে সমুদিত রাহু ও কেতুগ্রহের

ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয়ের ধ্বজস্থিত কপিবর সংগ্রামার্থী হইয়া স্বস্থান হইতে মহাবেগে কর্ণের হস্তিকক্ষাধ্বজে উৎপতিত হইল এবং গরুড় যেমন ভুজঙ্গকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ নখ ও দন্ত দ্বারা উহা ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। তখন সূতপুত্রের সেই কিঙ্কিণীজালজড়িত কালপাশোপম হস্তিকক্ষা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কপিবরের প্রতি ধাবমান হইল। এই রূপে সেই বীর দ্বয়ের ঘোরতর দ্বৈরথযুদ্ধে প্রথমত দুই ধ্বজের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। ঐ সময় উভয়ের অশ্বগণ পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক হেষারব পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর বাসুদেব শল্যের প্রতি এবং অর্জ্জুন সূতপুত্রের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মদ্ররাজ ও কর্ণ বারংবার কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। অনন্তর মহাবীর সূতপুত্র হাস্যমুখে শল্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন। হে মদ্ররাজ! যদি ধনঞ্জয় আজি আমারে বিনাশ করে, তাহা হইলে তুমি কি করিবে, তাহা সত্য করিয়া বল। শল্য কহিলেন, হে সূতপুত্র! যদি আজি মহাবীর শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুন সমরাঙ্গনে তোমারে নিহত করে, তাহা হইলে আমি সত্য কহিতেছি যে, একাকীই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব। হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বাসুদেব! যদি আজি কর্ণ আমারে নিহত করে, তাহা হইলে তুমি কি করিবে? কৃষ্ণ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! যদি দিবাকর স্বস্থান হইতে নিপতিত হন, যদি মহোদধি পরিশুষ্ক

হয় এবং যদি হুতাশন শৈত্যগুণ অবলম্বন করেন, তথাপি কর্ণ তোমারে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। যদিও কথঞ্চিৎ এরূপ ঘটনা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রলয়কাল উপস্থিত হইবে। আমি কর্ণ ও শল্যকে ভুজ দ্বারা নিহত করিব।

হে মহারাজ! কপিকেতন অর্জ্জুন বাসুদেবের এই কথা শুনিয়া হাস্য করত কহিলেন, হে জনার্দ্দন! সূতপুত্র ও শল্য উহারা উভয়ে সমবেত হইলেও আমি উহাদিগকে আপনার সমকক্ষ জ্ঞান করি না। আজি তুমি অচিরাৎ দেখিতে পাইবে যে, হস্তী যেমন বৃক্ষ বিমর্দ্দিত করিয়া চূর্ণ করে, তদ্রূপ আমি কর্ণকে রথ, অশ্ব, ধ্বজ, পতাকা, ছত্র, কবচ, শর, শক্তি, শরাসন ও সারথি শল্যের সহিত শতধা ছিন্ন ভিন্ন ও বিচূর্ণিত করিব। হে মাধব! আজি কর্ণের পত্নীগণের বৈধব্য দশা উপস্থিত হইবে। তাহারা নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছে। হে কৃষ্ণ! আজি তুমি কর্ণ পত্নীদিগকে বিধবা দর্শন করিবে, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে দুরাত্মা সূতপুত্র সভামধ্যে কৃষ্ণারে ও আমাদিগকে বারংবার উপহাস করাতে আমার মনোমধ্যে যে ক্রোধোদয় হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহার শান্তি হয় নাই। অতএব মত্ত মাতঙ্গ যেমন পুষ্পিত বনস্পতিরে উন্মূলিত করে, তদ্রূপ আমি কর্ণকে উন্মথিত করিব। হে গোবিন্দ! আজি সূতপুত্র নিপাতিত হইলে তুমি জয় লাভে আহ্লাদিত হইয়া অভিমন্যুর জননী, স্বীয় পিতৃস্বসা কুন্তী, সজলনয়না দ্রৌপদী এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অমৃত তুল্য মধুর বচনে সান্ত্বনা করিবে।

একোন নবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় নভোমণ্ডল দেব, নাগ, অসুর, সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, অপ্সরা, গরুড় ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণে সমাকীর্ণ হইয়া অত্যন্ত শোভা ধারণ করিল। মানবগণ বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে আকাশপথ গীত, বাদ্য, স্তুতি, নৃত্য, হাস্য ও সুমধুর শব্দে পরিপূর্ণ দেখিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইল। তখন কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণ আহ্লাদিত হইয়া বাদিত্র শব্দ, শঙ্খ নিস্বন ও সিংহনাদে ভূমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া শত্রু পীড়ন করিতে লাগিল। বীরগণের শোণিতধারা অনবরত নিপতিত হওয়াতে সেই চতুরঙ্গিণী সেনা পরিবৃত, মৃত দেহ পূর্ণ, শর শক্তি ঋষ্টি সঙ্কুল সমরাঙ্গন লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় কৌরব ও পাণ্ডবগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ও কর্ণের সরল শরনিকরে উভয় পক্ষীয় সৈন্য ও সমুদায় দিক্ বিদিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন আর কাহারও কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। অন্যান্য বীরগণ ভয়াকুলিত চিত্তে মহারথ অর্জ্জুন ও কর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন সেই মহাবীরদ্বয় অস্ত্র দ্বারা পরস্পরের অস্ত্র নিবারণ করিয়া কিরণজালবর্ষী অম্বরতলস্থ অন্ধকারাপহারী সমুদিত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর সেই বীরদ্বয় উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে নিষেধ করিলে তাহারা দেবতা ও অসুরগণ যেমন ইন্দ্রকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিল। ঐ সময় সমরাঙ্গনে ইতস্তত মৃদঙ্গ,

ভেরী, পণব ও আনকের নিস্বন এবং বীরগণের সিংহনাদ সমুত্থিত হইলে মহাবীর সূতপুত্র ও ধনঞ্জয় শব্দায়মান মেঘমণ্ডল পরিবৃত শশাঙ্ক ও সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। সেই অরাতি নিপাতন অজেয় বীরদ্বয় শরাসন মণ্ডলাকার করিয়া অনবরত শর নিক্ষেপ করাতে তাঁহাদিগকে সচরাচর জগৎ দহনে প্রবৃত্ত পরিবেশ মধ্যস্থ ময়ূখ পরিশোভিত প্রলয়কালীন সূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা জিঘাংসা পরতন্ত্র হইয়া ইন্দ্র ও জম্ভাসুরের ন্যায় অশঙ্কিত চিত্তে পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অনবরত মহাস্ত্রজাল বর্ষণ করিয়া পরস্পরকে নিপীড়িত ও উভয় পক্ষীয় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। উভয় পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা সেই বীরদ্বয় কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার নিপীড়িত হইয়া সিংহতাড়িত মৃগযূথের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন দুর্য্যোধন, কৃতবর্ম্মা, শকুনি, কৃপ ও অশ্বত্থামা এই পাঁচ মহারথ শরীরবিদারণ শরনিকরে ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন অরাতিশরে সমাহত হইয়া শরনিকরে তাহাদিগের শরাসন, তূণীর, ধ্বজ, অশ্ব, রথ ও সারথিরে এককালে ধ্বংস করিয়া দ্বাদশ বাণে সূতপুত্রকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর এক শত রথী, এক শত গজারোহী এবং অশ্বারোহী শক, যবন ও কাম্বোজগণ অর্জ্জুনের বধাভিলাষে সত্বরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে সত্বরে শরনিকর ও ক্ষুর দ্বারা সেই অশ্ব, হস্তী ও রথারোহী বীরগণের অস্ত্র শস্ত্র ও মস্তক ছেদন করিয়া

তাহাদিগকে বাহনগণের সহিত ভূতলসাৎ করিলেন। তখন অন্তরীক্ষস্থিত দেবগণ অর্জ্জুনের পরাক্রম অবলোকন করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে তূর্য্য নিস্বন, ধনঞ্জয়কে সাধুবাদ প্রদান ও তাঁহার মস্তকে সুগন্ধ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া সকল লোকেই বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু একমতাবলম্বী দুর্য্যোধন ও সূতপুত্র কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিস্মিত হইলেন না।

অনন্তর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, হে মহারাজ! এক্ষণে ক্ষান্ত হও; আর পাণ্ডবদিগের সহিত বিরোধে প্রয়োজন নাই। যুদ্ধে ধিক্, এই সংগ্রামে আমার পিতা অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ব্রহ্ম-সদৃশ দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথগণ নিহত হইয়াছেন। আমি ও আমার মাতুল কৃপাচার্য্য, আমরা উভয়ে অবধ্য, এই নিমিত্ত অদ্যাপি জীবিত আছি। অতএব এক্ষণে তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক পরম সুখে চির কাল রাজ্য শাসন কর। আমি নিবারণ করিলে অর্জ্জুন সমরে ক্ষান্ত হইবে; জনার্দ্দনের বিরোধে বাসনা নাই; যুধিষ্ঠির নিয়ত প্রাণিগণের হিত সাধনে তৎপর; আর বৃকোদর এবং যমজ নকুল ও সহদেব ধর্ম্মরাজের বাধ্য, অতএব পাণ্ডবগণকে অনায়াসে শান্ত করা যাইবে। এক্ষণে তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক পাণ্ডব-দিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিলে প্রজা সকল ক্ষেমবান্ হয়। অতএব তুমি সমরে ক্ষান্ত হও। হতাবশিষ্ট বান্ধবগণ স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করুন এবং সৈনিক পুরুষেরাও যুদ্ধে নিবৃত্ত হউক। হে কুরুরাজ! যদি তুমি আমার বাক্যে

কর্ণপাত না কর, তাহা হইলে নিশ্চয় বলিতেছি যে, তুমি এই যুদ্ধে নিহত হইবে। এক্ষণে তুমি এবং পৃথিবীস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ তোমরা স্বচক্ষে দেখিলে যে, ইন্দ্র, যম, কুবের ও ভগবান্ বিধাতা যে কার্য্য সম্পাদনে অসমর্থ হন, অর্জ্জুন একাকী সেই কার্য্য সাধন করিল। হে রাজন্! ধনঞ্জয় এতাদৃশ গুণশালী হইয়াও কদাচ আমার বচন লঙ্ঘন করিবে না। সে সর্ব্বদা তোমার অনুগত হইয়া কাল যাপন করিবে। অতএব তুমি প্রসন্ন হইয়া শান্তি অবলম্বন কর। তুমি আমারে সম্মান করিয়া থাক এবং তোমার সহিত আমার অতিশয় সৌহার্দ্দ আছে বলিয়া আমি এরূপ কহিতেছি। এক্ষণে তুমি ক্ষান্ত হইলে আমি সূতপুত্রকেও নিবারণ করিব। হে রাজন্! বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের মতে বন্ধু চারি প্রকার। সাম, দান ও দণ্ড দ্বারা বশীভূত এবং স্বভাবসিদ্ধ। পাণ্ডবগণ তোমার স্বাভাবিক বন্ধু। এক্ষণে সন্ধি দ্বারা তাহাদিগের সহিত পুনরায় বন্ধুতা কর। এক্ষণে তুমি প্রসন্ন হইয়া যদি পাণ্ডবগণের সহিত মিত্রতা লাভে কৃতকার্য্য হও, তাহা হইলে তোমা-হইতে জগতের বিলক্ষণ হিত সাধন হইবে।

হে মহারাজ! পরমাত্মীয় অশ্বত্থামা এইরূপ হিত কথা কহিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিমনায়মান হইয়া কহিলেন, সখে! তুমি যাহা কহিলে, তাহা সত্য বটে; কিন্তু আমি যাহা কহি-তেছি, শ্রবণ কর। দুরাত্মা বৃকোদর শার্দ্দূলের ন্যায় সহসা দুঃশাসনকে নিহত করিয়া আপনার সাক্ষাতেই যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, তাহা আমার হৃদয়ে গ্রথিত রহি-

য়াছে ; অতএব এক্ষণে কি রূপে সন্ধি স্থাপন করিব। আর দেখুন, আমরা পাণ্ডবগণের সহিত বারংবার বৈরাচরণ করিয়াছি। তাহারা তৎসমুদায় স্মরণ করিয়া কখনই সহসা সন্ধি স্থাপনে সম্মত হইবে না। বিশেষত এ সময় কর্ণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। প্রচণ্ড বায়ু যেমন উন্নত মেরু পর্ব্বতকে ভগ্ন করিতে পারে না, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুনও কখনই কর্ণকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইবে না। হে গুরুপুত্র ! আজি অর্জ্জুন সাতিশয় শ্রান্ত হইয়াছে ; সূতপুত্র এখনই উহারে বিনাশ করিবে।

হে মহারাজ ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন বিনয় পূর্ব্বক বারংবার আচার্য্যতনয়কে এইরূপ কহিয়া স্বীয় সৈনিকগণকে কহিলেন, হে বীরগণ ! তোমরা কেন নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, শীঘ্র বাণ বর্ষণ করত শত্রুদিগের প্রতি ধাবমান হও।

নবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ ! অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ সূতপুত্র ও অর্জ্জুন পরস্পরের প্রতি শর বর্ষণ করত হিমালয় সম্ভূত উদ্ভিন্নদন্ত মত্ত মাতঙ্গ দ্বয় যেমন করিণীর নিমিত্ত পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হয়, তদ্রূপ সেই শঙ্খ ও ভেরী শব্দ সমাকুল সংগ্রামস্থলে মিলিত হইলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন সহসা মহামেঘে মেঘে ও পর্ব্বতে পর্ব্বতে সম্মিলিত হইতেছে ; যেন নির্ঝর, বৃক্ষ, লতা ও ওষধিযুক্ত উন্নতশৃঙ্গ অচলদ্বয় চলিত হইতেছে। তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। সুররাজ ইন্দ্র ও দানবরাজ বলির ন্যায় তাঁহাদের

মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল। উভয়ের শরে উভয়েরই অশ্ব ও সারথির অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হওয়াতে অনবরত শোণিতধারা নিপতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! তৎকালে সেই বীরদ্বয় ধ্বজসমাযুক্ত রথদ্বয়ে একত্র সমাগত হওয়াতে বোধ হইল যেন পদ্ম, উৎপল, মৎস্য, কচ্ছপ ও পক্ষিগণে সমাবৃত, বায়ু সঞ্চালিত হ্রদদ্বয় পরস্পর নিকটবর্ত্তী রহিয়াছে। অনন্তর সেই মহেন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী মহারথ বীরদ্বয় বজ্র সদৃশ সায়কে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। বিচিত্র বর্ম্ম, আভরণ ও অম্বরধারী উভয় পক্ষীয় চতুরঙ্গ বল মহাবীর কর্ণ ও অর্জ্জুনকে বৃত্র ও বাসবের ন্যায় ঘোর সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট ও কম্পিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন মত্ত মাতঙ্গ বধার্থে ধাবমান মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অধিরথীর বিনাশার্থে গমন করিলে দর্শনাভিলাষী বীরগণ মহা আহ্লাদে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অঙ্গুলি সমুত্থিত ও বস্ত্র বিধূনিত করিতে লাগিল। তখন অর্জ্জুনের পুরোবর্ত্তী সোমকগণ চীৎকার করত তাঁহারে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি অবিলম্বে কর্ণের মস্তক ছেদন করিয়া দুর্য্যোধনের রাজ্যপিপাসা নিরাকৃত কর। হে মহারাজ! তখন আমাদিগেরও অসংখ্য যোদ্ধা কর্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে সূতপুত্র! তুমি শীঘ্র গিয়া সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে অর্জ্জুনকে বিনাশ কর। পাণ্ডবগণ দীন ভাবাপন্ন হইয়া পুনরায় বন গমন করুক।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর কর্ণ দশ শরে অর্জ্জুনকে প্রথমে বিদ্ধ করিলে তিনিও হাস্য করত সূতপুত্রের বক্ষস্থলে শিতধার দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে সেই বীরদ্বয়

অসংখ্য সুপুঙ্খ সায়ক নিক্ষেপ পূর্ব্বক পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করত পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় বাহ্বাস্ফোটন ও গাণ্ডীবের জ্যা পরিমার্জ্জন পূর্ব্বক অনবরত নারাচ, নালীক, বরাহকর্ণ, ক্ষুর, অঞ্জলিক ও অর্দ্ধচন্দ্র বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সায়ংকালে বিহঙ্গমগণ যেমন অবাঙ্মুখ হইয়া বৃক্ষাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ সেই অর্জ্জুনের শরজাল কর্ণের রথাভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে রোষপরবশ হইয়া অবিলম্বে তৎসমুদায় ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন বারংবার কর্ণের প্রতি বিবিধ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণও তৎসমুদায় নিরাকৃত করিলেন। এইরূপে অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন ভ্রুকুটি বন্ধন পূর্ব্বক তৎকালে যে যে শর পরিত্যাগ করিলেন, সূতপুত্র স্বীয় শরনিকর দ্বারা তৎসমুদায়ই ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ণের প্রতি শত্রুঘাতন ভীষণ আগ্নেয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। ঐ অস্ত্র ভূমণ্ডল, আকাশমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। যোধগণ সেই অস্ত্রের প্রভাবে দগ্ধবসন হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় বেণুবন দগ্ধ হইলে যেরূপ শব্দ হয়, সমরাঙ্গনে তদ্রূপ ঘোরতর নিস্বন হইতে লাগিল। তখন প্রতাপান্বিত সূতপুত্র সেই প্রজ্বলিত আগ্নেয়াস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া উহার নিবারণার্থে বারুণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণের সেই মহাস্ত্রপ্রভাবে নভোমণ্ডল মেঘমণ্ডলে সমাচ্ছন্ন হইল এবং অনবরত বারিধারা নিপতিত

হইয়া সেই অর্জ্জুনবাণ সঞ্জাত অতি প্রচণ্ড অগ্নি নির্ব্বাপিত করিল। ঐ সময় মেঘমণ্ডলে সমুদায় দিক্ বিদিক্ ও আকাশ-মার্গ পরিব্যাপ্ত হওয়াতে অন্ধতমস প্রভাবে আর কিছুই দৃষ্টি-গোচর হইল না। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে অবিলম্বে বায়-ব্যাস্ত্র দ্বারা কর্ণের বারুণাস্ত্র নিবারণ করিলেন।

অনন্তর নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব, জ্যা ও বিশিখজাল মন্ত্রপূত করিয়া এক বজ্রতুল্য প্রভাব, দেবরাজের অতি প্রিয়তর অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। তখন তাঁহার গাণ্ডীব হইতে অসংখ্য সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র, অঞ্জলিক, অর্দ্ধচন্দ্র, নালীক, নারাচ ও বরাহকর্ণ অনবরত নির্গত হইয়া সূতপুত্রের দেহ, অশ্ব, শরাসন, যুগ, চক্র ও ধ্বজদণ্ড ভেদ করিয়া গরুড়-ভীত ভুজঙ্গের ন্যায় অবিলম্বে ভূতলে প্রবেশ করিল। তখন মহাত্মা সূতপুত্র অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন ও রুধিরলিপ্ত কলেবর হইয়া ক্রোধবিবৃত্ত নেত্রে সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর নির্ঘোষ সম্পন্ন শরাসন আনত করিয়া ভার্গবাস্ত্র প্রাদু-র্ভূত করিলেন। ঐ অস্ত্র প্রভাবে ধনঞ্জয় বিনির্ম্মুক্ত অস্ত্রজাল বিনষ্ট এবং পাণ্ডব পক্ষীয় অসংখ্য রথী, হস্তী ও পদাতি বিনষ্ট হইল। অনন্তর সূতপুত্র একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শিলাশিত সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে পাঞ্চাল দেশীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধা ও সোমকদিগকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারাও তাঁহার শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ক্রোধ-ভরে সুতীক্ষ্ণ শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র হর্ষভরে শরনিকরে পাঞ্চাল দেশীয় রথী, হস্তী ও অশ্বগণকে বলপূর্ব্বক

নিহত, বিদ্ধ ও নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাহারা কর্ণের শরজালে বিদীর্ণ কলেবর হইয়া অরণ্যমধ্যে ক্রোধোদ্ধত ভীমপরাক্রম সিংহ কর্ত্তৃক নিহত গজযূথের ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। এইরূপে মহাবীর সূতপুত্র বল প্রকাশ পূর্ব্বক পাঞ্চালগণের প্রধান প্রধান বীরদিগকে বিনষ্ট করিয়া নভোমণ্ডলস্থ প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। হে মহারাজ! তখন আপনার পক্ষীয় বীরগণ সূতপুত্রের জয় লাভ হইল এই বিবেচনা করিয়া প্রফুল্ল মনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং অনুমান করিলেন যে, মহাবীর কর্ণ বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে অতিশয় আঘাত করিয়াছেন।

ঐ সময় ভীমপরাক্রম ভীমসেন মহারথ সূতপুত্রের পরাক্রম নিতান্ত দুর্ব্বিসহ ও ধনঞ্জয় নিক্ষিপ্ত অস্ত্র প্রতিহত দেখিয়া রোষারুণিত লোচনে করে কর নিষ্পেষণ ও ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে বীর! আজি তোমার সমক্ষে এই অধর্ম্মপরায়ণ সূতনন্দন কি রূপে বল পূর্ব্বক পাঞ্চালগণের প্রধান প্রধান বীরদিগকে বিনাশ করিল? পূর্ব্বে রুদ্রদেবের প্রভাবে কালকেয় অসুরগণও তোমারে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় নাই; আজি সূতপুত্র দশ শরে কি রূপে তোমারে বিদ্ধ করিল? আজি সূতপুত্র ত্বন্নিক্ষিপ্ত শরনিকর নিরাকৃত করাতে আমি অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। হে অর্জ্জুন! ঐ দুরাত্মা সূতপুত্র দ্রৌপদীরে যে রূপ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল এবং সভামধ্যে আমাদিগকে ষণ্ডতিল বলিয়া অতি কঠোর বাক্যে যে উপহাস করিয়াছিল, তুমি এক্ষণে

তৎসমুদায় স্মরণ করিয়া অবিলম্বে উহারে সংহার কর। এক্ষণে তুমি কি নিমিত্ত সূতপুত্রের বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছ। ইহা উপেক্ষার প্রকৃত অবসর নহে। পূর্ব্বে তুমি খাণ্ডবারণ্যে ভগবান্ পাবকের তৃপ্তি সাধনার্থে যেরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া তত্রত্য প্রাণি সমুদায়কে বিনষ্ট করিয়াছিলে, এক্ষণেও সেই রূপ ধৈর্য্য দ্বারা সূতপুত্রকে বিনাশ কর। ঐ দুরাত্মা তোমার শরে নিহত হইলে আমি উহারে গদাঘাতে বিপোথিত করিব।

ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেবও কর্ণ শরে অর্জ্জুনের অস্ত্র সমুদায় প্রতিহত দেখিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সখে! আজি সূতপুত্র যে অস্ত্র দ্বারা তোমার অস্ত্রজাল নিরাকৃত করিল, ইহার কারণ কি? হে বীর! তুমি কেন উহার বিনাশে মনোনিবেশ করিতেছ না এবং কেনই বা বিমোহিত হইতেছ। ঐ দেখ কৌরবগণ তোমার অস্ত্র প্রতিহত দেখিয়া সূতপুত্রের পুরস্কার করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছে। অতএব তুমি যে রূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া যুগে যুগে তমোগুণ প্রধান ভয়ঙ্কর রাক্ষস ও গর্ব্বিত অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলে এবং যে রূপ ধৈর্য্যে অবলম্বন করিয়া ভূতভাবন ভগবান্ শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলে, আজি সেই রূপ ধৈর্য্য সহকারে সূতপুত্রকে অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে সংহার কর। পূর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা দানবরাজ নমুচিরে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এক্ষণে তুমিও মৎপ্রদত্ত এই ক্ষুরধার সুদর্শন দ্বারা উহার শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রাম নগর পরিপূর্ণা সাগরাম্বরা ধরণী প্রদান করিয়া স্বয়ং অসামান্য যশস্বী হও।

হে মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন ভীমসেন ও বাসুদেবের এই রূপ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া সূতপুত্রের সংহারে একান্ত অভিলাষী হইলেন এবং আপনার অসাধারণ বিক্রম স্মরণ ও ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিবার কারণ অনুধাবন করিয়া কেশবকে কহিলেন, হে বাসুদেব! আমি সূতপুত্রের বধ ও লোকের উপকার সাধনের নিমিত্ত অতি ভয়ঙ্কর অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিতেছি; তুমি আমারে অনুমতি প্রদান কর, আর ভগবান্ ব্রহ্মা, রুদ্র এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও সুরগণ ইহাঁরাও এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন। হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন এই বলিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মারে প্রণিপাত পূর্ব্বক নিতান্ত দুঃসহ ব্রাহ্ম অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। তখন মহারথ সূতপুত্র জলধর যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অনবরত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক সেই অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র নিরাকৃত করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবল পরাক্রান্ত ভীম একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্যসন্ধ ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! লোকে তোমারে ব্রহ্মাস্ত্রবেত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করে, অতএব তুমি অন্য এক ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা কর।

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ভীমসেনের বাক্যানুসারে পুনরায় ব্রহ্মাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়া দিবাকরের করজাল সদৃশ সুতীক্ষ্ণ ভুজগের ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর অসংখ্য শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন সেই গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত যুগান্ত কালীন অনল ও সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত শরনিকর ক্ষণকালমধ্যে দিঙ্ম-ণ্ডল ও সূতপুত্রের রথ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অনন্তর অর্জ্জুনের শরাসন হইতে শূল, পরশু, চক্র ও নারাচ সমুদায়

অনবরত নির্গত হইতে আরম্ভ হইল। তখন কৌরব পক্ষীয় যোধগণ চতুর্দ্দিকে নিহত হইতে লাগিল। ঐ সময় কোন কোন যোদ্ধা অর্জ্জুনের শরে অন্যের মস্তক ছিন্ন ও দেহ ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। কোন বীবের করিশুণ্ড সদৃশ দক্ষিণ ভুজদণ্ড অর্জ্জুন শরে ছিন্ন হইয়া শাণিত অসির সহিত এবং কোন বীরের বাম হস্ত ক্ষুরনিকৃত্ত হইয়া চর্ম্মের সহিত ধরণীতলে পতিত হইল। হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর অর্জ্জুন জীবনান্তকর ভয়ঙ্কর শরনিকর দ্বারা দুর্য্যোধনের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে বিনষ্ট করিলেন।

ঐ সময় মহারথ কর্ণও অর্জ্জুনের প্রতি পর্জ্জন্য নির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে তিনি কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও বৃকোদরকে তিন তিন শরে আঘাত করিয়া ঘোররবে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সূতপুত্র শরে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ভীম ও জনার্দ্দনকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে অষ্টাদশ শর সন্ধান করত তিন শরে সূতপুত্রকে, এক শরে তাঁহার ধ্বজ ও চারি শরে মদ্ররাজকে বিদ্ধ করিয়া সুবর্ণবর্ম্ম সমলঙ্কৃত সভাপতির প্রতি দশ শর প্রয়োগ করিলেন। রাজকুমার সভাপতি অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শরে ছিন্নমস্তক, ছিন্নবাহু এবং অশ্ব, সারথি, শরাসন ও কেতু বিহীন হইয়া পরশু নিকৃত্ত শাল বৃক্ষের ন্যায় তৎক্ষণাৎ রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় পুনরায় ক্রমে ক্রমে তিন, আট, দুই, চারি ও দশ শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া চারি

শত দ্বিরদ, আয়ুধ সম্পন্ন আট শত রথী, আরোহি সমবেত সহস্র সহস্র অশ্ব ও আট সহস্র পদাতিরে নিহত করিলেন এবং সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে সূতপুত্রকে সারথি, রথ ও কেতুর সহিত অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর কৌরবগণ ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক নিহন্যমান হইয়া চীৎকার করত সূতপুত্রকে কহিতে লাগিলেন, হে কর্ণ! তুমি অনবরত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক অবিলম্বে অর্জ্জুনকে বিনাশ কর, নচেৎ ঐ মহাবীর অল্প কাল মধ্যেই কৌরব পক্ষীয় সমুদায় বীরগণকে নিহত করিবে। মহাবীর সূতপুত্র কৌরবগণ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া পরম যত্ন সহকারে অনবরত মর্ম্মচ্ছেদী শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে আঘাত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয় মহাস্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকে ও পরস্পরকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইত্যবসরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চিকিৎসকগণের সাহায্যে মন্ত্র ও ওষধি দ্বারা বিশল্য হইয়া যুদ্ধ সন্দর্শনার্থ সত্বরে সংগ্রামস্থলে আগমন করিলেন। তখন সকলে তাঁহারে অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি স্বর্গ বৈদ্যগণ কর্ত্তৃক চিকিৎসিত অসুরশরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ সুররাজ পুরন্দরের ন্যায়, রাহুর করাল আস্যদেশ হইতে বিমুক্ত অখণ্ড চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় তথায় সমাগত দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল।

হে মহারাজ! তৎকালে স্বর্গবাসী ও ভূতল নিবাসিগণ অনিমেষ নেত্রে সূতপুত্র ও ধনঞ্জয়ের সেই ঘোরতর সংগ্রাম

অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন সেই পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত বীরদ্বয় অনবরত জ্যানিস্বন ও তলধ্বনি করত বিবিধ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয়ের শরাসনজ্যা অতিমাত্র আকৃষ্ট হওয়াতে ঘোর রবে সহসা ছিন্ন হইয়া গেল। এই অবসরে মহাবীর সূতপুত্র এক শত ক্ষুদ্রক ও নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত সর্পের ন্যায় কঙ্কপত্র ভূষিত তৈলধৌত অপরাপর বাণে ধনঞ্জয়কে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তৎপরে তিনি ষষ্টি শরে বাসুদেবকে ও আট বাণে পুনরায় অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া অসংখ্য উৎকৃষ্ট শরে বৃকোদরের মর্ম্ম ভেদ পূর্ব্বক অর্জ্জুনেব ধ্বজদণ্ডে শর নিক্ষেপ ও তাঁহার অনুগামী সোমকদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন সোমকগণ ক্রোধভরে ধাবমান হইয়া মেঘমণ্ডল যেমন সূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ শরনিকরে কর্ণকে আচ্ছন্ন করিল। অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ সূতপুত্রও অসংখ্য শরে তাহাদিগকে নিস্তব্ধ করিয়া তাহাদিগের অস্ত্র শস্ত্র নিরাকৃত, হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল নিপাতিত এবং প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। বীরগণ সূতপুত্রের শর প্রভাবে ক্রুদ্ধ সিংহসমুন্মথিত কুক্কুরগণের ন্যায় আর্ত্তনাদ করত বিগতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর সূতপুত্র তাঁহার নিধন ও অর্জ্জুনের সাহায্যের নিমিত্ত মহাবেগে সমাগত পাঞ্চালগণকে সুনিশিত শরনিকরে নিপাতিত করিলেন। কৌরবগণ তদ্দর্শনে আপনাদিগকে সমরবিজয়ী জ্ঞান করিয়া তলধ্বনি ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সকলেই বোধ করিল যে, এই বার কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে কর্ণের বশবর্ত্তী হইতে হইবে।

তখন সূতপুত্রের শরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধভরে শরাসনজ্যা অবনামিত করত কর্ণের শর সমুদায় নিরাকৃত করিয়া চাপজ্যা পরিমার্জ্জন পূর্ব্বক কর্ণ, শল্য ও সমস্ত কৌরবগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মহাস্ত্র প্রভাবে অন্তরীক্ষ অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হওয়াতে পক্ষিগণের গতি-রোধ হইল। ঐ সময় আকাশস্থিত জীব সকল সুগন্ধি সমীরণ সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন হাস্যমুখে শল্যের বর্ম্মোপরি দশ বাণ নিক্ষেপ করিয়া কর্ণকে প্রথমত দ্বাদশ বাণে ও পুনরায় সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সূতপুত্র অর্জ্জুনের অশনি সদৃশ শরে সাতিশয় সমাহত হইয়া রুধিরাক্ত কলেবর হইলে তাঁহারে প্রলয় কালীন শ্মশান মধ্যস্থিত শোণিতদিগ্ধগাত্র রুদ্রদেবের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর সূতপুত্র সুররাজ সদৃশ ধনঞ্জয়কে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া কৃষ্ণের বিনাশ বাসনায় তাঁহার প্রতি ভীষণ ভুজঙ্গম সদৃশ প্রজ্বলিত পাঁচ শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ পাঁচ শর তক্ষকপুত্র অশ্বসেনের পক্ষীয় পাঁচ মহাসর্প। উহারা সূতপুত্র কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া পুরুষোত্তম বাসুদেবের বর্ম্ম বিদারণ পূর্ব্বক মহাবেগে পাতালতলে প্রবেশ ও ভোগ-বতীজলে স্নান করিয়া পুনরায় কর্ণাভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে দশ ভল্লে তাহাদের প্রত্যে-ককে তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি কৃষ্ণকে কর্ণবিক্ষিপ্ত নাগাস্ত্রে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তৃণ দহন প্রবৃত্ত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া আকর্ণাকৃষ্ট দেহান্তকর শরনিকরে কর্ণের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ

করিলেন। সূতপুত্র অর্জ্জুনের শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া নিতান্ত ক্লেশ নিবন্ধন অতিমাত্র বিচলিত হইলেন; কেবল ধৈর্য্যাতিশয় প্রযুক্ত রথ হইতে নিপতিত হইলেন না। হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে সমুদায় দিক্, বিদিক্, সূর্য্যরশ্মি ও আধিরথির রথ এককালে অদৃশ্য হইয়া গেল এবং নভোমণ্ডল নীহার সমাচ্ছন্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন অরাতিনিপাতন পার্থ একাকীই ক্ষণকাল মধ্যে দুর্য্যোধন প্রেরিত দ্বিসহস্র চক্ররক্ষক, পাদরক্ষক ও পৃষ্ঠরক্ষককে অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর আপনার পুত্রেরা ও হতাবশিষ্ট কৌরবগণ নিহত ও ক্ষত বিক্ষত আত্মীয়দিগকে এবং বিলপমান পিতা ও পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময়ে মহাবীর সূতপুত্র কৌরবগণ তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে দশ দিকে পলায়ন করিয়াছে অবলোকন করিয়াও কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, প্রত্যুত হৃষ্ট চিত্তে অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

একনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয়ের ভীষণ অস্ত্রপ্রভাবে কৌরবগণ সসৈন্যে পলায়ন করিয়া দূরে অবস্থান করত চতুর্দ্দিক্ হইতে বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল অর্জ্জুনাস্ত্র অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্র তাঁহার বধার্থী অর্জ্জুনের শরে কৌরবগণকে নিপীড়িত, নিহত ও পলায়িত অবলোকন করিয়া দৃঢ় জ্যাযুক্ত স্বীয় শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক পরশুরামের

নিকট শিক্ষিত মহাস্ত্রজাল বর্ষণ করত ধনঞ্জয় নিক্ষিপ্ত মহাস্ত্রজাল নিরাকৃত করিলেন। অনন্তর পরস্পর দন্তাঘাতে প্রবৃত্ত মত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় মহাবীর ধনঞ্জয় ও কর্ণের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তাঁহারা অনবরত শরনিকর বর্ষণ করত এককালে আকাশমার্গ সমাচ্ছন্ন করিলেন। তাঁহাদের বাণবর্ষণে সংগ্রামভূমি তিমিরাবৃত হইলে কৌরব ও সোমকগণ শরজাল ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সেই শরনিকরবর্ষী ধনুর্দ্ধর বীরদ্বয় নিরন্তর শর সন্ধান করত সংগ্রামে বিচিত্র গতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বল, বীর্য্য, পৌরুষ ও অস্ত্রমায়ার প্রভাবে কখন সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের অপেক্ষা এবং কখন বা ধনঞ্জয় সূতপুত্রের অপেক্ষা প্রবল হইতে লাগিলেন। অন্যান্য যোধগণ সেই পরস্পর ছিদ্রান্বেষী বীরদ্বয়ের দুর্ব্বিষহ ঘোর সংগ্রাম নিরীক্ষণ কবিয়া একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং অন্তরীক্ষস্থিত প্রাণিগণ কেহ কেহ সাধু কর্ণ ও কেহ কেহ বা সাধু অর্জ্জুন বলিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অসংখ্য রথ, অশ্ব ও মাত্তঙ্গগণের গতায়াতে সমরাঙ্গন বিদলিত হইয়া গেল।

হে মহারাজ! পূর্ব্বে অশ্বসেন নামে যে সর্প খাণ্ডবদাহ হইতে মুক্ত হইয়া রোষভরে পাতালতলে প্রবেশ করিয়াছিল, ঐ সময় সেই নাগরাজ অর্জ্জুনকৃত মাতৃবধ জনিত পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করিয়া বেগে পাতালতল হইতে উত্থিত হইল এবং অন্তরীক্ষ হইতে সূতপুত্র ও ধনঞ্জয়ের সংগ্রাম সন্দর্শন করত বৈর নির্যাতনের এই প্রকৃত অবসর ইহা বিবেচনা করিয়া কর্ণের সেই একতূণীরশায়ী শরমধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর

সেই বীরদ্বয়ের কিরণজালময় অস্ত্রজালে দশ দিক্ ও নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। কৌরব ও সোমকগণ সেই ভীষণ বাণান্ধকার দর্শনে অতিমাত্র ভীত হইলেন। তৎকালে ভয়ানক শরজাল ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। ঐ সময় সেই অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর মহাপুরুষদ্বয় প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া উভয়েই শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন অপ্সরাগণ তাঁহাদিগকে দিব্য চামর বীজন ও চন্দন সলিলে সেচন করিতে লাগিল এবং দেবরাজ পুরন্দর ও দিবাকর করতল দ্বারা তাঁহাদিগের মুখকমল মার্জ্জিত করিয়া দিলেন।

তৎকালে সূতপুত্র যখন বলবীর্য্যে অর্জ্জুনকে কোন ক্রমেই অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না, প্রত্যুত তন্নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সাতিশয় ক্ষত বিক্ষত ও সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। তখন সেই একতূণীরশায়ী শর তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। ঐ শর ঐরাবত নাগবংশ সম্ভূত। সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের নিধনার্থে অতি যত্ন সহকারে উহা বহুদিন স্বর্ণ তূণীর মধ্যে চন্দন চূর্ণোপরি রক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি অর্জ্জুনের মস্তক ছেদনার্থে সেই জ্বালাকরাল সর্পমুখ শর শরাসনে সন্ধান ও আকর্ণ আকর্ষণ করিলেন। তৎকালে সেই সর্পবাণ শরাসনে সংহিত হইলে দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। শত শত ভীষণ উল্কা নিপতিত হইতে লাগিল এবং ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণ হাহাকার শব্দ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে যে ঐ ভীষণ শরমধ্যে মহানাগ অশ্বসেন যোগবলে প্রবেশ করিয়াছিল, সূতপুত্র তাহার কিছুই বিদিত হয় নাই। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র

কর্ণের শরমধ্যে নাগরাজকে প্রবিষ্ট অবগত হইয়া এই বারেই আমার আত্মজ অর্জ্জুন বিনষ্ট হইল মনে করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। ভগবান্ কমলযোনি সুররাজকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে ইন্দ্র! তুমি কিছুমাত্র ব্যথিত হইও না। মহাবীর ধনঞ্জয়েরই জয়শ্রী লাভ হইবে। ঐ সময় মদ্ররাজ শল্য সূতপুত্রকে সর্পশর সন্ধান করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে কর্ণ! এই শরটি অর্জ্জুনের গ্রীবা ছেদনে সমর্থ হইবে না; অতএব যদ্দ্বারা অর্জ্জুনের মস্তক ছেদন করা যাইতে পারে, এমন একটি শর সন্ধান কর। তখন মহাবীর সূতপুত্র মদ্ররাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষারুণিত লোচনে কহিলেন, হে শল্য! কর্ণ কখনই এক শর সন্ধান পূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ না করিয়া অন্য শর সন্ধান করেন না এবং আমার সদৃশ ব্যক্তিরা কদাচ কূট যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন না। সূতপুত্র শল্যকে এই কথা বলিয়া বিজয় লাভার্থ উদ্যত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই বহুবর্ষ পরিপূজিত প্রযত্ন সহকারে সংরক্ষিত ভয়ঙ্কর শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি এই বারেই বিনষ্ট হইলে। তখন সেই কর্ণশরাসন চ্যুত হুতাশন ও সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত অতি ভীষণ সায়ক অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেব সেই সূতপুত্র নিক্ষিপ্ত শর অন্তরীক্ষে প্রজ্বলিত দেখিয়া সত্বরে পদ দ্বারা রথ আক্রমণ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে ভূতল মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রবেশিত করিলেন। অর্জ্জুনের সুবর্ণ জালজড়িত চন্দ্রমরীচির ন্যায় ধবলবর্ণ অশ্বগণও জানু আকুঞ্চিত করিয়া ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিল। তখন

নভোমণ্ডলে তুমুল কোলাহল সহকারে বাসুদেবের প্রশংসা-বাদ উচ্চারিত হইল এবং অনবরত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

এইরূপে মহাত্মা মধুসূদনের প্রযত্নে অর্জ্জুনের রথ ভূতলে নিমগ্ন হওয়াতে কর্ণের সেই নাগাস্ত্র ধনঞ্জয়ের ইন্দ্রদত্ত সুদৃঢ় কিরীটে নিপতিত হইয়া তাহা চূর্ণ করিয়া ফেলিল। মহা-বীর ধনঞ্জয়ের ঐ ত্রিলোকবিশ্রুত, সুবর্ণ খচিত, মণিহীরক সমলঙ্কৃত, সূর্য্য, চন্দ্র ও জ্বলনের দীপ্তিশীল মহামূল্য কিরীট ভগবান্ স্বয়ম্ভূ স্বয়ং তপোবলে প্রযত্ন সহকারে দেবরাজ ইন্দ্রের নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিপক্ষেরা উহা নিরী-ক্ষণ করিতে ভীত হইত। পূর্ব্বে পুরন্দর অসুর সংহার কালে অর্জ্জুনকে ঐ কিরীট প্রদান করিয়াছিলেন। উহা রুদ্রের পিনাক, বরুণের পাশ, ইন্দ্রের বজ্র ও কুবেরের সায়ক দ্বারাও বিনষ্ট হইবার নহে। এক্ষণে দুষ্টস্বভাব অশ্বসেন সূতপুত্রের শরে প্রবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের সেই কিরীট বিমর্দ্দিত করিল।

হে মহারাজ! অর্জ্জুনের সেই স্বর্ণ জাল পরিবৃত অতি ভাস্বর কিরীট বিষাগ্নি দ্বারা বিমথিত ও ক্ষিতিতলে নিপতিত হইয়া অস্তগিরিশিখর হইতে নিপতিত সন্ধ্যারাগ রঞ্জিত দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। বজ্র যেমন ফলপুষ্পো-পশোভিত পাদপ পরিপূর্ণ গিরিশিখরকে বিচূর্ণিত এবং প্রবল বায়ু যেমন ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও সলিলরাশি বিঘট্টিত করে, তদ্রূপ সেই নাগাস্ত্র অর্জ্জুনের দিব্য কিরীট মহাবেগে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন ত্রিভুবন মধ্যে একটি ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। সেই শব্দ শ্রবণে সকলেই একান্ত ব্যথিত ও স্খলিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সেই

কিরীট ব্যতিরেকে নীলবর্ণ উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তখন তিনি অনাকুলিত চিত্তে শ্বেতবর্ণ বসন দ্বারা কেশকলাপ বন্ধন করিয়া শিখরগত সূর্য্যমরীচি দ্বারা একান্ত উদ্ভাসিত উদয় পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এই রূপে সেই অর্জ্জুনের সহিত বদ্ধবৈর সূত-পুত্র নিক্ষিপ্ত নাগ ধনঞ্জয়কে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল তাঁহার কিরীট চূর্ণ করত পুনরায় স্বস্থানে গমন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মহারথ কর্ণ সেই মহোরগকে নিরীক্ষণ করিলেন। তখন সেই ভুজঙ্গ কর্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে কর্ণ! তুমি আমারে না দেখিয়াই পরিত্যাগ করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত আমি অর্জ্জুনের মস্তক ছেদন করিতে পারিলাম না; অতএব এক্ষণে তুমি আমারে দেখিয়া পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমার ও আমার শত্রুকে সংহার করিব। তখন মহাবীর কর্ণ ভুজ-ঙ্গের এই রূপ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, হে ভদ্র! তোমার আকার অতি ভয়ঙ্কর দেখিতেছি। এক্ষণে তুমি কে, তাহা সবিশেষ করিয়া বল। নাগ কহিল, হে কর্ণ! পূর্ব্বে অর্জ্জুন আমার মাতৃবধ করিয়াছিল, তদবধি উহার সহিত আমার শত্রুভাব বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে; অতএব যদি স্বয়ং দেবরাজও উহার রক্ষক হন, তথাপি আমি উহারে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিব।

তখন সূতপুত্র কহিলেন, হে নাগ! কর্ণ কখন অন্যের বল-বীর্য্য অবলম্বন করিয়া সমরবিজয়ী হয় না এবং এক শত অর্জ্জু-নকে বিনাশ করিতে হইলেও কখন এক শর দুই বার সন্ধান

করে না! অতএব আমি রোষ ও যত্ন সহকারে বিবিধ উৎকৃষ্ট শরে অর্জ্জুনকে বিনাশ করিতেছি, তুমি নিরাপদে গমন কর। হে মহারাজ! সূতপুত্র এই রূপ কহিলে নাগরাজ তাঁহার সেই বাক্য অসহ্য জ্ঞান করিয়া অস্ত্ররূপ ধারণ পূর্ব্বক রোষভরে অর্জ্জুনের বিনাশ বাসনায় গমন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে বাসুদেব অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি শীঘ্র ঐ কৃতবৈর উরগপতিরে বিনাশ কর। তখন গাণ্ডীবধারী ধনঞ্জয় মধুসূদনকে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! যে মহানাগ গরুড়মুখগমনোদ্যতের ন্যায় ইচ্ছা পূর্ব্বক স্বয়ং আমার সমীপে আগমন করিতেছে, ও কে? কৃষ্ণ কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি যৎকালে খাণ্ডব দাহন পূর্ব্বক হুতাশনের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলে, সেই সময় ঐ ভুজঙ্গমের মাতা আপনার ক্রোড়ে উহারে লুক্কায়িত করিয়া আকাশমার্গে অবস্থান করিতেছিল। তুমি তৎকালে উহার মাতারে বিনাশ করিয়াছিলে, কিন্তু উহারে দেখিতে পাও নাই। এক্ষণে ঐ দুরাত্মা সেই মাতৃবধজনিত পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করিয়া তোমার বিনাশ বাসনায় আকাশচ্যুত প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায় সমাগত হইতেছে।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর অর্জ্জুন ক্রোধে মুখ পরিবর্ত্তন করিয়া নভোমণ্ডলে পক্ষীর ন্যায় সমাগত সেই নাগরাজকে ছয় নিশিত শরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভুজগরাজ নিহত হইলে পুরুষোত্তম হৃষীকেশ স্বয়ং বাহু যুগল দ্বারা পৃথিবী হইতে অর্জ্জুনের রথ উত্তোলন করিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর কর্ণ ক্রোধভরে দৃষ্টিপাত করত বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছযুক্ত নিশিত দশ শরে পুরুষ প্রধান ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন

অর্জ্জুনও কর্ণের প্রতি সুশাণিত দ্বাদশ বরাহকর্ণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর তিনি পুনরায় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক এক আশীবিষ সদৃশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই উৎকৃষ্ট শর কর্ণের প্রাণ সংহারার্থই যেন তাঁহার বর্ম্ম বিদারণ ও রুধির পান করিয়া শোণিতলিপ্ত গাত্রে ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন সূতপুত্র সেই শরপাতে দণ্ড বিঘট্টিত সর্পের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিষাক্ত সর্প যেমন বিষ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ উত্তম উত্তম শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রথমত দ্বাদশ শরে জনার্দ্দনকে ও নবতি শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় ঘোরতর শরে ধনঞ্জয়ের দেহ বিদারণ পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ ও হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন পুরন্দর তুল্য পরাক্রমশালী মহাবীর ধনঞ্জয় সূতপুত্রের আহ্লাদ সহ্য করিতে না পারিয়া সুররাজ ইন্দ্র যেমন বলাসুরের মর্ম্ম বিদারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অসংখ্য শরে সূতপুত্রের মর্ম্ম ভেদ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি যমদণ্ড সদৃশ নবতি শর পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনের শরাঘাতে বজ্রাহত অচলের ন্যায় নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। তৎপরে তাঁহার স্বর্ণ, হীরক ও মণিমুক্তাদিখচিত শিরোভূষণ এবং কুণ্ডল দ্বয় অর্জ্জুনের শরাঘাতে ভূতলে নিপতিত হইল। উত্তম উত্তম শিল্পীরা বহু যত্ন সহকারে দীর্ঘ কালে কর্ণের যে মহামূল্য ভাস্বর বর্ম্ম প্রস্তুত করিয়াছিল, মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষণকাল মধ্যে তাহাও বহুধা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি ক্রোধভরে সেই বর্ম্ম বিরহিত কর্ণকে নিশিত চারি শরে অতিমাত্র বিদ্ধ

করিলে সূতপুত্র সান্নিপাতিক জ্বরাক্রান্ত আতুরের ন্যায় সাতিশয় ব্যথিত হইলেন। তখন অর্জ্জুন শরাসন নির্গত নিশিত শরনিকরে তাঁহার অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত ও মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনের বিবিধ শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া শোণিত ক্ষরণ করত গৈরিকধাতু ধারাবর্ষী পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান হইলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন ক্রৌঞ্চবিদারণ কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় যমদণ্ড ও অগ্নিদণ্ড সদৃশ লৌহময় সুদৃঢ় শরনিকরে পুনরায় কর্ণের বক্ষস্থল ভেদ করিলেন। সূতপুত্র অর্জ্জুনের শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও শিথিলমুষ্টি হইয়া ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ শরাসন ও তূণীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপরি মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন পরম ধার্ম্মিক ধনঞ্জয় আতুর ব্যক্তিরে নিপাতিত করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সূতপুত্রকে সেই ব্যসনকালে বিনাশ করিতে অভিলাষ করিলেন না। তখন ইন্দ্রাবরজ বাসুদেব সসম্ভ্রমে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি কি নিমিত্ত প্রমত্ত হইতেছ। পণ্ডিতেরা দুর্ব্বল অরাতিদিগকেও নিধন করিতে কাল প্রতীক্ষা করেন না। তাঁহারা ব্যসননিমগ্ন শত্রুগণকে নিপাতিত করিয়া ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন। অতএব তুমি প্রবল শত্রু বীরপ্রধান কর্ণকে সহসা নিহত করিতে সচেষ্ট হও। তুমি নমুচিনিসূদন পুরন্দরের ন্যায় সত্বরে উহারে শরবিদ্ধ কর, নচেৎ ঐ বীর অবিলম্বে পূর্ব্ববৎ পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তোমার অভিমুখীন হইবে। হে মহারাজ! তখন মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দানবরাজ বলিরে বিদ্ধ

করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শরনিকর দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ বৎসদন্ত বাণ দ্বারা সূতপুত্রকে অশ্ব ও রথের সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ শরজালে দিঙ্মণ্ডল আবৃত করিলেন। স্থূলবক্ষা সূতনন্দন অর্জ্জুনের বৎসদন্ত বাণে সমাচ্ছন্ন হইয়া কুসুমিত অশোক, পলাশ ও শাল্মলি বৃক্ষ এবং চন্দন কাননে সমাকীর্ণ অচলের ন্যায়, বৃক্ষশ্রেণী পরিপূর্ণ বিকসিত কর্ণিকার পরিশোভিত হিমালয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া অস্তাচলগামী দিনকরের করজাল সদৃশ অসংখ্য শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনও নিশিতাগ্র শরনিকর দ্বারা সেই ভুজঙ্গমের ন্যায় দেদীপ্যমান কর্ণ নির্ম্মুক্ত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কর্ণ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক রোষিত সর্পের ন্যায় বিশিখজাল বর্ষণ পূর্ব্বক দশ বাণে অর্জ্জুন ও ছয় বাণে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মহামতি ধনঞ্জয় সেই মহাযুদ্ধে কর্ণের উপর সর্পবিষ অনলের ন্যায় ভীষণ উগ্রনিস্বন রৌদ্র শর ক্ষেপণ করিতে অভিলাষ করিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় কর্ণের বিনাশ কাল উপস্থিত হওয়াতে কাল অদৃশ্য ভাবে তাঁহারে ব্রাহ্মণের শাপ বৃত্তান্ত জ্ঞাপিত করত কহিলেন, সূতপুত্র! বসুন্ধরা তোমার রথচক্র গ্রাস করিতেছেন। কাল এই কথা কহিবামাত্র কর্ণ পরশুরাম প্রদত্ত অস্ত্র বিস্মৃত হইলেন এবং পৃথিবী তাঁহার রথের বাম চক্র গ্রাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণসন্তানের শাপে সূতপুত্রের রথ বিঘূর্ণিত হইতে আরম্ভ হইল।

রথও বেদিবন্ধ বিশিষ্ট পুষ্পিত চৈত্য বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিমগ্ন হইয়া গেল।

হে মহারাজ! এই রূপে সূতপুত্রের সর্পমুখ বাণ বিনষ্ট, রথ ঘূর্ণিত ও পরশুরাম প্রদত্ত অস্ত্র স্মৃতিপথ হইতে তিরোহিত হওয়াতে তিনি সাতিশয় বিষণ্ণ ও বিহ্বল হইলেন। অনন্তর তিনি সেই ক্লেশ সকল সহ্য করিতে না পারিয়া হস্ত বিধূনন পূর্ব্বক আক্ষেপ প্রকাশ করত কহিতে লাগিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা সতত কহিয়া থাকেন যে, ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে সতত রক্ষা করেন। আমরা শাস্ত্র ও শক্তি অনুসারে ধর্ম্ম রক্ষণে যত্ন ও ধর্ম্মে দৃঢ় ভক্তি করিয়া থাকি। ধর্ম্ম তথাপি আমাদিগকে বিনাশ করিতেছেন। অতএব বোধ হয়, ধর্ম্ম আর নিয়ত ধার্ম্মিকগণকে রক্ষা করেন না। মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র এই রূপ কহিতে কহিতে অর্জ্জুন শরে বিচলিত হইলেন। তাঁহার অশ্ব ও সারথি স্খলিত হইল। তিনিও স্বীয় কার্য্যে শিথিলপ্রযত্ন হইয়া বারংবার ধর্ম্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ভীষণ তিন বাণে বাসুদেবের হস্ত ও সাত বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুনও তাঁহার উপর দেবরাজের বজ্র সদৃশ অনলোপম ভীমবেগ সপ্তদশ শর পরিত্যাগ করিলেন। অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শরজাল প্রবল বেগে কর্ণশরীর ভেদ করিয়া পৃথিবীতলে নিপতিত হইল। তখন সূতনন্দন কম্পিতাত্মা হইয়া পরাক্রম প্রদর্শন করত বল পূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। শত্রুসূদন অর্জ্জুনও তদ্দর্শনে ঐন্দ্র অস্ত্র মন্ত্রপূত করিলেন এবং গাণ্ডীবজ্যা ও অন্যান্য শরনিকর মন্ত্রপূত করিয়া বারিবর্ষী পুরন্দরের ন্যায়

শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন পার্থরথ নিঃসৃত তেজোময় শরজাল সূতপুত্রের রথ সমীপে প্রাদুর্ভূত হইল। মহারথ কর্ণও সেই সম্মুখাগত শরজাল ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুনের অস্ত্র বিনষ্ট হইলে বৃষ্ণিবীর বাসুদেব কহিলেন, হে অর্জ্জুন! কর্ণ তোমার শরনিকর বিনষ্ট করিতেছে; অতএব তুমি উৎকৃষ্ট অস্ত্র পরিত্যাগ কর। তখন ধনঞ্জয় অতি ভীষণ ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রপূত ও শরাসনে সংযোজিত করিয়া শরজালে কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সূতপুত্র সুনিশিত শরনিকরে ক্রমে ক্রমে একাদশ বার অর্জ্জুনের মৌর্ব্বী ছেদন করিলেন, কিন্তু অর্জ্জুনের যে এক শত জ্যা আছে, তাহা তাঁহার বোধগম্য হয় নাই। তখন অর্জ্জুন গাণ্ডীবে জ্যা সংযোজিত ও মন্ত্রপূত করিয়া সর্পের ন্যায় দেদীপ্যমান শরনিকরে কর্ণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন জ্যা ছিন্ন হইবামাত্র অবিলম্বে অন্য জ্যা সংযোজন করিতে কর্ণ তাঁহার জ্যাযোজন বৃত্তান্ত বুঝিতে না পারিয়া চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর সূতপুত্র অস্ত্রজালে সব্যসাচীর অস্ত্র ছেদন করত অসাধারণ পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহা অপেক্ষাও প্রবল হইয়া উঠিলেন। তখন বাসুদেব অর্জ্জুনকে কর্ণাস্ত্রে নিপীড়িত দেখিয়া কহিলেন, হে অর্জ্জুন! প্রধান অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ণের সমীপবর্ত্তী হও। শত্রুতাপন ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর সর্পবিষ ও অনলের ন্যায় ভয়ঙ্কর দিব্য রৌদ্রাস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া ক্ষেপণ করিতে বাসনা করিলেন। ঐ সময়ে বসুমতী সূতপুত্রের রথচক্র দৃঢ়রূপে গ্রাস করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে

তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভুজদ্বয় দ্বারা চক্রের উদ্ধার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন গিরিকানন সমবেতা সপ্তদ্বীপা মেদনী কর্ণের বাহুবলে আকৃষ্ট হইয়া চার অঙ্গুলি পর্য্যন্ত উৎক্ষিপ্ত হইলেন। কিন্তু সূতপুত্রের চক্র কোন ক্রমেই উর্দ্ধৃত হইল না। তখন তিনি ক্রোধে অশ্রু পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোপাবিষ্ট অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধে নিবৃত্ত হও। আমি মহীতল হইতে রথচক্র উদ্ধার করিতেছি। দৈব বশত আমার দক্ষিণ চক্র পৃথিবীতে পোথিত হইয়াছে। এ সময় তুমি কাপুরুষোচিত দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ কর। তুমি রণপণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত আছ; এক্ষণে অভদ্রের ন্যায় কার্য্য করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। হে অর্জ্জুন! সাধুব্রতাবলম্বী শূরগণ মুক্তকেশ, বিমুখ, বদ্ধাঞ্জলি, শরণাগত যাচমান, ন্যস্ত শস্ত্র, বাণ বিহীন, কবচহীন ও ভগ্নায়ুধ ব্যক্তির এবং ব্রাহ্মণের প্রতি শর পরিত্যাগ করেন না। ইহলোকে তুমি শূরতম, ধার্ম্মিক, যুদ্ধধর্ম্মাভিজ্ঞ, দিব্যাস্ত্রবেত্তা, মহাত্মা, বেদপারগ ও কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায় পরাক্রান্ত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। বিশেষত আমি এক্ষণে ভূতলগত ও বিকলাঙ্গ হইয়াছি। তুমি রথোপরি অবস্থান করিতেছ; অতএব যে পর্য্যন্ত রথচক্র উদ্ধার করিতে না পারি, তাবৎ আমারে বিনাশ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে আমি বাসুদেব বা তোমা হইতে কিছুমাত্র ভীত হই নাই। তুমি ক্ষত্রিয়দিগের মহাকুলে সমুৎপন্নহইয়াছ বলিয়াই তোমারে কহিতেছি যে, তুমি মুহূর্ত্তকাল আমারে ক্ষমা কর।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় বাসুদেব কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া

তাঁহারে কহিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি ভাগ্যক্রমে এক্ষণে ধর্ম্ম স্মরণ করিতেছ। নীচাশয়েরা দুঃখে নিমগ্ন হইয়া প্রায়ই দৈবকে নিন্দা করিয়া থাকে; আপনাদিগের দুষ্কর্ম্মের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করে না। দেখ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি তোমার মতানুসারে একবস্ত্রা দ্রৌপদীরে যে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন দুষ্ট শকুনি দুরভিসন্ধি পরতন্ত্র হইয়া তোমার অনুমোদনে অক্ষক্রীড়ায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরকে যে পরাজয় করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন রাজা দুর্য্যোধন তোমার মতানুযায়ী হইয়া ভীমসেনকে যে বিষান্ন ভোজন করাইয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি বারণাবত নগরে জতুগৃহমধ্যে প্রসুপ্ত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্নি প্রদান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি সভামধ্যে দুঃশাসনের বশীভূতা রজস্বলা দ্রৌপদীরে, হে কৃষ্ণে! পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে, এক্ষণে তুমি অন্য পতিরে বরণ কর এই কথা বলিয়া উপহাস করিয়াছিলে এবং অনার্য্য ব্যক্তিরা তাঁহারে নিরপরাধে ক্লেশ প্রদান করিলে উপেক্ষা করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি রাজ্য লোভে শকুনিকে আশ্রয় পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে দ্যূতক্রীড়া করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি মহারথগণ সমবেত হইয়া বালক অভিমন্যুরে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? হে কর্ণ! তুমি যখন তত্তৎ-

কালে অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছ; তখন আর এ সময় ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া তালুদেশ শুষ্ক করিলে কি হইবে। তুমি যে এক্ষণে ধর্ম্ম পরায়ণ হইলেও জীবন সত্ত্বে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে, ইহা কদাচ মনে করিও না। পূর্ব্বে নিষধ দেশাধিপতি নল যেমন পুষ্কর দ্বারা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পুনরায় রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণও ভুজবলে সোমকদিগের সহিত শত্রুগণকে বিনাশ করত রাজ্য লাভ করিবেন। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ অবশ্যই ধর্ম্মসংরক্ষিত পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইবে।

হে মহারাজ! মহাবীর সূতনন্দন বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। তৎকালে তাঁহার মুখে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। অনন্তর তিনি ক্রোধে প্রস্ফুরিতাধর হইয়া শরাসন উদ্যত করত অর্জ্জুনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক সূতপুত্রকে বিনাশ কর। মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সূতপুত্রের দুর্ম্মন্ত্রণাজনিত ক্লেশ পরম্পরা স্মরণ পূর্ব্বক ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার লোমকূপ হইতে তেজোরাশি বিনির্গত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। অনন্তর সূতপুত্র ব্রহ্মাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিয়া ধনঞ্জয়ের উপর অসংখ্য শর বর্ষণ করত পুনরায় তাঁহার রথ নিমগ্ন করিতে যত্নবান্ হইলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয়ও ব্রহ্মাস্ত্র প্রভাবে সূতপুত্রের প্রতি শরবৃষ্টি বিসর্জ্জন করত তাঁহার অস্ত্র নিবারণ করিয়া তাঁহারে

প্রহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলে উহা স্বীয় তেজ প্রভাবে প্রজ্ব-লিত হইয়া উঠিল। তখন কর্ণ বারুণাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়া সেই প্রজ্বলিত পাবক নির্ব্বাণ করিলেন। তৎকালে সূত-পুত্রের সায়ক প্রভাবে জলদজালে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন ও গাঢ়-তর তিমিরে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে অসংভ্রান্ত চিত্তে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা সূতপুত্রের সমক্ষেই সেই অস্ত্রজাল অপসারিত করিলেন।

অনন্তর সূতপুত্র ধনঞ্জয়কে সংহার করিবার বাসনায় এক প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ ভয়ঙ্কর শর গ্রহণ ও শরাসনে সংযোজন করিলেন। ঐ শর সংযোজিত হইবামাত্র শৈল কানন সম্পন্না অবনি বিচলিত হইল। সমীরণ কর্কররাশি প্রবাহিত করিতে লাগিল; দিঙ্মণ্ডল ধূলিপটলে পরিবৃত হইয়া গেল। দেবগণ দেবলোকে হাহাকার করিতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবগণ বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তখন সেই কর্ণবিসৃষ্ট অশনি সদৃশ শিতধার সায়ক ভুজগরাজ যেমন বল্মীক মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অর্জ্জুনের বক্ষস্থলে প্রবেশ করিল। তখন মহাত্মা অর্জ্জুন সূতপুত্রের সায়কে অতিমাত্র বিদ্ধ হওয়াতে তাঁহার হস্তস্থিত গাণ্ডীব কোদণ্ড শিথিল হইয়া পড়িল এবং তিনি ভূমিকম্পকালীন অচলের ন্যায় কম্পিত হইলেন। ঐ অবসরে মহাবীর কর্ণ ভূতলগত স্বীয় রথের উদ্ধারাভিলাষে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বাহুযুগল দ্বারা রথচক্র গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দৈব প্রভাবে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর অর্জ্জুন সংজ্ঞা

লাভ করিয়া অঞ্জলিক নামে এক যমদণ্ড সদৃশ বাণ গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পার্থ! কর্ণ রথে আরোহণ না করিতে করিতেই উহার মস্তক ছেদন কর। তখন মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের আদেশানুসারে প্রজ্বলিত ক্ষুরপ্রাস্ত্র গ্রহণ করিয়া সূতপুত্রের রথধ্বজস্থিত বিমলার্ক সদৃশ হস্তিকক্ষা ছেদন করিলেন। মহাবীর কর্ণের ঐ সুবর্ণ, হীরক ও মণিমুক্তাদি খচিত হস্তিকক্ষা কেতু বহুতর জ্ঞানবৃদ্ধ শিল্পিগণের প্রযত্নে সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ কক্ষা দর্শনে আপনার সৈন্যগণের মনে বিজয় বাসনা এবং অরাতিগণের মনে ভয় সঞ্চার হইত। উহার প্রভা চন্দ্র, সূর্য্য ও হুতাশনের ন্যায় দেদীপ্যমান ছিল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন অগ্নি সদৃশ সুবর্ণপুঙ্খ ক্ষুরপ্র দ্বারা অধিরথির ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবগণের দর্প, যশ, প্রিয়কার্য্য ও মনোরথ সকল ভগ্নএবং হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। সূতপুত্রের বিজয়াশা তাহাদের মনোমন্দির হইতে এককালে তিরোহিত হইয়া গেল।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন কর্ণের বিনাশ বাসনায় তূণীর হইতে ইন্দ্রের বজ্র, হুতাশনের দণ্ড ও দিবাকরের তীক্ষ্ণ রশ্মি সদৃশ অঞ্জলিক নামে এক বাণ গ্রহণ করিলেন। ঐ মর্ম্মভেদী বাণ মাংস ও শোণিতলিপ্ত এবং হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের প্রাণ নাশক। উহার পরিমাণ তিন রত্নি ও ছয় পাদ। উহা ব্যাদিতাস্য কৃতান্তের ন্যায়, মহাদেবের পিনাকের ন্যায় ও নারায়ণের চক্রের ন্যায় নিতান্ত ভীষণ এবং দেবতা ও অসুরগণের বিজয়ে সমর্থ এবং মহাত্মা অর্জ্জুন সতত উহার পূজা

করিতেন। হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় হৃষ্ট চিত্তে ঐ অস্ত্র গ্রহণ করাতে চরাচর বিশ্ব বিচলিত হইল। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণ জগতের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় সেই অনুপম মহাস্ত্র শরাসনে সংযোজিত করিয়া গাণ্ডীব আকর্ষণ করত হৃষ্ট চিত্তে কহিলেন যে, যদি আমি তপোনুষ্ঠান, গুরুজনের সন্তোষ সাধন ও সুহৃদ্গণের হিত কথা শ্রবণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই অরাতিঘাতন মহাস্ত্র অবিলম্বে প্রবল শত্রু সূতপুত্রের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক আমারে জয়শ্রী প্রদান করুক। মহাবীর অর্জ্জুন এই বলিয়া সেই অন্তকেরও অনতিক্রমণীয়, সাক্ষাৎ আথর্ব্বণ ও আঙ্গিরস কার্য্যের ন্যায় অতি ভীষণ, চন্দ্র সূর্য্যসমপ্রভ অঞ্জলিক শর সূতপুত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত মন্ত্রপূত সায়ক সেই অপরাহ্নকালে দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া পুরন্দর নিক্ষিপ্ত বজ্রাস্ত্র যেমন বৃত্রাসুরের শিরশ্ছেদন করিয়াছিল, তদ্রূপ সূতপুত্রের মস্তক ছেদন করিল। তখন কর্ণের সেই ছিন্ন মস্তক গৃহস্থ যেমন অতিক্লেশে ধনরত্ন পরিপূর্ণ গৃহ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তাঁহার সাতিশয় সুরূপ সতত সুখোপভোগ পরিবর্দ্ধিত দেহ অতি কষ্টে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরৎকালীন নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত দিবাকরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর সূতপুত্রের ধনঞ্জয় শরনির্ভিন্ন উন্নত কলেবরও কুলিশ বিদলিত গৈরিক ধারাস্রাবী গিরিশিখরের ন্যায় ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর সূতপুত্র সমরে নিপতিত হইলে তাঁহার দেহ হইতে একটি তেজ বিনির্গত হইয়া নভোমণ্ডল

সমাচ্ছন্ন করত সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে যোধগণ সাতিশয় বিস্মিত হইয়া রহিল। ঐ সময় বাসুদেব সমবেত ধনঞ্জয় ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ সূতপুত্রের নিধনে যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া অতি গম্ভীর স্বরে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। সোমকগণ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সিংহনাদ, তূর্য্যধ্বনি এবং অস্ত্র ও হস্ত বিধূনন করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য যোধগণ প্রফুল্ল মনে অর্জ্জুন সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কতকগুলি বীর পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক নৃত্য ও সিংহনাদ করত কহিতে লাগিলেন, আজি ভাগ্যবলে সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের শরনিকরে বিনষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছে।

হে মহারাজ! এইরূপে সূতপুত্র শরনিকরে পাণ্ডব সৈন্যগণকে সন্তপ্ত করিয়া দিবাবসান সময়ে অর্জ্জুনের ভুজবীর্য্য প্রভাবে বিনষ্ট হইলেন। তাঁহার সমরাঙ্গনে নিপতিত ছিন্ন মস্তক যজ্ঞাবসানে প্রশান্ত হুতাশনের ন্যায়, অস্তগত সূর্য্যবিম্বের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহার শর নিকর সমাচিত শোণিত পরিপ্লুত কলেবর কিরণজাল পরিব্যাপ্ত সূর্য্যের ন্যায় শোভমান হইল। দিবাকর যেমন অস্তগমনকালে স্বীয় প্রভাজাল লইয়া গমন করেন, তদ্রূপ অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শর কর্ণের প্রাণ লইয়া গমন করিল। কৌরবগণও শক্রশরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও ভয়বিহ্বল হইয়া অর্জ্জুনের প্রভাপুঞ্জোদ্ভাসিত ধ্বজ বারংবার নিরীক্ষণ করত দশ দিকে ধাবমান হইলেন।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর অর্জ্জুন সূতপুত্রকে

নিহত করিলে মহারথ শল্য সৈন্যগণকে নিতান্ত নিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সেই ছিন্নধ্বজ ছিন্নপরিচ্ছদ রথ লইয়া ধাবমান হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন সূতপুত্রকে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত নিহত অবলোকন করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে দীন ভাবে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য বীরগণ শর সমাচিত ও শোণিতলিপ্ত গাত্রে সহসা অধঃস্খলিত দিবাকরের সদৃশ সূত-পুত্রকে দর্শন করিবার মানসে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। ঐ সময়ে স্বপক্ষীয় ও পরপক্ষীয় যোধগণ স্ব স্ব প্রকৃতি অনু-সারে কেহ আহ্লাদিত, কেহ ভীত, কেহ শোকার্ত্ত ও কেহ কেহ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন বর্ম্ম, আভরণ, অম্বর ও আয়ুধ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সূতপুত্রকে নিপাতিত করি-য়াছেন, শ্রবণ করিয়া কৌরবগণ নির্জ্জন বনে গোযূথ যেমন বৃষভ নিহত হইলে পলায়ন করে, তদ্রূপ পলায়ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ভীষণ সিংহ নাদে ও বাহ্বাস্ফোটশব্দে রোদসী পরিপূরিত করত আপনার পুত্রগণকে বিত্রাসিত করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সোমক ও সৃঞ্জয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ মহা আহ্লাদে শঙ্খধ্বনি ও পরস্পর আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর ধনঞ্জয় কেশরী যেমন হস্তীকে বিনাশ করে, তদ্রূপ কর্ণকে বিনাশ করিয়া বৈরভাব ও প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

অনন্তর মদ্ররাজ একান্ত বিমোহিত চিত্তে সেই ছিন্নধ্বজ রথ লইয়া দুর্য্যোধন সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক বাষ্পগদগদ বচনে

কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! তোমার গিরিশিখর সদৃশ হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ শত্রুসৈন্যগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। কর্ণার্জ্জুন সংগ্রামের ন্যায় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আর কখনই উপস্থিত হয় নাই। মহাবীর কর্ণ প্রথমত বাসুদেব ও অর্জ্জুন প্রভৃতি আপনার শত্রুগণকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু দৈব পাণ্ডবগণের পক্ষে নিতান্ত অনুকূল। এই নিমিত্তই তাহারা জীবিত রহিয়াছে আর আমরা বিনষ্ট হইতেছি। হে মহারাজ! কুবের, যম ও বাসবের ন্যায় প্রভাব সম্পন্ন শৌর্য্যশালী বিবিধ গুণভূষিত অবধ্য ভূপালগণ তোমার কার্য্য সংসাধনে উদ্যত হইয়া পাণ্ডবগণের বাহুবলে নিহত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে তুমি আর শোকাকুল হইও না। অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা অতিক্রম করা অতিশয় সুকঠিন। এক্ষণে আশ্বাসযুক্ত হও। সকল সময়ে কার্য্যসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন মদ্ররাজের বাক্য শ্রবণে স্বীয় দুর্নীতি পর্য্যালোচনা করত বিচেতন প্রায় হইয়া দীন মনে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! কর্ণার্জ্জুনের সেই ভীষণ সংগ্রাম দিবসে কৌরব ও সৃঞ্জয়দিগের শরবিক্ষত সৈন্যগণ কিরূপে পলায়ন করিয়াছিল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঐ দিন যেরূপ লোকক্ষয় হইয়াছিল, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। মহাবীর কর্ণ নিপাতিত ও ধনঞ্জয় সিংহনাদে প্রবৃত্ত হইলে আপনার পুত্রগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইল। তখন কৌরব পক্ষীয় কোন

যোদ্ধাই সৈন্য সংস্থাপন ও পরাক্রম প্রকাশে সমর্থ হইলেন না। শঙ্কিত, শস্ত্রবিক্ষত ও নাথ বিহীন কৌরব সেনাগণ সমুদ্রমগ্ন প্লবহীন বণিক দিগের ন্যায় কি রূপে সমরসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। পরিশেষে তাহারা অর্জ্জুনের শরজালে নিতান্ত ক্ষত বিক্ষত হইয়া সিংহার্দ্দিত মৃগযূথের ন্যায়, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষগণের ন্যায় ও ভগ্নদংষ্ট্র ভুজঙ্গমকুলের ন্যায় পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় আপনার পুত্রগণ যন্ত্র কবচ বিহীন, ভয়ার্দ্দিত ও বিচেতন প্রায় হইয়া পরস্পরকে বিমর্দ্দিত করিয়া পলায়ন করত, অর্জ্জুন ও বৃকোদর আমারই অভিমুখে আগমন করিতেছে, এই মনে করিয়া নিপতিত ও ম্লান হইতে লাগিলেন। অন্যান্য মহারথগণ কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ বা রথে আরোহণ করিয়া পদাতি দিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে দশ দিকে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় পলায়মান কুঞ্জরগণ দ্বারা রথ সমুদায়, রথ সমূহ দ্বারা অশ্বারোহিগণ ও অশ্ব সমুদায় দ্বারা পদাতি সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল। ব্যাল তস্কর সমাকীর্ণ অরণ্যে নিঃসহায় ব্যক্তিদিগের যেরূপ অবস্থা হয়, সেই সংগ্রাম স্থলে আপনার পক্ষীয় যোধগণেরও তদ্রূপ দুরবস্থা হইল। তাহারা সূতপুত্রের নিধনে আরোহিবিহীন গজযূথের ন্যায়, ছিন্ন হস্ত মনুষ্যগণের ন্যায় নিতান্ত বিপন্ন হইল এবং সমুদায় জগৎ পাণ্ডবময় অবলোকন করত মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে ভীমসেনের ভয়ে নিতান্ত অভিভূত দেখিয়া সারথিরে কহিলেন,

হে সূত! তুমি সৈন্যগণ মধ্যে শনৈঃ শনৈ অশ্ব সঞ্চালন কর। আজি আমি সমরে অর্জ্জুনকে সংহার করিব, সন্দেহ নাই। মহাসাগর যেমন বেলা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ ধনঞ্জয় আমারে অতিক্রম করিতে কখনই সমর্থ হইবে না। আজি আমি অর্জ্জুন, বাসুদেব, মহামানী বৃকোদর ও অন্যান্য শত্রুগণকে নিপাতিত করিয়া কর্ণের ঋণ পরিশোধ করিব। হে মহারাজ! তখন কুরুরাজের সারথি তাঁহার শূর ও আর্য্য লোকের ন্যায় বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃদু ভাবে তাঁহার স্বর্ণালঙ্কৃত অশ্বগণকে সঞ্চালন করিতে লাগিল। তখন আপনার পক্ষীয় গজাশ্ব-রথ-বিহীন পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল। তদ্দর্শনে মহাবীর ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কোপাবিষ্ট হইয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে তাহাদিগকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাহারাও তাঁহাদের উভয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল এবং কেহ কেহ ভীম ও দ্রুপদনন্দনের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে আরম্ভ করিল। তখন বৃকোদর ক্রোধান্বিত হইয়া সেই ভূতলস্থ যোধগণের সহিত ধর্ম্মানুসারে সংগ্রাম করিবার মানসে গদা হস্তে দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সকলকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন পদাতিগণও জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাবকে পতনোন্মুখ পতঙ্গকুলের ন্যায় ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর ভীমসেনও সমরাঙ্গনে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করত জীবসংহর্ত্তা অন্তকের ন্যায় তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। এইরূপে মহাবল

পাণ্ডুনন্দন আপনার পক্ষীয় পঞ্চবিংশতি সহস্র বীর পুরুষকে বিনাশ পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বীর্য্যবান্ ধনঞ্জয় কৌরব পক্ষীয় রথিগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি হৃষ্ট চিত্তে দুর্য্যোধনের সৈন্য নিপীড়িত করত শকুনির প্রতি বেগে ধাবমান হইয়া তাঁহার অশ্বারোহীদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও রথিগণের সম্মুখীন হইয়া ত্রিলোক বিশ্রুত গাণ্ডীব শরাসন বিস্ফারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। আপনার পক্ষীয় যোধগণ মহাবীর অর্জ্জুনকে শ্বেতাশ্ব যুক্ত কৃষ্ণ সঞ্চালিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সমাগত হইতে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। এ দিকে পুরুষপ্রধান মহারথ পাঞ্চালপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনকে অগ্রসর করিয়া কৌরব পক্ষীয় পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি বিনষ্ট করিয়া অবিলম্বে অন্যান্য যোধগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। আপনার পক্ষীয় যোধগণ সংগ্রামে কোবিদার নির্ম্মিত ধ্বজযুক্ত পারাবতের ন্যায় শ্বেতবর্ণ অশ্ব সংযোজিত রথে সমারূঢ় ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্কিত চিত্তে দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। সাত্যকি এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব লঘুহস্ত গান্ধাররাজের অভিমুখীন হইয়া তাঁহার অশ্বগণকে সংহার পূর্ব্বক অন্যান্য সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর চেকিতান, শিখণ্ডী এবং দ্রৌপদেয়গণও গান্ধাররাজের অসংখ্য সৈন্য নিপাতিত করিয়া শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরগণ বৃষভগণ যেমন বৃষভদিগকে পরাজিত ও পরাঙ্মুখ করিয়া

তাহাদের প্রতি ধাবমান হয় তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণকে পরা-জিত ও সমরপরাঙ্মুখ করিয়া তাহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন।

তখন পরাক্রান্ত সব্যসাচী অর্জ্জুন হতাবশিষ্ট কৌরব সৈন্যগণকে সমরে অবস্থিত দেখিয়া কোপাবিষ্ট চিত্তে রথি-গণের সম্মুখীন হইয়া ত্রিলোকবিশ্রুত গাণ্ডীব বিস্ফারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ঐ সময় সমুদায় সংগ্রামস্থল ধূলিপটল সমাবৃত ও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন কৌরবপক্ষীয় যোধ-গণও ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! এই রূপে সৈনিকগণ পলায়ন পরায়ণ হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সমাগত শত্রুগণের প্রতি ধাব-মান হইলেন এবং পূর্ব্বে দানবরাজ বলি যেমন যুদ্ধার্থে দেব-গণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও সমবেত হইয়া নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক বারংবার দুর্য্যোধনকে ভর্ৎসনা করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। কুরুরাজ তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বিপক্ষগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করত তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় আপ-নার পুত্রের অদ্ভুত পৌরুষ লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি একাকী একত্র সমবেত অসংখ্য বিপক্ষের সহিত অনায়াসে যুদ্ধ করিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় সৈনিকগণকে অতিশয় দুঃখিত দেখিয়া তাহাদিগকে আনন্দিত ও সন্নিবেশিত করিবার মানসে কহিলেন, হে বীরগণ! এক্ষণে এমন কোন স্থানই নাই, যেখানে তোমরা ভীত হইয়া পলায়ন করিলে পাণ্ডব-

গণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। অতএব তোমাদের পলায়ন করা নিতান্ত নিষ্ফল। আর দেখ, পাণ্ডবদিগের সৈন্য অতি অল্প এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন একান্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে; অতএব আমি অবশ্যই তাহাদিগকে সংগ্রামে নিপাতিত করিয়া জয় লাভ করিব। হে যোধগণ! যদি তোমরা এক্ষণে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন কর, তাহা হইলে পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই তোমাদের অনুগমন পূর্ব্বক তোমাদিগকে নিপাতিত করিবে; অতএব তাহা না করিয়া সমরে প্রাণ ত্যাগ করাই তোমাদের কর্ত্তব্য। ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী যোধগণের সংগ্রামে মৃত্যু সুখজনক। সমরে প্রাণ ত্যাগ করিলে মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভূত হয় না এবং পরলোকে অনন্ত সুখ ভোগ হয়। হে সমাগত ক্ষত্রিয়গণ! যখন কালান্তক কৃতান্তের নিকটে কি বীর কি ভীরু পুরুষ, কহারও পরিত্রাণ নাই, তখন মাদৃশ ক্ষত্রিয়ব্রতধারী কোন্ ব্যক্তি বিমূঢ় হইয়া সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইবে। তোমরা কি সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া কোপাবিষ্ট বৃকোদরের বশীভূত হইতে উদ্যত হইয়াছ? পিতৃপিতামহাচরিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা তোমাদিগের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ক্ষত্রিয়দিগের সমর হইতে পলায়ন করা অপেক্ষা অধর্ম্ম আর কিছুই নাই। হে কৌরবগণ! যুদ্ধধর্ম্ম ব্যতীত স্বর্গের উত্তম পথ আর নাই। তোমরা অবিলম্বেই নিহত হইয়া স্বর্গ লাভ কর। হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন এইরূপে সৈনিকগণকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা অরাতিশরে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া নানাদিকে ধাবমান হইল।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মদ্রদেশাধিপতি শল্য রাজা দুর্য্যোধনকে সৈন্যদিগকে বিনিবর্ত্তিত করিতে উদ্যত দেখিয়া ভীত ও বিমোহিত চিত্তে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! ঐ দেখ, নিহত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণে সমরাঙ্গন পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কোন স্থানে মাতঙ্গগণ একবারে শরভিন্ন কলেবর, বিহ্বল ও গতাসু হইয়া বিদীর্ণ পাষাণ, বৃক্ষ, ওষধি সম্পন্ন, বজ্র বিদলিত অচলের ন্যায় নিপতিত রহিয়াছে এবং উহাদিগের বর্ম্ম, চর্ম্ম, ঘণ্টা, অঙ্কুশ, তোমর ও ধ্বজ সকল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আছে। কোন স্থানে সুবর্ণজাল পরিবেষ্টিত শোণিতলিপ্ত তুরঙ্গমগণ শরনির্ভিন্নদেহ, নিতান্ত নিপীড়িত ও নিপতিত হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ ও অনবরত রুধির বমন করিতেছে। উহাদের মধ্যে কতিপয় বীর আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছে; কতকগুলি নেত্র পরিবর্ত্তিত করিয়া রহিয়াছে এবং কতকগুলি ভূতল দংশন করিতেছে। রণস্থল বিশীর্ণদন্ত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণে পরিপূর্ণ হইয়া বৈতরণী নদীর ন্যায় এবং সুবর্ণজাল জড়িত যোধহীন অসংখ্য রথে সমাবৃত হইয়া জলদজাল পরিবৃত শরৎকালীন নভোমণ্ডলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। ঐ সমস্ত রথের তূণীর, পতাকা, কেতু, অনুকর্ষ, ত্রিবেণু, যোক্ত্র চক্র, অক্ষ, ইষু ও যুগ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আছে। উহাদের নীড় সমুদায় ভগ্ন ও বন্ধন সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে মহাবেগগামী তুরঙ্গমগণ ঐ সকল রথ বহন করিত। কোন স্থানে স্খলিতবর্ম্ম, স্খলিতাভরণ, বস্ত্রহীন, আয়ুধ বিহীন

উভয় পক্ষীয় চতুরঙ্গ বল মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ ও অর্জ্জুনের শরনিকরে ভিন্ন কলেবর ও বিচেতন হইয়া রহিয়াছে, বীরগণ রজনীযোগে বিমল প্রভাশালী নভোমণ্ডল পরিচ্যুত অতি প্রদীপ্ত গ্রহগণের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইয়া মুহুর্মুহু উচ্ছাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশান্ত পাবকের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। ঐ দেখ, কর্ণ ও অর্জ্জুনের বাহুনির্ম্মুক্ত শরনিকর হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের দেহ ভেদ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া উরগগণ যেমন আবাসগর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ নম্রমুখে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে কর্ণ ও অর্জ্জুনের শরনিকর এবং নিহত শরসমাচিত অশ্ব, গজ ও মনুষ্য দ্বারা রণস্থল নিতান্ত দুরভিগম্য হইয়াছে। ঐ দেখ, হেমপট্টমণ্ডিত পরিঘ, পরশু, শাণিত শূল, মুষল ও মুদ্গর সকল চতুরঙ্গ বলের গতায়াতে চূর্ণিত হইয়া গিয়াছে। বিমল কোশ নিষ্কাসিত অসি, সুবর্ণপট্ট সংযত গদা, স্বর্ণপুঙ্খ শর, হেমবিভূষিত শরাসন, নিশিত ঋষ্টি, কনকদণ্ড সমলঙ্কৃত বিকোষ প্রাস, ছত্র, চামর, ছিন্ন পুঙ্খ, বিচিত্র মাল্য, চিত্রকম্বল, পতাকা, বস্ত্র, ভূষণ, কিরীট, মুকুট, প্রবাল মুক্তা সমলঙ্কৃত হার, পীতবর্ণ কেয়ূর, সুবর্ণসূত্র সমবেত নিষ্ক, নানাবিধ রত্ন এবং নরেন্দ্রগণের সুখোপভোগ পরিবর্দ্ধিত দেহ ও ইন্দ্রপ্রতিম মস্তক সকল নিপতিত রহিয়াছে। ভূপতিগণ বিবিধ ভোগ, মনোজ্ঞ সুখ ও পরিচ্ছদ সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোক মধ্যে যশোবিস্তার ও ধর্ম্ম লাভ করিয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। অতএব হে মহারাজ! এক্ষণে সৈন্যগণ স্বেচ্ছানুসারে গমন করুক। তুমিও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বশি-

বিরে প্রবেশ কর। ঐ দেখ, ভগবান্ কমলিনী নায়ক অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইয়াছেন।

হে মহারাজ! শোকাকুলিতচিত্ত মদ্রদেশাধিপতি শল্য রাজা দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন দ্রোণাত্মজ প্রভৃতি নৃপতিগণ কুরুরাজকে দুঃখিত মনে অবিরল বাষ্পাকুললোচনে হা কর্ণ! হা কর্ণ! বলিয়া পরিতাপ করিতে দেখিয়া তাঁহারে বারংবার আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক মহাবীর অর্জ্জুনের যশঃ প্রভাবে সমুজ্জ্বল অতি প্রকাণ্ড ধ্বজদণ্ড বারংবার নিরীক্ষণ করত গমন করিতে লাগিলেন। সেই ভয়ঙ্কর কালে স্বর্গগমনে কৃতনিশ্চয় কৌরবগণ হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের দেহ হইতে নিঃসৃত রুধির প্রবাহে সমাচ্ছন্ন সমরভূমিরে রক্তাম্বরধারিণী বারবিলাসিনীর ন্যায় বিবিধ মাল্য বিভূষিত, সুবর্ণালঙ্কার সম্পন্ন ও সর্ব্বলোকগম্য অবলোকন পূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না এবং কর্ণ বধে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া বারংবার হা কর্ণ! হা কর্ণ! বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করত দিবাকরকে সন্ধ্যারাগ লোহিত নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সত্বরে শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় অর্জ্জুনের শিলাশিত সুবর্ণপুঙ্খ সম্পন্ন শরনিকরে সমাচিত মহাবীর সূতপুত্র মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াও অংশুমান মার্ত্তণ্ড মণ্ডলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর ভক্তানুকম্পী ভগবান্ ভাস্কর করজালে কর্ণের রুধিরসিক্ত দেহ স্পর্শে আরক্ত কলেবর হইয়া স্নান করিবার নিমিত্তই যেন অপর সমুদ্রে গমন করিলেন। তখন সুরর্ষিগণও স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিতে

লাগিলেন। অভ্যাগত ব্যক্তিগণ মহাবীর সূতপুত্র ও অর্জ্জুনের সেই ভীষণ যুদ্ধ দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহাদের প্রশংসা করত স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর কর্ণ রুধিরাক্ত বস্ত্র, নিকৃত্ত কবচ ও গতাসু হইয়াও কিছুমাত্র শোভাবিহীন হন নাই। তাঁহার প্রদীপ্ত সূর্য্য সমপ্রভ ও তপ্তকাঞ্চনাভ মূর্ত্তি দর্শনে সকলেরই বোধ হইল যেন তিনি জীবিত রহিয়াছেন। সিংহ নিহত হইলেও যেমন অন্যান্য মৃগগণ তাহার দর্শনে শঙ্কিত হয়, তদ্রূপ সূতপুত্র নিহত হইলেও যোধগণ তাঁহারে দর্শন করিয়া নিতান্ত ভীত হইল। তাঁহার মনোহর গ্রীবা সম্পন্ন সুন্দর মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই বিবিধ ভূষণ বিভূষিত কনককেয়ূরধারী মহাবীর রণশয্যায় শয়ন করাতে বোধ হইল যেন শাখা প্রশাখা পরিশোভিত বনস্পতি বিপাটিত হইয়াছে। হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর সূতপুত্র সুযুদ্ধে স্বীয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করত দিবাকর যেমন স্বীয় কিরণজালে সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত করেন, তদ্রূপ শরজালে দশ দিক্, সমুদায় পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও তাঁহাদের সৈন্যগণকে সন্তপ্ত করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশন যেরূপ সলিল-স্পর্শে নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ পুত্র ও বাহনগণের সহিত অর্জ্জুন শরে নিহত হইলেন। তিনি অর্থিগণের কল্পবৃক্ষ স্বরূপ ছিলেন। তিনি যাচকদিগকে কখনই প্রত্যাখ্যান করিতেন না। সাধু ব্যক্তিরা যাঁহারে সর্ব্বদা সৎপুরুষ বলিয়া গণনা করিতেন; যাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণসাৎ হইয়াছিল; যিনি ব্রাহ্মণের নিমিত্ত জীবনদানেও উদ্যত হইতেন, যিনি

কামিনীগণের সতত প্রিয় পাত্র ছিলেন এবং আপনাব পুত্র-গণ যাঁহারে আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কৌরবকুলের বর্ম্ম স্বরূপ সেই মহারথ কর্ণ অর্জ্জুনের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার পুত্রগণের জয়াশা ও মঙ্গলের সহিত নিহত ও পরম গতি প্রাপ্ত হইলেন।

হে মহারাজ! মহারথ কর্ণ এইরূপে নিহত হইলে নদী সমুদায়ের বেগ রুদ্ধ হইল; দিবাকর অস্তগমন করিলেন; দিগ্বিদিক্ সকল ধূমাকীর্ণ ও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; প্রদীপ্ত মার্ত্তণ্ড সদৃশ বুধগ্রহ তির্য্যগ্‌ভাবে অভ্যুদিত হইলেন; নভোমণ্ডল যেন ভূতলে নিপতিত হইল; বসুন্ধরা গভীর ধ্বনি করত কম্পিত হইয়া উঠিল; বায়ু প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহার্ণব সকল সংক্ষুব্ধ ও শব্দায়মান হইল; কাননের সহিত ভূধর সকল কম্পিত হইতে লাগিল; জীব সকল নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। বৃহস্পতি রোহিণীরে নিপীড়িত করিয়া চন্দ্র ও সূর্য্য সদৃশ শোভা ধারণ করিলেন; নভোমণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল; অনল সদৃশ উল্কা সকল নিপতিত হইতে লাগিল এবং নিশাচরগণের আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না।

হে মহারাজ! যৎকালে মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষুর দ্বারা অধিরথির মস্তক ছেদন করেন, ঐ সময় সহসা অন্তরীক্ষে সুরগণ হাহাকার শব্দ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে পুরন্দর বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়া যেমন প্রভাবশালী হইয়াছিলেন, তদ্রূপ এক্ষণে মহাত্মা অর্জ্জুনও মনুষ্য, দেব ও গন্ধর্ব্বগণের সম্মানিত সূত-

পুত্রকে নিপাতিত করিয়া মহাপ্রভাবশালী হইয়া উঠিলেন। অনন্তর পুরন্দরপরাক্রম, অগ্নি ও দিবাকরের সদৃশ তেজস্বী, সুবর্ণ হীরক মণি মুক্তা ও প্রবালে বিভূষিত পুরুষোত্তম কেশব ও অর্জ্জুন মেঘগম্ভীরনির্ঘোষ, তুষার, চন্দ্র, শঙ্খ ও স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র, ঐরাবত সদৃশ, পতাকা পরিশোভিত রথে আরোহণ করিয়া বিষ্ণু ও বাসবের ন্যায় নির্ভয়ে রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হতাবশিষ্ট কৌরবগণ মহাবীর ধনঞ্জয়ের জ্যানিস্বন ও তলশব্দে হতপ্রভ ও শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব ও অর্জ্জুন অরাতিগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চারিত করত মহা আহ্লাদে সুবর্ণজালজড়িত তুষারসবর্ণ মহাস্বন শঙ্খ গ্রহণ পূর্ব্বক এককালে প্রধ্মাপিত করিতে লাগিলেন। পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খের ভীষণ শব্দে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত এবং নদী, ভূধর ও বন সমুদায় পরিপূরিত হইল। সেই গভীর নির্ঘোষ শ্রবণে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ বিত্রাসিত ও যুধিষ্ঠির যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। কৌরবগণ সেই ভীষণ শঙ্খধ্বনি শ্রবণে মদ্ররাজ শল্য ও দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রুত বেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় জীবগণ সমবেত হইয়া সমরশোভী ধনঞ্জয় ও জনার্দ্দনের অভিনন্দন করিতে লাগিল। তৎকালে ঐ কর্ণ শরসমাচিত বীরদ্বয়কে অবলোকন করিয়া বোধ হইল যেন চন্দ্র ও সূর্য্য গাঢ়ান্ধকার নাশ করিয়া অভ্যুদিত হইয়াছেন। তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয় বিষ্ণু ও বাসবের ন্যায় সুহৃদ্গণে পরিবেষ্টিত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, দেবতা, মহর্ষি, চারণ ও

মহোরগগণ তাঁহাদিগকে জয়াশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা যথানিয়মে পূজিত ও প্রশংসিত হইয়া বলির নিধনানন্তর বিষ্ণু ও বাসব যেরূপ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, তদ্রূপ সবান্ধবে যাহার পর নাই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ সূতপুত্র নিহত হইলে কৌরবগণ বিপক্ষগণের শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত ও নিতান্ত ভীত হইয়া দশ দিক্ অবলোকন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর আপনার পক্ষীয় যোধগণ দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন মনে অবহার করিতে বাসনা করিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া শল্যের অনুমত্যনুসারে সেনাগণের অবহারে আদেশ করিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা কৌরব পক্ষীয় রথিগণ ও অবশিষ্ট নারায়ণী সেনার সহিত, শকুনি অসংখ্য গান্ধার সৈন্যগণের সহিত, কৃপাচার্য্য মহামেঘ সন্নিভ মাতঙ্গ বলের সহিত ও মহাবীর সুশর্ম্মা হতাবশিষ্ট সংশপ্তকগণের সহিত দ্রুত বেগে শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণের জয় লাভ দর্শনে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন হতসর্ব্বস্ব ও হতবান্ধব হইয়া শোকাকুলিত চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ শল্য কর্ণের সেই ছিন্নধ্বজ রথ লইয়া দশ দিক্ অবলোকন করত শিবিরে প্রস্থান করিলেন। তখন কৌরব পক্ষীয় অন্যান্য মহারথগণ কম্পিত কলেবরে ভীত ও উদ্বিগ্ন মনে অনবরত রুধির ক্ষরণ পূর্ব্বক দশ

দিকে ধাবমান হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অর্জ্জুনের ও কেহ কেহ বা কর্ণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে সেই অসংখ্য যোধগণ মধ্যে কাহারই আর যুদ্ধ করিবার বাসনা রহিল না। কর্ণ নিহত হওয়াতে কৌরবগণ আপনাদের জীবন, রাজ্য, ধন ও কলত্রের আশা এককালে পরিত্যাগ করিলেন।

তখন রাজা দুর্য্যোধন শোক দুঃখে একান্ত সমাকুল হইয়া যত্ন সহকারে তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করত শিবিরে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। তাঁহারাও কুরুরাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ম্লান বদনে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে অর্জ্জুন! দেবরাজ যেমন বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়াছেন, তদ্রূপ তুমি শরনিকরে কর্ণকে নিপাতিত করিলে। অতঃপর মানবগণ কর্ণ ও বৃত্রাসুর এই উভয়েরই বধোপাখ্যান কীর্ত্তন করিবে। এক্ষণে যশস্কর কর্ণবধ বৃত্তান্ত ধর্ম্মরাজকে নিবেদন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি বহু দিবসাবধি কর্ণবধে সচেষ্ট ছিলে, এক্ষণে এই ব্যাপার ধর্ম্মরাজকে বিজ্ঞাপিত করিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ কর। পূর্ব্বে পুরুষপ্রধান যুধিষ্ঠির তোমাদিগের যুদ্ধ দর্শন করিতে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু নিতান্ত শর বিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া সমরাঙ্গন হইতে স্বশিবিরে প্রস্থান করিয়াছেন।

হে মহারাজ! যদুপুঙ্গব বাসুদেব এই কথা কহিলে মহাবীর

ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠির সমীপে গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তখন দেবকীতনয় অর্জ্জুনের রথ পরিবর্ত্তিত করত সৈনিকদিগকে কহিলেন, হে যোধগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা সজ্জীভূত হইয়া শত্রুগণের অভিমুখে অবস্থান কর। মহামতি বাসুদেব সৈন্যগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, বৃকোদর, সাত্যকি ও মাদ্রীপুত্র দ্বয়কে কহিলেন, হে বীরগণ! আমরা এক্ষণে ধর্ম্মরাজের নিকট অর্জ্জুন হস্তে কর্ণের নিধনবার্ত্তা প্রদান করিতে চলিলাম; যে পর্য্যন্ত প্রত্যাগত না হই, তাবৎকাল তোমরা সকলে সুসজ্জিত হইয়া যত্ন সহকারে এই স্থানে অবস্থান কর। হে মহারাজ! মহাত্মা কৃষ্ণ এই কথা কহিলে শূরগণ তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহারে গমনে অনুজ্ঞা করিলেন। তখন তিনি পার্থ সমভিব্যাহারে শিবিরে গমন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে সুবর্ণময় উত্তম শয্যায় শয়ান সন্দর্শন করিয়া তাঁহার চরণযুগল গ্রহণ করিলেন। অরাতিঘাতন মহাবাহু যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের হর্ষচিহ্ন দর্শনে কর্ণকে নিহত বোধ করিয়া আনন্দাশ্রু পরিত্যাগ ও গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বারংবার তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করত কর্ণের নিধনবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব ও অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের সমীপে কর্ণের নিধনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন। অনন্তর মহাত্মা মধুসূদন ঈষৎ হাস্য করত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মহারাজ! আজি সৌভাগ্য বশত মহাবীর অর্জ্জুন, বৃকোদর, নকুল, সহদেব ও আপনি আপনারা সকলে এই লোমহর্ষণ ভীষণ সংগ্রাম হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কুশলী হইয়াছেন। অতঃপর সময়োচিত

কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। আজি ভাগ্যক্রমে মহারথ কর্ণ নিপাতিত, আপনি বিজয় প্রাপ্ত ও আপনার সৌভাগ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। যে নরাধম দ্রৌপদীরে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত দেখিয়া উপহাস করিয়াছিল, আজি পৃথিবী সেই সূতপুত্রের শোণিত পান করিতেছে। আপনার সেই শত্রু শরজালে বিভিন্ন কলেবর হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিয়াছে। আপনি সমরাঙ্গনে গমন পূর্ব্বক তাহার দুর্দ্দশা সন্দর্শন করুন। আপনার রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল। এক্ষণে আপনি আমাদিগের সহিত যত্ন সহকারে এই অরাতি শূন্য পৃথিবী শাসন ও বিপুল সুখ ভোগ করুন।

হে মহারাজ! তখন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির হৃষীকেশের বাক্য শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, হে দেবকীনন্দন! আজি আমার পরম সৌভাগ্য! তুমি সারথি হওয়াতেই ধনঞ্জয় সূতপুত্রকে নিহত করিয়াছে। তোমার বুদ্ধি কৌশলেই সূতপুত্র নিহত হইয়াছে। অতএব উহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির কেশবকে এই কথা বলিয়া তাঁহার অঙ্গদযুক্ত দক্ষিণ বাহু ধারণ পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহারে ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে বীরদ্বয়! আমি নারদের নিকট শুনিয়াছি এবং মহর্ষি বেদব্যাসও বারংবার বলিয়াছেন যে, তোমরা পুরাতন ঋষি মহাত্মা নর ও নারায়ণ। হে কৃষ্ণ! কেবল তোমার অনুগ্রহেই ধনঞ্জয় শত্রুগণের অভিমুখীন হইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে; কখনই সমরে বিমুখ হয় নাই। যখন তুমি অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছ, তখন নিশ্চয়ই আমাদিগের জয় লাভ হইবে, কখনই পরাজয় হইবে না। হে

গোবিন্দ! তোমার বুদ্ধি কৌশলে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ নিহত হওয়াতে মহাবীর কৃপ ও কৌরব পক্ষীয় অন্যান্য বীরগণও নিহত হইয়াছেন।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ-পুচ্ছ মনোবেগগামী শ্বেতাশ্ব সমুদায়ে সংযোজিত কনকমণ্ডিত রথে আরোহণ করিয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে প্রিয় বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করত সমরভূমি সন্দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। পরে অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাবীর কর্ণ অসংখ্য শরে সমাচিত হইয়া কেশর পরিবৃত কদম্ব কুসুমের ন্যায় রণশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। সুগন্ধ তৈলযুক্ত সহস্র সহস্র কাঞ্চনময় দীপ তাঁহারে উদ্ভাসিত করিতেছে। অর্জ্জুনের শরপাতে তাঁহার কবচ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার পুত্রগণও সংগ্রামস্থলে নিহত ও নিপতিত রহিয়াছেন। তখন ধর্ম্মরাজ বারংবার কর্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বারংবার প্রশংসা করত বাসুদেবকে কহিলেন, হে গোবিন্দ! তুমি সহায় ও রক্ষক হওয়াতেই আজি আমি ভ্রাতৃগণের সহিত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। আজি দুরাত্মা দুর্য্যোধন সূতপুত্রের নিধন নিবন্ধন রাজ্য ও জীবিতে নিরাশ হইবে। আজি কেবল তোমার অনুগ্রহেই আমরা কৃতকার্য্য হইলাম। আজি ভাগ্যক্রমে শত্রু নিপাতিত হইল এবং ধনঞ্জয় ও তুমি তোমরা উভয়ে বিজয়ী হইলে। আমাদিগের ত্রয়োদশ বৎসর অতি কষ্টে অতিবাহিত হইয়াছে; এক দিনও নিদ্রা হয় নাই। আজি তোমার অনুগ্রহে নিদ্রাসুখ অনুভব করিব।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই রূপে জনার্দ্দন ও অর্জ্জুনকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি অর্জ্জুন-শরে সূতপুত্রকে পুত্রগণের সহিত নিহত নিরীক্ষণ করিয়া আপনারে পুনর্জাত বলিয়া বোধ করিলেন। অনন্তর মহারথ নকুল, সহদেব, বৃকোদর, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ স্তবার্হ বাক্যে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রশংসা ও ধর্ম্মরাজের সম্বর্দ্ধনা করিয়া মহা আহ্লাদে স্ব স্ব শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন। হে মহারাজ! কেবল আপনার দুর্ম্মন্ত্রণা বশতই এরূপ লোমহর্ষকর মহাক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর কেন বৃথা অনুতাপ করিতেছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! অম্বিকাপুত্র ধৃত-রাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে এই রূপ অমঙ্গল বার্ত্তা শ্রবণ করিবা মাত্র জ্ঞানশূন্য হইয়া ছিন্নমূল বনস্পতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। দূরদর্শিনী গান্ধারীও ভূতলে নিপতিত হইয়া কর্ণের উদ্দেশে নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা বিদুর ও সঞ্জয় উভয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে ধারণ করিয়া আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। কৌরব পত্নীগণও গান্ধা-রীরে উত্থাপিত করিলেন। চিন্তাকুলচিত্ত শোকসন্তপ্ত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুর ও সঞ্জয় কর্ত্তৃক সমাশ্বাসিত হইয়া দৈব ও ভবি-তব্য সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ বিবেচনা করিয়া বিচেতনের ন্যায় তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

হে ভূপাল! যে ব্যক্তি মহাত্মা ধনঞ্জয় ও সূতপুত্রের সমরযজ্ঞের বৃত্তান্ত পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার বিধিবিহিত যজ্ঞের অখণ্ড ফল লাভ হয়। পণ্ডিতগণ অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র,

দিবাকর ও ভগবান্ বিষ্ণুরে যজ্ঞ স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি অসূয়াশূন্য হইয়া এই সমরযজ্ঞ বৃত্তান্ত শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি সুখী ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। মানবগণ ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিরন্তর এই পবিত্র উৎকৃষ্ট সংহিতা পাঠ করিলে ধনধান্য সম্পন্ন, যশস্বী ও সমস্ত সুখ লাভে অধিকারী হয় এবং ভগবান্ স্বয়ম্ভূ, শম্ভূ ও বিষ্ণু সতত তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকেন। এই কর্ণ পর্ব্ব পাঠ করিলে ব্রাহ্মণের বেদ লাভ, ক্ষত্রিয়ের বল ও যুদ্ধে জয় লাভ হইয়া থাকে। বৈশ্যের প্রভূত ধন লাভ এবং শূদ্রের আরোগ্য লাভ হয়। এই পর্ব্বে সনাতন ভগবান্ নারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি এই কর্ণ পর্ব্ব পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহার সকল মনোরথ পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। ব্যাসদেবের এই কথা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। এক বৎসর নিরন্তর সবৎসা ধেনু প্রদান করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, এই কর্ণ পর্ব্ব শ্রবণেও সেই পুণ্য হইয়া থাকে।

কর্ণবধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

ভূমিকা।

পুরাণ সংগ্রহের দশম খণ্ডে কর্ণপর্ব্ব মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। অন্যান্য পর্ব্বে যেরূপ এক এক বিষয়ের এক এক পর্ব্বাধ্যায় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, এই পর্ব্বে সেইরূপ প্রণালী নাই। মহাবীর কর্ণ রাজা দুর্য্যোধনের সমক্ষে শল্যকে স্বীয় সারথি করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে কুরুরাজ উত্তেজনা দ্বারা মদ্ররাজকে সন্তুষ্ট করিয়া সূতপুত্রের সারথ্য কার্য্যে নিযোজিত করেন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ কৌরবকুলের প্রধান অবলম্বন ছিলেন। রাজা দুর্য্যোধন তাঁহারই বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হন। ফলত মহাবীর কর্ণ অনেক পরাক্রমশালী যোদ্ধা অপেক্ষা সমধিক বলসম্পন্ন ছিলেন। তিনি মহামতি বাসুদেবের অসাধারণ কৌশল বলে ধনঞ্জয়ের হস্তে নিহত হন। কৃষ্ণ ঐ রূপ কৌশল উদ্ভাবন না করিলে বোধ হয় মহাবীর অর্জ্জুন উহাঁরে বিনাশ করিতে সমর্থ হইতেন না।

কর্ণ জনসমাজে অধিরথ সারথি সান্তন ও রাধাগর্ভজাত বলিয়া বিখ্যাত; কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। কুন্তীর অনূঢ়াবস্থায় তাঁহার গর্ব্ভে সূর্য্যের ঔরসে ঐ মহাবীরের জন্ম হয়। মহাত্মা মধুসূদন, কুন্তী ও সূর্য্য ব্যতীত আর কেহই এই গূঢ় ব্যাপার অবগত ছিলেন না। আর্য্যা কুন্তী কুরুপাণ্ডবীয় যুদ্ধের উপক্রমকালে একদা নির্জনে কর্ণের নিকট তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া তাঁহারে পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন; কিন্তু মহাবীর কর্ণ অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ও কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি আপনার পরমোপকারী হিতৈষী রাজা দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া কোন ক্রমে কুন্তীর অনুরোধ রক্ষায় সম্মত হন নাই।

দুর্য্যোধন কর্ণের সহিত সখ্য সংস্থাপন করিয়া তাঁহারে অঙ্গ রাজ্যের আধিপত্য প্রদান করেন। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা কলিকাতার একশত পঞ্চাশৎ জ্যোতিষী ক্রোশ অন্তর আধুনিক মুঙ্গের নামক স্থানকেই ভূতপূর্ব্ব অঙ্গ-রাজ্যের রাজপাট বলিয়া স্থির করিয়াছেন, বাস্তবিক মুঙ্গেরে এক্ষণেও কর্ণের নির্ম্মিত প্রস্তরময় দুর্গ, কারানিবাস ও রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় এবং তাহা অদ্যাপিও " কর্ণচৌড়া " বলিয়া প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। অঙ্গরাজ কর্ণ অসাধারণ বদান্য ছিলেন। ব্রাহ্মণকে উহাঁর কিছুই অদেয় ছিল না। এরূপ এক কিম্বদন্তী আছে যে, কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ বেশে তাঁহার আবাসে গমন পূর্ব্বক তাঁহার পুত্রের মাংস ভক্ষণ করিতে প্রার্থনা করিলে তিনি অম্লান বদনে স্বীয় আত্মজকে ছেদন করিয়া ঐ ব্রাহ্মণের তৃপ্তি সম্পাদন করেন। ফলত তিনি যে কিরূপ দাতা ছিলেন, বিপ্রবেশধারী ইন্দ্রকে স্বীয় সহজ কবচ কুণ্ডল প্রদান করাতেই তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে।

পূর্ব্বতন হিন্দুগণ কি কৌশলে কি প্রকার নিয়মানুগত হইয়া যুদ্ধ করিতেন এবং তাঁহাদের ব্যূহরচনা ও সৈন্য পরিচালনের কিরূপ প্রথা ছিল, এই বীররসসার কর্ণ পর্ব্বে তাহা সবিস্তারে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

সারস্বতাশ্রম, ১৭৮৫ শক।

মহাভারতীয় কর্ণপর্ব্বের সূচিপত্র।

কর্ণপর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

পুরাণ সংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত

শল্য পর্ব্ব।

৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে
বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং কোং কর্ত্তৃক পুনঃ প্রকাশিত।

"যেখানে কৃষ্ণ, সেই খানেই ধর্ম্ম; যেখানে ধর্ম্ম, সেই খানেই জয়।"

মহাভারত।

সারস্বত যন্ত্র।

কলিকাতা,—পাথুরিয়াঘাটা ব্রজদুলালের ষ্ট্রীট নং ৩।

সম্বৎ ১৯২৯।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মহাভারত

শল্য পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! এই রূপে মহাবীর সূতপুত্র ধনঞ্জয়ের হস্তে নিহত হইলে অল্পমাত্রাবশিষ্ট কৌরবগণ কি করিলেন? আর মহারাজ দুর্য্যোধনই বা পাণ্ডবগণের প্রভাবে আপনার প্রভূত সৈন্য বিনষ্ট নিরীক্ষণ করিয়া কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন? হে ব্রহ্মন্! এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি ইহা কীর্ত্তন করুন। পূর্ব্বপুরুষগণের বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া আমার কিছুতেই তৃপ্তি লাভ হইতেছে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন মহারথ সূতপুত্রের নিধন দর্শনে শোকসাগরে একান্ত নিমগ্ন ও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া হা কর্ণ! হা কর্ণ! বলিয়া বারংবার বিলাপ ও পরিতাপ করত হতাবশিষ্ট ভূপালগণের সহিত অতি কষ্টে

স্বশিবিরে প্রবেশ করিলেন। তথায় ভূমিপতিগণ শাস্ত্রবিহিত যুক্তি অনুসারে কুরুরাজকে নিরন্তর আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি কর্ণের নিধন চিন্তা করিয়া কিছুতেই সুখ লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে তিনি দৈব ও ভবিতব্যকেই বলবান্ বিবেচনা করত সংগ্রামে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহাবীর শল্যকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করত হতাবশিষ্ট ভূপালগণের সহিত অবিলম্বে যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। তখন কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণের সুরাসুর সংগ্রাম সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ যুদ্ধে মহাবীর শল্য ভয়ঙ্কর সমরকার্য্য সমাধান ও অসংখ্য শত্রুসৈন্য ক্ষয় করত পরিশেষে হতসৈন্য হইয়া মধ্যাহ্নকালে ধর্ম্মরাজের হস্তে নিহত হইলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন বন্ধুবান্ধবের নিধন দর্শনে শত্রুভয়ে নিতান্ত ভীত ও সমরাঙ্গন হইতে অপসৃত হইয়া এক ভয়ঙ্কর হ্রদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর ঐ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া ঐ দিন অপরাহ্ণ সময়ে মহারথগণের সহিত সমবেত হইয়া দুর্য্যোধনকে আহ্বান পূর্ব্বক হ্রদ হইতে উত্থাপিত ও বল প্রকাশ পূর্ব্বক নিপাতিত করিলেন। অনন্তর হতাবশিষ্ট কৌরব পক্ষীয় তিন জন মহারথ ঐ দিন রজনীযোগে রোষভরে পাঞ্চাল সৈন্যগণকে নিপাতিত করিলেন। পর দিন পূর্ব্বাহ্ণে মহামতি সঞ্জয় শিবির হইতে আগমন করিয়া শোকাকুলিত চিত্তে দুঃখিত মনে পুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি পুরপ্রবেশ পূর্ব্বক বাহুযুগল উদ্যত করিয়া দীন ভাবে কম্পিত কলেবরে ধৃতরাষ্ট্রের আবাসে প্রবেশ করত হা মহারাজ! হা মহারাজ! রাজা

দুর্য্যোধনের নিধনে আমরা সকলেই বিনষ্ট হইলাম, বলবান্ কালের কি বিষম গতি ! হায় ! আমাদের পক্ষ বীরগণ দেব-রাজ তুল্য মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াও পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইলেন, এই বলিয়া অনবরত রোদন করিতে লাগি-লেন। তৎকালে সেই পুর মধ্যে আবালবৃদ্ধ সকল লোকই সঞ্জয়কে ক্লেশে নিতান্ত অভিভূত নিরীক্ষণ করিয়া উদ্বিগ্ন মনে হা মহারাজ ! হা মহারাজ ! বলিয়া মুক্ত কণ্ঠে ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। মহারাজ দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া তত্রত্য যাবতীয় স্ত্রী পুরুষ শোকে একান্ত নিপীড়িত ও নষ্টচিত্ত হইয়া উন্মত্তপ্রায় ধাবমান হইতে আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ ! অনন্তর সঞ্জয় শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া প্রজ্ঞাচক্ষু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহারে গান্ধারী, বিদুর এবং অন্যান্য সুহৃদ্বর্গ, হিতানুষ্ঠান নিরত জ্ঞাতি সমুদায় ও পুত্রবধূগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত এবং কর্ণের বধানুধ্যানে নিতান্ত বিষণ্ণ নিরীক্ষণ করিলেন। তখন তিনি বাষ্পাকুল লোচনে অনতি হৃষ্ট মনে গদ্গদ বচনে বৃদ্ধ ভূপ-তিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ ! আমি সঞ্জয়, আপনারে নমস্কার করিতেছি। মদ্ররাজ শল্য, সুবলনন্দন শকুনি, উলুক ও কৈতব্য, ইহাঁরা সমরাঙ্গনে শয়ন করিয়া-ছেন। সংশপ্তক, শক, কাম্বোজ, ম্লেচ্ছ, পার্ব্বতীয় যবন, প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য, উদীচ্য ও প্রতীচ্যগণ নিহত হইয়াছে। সমুদায় রাজা ও রাজপুত্রগণ শমনসদনে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন। মহাবীর ভীমসেন স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে রাজা

শোকাবেগে অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন ও ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মধুর বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! কামিনীগণ প্রস্থান করিলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও বারংবার বাহু-যুগল বিধূনন করত ক্ষণ কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে সূত! তোমার নিকট পাণ্ডবগণকে সমরাঙ্গনে নিরাপদ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, আমার হৃদয় বজ্র নির্ম্মিত; নতুবা পুত্রগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে উহা সহস্রধা বিদীর্ণ হইত। হে সঞ্জয়! আজি পুত্র-গণের বয়ঃক্রম ও বাল্যক্রীড়া স্মরণ হওয়াতে আমার চিত্ত বিদীর্ণ হইতেছে। যদিও আমি জন্মান্ধ প্রযুক্ত তাহাদের রূপ সন্দর্শনে বঞ্চিত ছিলাম, তথাপি তাহাদিগের প্রতি আমার অপত্য স্নেহ নিতান্ত বলবান্ ছিল। তাহারা বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনাবস্থা ও যৌবনানন্তর প্রৌঢ়াবস্থায় অধিরূঢ় হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আমি যৎপরোনাস্তি আহ্লা-দিত হইয়াছিলাম; কিন্তু আজি তাহাদিগকে ঐশ্বর্য্য বিহীন ও নিহত শ্রবণ করিয়া শোকে নিতান্ত অধীর হইতেছি, কিছুতেই শান্তি লাভ হইতেছে না। হা পুত্র দুর্য্যোধন! এক্ষণে আমি অনাথ হইয়াছি, একবার আমারে দর্শন প্রদান কর। তোমার অভাবে আমার কি দশা ঘটিবে। হে বৎস! তুমি সমাগত নরপালগণকে পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত

প্রাকৃত ভূপতির ন্যায় ভূতলে নিপতিত রহিয়াছ ! তুমি জ্ঞাতি ও বন্ধুগণের অনন্য অবলম্বন ছিলে, এক্ষণে এই বৃদ্ধ অন্ধ পিতারে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে । হে রাজেন্দ্র ! তোমার সে ভক্তি, সে স্নেহ ও সম্মান কোথায় গেল ! তুমি ত সমরে অপরাজিত ছিলে, তবে পাণ্ডবগণ কিরূপে তোমারে নিহত করিল ! হে বৎস ! আমি যথা সময়ে গাত্রোত্থান করিলে কে আর হে তাত ! হে মহারাজ ! হে লোকনাথ ! বলিয়া বারংবার সম্বোধন পূর্ব্বক স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিবে । হে বৎস ! এক্ষণে এক বার সেই মধুর বাক্য প্রয়োগ কর । আমি তোমার মুখে শুনিয়াছি যে, এই সমুদায় পৃথিবীতে পাণ্ডুতনয়ের ন্যায় আমারও অধিকার আছে । তুমি বলিয়াছিলে, ভগদত্ত, কৃপাচার্য্য,অবন্তীনাথ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, গল, সোমদত্ত,বাহ্লিক, অশ্বত্থামা, ভোজ, মাগধ, বৃহদ্বল, কাশীশ্বর, শকুনি, কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ, ত্রিগর্ত্তাধিপতি, পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু, শতায়ু, জলসন্ধ, সুবাহু ঋষ্যশৃঙ্গ তনয়, রাক্ষস অলায়ুধ ও অলম্বুষ, অন্যান্য নরপালগণ এবং শক, যবন ও ম্লেচ্ছগণ সকলেই আমার নিমিত্ত প্রাণপণে সমরে সমুদ্যত হইয়াছে । আমি সেই সমস্ত বীরগণ মধ্যে ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল চেদিগণ এবং সাত্যকি, ভোজ, রাক্ষস ঘটোৎকচ ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব । তুমি বলিয়াছিলে, আমি ক্রুদ্ধ হইলে একাকীই পাণ্ডব পক্ষীয় সমস্ত বীরগণকে নিবারণ করিতে পারি, তাহাতে আবার অন্যান্য অসংখ্য বীর একত্র সমবেত ও

পাণ্ডবদিগের সহিত বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পাণ্ডবগণের প্রধান অবলম্বন বাসুদেব সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন না। অতএব নিশ্চয়ই অস্মৎপক্ষীয় বীরগণ পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন; আর মহাবীর কর্ণ একাকীই আমার সহিত সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট করিবে। তাহা হইলে সমস্ত নরপালগণই আমার বশবর্ত্তী হইবেন।

হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন বারংবার আমার নিকট এই সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করাতে আমি বোধ করিয়াছিলাম, পাণ্ডবগণ আমাদিগের বলপ্রভাবে সমরে নিহত হইবে। এক্ষণে যখন আমার পুত্রগণ সেই সমস্ত বীরমণ্ডলে অবস্থিত হইয়াও বিনষ্ট হইল, তখন আমার দুরদৃষ্ট ভিন্ন আর কি হইতে পারে। শৃগাল হস্তে সিংহ যেমন নিহত হয়, তদ্রূপ প্রবলপরাক্রম ভীষ্ম শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়াছেন। সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ দ্রোণাচার্য্য, ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত, বাহ্লীক, গজযুদ্ধবিশারদ ভগদত্ত, জয়দ্রথ, সুদক্ষিণ, জলসন্ধ, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু, মহাবল পরাক্রম পাণ্ড্য, বৃহদ্বল, মগধরাজ, উগ্রায়ুধ, বিন্ধ, অনুবিন্ধ ত্রিগর্ত্তাধিপতি, অসংখ্য সংশপ্তক, রাক্ষসরাজ অলম্বুষ ও অলায়ুধ, ঋষ্যশৃঙ্গতনয়, নারায়ণী সেনাগণ, যুদ্ধদুর্ম্মদ গোপালগণ, অসংখ্য ম্লেচ্ছ, সসৈন্য সুবলনন্দন শকুনি, মহাবল কৈতব্য, সর্ব্ব অস্ত্রবিশারদ নানাদেশ সমাগত মহেন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয়গণ এবং আমার পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা ও বয়স্যগণ, ইহাঁরা সকলেই কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন! অতএব এ বিষয়ে দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি সম্ভব হইতে পারে। মানবগণ

নিশ্চয়ই ভাগ্য সহযোগে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে ; যাহার সৌভাগ্য থাকে, সে শুভ ফল প্রাপ্ত হয়। আমি নিতান্ত হতভাগ্য বলিয়াই পুত্র বিহীন হইলাম। হায়! আমি কিরূপে অরাতির বশবর্ত্তী হইয়া কাল যাপন করিব! এক্ষণে বনবাস ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিতেছি না। এরূপ সহায়হীন ও বন্ধু-বান্ধব বিহীন হইয়া লোকালয়ে অবস্থান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে; বনগমনই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। হায়! দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শল্য ও বিকর্ণ প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণ নিহত হইল! ভীমসেন একাকীই আমার এক শত পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে। সে দুর্য্যোধনের বিনাশ জন্য বারংবার আত্মশ্লাঘা করিলে আমি কিরূপে তাহার সেই কঠোর শব্দ শ্রবণ করিব। আমি দুঃখ শোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, আর বৃকোদরের পরুষ বাক্য শ্রবণে সমর্থ হইব না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! এইরূপে পুত্র-শোকাভিভূত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বহু ক্ষণ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া শত্রুকৃত পরাভব স্মরণে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সঞ্জয়! আমার পক্ষীয় বীরগণ ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকে নিহত শ্রবণ করিয়া কাহারে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিল। তাহারা যাহারে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করে, সেই বীরই অচির-কাল মধ্যে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হয়। দেখ, তোমাদের এবং অন্যান্য ভূপালগণের সমক্ষে মহাবীর ধনঞ্জয় ভীষ্ম ও সূতপুত্রকে এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যকে সমরে নিপাতিত করিয়াছে। পূর্ব্বে সর্ব্ব ধর্ম্মবেত্তা বিদুর আমারে কহিয়াছিল

যে, দুর্য্যোধনের অপরাধেই সমস্ত প্রজা ক্ষয় হইবে। তৎকালে কোন ব্যক্তিই মোহাবেশ প্রভাবে উহার সেই বাক্য পর্য্যালোচনা করে নাই; কিন্তু ঐ মহাত্মা যাহা কহিয়াছিল, এক্ষণে তাহা সত্যই হইল। যাহা হউক, এক্ষণে আমার দুর্দ্দৈব নিবন্ধন যে দুর্নীতি উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ফল পুনরায় কীর্ত্তন কর। মহাবীর কর্ণ নিপাতিত হইলে কোন্ বীর সেনাপতি হইয়াছিল? কোন্ রথী অর্জ্জুন ও বাসুদেবের প্রত্যুদ্গমনে প্রবৃত্ত হইল? মহাবীর মদ্ররাজ সমরোদ্যত হইলে কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাঁহার দক্ষিণ চক্র, বাম চক্র ও পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়াছিল? মহাবল পরাক্রান্ত মদ্ররাজ ও আমার আত্মজ দুর্য্যোধন তোমাদের সমক্ষে কিরূপে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইলেন? অনুচরবর্গ সমবেত পাঞ্চালগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ইহারাই বা কিরূপে সমরশয্যায় শয়ন করিল? আর পঞ্চ পাণ্ডব, বাসুদেব ও সাত্যকি এবং কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা, ইহাঁরাই বা কিপ্রকারে মৃত্যুমুখ হইতে নির্ম্মুক্ত হইলেন? হে সঞ্জয়! তুমি সমরবৃত্তান্ত বর্ণনে সুনিপুণ, এক্ষণে কৌরব ও পাণ্ডবগণের যে রূপে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন কর।

তৃতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধার্থ পরস্পর মিলিত হইলে যেরূপে জনক্ষয় হইয়াছিল, আপনি অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ করুন। মহাবীর সূতপুত্র নিহত, হস্তী ও মনুষ্য সমুদায় বিনষ্ট এবং সৈন্যগণ বারংবার পলায়িত ও পুনঃপুন সমানীত হইলে মহাত্মা ধনঞ্জয় সিংহনাদ

পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। আপনার আত্মজগণ সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। ফলত কর্ণের নিধনানন্তর কৌরব পক্ষীয় কোন বীরই সৈন্য সন্ধান বা বিক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেন না। আপনার আত্মজগণ নিতান্ত ভীত ও শস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত হইয়া অগাধ সমুদ্রে নৌকা ভগ্ন হইলে বণিকেরা যেমন ভেলা লাভের অভিলাষ করে, তদ্রূপ সেই অপার বিপদ সাগরে আশ্রয়লাভ প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন এবং অর্জ্জুনের ভুজবলে পরাজিত হইয়া সায়াহ্নকালে ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায়, শীর্ণদংষ্ট্র উরগের ন্যায়, সিংহার্দ্দিত মৃগযূথের ন্যায় পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের বর্ম্ম সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন ও শস্ত্র সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। তৎকালে তাঁহারা মোহে এমনই অভিভূত হইলেন যে কোন্ দিকে গমন করিবেন, কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অন্যান্য বীরগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া দশ দিক্ নিরীক্ষণ করত পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কেহ কেহ অর্জ্জুন আমারই অভিমুখে আগমন করিতেছে এবং কেহ কেহ বা বৃকোদর আমার প্রতি ধাবমান হইতেছে, এই রূপ বোধ করিয়া ম্লান মুখে ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কোন মহারথ অশ্বে, কেহ কেহ মাতঙ্গে এবং কোন কোন বীর রথে আরোহণ পূর্ব্বক ভীত মনে পদাতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া মহাবেগে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কুঞ্জর দ্বারা রথ ভগ্ন, রথ দ্বারা সাদী নিহত ও অশ্ব সমূহ দ্বারা পদাতিগণ সাতিশয় সমাহত হইল। এই রূপে তৎকালে আপনার পক্ষীয় বীরগণ ব্যালতস্কর সমাকীর্ণ অরণ্যমধ্যে সার্থহীন

বণিকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। কতকগুলি নাগ আরোহিবিহীন ও কতকগুলি ছিন্নশুণ্ড হইয়া ভীত চিত্তে চতুর্দ্দিক্ অর্জ্জুনময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন সেই সৈন্যগণকে ভীমভয়ে ভীত ও পলায়ন পরায়ণ অবলোকন করিয়া স্বীয় সারথিরে কহিলেন, হে সূত! আমি ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক পশ্চাৎভাগে অবস্থান করিতেছি। সাগর যেমন তীরভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ অর্জ্জুন আমারে কদাচ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব তুমি অবিলম্বে অশ্ব সঞ্চালন কর। আজি আমি অর্জ্জুন, বাসুদেব, অভিমানী বৃকোদর এবং অবশিষ্ট শত্রুদিগকে নিহত করিয়া সূতপুত্রের ঋণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইব। সারথি রাজা দুর্য্যোধনের সেই শূর জনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সুবর্ণজালজড়িত অশ্বগণকে মন্দ মন্দ সঞ্চালন করিতে লাগিল। তখন হস্তী, অশ্ব ও রথহীন বীর এবং পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি মৃদু ভাবে ধাবমান হইল। মহাবীর ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া চতুরঙ্গ বলসাহায্যে তাহাদিগকে অবরোধ করিয়া শরনিকরে আহত করিতে লাগিলেন। তাহারাও ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল এবং বারংবার তাঁহাদিগের নাম গ্রহণ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর বৃকোদর একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গদা হস্তে সত্বরে রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তিনি অধর্ম্মভয়ে রথস্থ হইয়া সেই ভূমিস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন না। তিনি স্বীয় ভুজবল অবলম্বন করিয়া যমদণ্ড

সদৃশ সুবর্ণমণ্ডিত বিপুল গদা দ্বারা কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তখন পদাতিগণ হতবান্ধব হইয়া বহ্নিমুখে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় প্রাণপণে ভীমের প্রতি ধাবমান হইল এবং ভূত সমুদায় যেমন কৃতান্তকে নিরীক্ষণ করিয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ ভীমের সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে লাগিল। এই রূপে মহাবীর বৃকোদর কখন খড়্গ কখন বা গদা গ্রহণ পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করত দুর্য্যোধনের সেই পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্য বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন এবং পরিশেষে ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পুনরায় যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

মহাবলপরাক্রান্ত ধনঞ্জয় রথিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি শকুনির নিধন বাসনায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া নিশিত শরে তাঁহার অশ্বগণকে বিনাশ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করিলে তাঁহাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় বীরগণ কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুনকে ত্রিলোকবিখ্যাত গাণ্ডীব শরাসন ধারণ পূর্ব্বক রথসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া তাঁহারে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। তখন রথাশ্বশূন্য শরনিকর নিবারিত পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি সৈন্য মহাবীর ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইল। পাঞ্চাল বংশীয় মহারথগণ তদ্দর্শনে ভীমসেনকে অগ্রসর করিয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। অরাতিনিপাতন, মহাযশস্বী ও মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন পারাবতসবর্ণ হয়সংযোজিত রথারোহণে সমরাঙ্গনে প্রবেশ করিলে কৌরব পক্ষীয় বীরগণ তাঁহারে

অবলোকন করিয়া ভয়ে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। মাদ্রী-তনয় নকুল ও সহদেব সাত্যকি সমভিব্যাহারে লঘুহস্ত গান্ধাররাজ শকুনির অনুসরণ ক্রমে অচিরাৎ আমাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। মহাবীর চেকিতান, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য সেনা বিনাশ করিয়া শঙ্খ-ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণকে রণপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া বৃষগণ যেমন বৃষকে পরাজয় করিয়া তাহার অনুগমন করে, তদ্রূপ তাহা-দিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় অবশিষ্ট সৈন্যগণকে রণস্থলে অবস্থিত অবলোকন করিয়া রোষভরে শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় রজোরাশি উত্থিত হওয়াতে আর কিছুই লক্ষিত হইল না। সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় ও ধরাতল শরসমাচ্ছন্ন হইলে কৌরব সৈন্যগণ ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! এই রূপে সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইলে রাজা দুর্য্যোধন সংগ্রামে ধাবমান হইয়া দানবরাজ বলি যেমন দেব-গণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবগণও সমবেত হইয়া ক্রোধ-ভরে নানাবিধ অস্ত্র পরিত্যাগ ও বারংবার দুর্য্যোধনকে ভৎ-সনা করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। কুরুরাজ তদ্দ-র্শনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া সত্বরে সেই শত্রুগণের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় আমরা আপনার পুত্রের অতি আশ্চর্য্য পরাক্রম অবলোকন করিলাম। পাণ্ডবগণ সকলে সমবেত হইয়াও তাঁহারে অতিক্রম করিতে

সমর্থ হইলেন না। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন অনতিদূরস্থিত স্বীয় সৈন্যগণকে ক্ষত বিক্ষত ও পলায়নে কৃতনিশ্চয় অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে রণস্থলে অবস্থাপন ও তাহাদিগের হর্ষোৎপাদন করত কহিলেন, হে যোধগণ! তোমরা লোকালয় বা পর্ব্বত মধ্যে যে কোন প্রদেশে পলায়ন করিবে, পাণ্ডবগণ সেই স্থানে গিয়া তোমাদিগকে বিনাশ করিবে। তবে তোমাদিগের পলায়নের প্রয়োজন কি? দেখ, এক্ষণে উহাদিগের বল অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের কলেবর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে যদি আমরা একত্র হইয়া এই সমরাঙ্গনে অবস্থান করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগের জয় লাভ হইবে। তোমরা সমর পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিলে পাপাত্মা পাণ্ডবগণ অবশ্যই তোমাদের অনুগমন করিয়া তোমাদিগকে বিনষ্ট করিবে। অতএব সেরূপে প্রাণ ত্যাগ করা অপেক্ষা সমরস্থলে বিনষ্ট হওয়াই তোমাদের শ্রেয়ঃ। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে সাংগ্রামিক মৃত্যুই অতীব সুখকর। সংগ্রামে মৃত্যু হইলে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, পরলোকেও অনন্ত সুখ সম্ভোগের অধিকারী হওয়া যায়। হে সমাগত ক্ষত্রিয়গণ! সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট দুরাত্মা ভীমসেনের বশবর্ত্তী হওয়াও তোমাদের কর্ত্তব্য, কিন্তু কুলাচরিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। ক্ষত্রিয়ের রণস্থল হইতে পলায়ন অপেক্ষা পাপ কর্ম্ম আর কিছুই নাই এবং যুদ্ধ অপেক্ষা স্বর্গ গমনেরও অন্য সদুপায় নাই। অন্যান্য লোকে বহু দিনে যে সমুদায় দুর্লভ লোক লাভ করে, যোধগণ অনায়াসে অতি অল্প ক্ষণে তৎসমুদায় লাভ করিতে পারে।

হে মহারাজ! মহারথগণ রাজা দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণ ও তাঁহার প্রশংসা করিয়া শত্রুকৃত পরাজয় দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া বিক্রম প্রকাশে অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের প্রতি পুনরায় যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। তখন উভয় পক্ষে দেবাসুর সংগ্রাম সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহারাজ দুর্য্যোধন সৈন্যগণের সহিত যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় সচ্চরিত্র কৃপাচার্য্য সেই রুদ্রদেবের ক্রীড়াভূমি সদৃশ সংগ্রামস্থলে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করত দেখিলেন, কোন স্থানে রথ ও রথনীড় সমুদায় নিপতিত রহিয়াছে, কোন স্থলে হস্তী ও পদাতি সকল নিহত হইয়াছে এবং কোন স্থলে লোকান্তরিত ভূপতিগণের বিক্ষত অভিজ্ঞান সকল শোভা পাইতেছে। রাজা দুর্য্যোধন শোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছেন; সৈন্যগণ পার্থের বিক্রম দর্শনে নিতান্ত উদ্বিগ্ন, ধ্যানপরায়ণ ও একান্ত দুঃখিত হইয়াছে এবং মথ্যমান বল সমুদায় আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছে। মহাত্মা কৃপাচার্য্য কৌরব সৈন্যের সেই রূপ দুর্দ্দশা দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধনের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! আমি এক্ষণে যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক যদি অভিপ্রেত হয়, তবে তাহার অনুষ্ঠান কর। দেখ, যুদ্ধধর্ম্ম ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয়গণের শ্রেয়স্কর পথ আর কিছুই নাই। তাহারা ঐ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া পুত্র, মাতা, পিতা, স্বস্রীয়, মাতুল, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। যুদ্ধে

মৃত্যু হইলে পরম ধর্ম্ম ও যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিলে যাহার পর নাই অধর্ম্ম হয়। অতএব ক্ষত্রিয়গণের জীবিতার্থে পলায়ন করা নিতান্ত দোষাবহ, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি তোমারে যে কিছু হিত কথা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।

মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ ও তোমার ভ্রাতৃগণ এবং তোমার আত্মজ লক্ষ্মণ নিহত হইয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে আমরা আর কি করিব। আমরা যে সমস্ত বীরের হস্তে যুদ্ধভার অর্পণ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলাম, তাঁহারা কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্গণের গতি লাভ করিয়াছেন। আমরাই ঐ সমুদায় ভূপতির নিধনের হেতু। এক্ষণে আমরা সেই সমস্ত গুণবান্ মহারথের বিরহে অতি দীন ভাবে অবস্থান করিতেছি। দেখুন, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণ জীবিত থাকিতেও মহাবীর ধনঞ্জয় পরাজিত হয় নাই। বাসুদেব অর্জ্জুনের চক্ষুঃস্বরূপ, সুতরাং দেবগণও তাহারে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে। তাহার শক্রচাপ ও বজ্রের ন্যায় প্রভা সম্পন্ন ইন্দ্র ধ্বজ সদৃশ উন্নত বানর ধ্বজ অবলোকন করিয়া আমাদিগের বল সমুদায় বিচলিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি ও গাণ্ডীব নির্ঘোষ এবং ভীমসেনের ভীষণ সিংহনাদে আমাদিগের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইবে। ঐ দেখ, অর্জ্জুনের গাণ্ডীব শরাসন বারংবার কম্পিত হইয়া অলাতচক্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিতেছে এবং জলধর মধ্যস্থিত চপলার ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিরাজিত হইয়া সকলের নয়নজ্যোতি অপহরণ করিতেছে। উহার শশি কাশ সমপ্রভ তুরঙ্গমগণ বায়ুসঞ্চালিত জলধর-

পটলের ন্যায় কৃষ্ণ কর্তৃক চালিত হইয়া উহারে বহন করত আকাশকে পান করিয়াই যেন মহাবেগে গমন করিতেছে। হুতাশন যেমন অরণ্যমধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া তৃণরাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় শরানলে আপনার সৈন্যগণকে নিতান্ত সন্তপ্ত করিতেছে। ঐ মহেন্দ্র সদৃশ প্রভাব সম্পন্ন মহাবীর দংষ্ট্রাচতুষ্টয় পরিশোভিত দ্বিপেন্দ্রের ন্যায় আমাদিগের সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত ও মহীপাল-গণকে বিত্রস্ত করত কমলবনপ্রমাথী মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহার গাণ্ডীব নির্ঘোষে আমাদিগের বল সমুদায় সিংহগর্জ্জনভীত মৃগযূথের ন্যায় বারংবার বিত্রাসিত হই-তেছে। ঐ দেখ, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য বাসুদেব ও ধনঞ্জয় বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক লোকমধ্যে বিরাজিত হইতেছেন। অদ্য সপ্তদশ দিবস হইল, এই ভয়ঙ্কর সমর সমুপস্থিত হওয়াতে অসংখ্য লোক-ক্ষয় হইতেছে। তোমার সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের প্রভাবে বায়ু-সঞ্চালিত শারদীয় জলধরপটলের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। মহাবীর ধনঞ্জয় তাহাদিগকে মহার্ণব মধ্যে বায়ু বিধূনিত নৌকার ন্যায় নিরন্তর কম্পিত করিয়াছেন। হে মহারাজ! যখন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ অর্জ্জুনের বাণগোচরে নিপ-তিত হইয়াছিলেন, তখন তোমার সূতপুত্র, অনুচরবর্গ সমবেত দ্রোণ, হৃদিকাত্মজ এবং ভ্রাতৃগণ পরিবৃত দুঃশাসনই বা কোথায় ছিলেন? আমি কোথায় ছিলাম? আর তুমি স্বয়ংই বা কোথায় ছিলে? মহাবীর ধনঞ্জয় তোমার সম্বন্ধী, ভ্রাতা, সহায় ও মাতুলগণের প্রতি বিক্রম প্রকাশ করিয়া সকলের মস্তক আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহাদের সমক্ষেই সিন্ধুরাজকে নিহত

করিয়াছে। এক্ষণে আর আমরা কি করিব ? অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে পারে, এমন আর কেহই নাই। ঐ মহাবীরের নিকট বিবিধ দিব্য অস্ত্র বিদ্যমান আছে। তাহার গাণ্ডীব নির্ঘোষ আমাদিগের বলবীর্য্য বিনষ্ট করিয়া থাকে। এক্ষণে আমাদিগের সেনাপতি বিনষ্ট হওয়াতে অনীকিনী নিশানাথ বিরহিত নিশীথিনীর ন্যায় হতপ্রভ ও ভগ্নপাদপা শুষ্কতোয়া তটিনীর ন্যায় আকুলিত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব হুতাশন যেমন তৃণরাশি মধ্যে প্রজ্বলিত হইয়া বিচরণ করে, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় আমাদের এই সেনাপতিশূন্য সৈন্যমধ্যে স্বেচ্ছানুসারে সঞ্চরণ করিবে, সন্দেহ নাই। মহাবীর সাত্যকি ও ভীমসেনের ভীষণ বেগ পর্ব্বত বিদারণ ও সমুদ্র শোষণ করিতে পারে। মহাবীর বৃকোদর সভামধ্যে যে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তৎ সমুদায় প্রায় সফল করিয়াছে এবং যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও অচিরাৎ সফল করিবে। আর দেখ, ইতিপূর্ব্বে মহাবীর সূতপুত্র সম্মুখে অবস্থান করিলেও ধনঞ্জয় নিতান্ত দুর্ভেদ্য স্বীয় সৈন্য সমুদায় অনায়াসে রক্ষা করিয়াছে। হে দুর্য্যোধন ! যাহা সাধু লোকের অবশ্য পরিহার্য্য, তোমরা অকারণে তাহারই অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে সেই সমস্ত দুষ্কর্ম্মের ফল উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আত্মকার্য্য সংসাধনার্থ যত্ন সহকারে এই সমুদায় লোক আহরণ করিয়া এক্ষণে ইহাদের সহিত প্রাণসঙ্কটে নিপতিত হইয়াছ। অতএব তুমি আত্মরক্ষায় যত্ন কর। আত্মাই সকলের মূল। আত্মা না থাকিলে কেহই আর বশীভূত থাকিবে না। হে মহারাজ ! সুরগুরু বৃহস্পতি এইরূপ নীতি বিধান করিয়াছেন যে, লোকে শত্রু

অপেক্ষা হীন বা তাহার সমান হইলে সন্ধি স্থাপন করিবে, আর শত্রু অপেক্ষা প্রবল হইলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। এক্ষণে আমরা পাণ্ডবগণ অপেক্ষা বলবিক্রমে ন্যূন হইতেছি; অতএব তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করাই আমাদের কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি শ্রেয় অবগত নহে এবং যে শ্রেয়স্কর কার্য্যে অনাদর প্রদর্শন করে, সে অবিলম্বেই রাজ্যভ্রষ্ট হয় এবং তাহার কদাচ মঙ্গল লাভ হয় না। এক্ষণে আমরা যদি রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট বিনত হইয়া রাজ্যলাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে। মূঢ়তা বশত পাণ্ডবগণের নিকট সমরে পরাভূত হওয়া আমাদিগের কদাপি কর্ত্তব্য হইতেছে না। হে মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় দয়ালু, তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও বাসুদেবের বাক্যে তোমারে অবশ্যই রাজপদে নিয়োগ করিবেন। দেখ, বাসুদেব যাহা কহিবেন, ধর্ম্মরাজ, অর্জ্জুন ও ভীমসেন কখন তাহা উল্লঙ্ঘন করিবেন না। হে মহারাজ! স্পষ্টই বোধ হইতেছে, কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইবেন না এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও কৃষ্ণের বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিবেন না। অতএব পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করাই তোমার কর্ত্তব্য, যুদ্ধ করা কদাপি শ্রেয়স্কর নহে। হে মহারাজ! আমি দীনতা বা প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত একথা কহিতেছি না, ইহা হিতকর বলিয়াই তোমারে কহিলাম। আমি যাহা কহিলাম, ইহা তোমার পক্ষে শ্রেয় কি না, তাহা তুমি গতাসু হইয়া স্মরণ করিবে। হে অম্বিকানন্দন! বৃদ্ধ কৃপাচার্য্য দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিমোহিত হইলেন।

প ঞ্চম অধ্যায় ।

হে মহারাজ! মহাত্মা কৃপাচার্য্য এই রূপ কহিলে রাজা দুর্য্যোধন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ক্ষণকাল তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে আচার্য্য! আপনি অমিতপরাক্রম পাণ্ডবগণের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছেন এবং এক্ষণেও বন্ধুজনোচিত বাক্য প্রয়োগ করিলেন। আপনি যে সকল কথা কহিলেন, সে সমস্তই হেতু-গর্ভ, উৎকৃষ্ট ও হিতকর; কিন্তু মুমূর্ষু ব্যক্তির যেমন ঔষধে অভিরুচি হয় না, তদ্রূপ আপনার ঐ সকল বাক্যে আমার অভিরুচি হইতেছে না। দেখুন, যে মহাবল নরপতিরে আমি রাজ্য হইতে নিরাকৃত করিয়াছি, যে ব্যক্তি আমার নিকট দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়াছে, সে কি রূপে আমাদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিবে। আর মহামতি বাসুদেব যৎকালে পাণ্ডবগণের হিত সাধনে তৎপর হইয়া তাহাদিগের দৌত্য কার্য্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তৎকালে আমরা তাঁহারে প্রতা-রণা করিয়া নিতান্ত অবিবেচকের কার্য্য করিয়াছি। এক্ষণে তিনি কি রূপে আমাদিগের বাক্য গ্রাহ্য করিবেন। বিশেষত সভাস্থলে দ্রৌপদীর রোদন এবং পাণ্ডবদিগের রাজ্য হরণ তাঁহার নিতান্ত অসহ্য হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অভিন্নাত্মা এবং পরস্পর নিতান্ত অনুরক্ত ইহা শ্রবণ করিয়াছিলাম, আজি তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম। মহাত্মা বাসুদেব অভিমন্যুর বিনাশ বার্ত্তা শ্রবণাবধি নিতান্ত দুঃখে কাল যাপন করিতেছেন। আমরা তাঁহার নিকট অপরাধী হইয়াছি। তিনি কি রূপে আমাদিগকে ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন?

মহাবীর অর্জ্জুনও অভিমন্যুর বিনাশে নিতান্ত অসুখী হইয়া আছে, প্রার্থনা করিলে কি রূপে সে আমাদিগের হিত সাধনে যত্নবান্ হইবে? মহাবল পরাক্রান্ত মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন অতি উগ্রস্বভাব। বিশেষত সে ঘোরতর প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। এক্ষণে বরং স্বয়ং বিনষ্ট হইবে, তথাপি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন পূর্ব্বক শান্তি লাভ করিবে না। সন্নদ্ধকবচ বদ্ধপরিকর, কালান্তক যমোপম যমজ নকুল সহদেব এবং মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী আমাদিগের সহিত বৈরাচরণ করিয়াছে, তাহারা কি রূপে আমাদিগের হিত সাধনে যত্ন করিবে? দুঃশাসন সভামধ্যে সর্ব্বলোক সমক্ষে একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীরে বিবস্ত্রা করিয়া যে ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল, পাণ্ডবগণ অদ্যাপি তাহা বিস্মৃত হয় নাই। অতএব আপনি কখনই তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইবেন না। দ্রৌপদী আমাদিগের নিকট অপমানিত হইয়া অবধি আমাদিগের বিনাশ ও ভর্ত্তৃগণের অর্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত নিত্য স্থণ্ডিলে শয়ন করত অতি কঠোর তপশ্চরণ করিতেছে। কৃষ্ণসহোদরা সুভদ্রা স্বীয় মান মর্য্যাদায় জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক দাসীর ন্যায় নিয়ত তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিয়াছে। হে প্রভো! এইরূপে দ্রৌপদীর অপমান ও অভিমন্যুর বিনাশ নিবন্ধন পাণ্ডব পক্ষীয় সকলেরই রোষানল প্রজ্বলিত হইয়া রহিয়াছে, কখনই নির্ব্বাণ হইবে না। সুতরাং সন্ধিস্থাপন কখনই সুসাধ্য নহে। আর দেখুন, আমি এই সাগরাম্বরা ধরিত্রী উপভোগ করিয়া এক্ষণে কি রূপে পাণ্ডব-গণের অনুগ্রহে রাজ্য ভোগ করিব। পূর্ব্বে আমি দিবাকরের ন্যায় সমস্ত নরপালগণের উপর তেজ প্রকাশ করিয়াছি,

এক্ষণে কিরূপে দাসের ন্যায় যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিব এবং কিরূপেই বা চিরকাল বিবিধ সুখ ভোগে কাল যাপন ও বিপুল ধন দান করিয়া এক্ষণে দীন জনের সহিত দীন ভাবে অবস্থান করিব।

হে আচার্য্য! এক্ষণে আপনি স্নেহ প্রযুক্ত যাহা কহিলেন, আমি সেই হিতকর বাক্যে অসূয়া প্রদর্শন করিতেছি না। কিন্তু পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করা এক্ষণে সমুচিত নহে, যুদ্ধ করাই শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে। দেখুন, আমি বহুবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণগণকে প্রভূত দক্ষিণা দান, বেদাধ্যয়ন ও বিপক্ষগণের মস্তকে অবস্থান করিয়াছি। আমার সমুদায় অভিলষিত দ্রব্যই লাভ হইয়াছে। আমার ভৃত্যবর্গেরা উত্তমরূপে প্রতিপালিত হইতেছে। আমি দুঃখিত ব্যক্তিদিগের দুঃখ দূর, পররাষ্ট্র পরাজয়, স্বরাজ্য প্রতিপালন, বিবিধ ভোগ্য দ্রব্য উপভোগ এবং ধৰ্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করিয়াছি। ক্ষত্রিয়ধৰ্ম্ম ও পিতৃগণের ঋণজাল হইতে আমার মুক্তি লাভ হইয়াছে। অতএব পাণ্ডবগণের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করা আমার কদাপি বিধেয় নহে। হে ব্রহ্মন্! এই পৃথিবীতে কিছুতেই সুখ নাই। এই ধরাতলে কেবল কীৰ্ত্তি স্থাপন করাই লোকের কৰ্ত্তব্য; কিন্তু উহা যুদ্ধ ব্যতিরেকে আর কিছুতেই হইবার সম্ভাবনা নাই। ক্ষত্রিয়দিগের গৃহে মৃত্যু নিতান্ত নিন্দনীয় ও অধৰ্ম্ম্য। যে ক্ষত্রিয় বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূৰ্ব্বক অরণ্যে বা সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি অবশ্যই মহিমা লাভ করিয়া থাকেন। আর যে ক্ষত্রিয় জরাজীর্ণ হইয়া রোদনপরায়ণ জ্ঞাতিগণ মধ্যে দীন ভাবে বিলাপ ও পরিতাপ পূৰ্ব্বক

মানবলীলা সম্বরণ করেন, তিনি কদাপি পুরুষমধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন না। অতএব আমি এক্ষণে বিবিধ বিষয়োপভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ দ্বারা দেবলোক লাভ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। সমরে অপরাঙ্মুখ সত্যসন্ধ যজ্ঞানুষ্ঠায়ী শস্ত্রাবভৃত-পূত আর্য্যবৃত্ত বীর পুরুষগণের স্বর্গে গতি লাভ হইয়া থাকে। অপ্সরোগণ যুদ্ধকালে পরম কুতূহল সহকারে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করে। পিতৃগণ সংগ্রামনিহত বীরবর্গকে সুরসমাজে পূজিত ও অপ্সরাদিগের সহিত আমোদ প্রমোদে অবস্থিত অবলোকন করিয়া থাকেন। এক্ষণে সমরে অপরাঙ্মুখ নিহত পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, মহাবীর জয়দ্রথ, কর্ণ ও দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণের ও দেবগণের উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে। হে আচার্য্য! উত্তমাস্ত্রবেত্তা অবনিপালগণ আমার নিমিত্ত যুদ্ধে সমুদ্যত, শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত ও নিহত হইয়া শোণিতলিপ্ত কলেবরে সমরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। ঐ সমুদায় মহাবীর ইন্দ্রসভায় গমন করত দেবলোকে গমনের পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। সদ্গতি লাভার্থী মহাবেগে গমনোদ্যত বীরবর্গে পুনর্ব্বার উহা নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিবে। এক্ষণে যে সকল বীরেরা আমার নিমিত্ত নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ও তাঁহাদের ঋণজাল হইতে মুক্তি লাভ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে; রাজ্যে কিছুতেই মনোনিবেশ হইতেছে না। যদি এক্ষণে আমি বয়স্য ও ভ্রাতৃগণ এবং পিতামহকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিয়া আপনার জীবিত রক্ষা করি, তাহা হইলে লোকে নিশ্চয়ই আমার নিন্দা করিবে। হে আচার্য্য! এক্ষণে

আমি বন্ধু বান্ধব বিহীন হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রণিপাত পূর্ব্বক রাজ্য লাভ করিলে উহা কিরূপে আমার প্রীতিকর হইবে। দেখুন, আমা হইতে সমুদায় জগতের পরাভব হইয়াছে, অতএব এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে সমরকার্য্য সমাধান পূর্ব্বক স্বর্গলাভ করাই আমার শ্রেয় বোধ হইতেছে। রাজ্য লাভে কোন ক্রমেই অভিরুচি হইতেছে না।

হে মহারাজ অম্বিকানন্দন! কুরুরাজ দুর্য্যোধন এই কথা কহিলে ক্ষত্রিয়গণ সাধুসাধু বলিয়া বারংবার তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎকালে পরাজয়ের নিমিত্ত তাঁহাদিগের মনোমধ্যে কিছুমাত্র অনুতাপ উপস্থিত হইল না। প্রত্যুত তাঁহারা বিক্রম প্রকাশে স্থিরনিশ্চয় হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। অনন্তর কৌরবগণ অশ্বগণের শ্রমাপনোদন করিয়া সংগ্রাম স্থলের ঈষদূন দ্বিযোজন অন্তরে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং হিমাচলের প্রস্থদেশে অরুণবর্ণ স্রোতস্বতী সরস্বতী সন্দর্শন করিয়া উহার জলে অবগাহন ও উহার জল পান করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ক্ষত্রিয়গণ রাজা দুর্য্যোধনের বাক্যে উত্তেজিত ও কাল প্রেরিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহারথ শল্য, চিত্রসেন, শকুনি, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, সুষেণ, অরিষ্টসেন, ধৃতসেন ও জয়ৎসেন প্রভৃতি যুদ্ধবিশারদ নরপালগণ সকলে সমবেত হইয়া হিমালয়প্রস্থে সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন। জয়শীল পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক মহাবীর কর্ণ নিহত হওয়াতে আপনার পুত্রগণ নিতান্ত ভীত হইয়া হিমালয় পর্ব্বত ভিন্ন আর কুত্রাপি শান্তি

লাভে সমর্থ হইলেন না। তৎকালে তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া শল্যসমক্ষে দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি এক জনকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া শত্রুগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হউন। তাহা হইলে আমরা সেই সেনাপতি কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সমরে শত্রুগণকে পরাজিত করিব। তখন রাজা দুর্য্যোধন রথ হইতে অবতীর্ণ না হইয়াই সর্ব্বযুদ্ধবিশারদ প্রচ্ছন্নমস্তক কম্বুগ্রীব মহারথ অশ্বত্থামার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মহাবীর দ্রোণপুত্রের লোচনদ্বয় বিকসিত পদ্মপত্রের ন্যায়, আস্যদেশ ব্যাঘ্রের ন্যায়, গাত্র মেরুপর্ব্বতের ন্যায় এবং স্কন্ধ, নেত্র, গতি ও কণ্ঠস্বর মহাদেবের বৃষভের ন্যায়। তাঁহার বাহুযুগল পুষ্ট ও আয়ত এবং বক্ষঃস্থল দৃঢ় ও বিশাল। তিনি গরুড় ও বায়ুর ন্যায় বল ও বেগশালী এবং তেজে দিবাকর, বুদ্ধিতে শুক্রাচার্য্য ও রূপে সুধাকর সদৃশ। তাঁহার ঊরুদেশ, কটিদেশ ও জঙ্ঘা অতি সুবৃত্ত। পাদ, অঙ্গুলি ও নখর অতি মনোহর। বোধ হয়, যেন বিধাতা গুণগ্রাম বারংবার স্মরণ করত অতি যত্ন সহকারে তাঁহারে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার কিছুমাত্র অঙ্গবৈলক্ষণ্য নাই। তিনি সকল কার্য্যে দক্ষ এবং বিদ্যার সাগর। তিনি বল পূর্ব্বক অরাতিগণকে পরাজয় করিতে পারেন; কিন্তু শত্রুগণ কদাচ তাঁহারে জয় করিতে সমর্থ নহে। তিনি দশ অঙ্গ ও চতুষ্পাদযুক্ত অস্ত্রবিদ্যা এবং চারি বেদ, উপবেদ ও আখ্যান বিশেষরূপ অবগত আছেন। অযোনিজ মহাতপা দ্রোণাচার্য্য অতি কঠোর তপশ্চরণ পূর্ব্বক মহাদেবের আরাধনা করিয়া অযোনিজার গর্ব্ভে তাঁহার উৎপত্তি সাধন করিয়া-

ছেন। তিনি অদ্ভুতকর্ম্মা ও অলৌকিক রূপ সম্পন্ন। রাজা দুর্য্যোধন সেই অরাতিনিপাতন দ্রোণপুত্রের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে গুরুপুত্র! আজি আপনিই আমাদিগের অনন্যগতি; অতএব কাহারে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিব, আদেশ করুন।

মহাবীর অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! মদ্রাধিপতি শল্য বলবীর্য্য, শ্রী ও যশ প্রভৃতি অশেষ গুণ সম্পন্ন এবং সৎকুল সম্ভূত; অতএব ঐ কার্ত্তিকেয় সদৃশ প্রভাবশালী মহাবীরই আমাদিগের সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হউন। ঐ কৃতজ্ঞ মহাত্মা স্বীয় ভাগিনেয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। দেবগণ কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতি করিয়া যেমন জয় লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমরাও ইহাঁরে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া জয় লাভে সমর্থ হইব।

হে মহারাজ! আচার্য্যতনয় এই কথা কহিলে সমুদায় মহারথ শল্যকে পরিবেষ্টন করিয়া জয়ধ্বনি করত যুদ্ধার্থে উৎসুক হইলেন। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভীষ্ম দ্রোণ সদৃশ সমরপারদর্শী রথস্থিত মহাবীর শল্যকে কহিলেন; হে মিত্রবৎসল! যে সময় বিদ্বান্ ব্যক্তিরা মিত্র ও অমিত্রের পরীক্ষা করিয়া থাকেন, এক্ষণে সেই সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। আপনি আমাদিগের বন্ধু; অতএব এক্ষণে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হউন। আপনি সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলে পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ অমাত্যগণের সহিত সমরে নিরুৎসাহ হইবে।

শল্য কহিলেন, হে কুরুরাজ! তুমি আমারে যাহা অনুমতি করিতেছ, আমি তাহাই করিব। আমার রাজ্য, ধন, প্রাণ প্রভৃতি যা কিছু আছে, তৎসমুদায়ই তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ নিবেশিত হইবে। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে মাতুল! আমি আপনারে সেনাপতিপদে বরণ করিতেছি। কার্ত্তিকেয় যেমন সমরাঙ্গনে দেবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনিও আমাদিগের রক্ষায় প্রবৃত্ত হউন এবং দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, আপনিও তদ্রূপ শত্রুগণকে বিনাশ করুন।

সপ্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! প্রবল প্রতাপশালী মদ্ররাজ রাজা দুর্য্যোধনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, হে মহারাজ! আমি যাহা কহিতেছি, তুমি তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। তুমি ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে রথিপ্রধান জ্ঞান কর, কিন্তু উঁহারা আমার তুল্য ভুজবীর্য্য সম্পন্ন নহে। পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, সুরাসুর মনুষ্য সমবেত সমস্ত পৃথিবী যুদ্ধার্থ উদ্যত হইলেও আমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অনায়াসেই উহার বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে পারি। এক্ষণে আমি তোমার সেনাপতি হইয়া বিপক্ষগণের নিতান্ত দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা এবং সমাগত সমস্ত সোমক ও পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিব, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন মদ্ররাজের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট মনে শাস্ত্রদৃষ্ট বিধি অনুসারে তাঁহারে সেনাপতিপদে অভিষেক করিলেন। তখন বীরগণ সিংহনাদ

পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং সৈন্যগণ মধ্যে বিবিধ বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল। মহারথ মদ্রকগণ ও অন্যান্য যোধ সমুদায় হৃষ্টান্তঃকরণে সেনাপতি শল্যের তুষ্টি সম্পাদন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি চিরজীবী হউন। সমাগত শত্রুগণ আপনার নিকট পরাজয় হউক এবং মহাবল পরাক্রান্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আপনার বাহুবলে শত্রুগণের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন। মর্ত্ত্য ধর্ম্মাবলম্বী সোমক ও সৃঞ্জয়গণের কথা দূরে থাকুক, আপনি সুরাসুর-দিগকেও সমরে পরাজয় করিতে সমর্থ।

হে মহারাজ! মদ্রাধিপতি শল্য এইরূপে সংস্তুত হইয়া দুর্ব্বলের নিতান্ত দুর্লভ হর্ষ লাভ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে কহি-লেন, হে কুরুরাজ! আজি আমি হয় পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে বিনাশ, না হয় স্বয়ং তাহাদিগের হস্তে নিহত হইয়া দেব-লোকে গমন করিব। আজি সকলে রণস্থলে আমারে নিতান্ত নির্ভীকের ন্যায় বিচরণ করিতে নিরীক্ষণ করুক। পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদি, সিদ্ধ, চারণ ও প্রভদ্রকগণ এবং বাসুদেব, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী আমার অতুল বিক্রম, ভুজবীর্য্য, হস্তলাঘব, অস্ত্র সম্পত্তি ও কার্ম্মুকবল অবলোকন করুন এবং পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ আমার বিক্রম নিরীক্ষণ পূর্ব্বক প্রতীকার করিবার আশয়ে নানা প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউক। হে মহারাজ! আজি আমি তোমার প্রিয় কার্য্য সংসাধনার্থ দ্রোণ, ভীষ্ম ও সূতপুত্র অপেক্ষা সমধিক বল বীর্য্য প্রদর্শন করিয়া রণস্থলে সঞ্চরণ করিব।

হে মহারাজ! এই রূপে রাজা দুর্য্যোধন মদ্ররাজকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলে সকলেরই কর্ণবিনাশজনিত দুঃখ অপনীত হইল। সৈন্যগণ একান্ত পুলকিত হইয়া পাণ্ডবদিগকে মদ্ররাজের বশীভূত ও নিহত বলিয়া স্থির করিল এবং পরম সুখ সচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করত সেই রজনী অতিবাহিত করিয়া পূর্ব্ববৎ স্থিরচিত্ত হইল।

হে মহারাজ! এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণের সেই কোলাহল শব্দ শ্রবণ করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয়ের সমক্ষে কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মাধব! রাজা দুর্য্যোধন মহাধনুর্দ্ধর মদ্রাধিপতি শল্যকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়াছে। তুমিও আমাদিগের সেনাপতি ও রক্ষাকর্ত্তা। এক্ষণে বিবেচনা পূর্ব্বক যাহা কর্ত্তব্য হয়, স্থির কর।

তখন মহামতি বাসুদেব কহিলেন, হে মহারাজ! আমি মহাত্মা মদ্ররাজকে বিশেষ রূপ অবগত আছি। ঐ বীর বিপুল বলশালী, মহাতেজস্বী, বিচিত্র যোদ্ধা ও ক্ষিপ্রহস্ত। আমার বোধ হয়, উনি মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের সদৃশ বা তাঁহাদের অপেক্ষা সমধিক রণবিশারদ। উহাঁর তুল্য যোদ্ধা আর কাহারেও লক্ষিত হয় না। উনি শিখণ্ডী, অর্জ্জুন, ভীম, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অপেক্ষা অধিক বলশালী এবং হস্তী ও সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত। উনি যুদ্ধকালে নির্ভীক চিত্তে ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় সমরাঙ্গনে বিচরণ করিবেন। হে কুরুনন্দন! আজি এই ত্রিলোক মধ্যে আপনি ভিন্ন উহাঁর সহিত যুদ্ধ বা উহাঁরে বিনাশ করিতে পারে, এমন আর কাহারেও দেখিতেছি না। মহারাজ! মদ্রাধিপতি দিন দিন আপনার

বল সমুদায় বিক্ষোভিত করিতেছেন ; অতএব পুরন্দর যেমন শম্বরাসুর ও নমুচিরে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনি উহাঁরে বিনাশ করুন। দুর্য্যোধন উহাঁরে অজেয় বিবেচনা করিয়া সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়াছে। ঐ মহাবীর নিহত হইলে নিশ্চয়ই সমুদায় কৌরব সৈন্য বিনাশ ও আপনার জয় লাভ হইবে। হে মহাত্মন্! মাতুল বলিয়া মদ্ররাজকে দয়া করিবার প্রয়োজন নাই। আপনি ক্ষাত্র ধর্ম্মানুসারে উহাঁর প্রত্যুদ্গমন করিয়া উহাঁরে বিনাশ করুন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণরূপ মহাসমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে শল্যরূপ গোষ্পদে নিমগ্ন হইবেন না। আপনার যে তপোবল ও ক্ষাত্র বীর্য্য আছে, এক্ষণে সমরাঙ্গনে তৎসমুদায় প্রদর্শন করুন।

হে মহারাজ! অরাতিপাতন বাসুদেব ধর্ম্মরাজকে এই কথা বলিয়া পাণ্ডবগণের নিকট সম্মান লাভ পূর্ব্বক স্বীয় শিবিরে প্রস্থান করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও স্বীয় ভ্রাতৃগণ এবং পাঞ্চাল ও সোমকদিগকে বিশ্রামার্থ বিদায় করিয়া অপেতশল্য কুঞ্জরের ন্যায় সুখে শয়ান হইয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সূতপুত্রের বিনাশে মহা আহ্লাদিত হইয়া নিদ্রিত হইলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণও সূতপুত্রের নিধনে জয় লাভ করিয়া মহা আহ্লাদে সেই রজনী অতিবাহিত করিল।

অষ্টম অধ্যায়।

হে মহারাজ! রজনী প্রভাত হইলে রাজা দুর্য্যোধন আপনার সৈন্যগণকে বর্ম্ম ধারণ করিতে অনুমতি করিলেন। সৈন্যগণ রাজার আদেশ লাভ করিবামাত্র বর্ম্ম ধারণ করিতে

লাগিল। কেহ কেহ অবিলম্বে রথে অশ্ব যোজনা করিল; কেহ কেহ দ্রুত বেগে ধাবমান হইল; কেহ কেহ মাতঙ্গ সকলকে সুসজ্জিত করিয়া দিল এবং সহস্র সহস্র লোক রথ সমুদায়ে আস্তরণ বিস্তীর্ণ করিতে লাগিল। ঐ সময় সৈন্য ও যোধগণের সমরোৎসাহ উদ্দীপনার্থ নানাবিধ বাদ্যধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল।

অনন্তর মহারথগণ সৈন্যগণকে সন্নদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে বিভক্ত ও পৃথক্ পৃথক্ অবস্থাপিত করিলেন। মহাবীর শল্য সেনাপতি হইলেন। তখন মহারথ কৃপ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, শল্য, শকুনি ও অন্যান্য পার্থিবগণ রাজা দুর্য্যোধনের সহিত সমবেত হইয়া নিয়ম সংস্থাপন করিলেন যে, এক ব্যক্তি কদাচ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবে না। যে একাকী পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে এবং যে ব্যক্তি কোন পাণ্ডবকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া পরিত্যাগ করিবে, তাহারে পঞ্চ পাতক ও উপপাতকে লিপ্ত হইতে হইবে। আর আমরা সকলে মিলিত হইয়া পরস্পরের রক্ষা বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করত যুদ্ধ করিব। হে মহারাজ! কৌরব পক্ষীয় বীরগণ এইরূপ নিয়ম স্থাপন পূর্ব্বক মদ্ররাজকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সত্বরে বিপক্ষগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডবেরাও ব্যূহ রচনা করিয়া সেই ক্ষুভিত মহাসাগরের ন্যায় তুমুল কোলাহল সম্পন্ন রথকুঞ্জর বহুল সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে চারি দিক্ হইতে কৌরবগণের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবল দ্রোণ, ভীষ্ম,

সূতপুত্র, ইহাদিগের বিনাশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে মদ্ররাজ শল্য ও আমার আত্মজ দুর্য্যোধনের নিধন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর। শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হস্তে এবং আমার পুত্র দুর্য্যোধন ভীমের হস্তে কিরূপে নিহত হইল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আমি মনুষ্য, অশ্ব ও করিনিকরক্ষয়কর ঘোরতর সংগ্রামবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। হে মহারাজ! দ্রোণ, ভীষ্ম ও সূতপুত্র নিপাতিত হইলেও ঐ সময় আপনার পুত্রগণের অন্তঃকরণে এই বলবতী আশার সঞ্চার হইয়াছিল যে, মদ্ররাজ শল্য অনায়াসে পাণ্ডবদিগকে সমরে পরাজিত করিবেন। মহারাজ দুর্য্যোধন ঐ আশায় আশ্বাসিত হইয়া মদ্ররাজ শল্যকে আশ্রয় করত আপনারে সনাথ বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

হে মহারাজ! সূতপুত্র নিহত হওয়াতে পাণ্ডবগণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলে উহা শ্রবণে আপনার পুত্রগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইয়াছিল; এক্ষণে মদ্ররাজ তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া অতি সমৃদ্ধ সর্ব্বতোভদ্র ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন এবং স্বয়ং এক সুসজ্জিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক ভারসহ বেগশালী শরাসনে অনবরত টঙ্কার প্রদান করত পাণ্ডবগণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সারথি রথারূঢ় হইয়া রথের অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিল। প্রবল প্রতাপশালী বর্ম্মধারী মদ্ররাজ আপনার আত্মজগণের ভয় অপনোদন পূর্ব্বক মদ্রদেশীয় বীরবর্গ ও নিতান্ত দুর্জ্জয় কর্ণাত্মজগণের সহিত ব্যূহের মুখে অবস্থান করিলেন। কৌরবগণ পরিরক্ষিত মহারাজ দুর্য্যোধন ব্যূহের মধ্যভাগে, ত্রিগর্ত্ত-

গণ পরিবৃত কৃতবর্ম্মা উহার বাম পার্শ্বে, শক ও যবন পরিবেষ্টিত কৃপাচার্য্য দক্ষিণ পার্শ্বে এবং কাম্বোজগণ সমবেত মহাবীর অশ্বত্থামা উহার পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত হইলেন। মহাবীর শকুনি ও কৈতব্য অশ্বসৈন্য পরিবৃত হইয়া বহুল বল সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের অভিমুখে গমন করিলেন।

হে মহারাজ ! তখন পাণ্ডবগণও ব্যূহ রচনা করত তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া আপনার সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি মহারথ শল্যের সৈন্যগণের প্রতি দ্রুত বেগে গমন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জিঘাংসা পরবশ হইয়া স্বীয় সৈন্যগণের সহিত মহাবীর শল্যের প্রতি, প্রবল প্রতাপশালী অর্জ্জুন মহাবেগে কৃতবর্ম্মা ও সংশপ্তকগণের প্রতি, মহাবীর বৃকোদর ও সোমকগণ শত্রুগণের বিনাশ সাধন বাসনায় কৃপাচার্য্যের প্রতি এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব সসৈন্যে মহারথ শকুনি ও উলূকের প্রতি ধাবমান হইলেন। এইরূপে পাণ্ডবগণ কৌরবগণকে আক্রমণ করিতে সমুদ্যত হইলে কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য মহারথ বিবিধ আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে দ্রুতবেগে তাঁহাদিগের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের নিধনানন্তর অল্পাবশিষ্ট কৌরব ও ক্রোধাবিষ্টচিত্ত মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণের কি পরিমাণে সৈন্য অবশিষ্ট ছিল ?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! যেরূপে আমাদিগের সহিত পাণ্ডবগণের যুদ্ধ হইল এবং যে পরিমাণে সৈন্য অবশিষ্ট

ছিল, তাহা সমস্তই নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কৌরব সৈন্য মধ্যে একাদশ সহস্র রথ, দশ সহস্র সাত শত হস্তী, দুই লক্ষ অশ্ব ও তিন কোটি পদাতি এবং পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে ছয় সহস্র রথ, ছয় সহস্র হস্তী, দশ সহস্র অশ্ব ও এক কোটি পদাতিমাত্র অবশিষ্ট ছিল। আপনার সেই সমুদায় সৈন্য মদ্রাধিপতির আদেশানুসারে রীতিমত বিভক্ত হইয়া জয় লাভার্থ ক্রোধভরে পাণ্ডবগণের প্রতি গমন করিল। তখন জয়োল্লাসিত যশস্বী মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণও কৌরব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই প্রভাত সময়ে কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর বধার্থী হইয়া ধাবমান হইলে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ সমুপস্থিত হইল।

নবম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে উভয় পক্ষে দেবাসুর সংগ্রাম তুল্য ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সহস্র সহস্র পরাক্রান্ত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি পরস্পর মিলিত হইতে লাগিল। ধাবমান ভীষণাকার মাতঙ্গগণের বৃংহিতধ্বনি বর্ষাকালীন জলদপটলের গভীর গর্জ্জনের ন্যায় শ্রুতিগোচর হইল। কোন কোন রথী ধাবমান মদোন্মত্ত কুঞ্জরগণের আঘাতে রথের সহিত ভূতলে নিপতিত হইয়া বেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অশ্ব সকল ও পাদরক্ষকগণ সুশিক্ষিত রথিগণের শরাঘাতে পরলোক প্রস্থান করিল। সুশিক্ষিত অশ্বারোহিগণ মহারথগণকে পরিবেষ্টন করিয়া প্রাস, শক্তি ও ঋষ্টির আঘাত করত ভ্রমণ করিতে লাগিল। ধনুর্দ্ধারী বীর সকল সমবেত

হইয়া মহারথগণকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক এক এক জনকে শমনভবনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মহারথগণ ধাবমান মাতঙ্গকে পরিবেষ্টন করিয়া বিনাশ করিলেন। কুঞ্জরগণও ক্রোধাবিষ্ট অসংখ্য শরবর্ষী রথিবরকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বিনাশ করিতে লাগিল। হস্ত্যারোহী হস্ত্যারোহীরে ও রথী রথীরে আক্রমণ পূর্ব্বক শক্তি, তোমর ও নারাচ দ্বারা নিহত করিতে আরম্ভ করিল। হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় পদাতি-গণকে বিমর্দ্দিত করাতে সমরস্থল অতি সমাকুল হইয়া উঠিল। চামর বিরাজিত অশ্বগণ হিমালয়প্রস্থস্থিত হংস সমুদায়ের ন্যায় ধাবমান হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন উহারা বসুন্ধরা গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। বসুমতী সেই সকল অশ্বগণের পদাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া নখচিহ্নাঙ্কিত কামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল এবং নির্ঘাত শব্দের ন্যায় অশ্বগণের খুরশব্দ, রথনেমির ঘর্ঘর নির্ঘোষ, পদাতিগণের কোলাহল, গজগণের বৃংহিত ধ্বনি, শঙ্খের নিস্বন ও বাদিত্র সমুদায়ের বিবিধ শব্দে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঐ সময় শরাসনের ভীষণ টঙ্কার এবং দেদীপ্যমান খড়্গ ও কবচের প্রভাপ্রভাবে আর কিছুই বিদিত হইল না। করিশুণ্ডাকার ছিন্ন বাহু সকল মহাবেগে কখন উদ্বেষ্টন ও কখন বিচেষ্টন করিতে লাগিল। পরিপক্ক তালফল পতিত হইলে যে রূপ শব্দ হয়, বীরগণের মস্তক পতনেও সেই রূপ শব্দ হইতে আরম্ভ হইল। উদ্বৃত্তনেত্র মস্তক সকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত থাকাতে সমরভূমি বিকশিত পুণ্ডরীক সমূহে সমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কেয়ূর সমলঙ্কৃত চন্দনচর্চ্চিত বাহু

সকল শক্রধ্বজের ন্যায় বসুধাতলে শোভমান হইল। সমরাঙ্গন নরেন্দ্রগণের করিশুণ্ডোপম নিকৃত্ত উরুদণ্ড সমুদায়ে আকীর্ণ হইয়া গেল এবং শত শত কবন্ধে সঙ্কীর্ণ ও রাশি রাশি ছত্র চামরে সঙ্কুল হইয়া কুসুম সমূহ সুশোভিত কাননের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যোধগণ শোণিতলিপ্ত কলেবরে ও নির্ভয়ে বিচরণ করত পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ শর তোমর নিপীড়িত হইয়া বায়ু সঞ্চালিত জলদজালের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন ও বেগে প্রধাবিত এবং প্রলয়কালীন কুলিশবিদলিত অচলের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। সাদিগণের সহিত নিপতিত অশ্বগণের পর্ব্বতাকার স্তূপ সকল ইতস্তত দৃষ্ট হইতে লাগিল। ঐ সময় শূরগণের হর্ষজনন ও ভীরু জনের ভয়বর্দ্ধন শোণিততরঙ্গিণী সমরাঙ্গনে প্রবাহিত হইল। রুধির উহার সলিল; রথ সমুদায় আবর্ত্ত; ধ্বজ, পতাকা সকল বৃক্ষ ও অস্থিনিচয় কর্কর; বাহু সমূহ নক্র; শরাসন সকল স্রোত; হস্তী সমুদায় শৈল; অশ্ব সকল উপল; মেদ ও মজ্জা কর্দ্দম; ছত্র সমুদায় হংস; গদাসমূহ ভেলা ও চক্র সমুদায় চক্রবাকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। উহা কবচ, উষ্ণীষ, ত্রিবেণু ও দণ্ড দ্বারা সমাকীর্ণ হইল। পরিঘাকার ভুজদণ্ড সম্পন্ন বীরগণ বাহনরূপ নৌকা দ্বারা সেই যমলোকাভিমুখে প্রবহমান ভয়ঙ্কর শোণিতনদী উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে সেই চতুরঙ্গ বল ক্ষয়কর দেবাসুর সংগ্রাম সদৃশ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ প্রবর্ত্তিত হইলে কোন কোন বীর ভয়ে বান্ধবগণকে আহ্বান করাতে বান্ধবেরা তাঁহাদিগকে

ভয়ার্ত্ত দেখিয়া চীৎকার করত নিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় ও ভীমসেন স্বীয় বল বীর্য্যে বিপক্ষগণকে বিমোহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন যোষিদ্গণ যেমন মদভরে জ্ঞান শূন্য হয়, তদ্রূপ সেই কৌরব পক্ষীয় সেনাগণ অর্জ্জুন ও ভীমসেন কর্ত্তৃক নিহন্যমান হইয়া হতজ্ঞান হইতে লাগিল।

এই রূপে মহাবীর বৃকোদর ও অর্জ্জুন বিপক্ষ সৈন্যগণকে বিমোহিত করিয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিবামাত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমভিব্যাহারে লইয়া মদ্রাধিপতি শল্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! বীরগণ শল্যের সম্মুখে সমাগত ও বিভক্ত হইয়া যে রূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, তদ্দর্শনে আমরা সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। অনন্তর শিক্ষিতাস্ত্র যুদ্ধদুর্ম্মদ মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব জিগীষাপরবশ হইয়া সত্বরে আপনার সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। সৈন্যগণ পাণ্ডবগণের শর প্রহারে ছিন্ন ভিন্ন ও যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া আপনার পুত্রগণের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে যোদ্ধারা সকলে হাহাকার শব্দ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবেরাও মুক্ত কণ্ঠে রণস্থলে অবস্থান কর বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। জয়াভিলাষী ক্ষত্রিয়গণ বারংবার কৌরব সৈন্যগণকে স্থির করিবার চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহাদের সমক্ষেই সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অনেক যোদ্ধা প্রিয়তম পুত্র, ভ্রাতা, মাতুল, পিতামহ, ভাগিনেয়,

সম্বন্ধী ও অন্যান্য বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়া আত্ম রক্ষার নিমিত্ত অশ্ব ও হস্তী দিগকে দ্রুতবেগে সঞ্চালন করত চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

দশম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় প্রবল প্রতাপশালী মদ্রাধিপতি শল্য কৌরব সৈন্যগণকে পলায়মান অবলোকন করিয়া সারথিরে কহিলেন, হে সূত! যে স্থানে শ্বেত ছত্রধারী পাণ্ডবতনয় যুধিষ্ঠির অবস্থান করিতেছে, আমার মনোমারুতগামী অশ্বগণকে সঞ্চালন পূর্ব্বক সত্বরে আমারে ঐ স্থানে লইয়া চল। আমি অচিরাৎ তোমারে স্বীয় ভুজবল প্রদর্শন করিব। সমরাঙ্গনে পাণ্ডবগণ কখনই আমার অগ্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না। তখন মদ্ররাজের সারথি তাঁহার আদেশানুসারে সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট রথ সঞ্চালন করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর শল্য বেলা যেমন উদ্ধৃত সাগরের মহাবেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ একাকীই সেই সহসা সমাগত পাণ্ডব সৈন্যগণের বেগ নিবারণ করিলেন। তখন অচল সমাগমে সিন্ধুবেগ যেমন প্রতিহত হয়, তদ্রূপ শল্য সমাগমে পাণ্ডব সৈন্যগণের গতি রোধ হইল। কৌরবগণ মদ্ররাজকে সমরসাগরে অবতীর্ণ অবলোকন করিয়া যথাক্রমে সমরে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন উভয় পক্ষে শোণিতবর্ষী ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবীর নকুল কর্ণপুত্র চিত্রসেনের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তখন সেই বিচিত্র কার্ম্মুকধারী বীরদ্বয় দক্ষিণ ও উত্তর দিক্স্থিত বারিবর্ষী মেঘদ্বয়ের ন্যায়

পরস্পরের উপর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহাদের উভয়ের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ লক্ষিত হইল না। দুই মহাবীরই অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ও রথচর্য্যা বিশারদ। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের ছিদ্রান্বেষী ও বধ সাধনে যত্নবান্ হইয়া তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবীর চিত্রসেন সুনিশিত ভল্লে নকুলের শরাসনের মুষ্টিদেশ ছেদন পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরে অশ্বগণকে নিহত এবং তিন তিন শরে ধ্বজ ও সারথিরে নিপাতিত করিয়া তাঁহার ললাটে স্বর্ণপুঙ্খ তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর নকুল শত্রুনিক্ষিপ্ত শরত্রয়ে ললাটদেশে বিদ্ধ হইয়া ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে করে করবারি ধারণ পূর্ব্বক কেশরী যেমন পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অবতীর্ণ হয়, তদ্রূপ রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। মহাবীর চিত্রসেনও নকুলকে পাদচারে সমাগত সন্দর্শন করিয়া অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন বিচিত্র যোদ্ধা অদ্ভুত পরাক্রমশালী মহাবীর নকুল চর্ম্ম দ্বারা সেই শরনিকর নিবারণ করত সমস্ত সৈন্য সমক্ষে চিত্রসেনের রথোপরি আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার মুকুট কুণ্ডলভূষিত, বিস্তীর্ণ নয়নযুক্ত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দিবাকরপ্রভ মহাবীর চিত্রসেন নকুলের খড়্গাঘাতে ছিন্নমস্তক হইয়া রথোপরি নিপতিত হইলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ চিত্রসেনকে গতাসু নিরীক্ষণ করিয়া নকুলকে সাধুবাদ প্রদান ও সিংনাদ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে কর্ণের পুত্র মহারথ সুষেণ ও সত্যসেন স্বীয় ভ্রাতারে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া বিবিধ শর

পরিত্যাগ করত নিবিড় অরণ্য মধ্যে ব্যাঘ্রদ্বয় যেমন কুঞ্জরের বিনাশ বাসনায় ধাবমান হয়, তদ্রূপ নকুলের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং মেঘদ্বয় যেমন সলিলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ মাদ্রীতনয়ের উপর অনবরত শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত নকুল সর্ব্বাঙ্গে শরবিদ্ধ হইয়া হৃষ্ট চিত্তে রথারোহণ পূর্ব্বক পুনরায় শরাসন ধারণ করিয়া ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণপুত্রদ্বয় সন্নতপর্ব্ব সায়কনিকরে নকুলের রথ খণ্ড খণ্ড করিতে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর নকুল ঈষৎ হাস্য করিয়া চারি নিশিত বাণে সত্যসেনের চারি অশ্ব নিপাতিত ও স্বর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত নারাচে তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর সত্যসেন অন্য এক রথে আরোহণ ও অপর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সুষেণ সমভিব্যাহারে নকুলের প্রতি ধাবমান হইলেন। প্রবল প্রতাপশালী মাদ্রীতনয় তদ্দর্শনে অসম্ভ্রান্ত চিত্তে দুই দুই শরে সেই বীরদ্বয়কে বিদ্ধ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর সুষেণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হাস্যমুখে ক্ষুরপ্রাস্ত্রে নকুলের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবল মাদ্রীতনয় ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক পাঁচ শরে সুষেণকে বিদ্ধ করিয়া এক শরে তাঁহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিলেন এবং বল প্রকাশ পূর্ব্বক সত্যসেনের কার্ম্মুক ও হস্তাবাপ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর সত্যসেন ভারসহ অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া

শরনিকরে নকুলকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর মাদ্রীতনয় সেই সত্যসেন নিক্ষিপ্ত শর সমুদায় নিবারণ করিয়া দুই দুই বাণে তাঁহারে ও তাঁহার ভ্রাতা সুষেণকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণতনয়দ্বয় তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সরলগামী শরজালে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া শাণিত শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্ষিপ্রহস্ত প্রবল প্রতাপশালী সত্যসেন দুই শরে নকুলের রথেষা ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর নকুল সুবর্ণদণ্ড সমলঙ্কৃত অকুণ্ঠিতাগ্র তৈলধৌত সুনির্ম্মল লেলিহান মহাবিষ নাগকন্যা সদৃশ অতিভীষণ এক রথশক্তি গ্রহণ ও পরামর্ষণ পূর্ব্বক সত্যসেনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ভীষণ শক্তি মাদ্রীতনয়ের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র সত্যসেনের হৃদয়দেশ শতধা বিভিন্ন করিয়া ফেলিল। মহাবীর কর্ণনন্দন সেই আঘাতেই গতসত্ব ও অচেতন হইয়া রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন।

মহাবল সুষেণ স্বীয় ভ্রাতা সত্যসেনকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে নকুলের প্রতি অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং চারি শরে তাঁহার চারি অশ্ব, পাঁচ শরে ধ্বজ ও তিন শরে সারথিরে ছেদন করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় দ্রৌপদীতনয় সুতসোম স্বীয় পিতা নকুলকে রথহীন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহারে রক্ষা করিবার মানসে দ্রুতবেগে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন মহাবীর নকুল সুতসোমের রথে আরোহণ পূর্ব্বক গিরিশিখরস্থ কেশরীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে অন্য এক শরাসন গ্রহণ করিয়া

সুষেণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সেই দুই মহারথ পরস্পরের প্রতি শর বর্ষণ পূর্ব্বক পরস্পরের বধ সাধনে যত্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর সুষেণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তিন শরে নকুলকে এবং বিংশতি শরে সুতসোমের বাহুযুগল ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর মাদ্রীতনয় তদ্দর্শনে রোষপরবশ হইয়া শরনিকরে সুষেণের চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং সত্বরে এক সুতীক্ষ্ণাগ্র অর্দ্ধচন্দ্র বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে নিক্ষেপ করিয়া সৈন্যগণ সমক্ষে কর্ণপুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। মহাবীর কর্ণাত্মজ সুষেণ নকুলশরে নিহত হইয়া নদীবেগভগ্ন তীরস্থ জীর্ণ বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন।

তখন কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ কর্ণাত্মজ সুষেণের বধ ও নকুলের বিক্রম নিরীক্ষণ করিয়া ভীত মনে দশ দিকে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে সেনাপতি শল্য তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া নির্ভয়ে রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ মদ্রাধিপতি শল্যের প্রভাবে সুরক্ষিত হইয়া বারংবার সিংহনাদ ও শরাসনধ্বনি করত প্রফুল্ল মনে বিপক্ষগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অনেকে সেনাপতি শল্যকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিবার অভিলাষে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন ও মাদ্রীকুমারদ্বয় লজ্জাশীল রাজা যুধিষ্ঠিরকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বারংবার সিংহনাদ ও বাণশব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন উভয় পক্ষীয় বীরগণের ভীরু জনভয়াবহ যমরাষ্ট্র

বিবর্দ্ধন দেবাসুর সংগ্রাম সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কপিকেতন ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণকে সংহার করিয়া কৌরব সৈন্যদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডবেরাও ধৃষ্টদ্যুম্ন সমভিব্যাহারে নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করত বিপক্ষ সৈন্যগণের প্রতি দ্রুত বেগে গমন করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব সৈন্যগণ পাণ্ডবদিগের শরে সমাহত হইয়া বিমোহিত হইল। তৎকালে তাহাদিগের কিছুমাত্র দিগ্বিদিক্ জ্ঞান রহিল না। তখন মহারথ পাণ্ডবেরা তাহাদিগকে শর-নিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া বহুসংখ্য বীরগণকে নিহত করিলেন। এদিকে আপনার আত্মজগণও বহুসংখ্য পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ নিহন্যমান ও সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া বর্ষাকালীন নদীদ্বয়ের ন্যায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইল।

একাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই প্রাতঃকালে নানাস্ত্র সমাকীর্ণ চতুরঙ্গ বলসমাকুল যমরাজ্য বিবর্দ্ধন ভীরু জনের ভয়-জনক বীরগণের হর্ষবর্দ্ধন ঘোরতর সংগ্রামস্থলে উভয় পক্ষীয় বীরগণ পরস্পরের বধ সাধনে সমুদ্যত হইয়া নিশিত শর-নিকরে পরস্পরকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলে সৈন্যগণ নিতান্ত শ্রান্ত ও ইতস্তত ধাবমান হইল; কুঞ্জর সকল চীৎ-কার করিতে লাগিল এবং কোলাহল প্রবৃত্ত পদাতি সৈন্যমধ্যে অশ্বগণ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। ঐ সময় লব্ধলক্ষ্য পাণ্ডব

পক্ষীয় বীরগণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রবল পরাক্রমশালী পাণ্ডবগণের প্রভাবে সেই অসংখ্য কৌরব সেনা অনলসমাকুল কুরঙ্গীর ন্যায় নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। মহাবীর শল্য তাহাদিগকে পঙ্কনিমগ্ন গাভীর ন্যায় নিতান্ত অবসন্ন অবলোকন করিয়া তাহাদিগের উদ্ধারার্থ উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে পাণ্ডব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণও নিশিত শরনিকরে মদ্ররাজকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারথ শল্য বিপক্ষগণের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমক্ষেই শাণিত শরনিকর দ্বারা তাঁহার সৈণ্যগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় সমরাঙ্গনে বিবিধ দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল। বসুন্ধরা শব্দায়মান হইয়া ভূধরগণের সহিত কম্পিত হইতে লাগিল। দণ্ড ও শূল সমুদায়ের সহিত উল্কা সকল সূর্য্যমণ্ডল তিরোহিত করিয়া আকাশ হইতে ভূতলে নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। অসংখ্য মৃগ, মহিষ ও পক্ষিগণ কৌরব সেনার বাম পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিল এবং শুক্র, মঙ্গল ও বুধগ্রহ পাণ্ডবগণের পশ্চাৎভাগে ও অন্যান্য নরপতিগণের সম্মুখে সমবস্থিত হইলেন। অস্ত্র সমূহের অগ্রভাগ হইতে দৃষ্টিপ্রতিঘাতিনী প্রভা বিনির্গত হইতে লাগিল এবং কাক ও উলূক সকল বীরগণের মস্তকে ও রথধ্বজে উপবেশন করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কৌরবগণ সমস্তসৈন্য সমভিব্যাহারে পাণ্ডব সৈন্যের প্রতি

ধাবমান হইলেন। তখন মদ্ররাজ শল্য সলিলবর্ষী সহস্র-লোচনের ন্যায় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ভীমসেন, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে সুবর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত দশ দশ শরে বিদ্ধ করিয়া শরনিকরে সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সহস্র সহস্র সোমক ও প্রভদ্রক মদ্ররাজের শরজালে সমাহত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিল। মহাবীর শল্যের শরনিকর ভ্রমরাবলি, শলভশ্রেণী ও জলদনির্গত বজ্রের ন্যায় অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি মদ্ররাজের শরাঘাতে ইতস্তত ভ্রমণ ও আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করত ভূতলে নিপতিত হইল। তখন কালপ্রেরিত অন্তক সদৃশ মদ্ররাজ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুরুষকার প্রকাশ করিবার মানসে মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করত শরজালে শত্রুগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

এইরূপে পাণ্ডব সৈন্য সমুদায় শল্য কর্ত্তৃক নিহন্যমান হইয়া আত্মরক্ষার্থে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইল। তখন মহাবীর মদ্রাধিপতি ক্ষিপ্রহস্তে শরজাল বর্ষণ করত ধর্ম্মরাজকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহারাজ ধর্ম্মরাজ মদ্ররাজকে পদাতি ও অশ্বসৈন্যের সহিত ধাবমান দেখিয়া মাতঙ্গকে যেমন অঙ্কুশ দ্বারা নিবারণ করে, তদ্রূপ নিশিত শরনিকরে তাঁহারে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত মদ্ররাজ তাঁহার প্রতি এক আশীবিষোপম নিতান্ত ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন। শল্যনিক্ষিপ্ত সায়ক ধর্ম্মরাজের দেহ ভেদ করিয়া মহাবেগে ভূতলে নিপতিত হইল।

তখন মহাবীর বৃকোদর সাত, সহদেব পাঁচ ও নকুল দশ শরে মদ্ররাজকে বিদ্ধ করিলেন এবং দ্রৌপদীতনয়গণ জলদজাল যেমন মহীধরের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর কৃতবর্ম্মা ও কৃপ মদ্ররাজকে পাণ্ডবগণের শরজালে ক্ষতবিক্ষত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত উলূক, শকুনি, অশ্বত্থামা ও আপনার পুত্ত্রগণ মদ্ররাজের সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা তিন শরে রোষোদ্ধত ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহারে নিবারিত ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর শকুনি দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্ত্রের প্রতি এবং অশ্বত্থামা নকুল ও সহদেবের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ দুর্য্যোধনও অর্জ্জুনের অভিমুখীন হইয়া তাঁহাদের উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে বিপক্ষগণের সহিত কৌরবদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। মহাবীর কৃতবর্ম্মা ভীমসেনের ঋক্ষবর্ণ অশ্ব সকল বিনাশ করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর দণ্ডধারী কৃতান্তের ন্যায় গদা হস্তে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় মহারাজ মদ্ররাজ সহদেবের অশ্ব সকল বিনাশ করিলেন। মহাবীর সহদেবও ক্রুদ্ধ হইয়া অসি দ্বারা শল্যপুত্ত্রের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা কৃপাচার্য্য অসম্ভ্রান্ত চিত্তে নির্ভীক ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত পুনরায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। আচার্য্যতনয়

অশ্বত্থামা অম্লান মুখে দ্রৌপদীতনয়গণকে দশ দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেনের রথে নূতন অশ্ব সমুদায় সংযোজিত হইয়াছিল। মহাবীর অশ্বত্থামা অবিলম্বে উহাদিগকেও নিপাতিত করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুপুত্র বৃকোদর পুনরায় হতাশ্ব হইয়া অবিলম্বে রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক দণ্ডধারী ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় গদা গ্রহণ করিয়া কৃতবর্ম্মার রথ ও অশ্ব সকল চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। কৃতবর্ম্মা সত্বরে সেই ভগ্ন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পলায়ন করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর শল্যও কোপাবিষ্ট হইয়া পুনরায় নিশিত শরনিকরে সোমক ও পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করত যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া অধর দংশন করত শল্যের বিনাশ বাসনায় স্বীয় সুবিখ্যাত লৌহময় গদা সমুদ্যত করিলেন। ঐ গদা অশ্ব, গজ ও মনুষ্যগণের প্রাণ সংহারকারী, সুবর্ণপট্টে সমলঙ্কৃত, গিরিশৃঙ্গ বিদারণক্ষম, শতঘণ্টাযুক্ত, বসা, মেদ ও রুধিরে চর্চ্চিত, রিপুসৈন্যের ভয়বর্দ্ধন, স্ব সৈন্যের হর্ষজনক, কামিনীর ন্যায় অগুরু ও চন্দন চর্চ্চিত এবং যমদণ্ডের ন্যায়, কালরাত্রির ন্যায়, প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায়, উগ্র ভুজঙ্গীর ন্যায়, ইন্দ্র নির্ম্মুক্ত অশনির ন্যায়, যমের জিহ্বার ন্যায় নিতান্ত ভীষণ; মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ঐ গদা গ্রহণ করিয়া কৈলাস ভবনে মহেশ্বরের সখা ক্রুদ্ধ অলকাধিপ কুবেরকে আহ্বান এবং দ্রৌপদীর প্রিয়-কার্য্য সাধনার্থ সৌগন্ধিক গ্রহণাভিলাষে গন্ধমাদনে গর্ব্বিত গুহ্যকগণকে সংহার করিয়া

ছিলেন। এক্ষণে তিনি সেই বিবিধ মণিরত্নখচিত ভীষণ গদা উদ্যত করিয়া মদ্ররাজ শল্যকে আহ্বান করত তাঁহার অভিমুখীন হইয়া অবিলম্বে তাঁহার বেগবান্ অশ্বচতুষ্টয়কে সংহার করিলেন। মদ্রাধিপতি তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনের বিশাল বক্ষস্থলে তোমর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। শল্যনিক্ষিপ্ত তোমর ভীমসেনের বর্ম্ম ভেদ করিয়া বক্ষস্থলে বিদ্ধ হইল। মহাবীর বৃকোদর তোমরাঘাতে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া অশঙ্কিত চিত্তে স্বীয় দেহ হইতে সেই তোমর উত্তোলন পূর্ব্বক শল্যসারথির হৃদয় ভেদ করিলেন। সারথি তোমরাঘাতে মর্ম্মপীড়িত হইয়া রুধির বমন করত নিপতিত হইল। তখন মদ্ররাজ ভীমসেনের পরাক্রম দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক গদা হস্তে বৃকোদরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ ভীমসেনের ভয়ঙ্কর কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে তাঁহারে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর শল্য সারথির বিনাশ দর্শনে সত্বরে লৌহময় গদা গ্রহণ পূর্ব্বক অচলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন তাঁহারে প্রদীপ্ত কালাগ্নির ন্যায়, পাশধারী কৃতান্তের ন্যায়, সশৃঙ্গ কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায়, বজ্রপাণি বাসবের ন্যায়, শূলহস্ত মহাদেবের ন্যায় এবং বনমধ্যস্থিত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শল্যকে অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া স্বীয় ভীষণ গদা সমুদ্যত করত মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে

বীরজনের হর্ষবর্দ্ধন অসংখ্য শঙ্খনিস্বন, তূর্য্যধ্বনি ও সিংহ-নাদ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষীয় যোধগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে সেই বীরদ্বয়ের বিক্রম দর্শন করত তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, মহাবীর মদ্রাধিপতি শল্য ও যদুনন্দন বলরাম ভিন্ন আর কেহই বৃকোদরের বেগ ধারণ করিতে সমর্থ নহেন। আর মহাবীর বৃকোদর ব্যতীতও অন্য কোন যোদ্ধাই মদ্রাধিপতির গদাবেগ নিবারণ করিতে পারেন না।

হে মহারাজ! অনন্তর সেই বীরদ্বয় গদাপাণি হইয়া বৃষভদ্বয়ের ন্যায় গর্জ্জন করত মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই তুল্যরূপে মণ্ডলাকার গতি প্রদ-র্শন ও গদা সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলেন। মদ্রাধিপতির অগ্নিজ্বালা সদৃশ বিচিত্র স্থবর্ণপট্ট পরিবেষ্টিত গদা দর্শনে সকলেরই মনে ভয় সঞ্চার হইল। মহাবীর ভীমসেনের গদাও জলদবিরাজিত চপলার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর মদ্ররাজ ভীমসেনের গদার উপরে গদাঘাত করিলে ভীমের গদা হইতে অগ্নিকণা নির্গত হইল। ভীমের গদাঘাতেও শল্যের গদা হইতে অঙ্গারবৃষ্টি হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। তখন কুঞ্জরদ্বয় যেমন দন্তে দন্তে ও বৃষদ্বয় যেমন শৃঙ্গে শৃঙ্গে যুদ্ধ করে, তদ্রূপ সেই মহাবীরদ্বয় ভীষণ গদাদ্বয় দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করত ক্ষণকাল মধ্যে রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুকদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর শল্য ভীমসেনের দক্ষিণ ও বাম-পার্শ্বে গদা প্রহার করিলে বৃকোদর কিছুমাত্র বিচলিত হই-

লেন না। মদ্রাধিপতিও ভীমসেনের গদা প্রহারে বারংবার নিপীড়িত হইয়াও গজনির্ভিন্ন মহাগিরির ন্যায় কিছুমাত্র ক্লেশানুভব করিলেন না। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে বজ্রনিস্বনের ন্যায় অতি ভীষণ গদানিপাতশব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর সেই মহাবল পরাক্রান্ত অমানুষকর্ম্মা বীরদ্বয় ক্ষণকাল যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় গদা উদ্যত করত মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ে পরস্পরের বধ সাধনার্থ অষ্টপদমাত্র অগ্রসর ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মণ্ডলাকারে বিচরণ করত স্ব স্ব শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ভূমিকম্পকালে অচলদ্বয় যেমন শৃঙ্গ দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে, তদ্রূপ সেই ঘোরতর গদা দ্বারা পরস্পরকে আঘাত আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পর গদা প্রহারে উভয়েই ক্ষতবিক্ষত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়া এক কালে ইন্দ্রধ্বজ দ্বয়ের ন্যায় ভূতলে নিপতিত ও বিমোহিত হইলেন। তদ্দর্শনে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণই হাহাকার করিতে লাগিল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত কৃপাচার্য্য মদ্রাধিপতিরে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া সমরাঙ্গন হইতে অপসৃত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন মত্তের ন্যায় নিমিষ মধ্যে পুনরায় উত্থিত হইয়া গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মদ্রাধিপতিরে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর আপনার পক্ষীয় বীরগণ বিবিধ শস্ত্র উদ্যত ও নানা প্রকার বাদ্য বাদিত করিয়া পাণ্ডব সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ ভুজদণ্ড ও অস্ত্র শস্ত্র সমুচ্ছ্রিত করিয়া তুমুল কোলাহল সহকারে পাণ্ডব-

গণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবেরাও বিপক্ষগণকে নিরীক্ষণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন পাণ্ডব সৈন্যগণকে আগমন করিতে দেখিয়া প্রাস দ্বারা চেকিতানের হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর চেকিতান দুর্য্যোধন নিক্ষিপ্ত প্রাসের আঘাতে একান্ত তাড়িত ও রুধিরে অভিষিক্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথমধ্যে নিপতিত হইলেন। পাণ্ডবগণ চেকিতানকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্ব সমক্ষে কৌরব সৈন্যগণমধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও মহাবল পরাক্রান্ত সুবলনন্দন শকুনি, ইহাঁরা মদ্ররাজ শল্যকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন ভুজবীর্য্য সম্পন্ন দ্রোণনিহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তিন সহস্র রথী রাজা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে অশ্বত্থামারে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বিজয় লাভাভিলাষে প্রাণপণে ধনঞ্জয়ের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এই রূপে উভয় পক্ষে পরস্পর বধাভিলাষী বীরগণের প্রীতিবর্দ্ধন ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ঐ সময় বায়ুসহযোগে ধূলিপটল উড্ডীন হইয়া সমরাঙ্গন সমাচ্ছাদিত করিল। তৎকালে আমরা বীরগণের নাম শ্রবণ করিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে, যোদ্ধারা নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই ধূলিজাল রুধির প্রবাহে প্রশমিত হওয়াতে দিঙ্মণ্ডল সুনির্ম্মল হইল।

এইরূপে সেই ভীরু জনভয়াবহ ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে উভয় পক্ষের কোন বীরই সমরপরাঙ্মুখ হইলেন না। তাঁহারা স্ব স্ব প্রভুর ঋণ পরিশোধ, জয়লাভ ও স্বর্গলাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারথগণ স্পৰ্দ্ধা সহকারে বিবিধ শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে উভয় পক্ষীয় বল-মধ্যেই বিনাশ কর, বিদ্ধ কর, আক্রমণ কর, প্রহার কর ও ছেদন কর, কেবল এই সকল বাক্য শ্রবণগোচর হইতে লাগিল।

ঐ সময় মহাবীর শল্য ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বিনাশ বাসনায় তাঁহারে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারাজ ধৰ্ম্মরাজ শল্যের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অবলীলাক্রমে তাঁহার মৰ্ম্মস্থলে চতুর্দ্দশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাযশস্বী মদ্রাধিপতি যুধিষ্ঠিরের বিনাশ বাসনায় ক্রোধভরে তাঁহার উপর কঙ্কপত্র ভূষিত অসংখ্য শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সমস্ত সৈন্য সমক্ষে পুনরায় তাঁহার বক্ষস্থলে এক আনতপৰ্ব্ব শর প্রহার করিলেন। মহাযশস্বী ধৰ্ম্মরাজ শল্যের শরাঘাতে মহাক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারে কঙ্কপত্র ভূষিত শরনিকরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথিরে নয় এবং চক্ররক্ষক চন্দ্রসেনকে সপ্ততি ও দ্রুমসেনকে চতুঃষষ্টি শরে বিনাশ করিলেন। এইরূপে চক্ররক্ষকদ্বয় নিহত হইলে মদ্রাধিপতি শল্য ক্রোধভরে চেদিদেশীয় পঞ্চ-বিংশতি বীরকে বিনাশ পূর্ব্বক সাত্যকিরে পঞ্চবিংশতি, ভীম-সেনকে সাত এবং যমজ নকুল ও সহদেবকে এক শত শরে বিদ্ধ করিয়া সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর

যুধিষ্ঠির আশীবিষ সদৃশ শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক ভল্লে মদ্রাধিপতির গিরিশৃঙ্গ সদৃশ ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মদ্রাধিপতি শল্য ধ্বজযষ্টি নিপতিত ও জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে সম্মুখে অবস্থিত অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে বারিধারাবর্ষী পর্জ্জন্যের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণের উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেবকে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মদ্রাধিপতির জলদজাল সদৃশ শরজালে ধর্ম্মরাজের বক্ষস্থল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। পরিশেষে মহাবীর শল্য একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে এককালে যুধিষ্ঠিরের দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। ধর্ম্মরাজ শল্যনির্ম্মুক্ত শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পুরন্দর বিদলিত জম্ভাসুরের ন্যায় হতপরাক্রম হইলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাত্মা ধর্ম্মরাজ মদ্ররাজের শরজালে নিপীড়িত হইলে মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব শল্যকে রথ সমুদায়ে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর মদ্ররাজ একাকী অসংখ্য মহারথের শরনিকরে নিপীড়িত হইলে চতুর্দ্দিকে মহান্ সাধুবাদ সমুত্থিত হইল। সিদ্ধগণ আনন্দিত হইলেন ও মহর্ষিগণ মিলিত হইয়া বিস্ময়সূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন মহাবল পরাক্রান্ত শল্যকে প্রথমত এক বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে নিপীড়িত করিলেন। সাত্যকি ধর্ম্মরাজকে মুক্ত করিবার অভিলাষে শল্যকে সাত

বাণে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। নকুল মদ্রবাজকে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন এবং সহদেব তাঁহারে সাত বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় পাঁচ বাণে নিপীড়িত করিলেন।

সমরনিপুণ মহাবীর মদ্ররাজ এইরূপে সেই মহারথগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া ভারসহ ভীষণ শরাসন আকর্ষণ করত পঞ্চবিংশতি শরে সাত্যকিরে, ত্রিসপ্ততি শরে ভীমসেনকে ও সাত বাণে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা ধনুর্দ্ধর সহদেবের সশর শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ত্রিসপ্ততি শরে তাঁহারে নিপীড়িত করিলেন। তখন মহাবীর সহদেব সত্বরে অন্য শরাসন জ্যাযুক্ত করিয়া মহাতেজা মদ্ররাজের উপর প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায়, ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় পাঁচ বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক আনতপর্ব্ব এক বাণে তাঁহার সারথিরে ও তিন বাণে পুনরায় তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন সপ্ততি, সাত্যকি নয় ও ধর্ম্মরাজ ষষ্টি শরে শল্যের শরীর ভেদ করিলেন।

এইরূপে মহাবীর মদ্ররাজ সেই মহারথগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া গৈরিক ধাতুধারাস্রাবী অচলের ন্যায় শোণিতধারা ক্ষরণ করিতে লাগিলেন এবং পাঁচ পাঁচ বাণে সেই মহাধনুর্দ্ধর বীরগণকে বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। অনন্তর মহারথ শল্য অন্য এক ভল্ল দ্বারা ধর্ম্মরাজের জ্যাসংযুক্ত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারথ যুধিষ্ঠির সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শরনিকরে শল্যকে অশ্ব, সারথি, রথ ও ধ্বজের সহিত সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর মদ্ররাজ যুধিষ্ঠিরের শরজালে সমাকীর্ণ হইয়া অবিলম্বে

সুশাণিত দশ বাণে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি একান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক মদ্রাধিপতিরে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর শল্য ক্ষুরপ্র দ্বারা সত্বরে সাত্যকির শরাসন ছেদন করিয়া ভীমসেন প্রমুখ বীরগণকে তিন তিন বাণে নিপীড়িত করিলেন। তখন সত্যবিক্রম সাত্যকি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি এক সুবর্ণদণ্ড ভীষণ তোমর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন এক প্রজ্বলিত পন্নগ সদৃশ নারাচ, নকুল ভীষণ শক্তি, সহদেব গদা ও ধর্ম্মরাজ শতঘ্নী প্রয়োগ করিয়া মদ্ররাজকে সংহার করিতে সচেষ্ট হইলেন। মহাবীর মদ্ররাজ তদ্দর্শনে অবিলম্বে ভল্ল সমুদায় দ্বারা সাত্যকির তোমর ও ভীমনিক্ষিপ্ত কনকভূষণ নারাচ ছেদন এবং শরনিকরে নকুল পরিত্যক্ত হেমদণ্ড ভূষিত ভীষণ শক্তি ও সহদেব প্রেরিত গদা নিবারণ পূর্ব্বক দুই বাণে যুধিষ্ঠিরের শতঘ্নী ছেদন করিয়া পাণ্ডবগণের সমক্ষে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। শক্রনিসূদন সাত্যকি অরাতি জয়লাভ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক দুই বাণে শল্যকে ও তিন বাণে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মদ্ররাজও অঙ্কুশতাড়িত মহাগজের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দশ বাণে সেই সাত্যকিপ্রমুখ পাঁচ মহাবীরকে বিদ্ধ করিলেন। শক্রসূদন মহারথগণ শল্যশরে নিবারিত হইয়া কোন ক্রমেই সমরে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন শল্যের পরাক্রম অবলোকন করিয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে নিহত বোধ করিলেন।

অনন্তর মহাপ্রতাপশালী মহাবাহু ভীমসেন প্রাণপণে পুনরায় শল্যের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর নকুল, সহদেব ও সাত্যকি ইহাঁরাও মদ্ররাজকে পরিবেষ্টন করিয়া শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। প্রতাপান্বিত শল্য এই-রূপে সেই চারি মহারথ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অনন্য মনে তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ অবসরে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার চক্ররক্ষকের প্রাণ সংহার করি-লেন। মহাবল পরাক্রান্ত শল্য স্বীয় চক্ররক্ষককে নিহত দেখিয়া ক্রোধভরে শরনিকরে যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সৈনিকদিগকে শল্যশরে পরিবৃত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে কি রূপে বাসুদেবের সেই মহাবাক্য সত্য হইবে, কি রূপে ক্রুদ্ধ মদ্ররাজের হস্ত হইতে আমার সৈন্যগণ পরিত্রাণ পাইবে।

হে মহারাজ! অনন্তর পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ অশ্ব, রথ ও নাগ সমূহে পরিবৃত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে শল্যকে নিপী-ড়িত করত তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। তখন মহাবীর মদ্ররাজ পবন যেমন মহামেঘ ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ তাহাদের শস্ত্রজাল নিরাকৃত করিলেন। ঐ সময় আমরা আকাশপথে শলভশ্রেণীর ন্যায়, বিহগাবলির ন্যায় শল্যনিক্ষিপ্ত শরজাল অবলোকন করিতে লাগিলাম। শল্যচাপমুক্ত সুবর্ণভূষণ শরনিকরে গগন-মার্গ পরিব্যাপ্ত ও সমরভূমি তিমিরাবৃত হইলে কি পাণ্ডব পক্ষীয়, কি কৌরব পক্ষীয় কোন ব্যক্তিই আর আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল না। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ মদ্ররাজের

শরজালে পাণ্ডব সৈন্যগণকে বিলোড়িত দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এইরূপে মহাবীর শল্য শরনিকরে পাণ্ডব সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিয়া ধৰ্ম্মরাজকে সায়ক সমাচ্ছন্ন করত বারংবার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ শল্যের শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইতে সমর্থ হইলেন না; কিন্তু ধৰ্ম্মরাজের অগ্রবর্ত্তী ভীমসেন প্রমুখ মহাবীরগণ সমরনিপুণ মহাবল পরাক্রান্ত মদ্ররাজকে পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিলেন না।

চতুৰ্দ্দশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! এ দিকে মহাবীর অৰ্জ্জুন অশ্বত্থামা ও তাঁহার অনুচর ত্রিগর্ত্ত দেশীয় মহারথগণ কর্ত্তৃক শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া তিন বাণে দ্রোণপুত্রকে ও দুই দুই শরে অন্যান্য বীরগণকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের উপর অনবরত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ অবিরত নিক্ষিপ্ত শরজালে কণ্টকিত কলেবর হইয়াও ধনঞ্জয়কে পরিত্যাগ করিলেন না, প্রত্যুত তাঁহারে রথ সমূহে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন অর্জ্জুনের রথ সেই বীরগণের সুবর্ণজালজড়িত শরজালে এককালে সমাচ্ছন্ন হইয়া উল্কাপাত পরিশোভিত ভূতলস্থিত বিমানের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মহারথগণ ধনুৰ্দ্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত কলেবর দেখিয়া একান্ত হৃষ্ট হইলেন। ঐ সময় অৰ্জ্জুনের রথকূবর, রথচক্র, ঈষা, যোক্ত্র, যুগ ও অনুকর্ষ সমুদায়ই শরময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! তৎকালে আপনার পক্ষীয়

বীরগণের সহিত অর্জ্জুনের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, তাদৃশ সংগ্রাম আমরা আর কখন দর্শন বা শ্রবণ করি নাই।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় জলধর যেমন মহীধরের উপর জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ সেই কৌরব সৈন্যগণের প্রতি সন্নতপর্ব্ব শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেনাগণ পার্থ-নামাঙ্কিত শর সমূহে সমাহত হইয়া সমস্তই অর্জ্জুনময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর পার্থ হুতাশনের ন্যায় শরজালে আপনার সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ধনঞ্জয়ের রথমার্গে রাশি রাশি রথচক্র, যুগ, তূণীর, পতাকা, ধ্বজ, ঈষা, অনুকর্ষ, ত্রিবেণু, অক্ষ, যোক্ত্র, প্রতোদ এবং কুণ্ডল সমলঙ্কৃত উষ্ণীষধারী ছিন্ন মস্তক, হস্ত, স্কন্ধ, ছত্র, চামর ও মুকুট নিপতিত হইতে লাগিল। মাংসশোণিতজনিত কর্দ্দমে পার্থের গমনপথ নিতান্ত দুর্গম হইয়া রুদ্রদেবের ক্রীড়াভূমির ন্যায় অতি ভীষণ বেশ ধারণ করিল। এই রূপে মহাবীর ধনঞ্জয় বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক দুই সহস্র রথী সংহার করিয়া ক্রোধে চরাচর বিশ্বদহন ধূমশূন্য দহনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা রণস্থলে অর্জ্জুনের পরাক্রম অবলোকন করিয়া বিচিত্র পতাকা পরিশোভিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সেই মহাধনুর্দ্ধর বীরদ্বয় পরস্পরের সংহারে নিতান্ত অভিলাষী হইয়া পরস্পরের প্রতি গমন করিলেন। তাঁহাদের শরাসন হইতে বর্ষাকালীন মেঘ-নির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় অনবরত শরধারা নিপতিত হইতে লাগিল। অনন্তর বৃষদ্বয় যেমন শৃঙ্গ দ্বারা পরস্পরকে প্রহার

করে, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সেই বীরদ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম বহুক্ষণ সমভাবে হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা সুতীক্ষ্ণ দ্বাদশ শরে অর্জ্জুনকে ও দশ শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় হাস্যমুখে গাণ্ডীব শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক প্রথমত গুরুপুত্রের উপর শর নিক্ষেপ না করিয়া তাঁহার অশ্ব ও সারথিরে বিনষ্ট করিলেন এবং তৎপরে মৃদু ভাবে তাঁহারে বারংবার প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাত্মজ সেই অশ্বশূন্য রথে অবস্থান করিয়াই হাস্যমুখে অর্জ্জুনের প্রতি এক পরিঘাকার মুষল নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর পার্থ সেই হেমপট্ট সমলঙ্কৃত মুষল তাঁহার প্রতি আগমন করিতেছে দেখিয়া অবিলম্বে উহা সাত খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সমরবিশারদ দ্রোণতনয় তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি এক গিরিশিখর সদৃশ ভয়ঙ্কর পরিঘ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন সেই ক্রোধপরতন্ত্র অন্তক সদৃশ পরিঘ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সত্বরে উহা পাঁচ শরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণপুত্রনিক্ষিপ্ত পরিঘ অর্জ্জুনের শরে ছিন্ন হইয়া মহীপালগণের হৃদয় বিলোড়িত করিয়াই যেন ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় তিন ভল্লে অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিলেন। দ্রোণাত্মজ মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়ের শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়াও স্বীয় পুরুষকার প্রকাশ করত অবিচলিত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে তিনি ক্ষত্রিয়গণ সমক্ষে পাঞ্চাল দেশীয় সুরথের প্রতি শর-

নিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহারথ সুরথ মেঘগম্ভীরনির্ঘোষ রথে অবস্থান পূর্ব্বক অশ্বত্থামার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সুদৃঢ় ভারসহ শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার উপর আশীবিষ সদৃশ নিতান্ত ভীষণ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা সুরথকে ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া দণ্ডঘট্টিত উরগের ন্যায় ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন এবং ললাটে ত্রিশিখা ভ্রুকুটী বিস্তার পূর্ব্বক সৃক্কণী লেহন করত তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া এক যমদণ্ডোপম সুতীক্ষ্ণ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাত্মজ নিক্ষিপ্ত নারাচ সুরথের হৃদয় ভেদ করিয়া বজ্রের ন্যায় মহাবেগে ধরণীতলে প্রবেশ করিল। মহারথ সুরথও সেই নারাচে সমাহত হইয়া কুলিশবিদলিত অচলশিখরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন!

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা সত্বরে সুরথের রথে আরোহণ পূর্ব্বক সংশপ্তকগণ সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভগবান্ ভাস্কর গগনমণ্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছিলেন; তৎকালে আমরা মহাবীর অর্জ্জুনকে বহুসংখ্য বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া যাহার পর নাই বিস্মিত হইলাম। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত দৈত্য সৈন্যগণের যে রূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে সেই একমাত্র অর্জ্জুনের সহিত কৌরবগণের তদ্রূপ যমরাষ্ট্র বিবর্দ্ধন অতি ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অসংখ্য

শর ও শক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালীন জলদজাল যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় অনবরত শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধন দ্রোণহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে নিপীড়িত করিলেন। দৃঢ়বিক্রম ধৃষ্টদ্যুম্নও দুর্য্যোধনের উপর সপ্ততি শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহারে নিতান্ত ব্যথিত করিলেন। কুরুরাজের সহোদরগণ তাঁহারে ধৃষ্টদ্যুম্নের শরে নিপীড়িত দেখিয়া অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে দ্রুপদপুত্রকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই মহাবল পরাক্রান্ত মহারথগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়াও পাণিলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক অনায়াসে সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাবীর শিখণ্ডী প্রভদ্রকগণ পরিবৃত মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ তিন মহাবীরের যুদ্ধ অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। তাঁহারা তিন জনেই জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর মদ্ররাজ চারি দিকে শর বর্ষণ পূর্ব্বক সাত্যকি ও বৃকোদর প্রভৃতি পাণ্ডবগণকে নিপীড়িত করিয়া বীর্য্য ও অস্ত্রবলে কৃতান্তের ন্যায় পরাক্রান্ত নকুল ও সহদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কোন বীরই সেই শল্যশরবিদ্ধ পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণের পরিত্রাণে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর মহাত্মা ধর্ম্মরাজ শল্যের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইলে মাদ্রীনন্দন মহাবীর নকুল বেগে ধাবমান হইয়া মাতুল মদ্ররাজকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত

সুবর্ণপুঙ্খ দশ বাণে তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত শল্য নকুলের শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহারে নতপর্ব্ব শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, সাত্যকি ও সহদেব মদ্ররাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। আগমন সময়ে তাঁহাদিগের রথনির্ঘোষে সমুদায় দিক্ বিদিক্ প্রতিধ্বনিত ও মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন অরাতিনিপাতন সেনাপতি শল্য অনায়াসে সেই বীরগণের অভিমুখীন হইয়া যুধিষ্ঠিরকে তিন, ভীমসেনকে পাঁচ, সাত্যকিরে শত ও সহদেবকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা মহাত্মা নকুলের সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারথ মাদ্রীতনয় সত্বরে অন্য চাপ গ্রহণ পূর্ব্বক শরনিকরে শল্যের রথ সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহারে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির দশ, ভীমসেন ষষ্টি ও সাত্যকি নয় বাণে মদ্ররাজকে নিপীড়িত করিলেন। মদ্ররাজ অরাতিগণের শরাঘাতে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রথমত নয় ও পশ্চাৎ সপ্ততি শরে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে তাঁহার চারি অশ্বের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক তাঁহারে শত বাণে বিদ্ধ করিয়া নকুল, সহদেব এবং ভীমসেন ও যুধিষ্ঠিরকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে আমরা সংগ্রামস্থলে মদ্ররাজের অতি অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম। পাণ্ডবগণ একত্র মিলিত হইয়াও তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারিলেন না।

অনন্তর সত্যবিক্রম সাত্যকি পাণ্ডবগণকে শল্যের বশবর্ত্তী ও নিতান্ত নিপীড়িত দেখিয়া অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক

মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ শল্যও সাত্যকিরে আগমন করিতে দেখিয়া মত্ত মাতঙ্গ যেমন অন্য মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। পূর্ব্ব কালে শম্বরাসুর ও অমররাজের যেরূপ ঘোর সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর শল্য ও সাত্যকির তদ্রূপ ঘোরদর্শন তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সত্যবিক্রম সাত্যকি মদ্ররাজকে সমরে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহারে থাক্ থাক্ বলিয়া দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত শল্য মহাত্মা যুযুধানের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহারে বিচিত্রপুঙ্খ নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহা-ধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণ মদ্ররাজকে সাত্যকির সহিত সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া মাতুলের নিধন বাসনায় সত্বরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং আমিষলোলুপ সিংহের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করত মহাবেগে শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহা-দিগের শরজালে ধরণীতল সমাচ্ছন্ন ও দিঙ্মণ্ডল অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পন্ন হইল। আকাশমণ্ডল সেই নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গ সদৃশ শরজালে নিরন্তর সমাবৃত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ঐ সময় শত্রুসূদন মহাবীর শল্য একাকী সেই অসংখ্য বীরের সহিত সংগ্রাম করিয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিলেন। তাঁহার ভুজনির্ম্মুক্ত ভীষণ শরজালে মেদিনী সমাকীর্ণ হইল এবং রথ অসুরঘাতন দেবরাজের রথের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল।

ষোড়শ অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় যুদ্ধদুর্ম্মদ অসংখ্য কৌরব সৈন্য

মদ্ররাজকে অগ্রসর করিয়া মহাবেগে পাণ্ডব সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে একবারে তাহাদিগকে আলোড়িত ও বিদ্রাবিত করিল। মহাবীর বৃকোদর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সমক্ষেই স্বীয় সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহারা কৌরবগণের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কোন ক্রমেই সমরস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও তাঁহাদের অনুগামীদিগের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা সহদেব সৈন্যপরিবৃত শকুনির প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। নকুল তাঁহার পার্শ্বে অবস্থান করিয়া মদ্ররাজকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র বহুসংখ্যক ভূপতির, পাঞ্চালনন্দন শিখণ্ডী অশ্বত্থামার, গদাপাণি ভীমসেন দুর্য্যোধনের ও কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির সৈন্য সমবেত মদ্ররাজের নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে উভয় পক্ষীয় বীরগণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মদ্ররাজের অসাধারণ কার্য্য দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। তিনি একাকীই সমস্ত পাণ্ডব সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যুধিষ্ঠির সমীপে শল্যকে অবলোকন করিয়া বোধ হইল যেন শশধর সমীপে শনিগ্রহ বিরাজিত হইতেছে। তখন মহাবীর শল্য আশীবিষ সদৃশ শরনিকরে যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিয়া পুনরায় শর বর্ষণ করত ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণই মদ্ররাজকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। পাণ্ডবসৈন্যেরা শল্যের শরে নিতান্ত

নিপীড়িত হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহারথ যুধিষ্ঠির রোষভরে হয় জয় লাভ করিব, না হয় বিনষ্ট হইব, এই স্থির করিয়া পুরুষকার অবলম্বন পূর্ব্বক মদ্ররাজকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় ভ্রাতৃগণ ও বাসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি যে সকল বীরগণ কৌরবদিগের নিমিত্ত সমর-স্থলে পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নিহত হইয়াছেন। তোমরাও উৎসাহ সহকারে স্ব স্ব অংশানুসারে তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া পুরুষত্ব প্রকাশ করিয়াছ। এক্ষণে আমার অংশে একমাত্র মহারথ মদ্রাধিপতি অবশিষ্ট আছেন। আজি আমি উহাঁরে পরাজিত করিতে উদ্যত হইয়াছি। এক্ষণে আমার যাহা অভিপ্রায়, তাহা তোমাদিগের নিকট ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাবীর মাদ্রীতনয়দ্বয় আমার চক্র রক্ষা করিতেছে। সুররাজ পুরন্দরও এই সত্যপ্রতিজ্ঞ বীরদ্বয়কে সমরে পরাভূত করিতে সমর্থ নহেন। অতএব ইহারা আমার হিতার্থে ক্ষাত্র ধর্ম্মানুসারে মাতুলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক। হে বীরগণ! আমি সত্য বলিতেছি, আজি জয় হউক, আর পরাজয়ই হউক, আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে মাতুলের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই। তাঁহার ও আমার অস্ত্র শস্ত্র এবং অন্যান্য উপকরণ সকল সমানই আছে। এক্ষণে রথযোজকগণ শাস্ত্রানুসারে আমার রথে সমুদায় উপকরণ সংস্থাপিত করুক। সাত্যকি দক্ষিণ চক্র এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন বাম চক্র রক্ষা করুন। ধনঞ্জয় আমার পৃষ্ঠ রক্ষায় নিযুক্ত হউক। আর মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন আমার অগ্রে অব-

স্থান করুক। তাহা হইলেই আমি মদ্ররাজ অপেক্ষা সমধিক বলশালী হইব। হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে তাঁহার হিতৈষী বীরগণ তাঁহার বাক্যানুসারে তাহা সম্পাদন করিলেন। তখন পাঞ্চাল, সোমক ও মৎস্য সৈন্যগণ সাতিশয় হর্ষযুক্ত হইল।

রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া মদ্রাধিপতি শল্যের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণ শঙ্খ নিস্বন, ভেরী নিনাদ ও সিংহনাদ করত ক্রোধভরে মদ্ররাজের প্রতি ধাবমান হইল। এ দিকে কৌরবগণ গজঘণ্টাশব্দ, তূর্য্যধ্বনি, শঙ্খনাদ ও হর্ষজনিত কোলাহলে রণস্থল অনুনাদিত করিতে লাগিলেন। তখন আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন ও মদ্ররাজ শল্য উদয় ও অস্তাচল যেমন মহামেঘ সমূহকে প্রতিগ্রহ করে, তদ্রূপ সেই পাণ্ডবগণকে প্রতিগ্রহ করিলেন। অনন্তর মহাবীর শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ইন্দ্রনির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় অনবরত শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধনও রুচির শরাসন গ্রহণ ও বিবিধ অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক ক্ষিপ্রহস্তে নিরন্তর শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে কেহই তাঁহার কোন রন্ধ্র প্রাপ্ত হইল না। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত রাজা যুধিষ্ঠির ও মদ্ররাজ বিবিধ শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক আমিষলোলুপ শার্দ্দূলদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর সমরদক্ষ দুর্য্যোধনের সহিত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, নকুল ও সহদেব ইহাঁরা শকুনি প্রভৃতি বীরগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন উভয় পক্ষে পুনরায়

ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহারাজ দুর্য্যোধন আনতপর্ব্ব শর দ্বারা ভীমসেনের স্বর্ণমণ্ডিত ধ্বজদণ্ড ছেদন করিলেন। ভীমসেনের সেই কিঙ্কিণীজাল সমলঙ্কৃত রুচিরদর্শন ধ্বজ দুর্য্যোধনের শরে ছিন্ন হইয়া তাঁহার সমক্ষেই ভূতলে নিপতিত হইল। তৎপরে কুরুরাজ পুনরায় খরধার ক্ষুর নিক্ষেপ পূর্ব্বক বৃকোদরের করিশুণ্ডোপম কোদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ভীমসেন শরাসন বিহীন হইয়া বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক রথশক্তি দ্বারা দুর্য্যোধনের বক্ষস্থল ভেদ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমের সেই রথশক্তির আঘাতে তৎক্ষণাৎ বিমোহিত হইয়া রথোপরি নিষণ্ণ হইলেন। মহাবীর বৃকোদর কুরুরাজকে মোহাবিষ্ট দেখিয়া সত্বরে ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দুর্য্যোধনের অশ্বগণ সারথিহীন হইয়া রথ লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে ইতস্তত ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা রাজারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। ঐ সময় দুর্য্যোধনের অনুচরগণ সৈন্যগণকে নিতান্ত বিশৃঙ্খল দেখিয়া যাহার পর নাই ভীত হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই অবসরে গাণ্ডীব শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং মনোবেগগামী শ্বেতবর্ণ অশ্বগণকে সঞ্চালন পূর্ব্বক ক্রোধভরে মদ্ররাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি মৃদু ভাবাপন্ন ও জিতেন্দ্রিয় হইয়াও যে তৎকালে অতিশয় দারুণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তদ্দর্শনে আমরা সকলেই বিস্মিত হইলাম। তিনি রোষভরে বিস্ফারিতলোচন ও কম্পিত কলেবর

হইয়া সুনিশিত ভল্ল দ্বারা অসংখ্য যোধগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। ফলত তৎকালে ধৰ্ম্মরাজ যে যে সৈন্যের প্রতি গমন করিলেন, তাহারা সকলেই তাঁহার শরনিকরে বিদীর্ণ হইয়া কুলিশবিদলিত অচলের ন্যায় নিপতিত হইল। তিনি একাকী হইয়াও বায়ু যেমন জলদজালকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ সম্পন্ন রথ ও রথীদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন এবং রুদ্রদেব যেমন পশুদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অসংখ্য অশ্ব, অশ্বারোহী ও পদাতিগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে ধৰ্ম্মরাজ শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক রণস্থল শূন্যপ্রায় করিয়া মদ্ররাজের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহারে লক্ষ্য করত বারংবার থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তৎকালে কৌরব পক্ষীয় বীরগণ যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়াছিলেন।

অনন্তর মদ্ররাজ শল্য দ্রুত বেগে ধৰ্ম্মরাজের অভিমুখে গমন করিলেন। তখন সেই বীরদ্বয় ক্রোধভরে শঙ্খধ্বনি করিয়া পরস্পরকে আহ্বান ও ভৎসনা করত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর শল্য শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও মদ্ররাজের প্রতি শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় পরস্পরকে শর সমূহে সমাচ্ছন্ন করিলে তাঁহাদিগের উভয়েরই কলেবর হইতে অনবরত রুধিরধারা ক্ষরিত হওয়াতে তাঁহারা বসন্তকালে কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। তৎকালে আজি ধৰ্ম্মরাজ শল্যকে

সংহার করিয়া বসুন্ধরা উপভোগ করিবেন, কি মহাবীর মদ্ররাজ যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিয়া দুর্য্যোধনকে পৃথিবী প্রদান করিবেন, যোদ্ধারা ইহার কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর মহাবীর শল্য ধর্ম্মরাজের প্রতি এক শর নিক্ষেপ করিয়া খরধার ক্ষুর দ্বারা তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজও সত্বরে অন্য এক শরাসন গ্রহণ ও তিন শত শরে শল্যকে নিপীড়ন পূর্ব্বক ক্ষুর দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং নতপর্ব্ব শরনিকরে তাঁহার চারি অশ্ব বিনাশ করিয়া দুই শরে পার্ষ্ণি ও সারথির প্রাণ সংহার পূর্ব্বক এক সুনিশিত সমুজ্জ্বল ভল্লে মদ্ররাজের ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিলেন। তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ এককালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল।

ঐ সময় মহারথ অশ্বত্থামা মদ্ররাজকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া তাঁহারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং সত্বরে তাঁহারে স্বরথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন। মদ্ররাজ দ্রোণপুত্রের রথারোহণে কিয়দ্দূর গমন করিয়া ধর্ম্মরাজকে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া রথবেগ নিবারণ পূর্ব্বক অবিলম্বে মেঘগম্ভীরনিস্বন যন্ত্রোপকরণ সম্পন্ন সুসজ্জিত অন্য এক রথে আরোহণ করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহারথ শল্য অতি সুদৃঢ় বেগবান্ অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া সিংহ-

নাদ পরিত্যাগ করত ধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সাত্যকিরে দশ, ভীমসেনকে তিন ও সহদেবকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় মহাধনুর্দ্ধরগণ হস্তিযূথ যেমন উল্কা দ্বারা আহত হয়, তদ্রূপ মদ্ররাজের শরনিকরে সমাহত হইতে লাগিল। অসংখ্য হস্তী ও হস্ত্যারোহী, অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং রথ ও রথী তাঁহার শরে নিতান্ত নিপীড়িত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। শল্য অনেকের আয়ুধযুক্ত বাহু এবং অনেকের রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সমরভূমি নিপতিত যোধগণে সমাকীর্ণ হইয়া কুশাস্তীর্ণ যজ্ঞ বেদির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সোমকগণ সেই অরাতি সৈন্য নিপাতন কৃতান্ততুল্য মদ্ররাজের পরাক্রম দেখিয়া রোষভরে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব অসাধারণ বল সম্পন্ন মদ্রাধিপতিরে যুধিষ্ঠিরের সহিত সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহারে আহ্বান ও পরিবেষ্টন পূর্ব্বক মহাবেগ সম্পন্ন শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেন, নকুল সহদেব ও সাত্যকি কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া মদ্রাধিপতির বক্ষস্থলে অনবরত শরাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় মহারথগণ শল্যকে শরনিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর শল্য অতি সত্বরে সাত শরে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলে তিনিও তাঁহারে নয়

শরে বিদ্ধ করিলেন। পরে তাঁহারা উভয়ে আকর্ণাকৃষ্ট তৈল-ধৌত শরনিকরে পরস্পরকে সমাচ্ছাদিত করিয়া পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ পূর্ব্বক শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উভয়ের ধনুষ্টঙ্কার ও তলনিনাদ অশনিনির্ঘোষের ন্যায় শ্রুতিগোচর হইল। তাঁহারা নিবিড় অরণ্যমধ্যস্থিত আমিষগৃধ্নু ব্যাঘ্র শাবক-দ্বয়ের ন্যায় সমরাঙ্গনে বিচরণ করত বিষাণযুক্ত মাতঙ্গ দ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা মদ্রাধিপতি সহসা মহাবল পরাক্রান্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের বক্ষস্থলে এক সূর্য্য ও অনল সদৃশ প্রভা সম্পন্ন শর নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মরাজ শল্যের শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া মহাবেগে তাঁহার উপর শরাঘাত করত তাঁহারে মূর্চ্ছিত করিয়া যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। দেব-রাজপ্রতিম মহাত্মা মদ্ররাজও মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়া রোষারুণ নেত্রে অতি সত্বরে একশত শরে ধর্ম্মরাজকে বিদ্ধ করিলেন। তখন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ক্রোধ-ভরে নয় বাণে মদ্ররাজের স্বর্ণময় কবচ ছেদন ও বক্ষস্থল ভেদ করিয়া ছয় শরে তাঁহারে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর শল্য যুধিষ্ঠিরের শরে সমাহত হইয়া হৃষ্ট মনে শরাসন আক-র্ষণ পূর্ব্বক শর নিক্ষেপ করত দুই ক্ষুরাস্ত্রে যুধিষ্ঠিরের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাত্মা ধর্ম্মতনয় অন্য এক নূতন শরাসন গ্রহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র যেমন নমুচিরে শর-নিকরে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ চতুর্দ্দিক্ হইতে শল্যকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর শল্য নয় শরে ভীম ও রাজা যুধিষ্ঠিরের

সুবর্ণময় বর্ম্ম ছেদন করিয়া তাঁহাদিগের ভুজযুগল বিদ্ধ করিলেন। হুতাশন ও সূর্য্যের ন্যায় তেজসম্পন্ন ক্ষুর দ্বারা পুনরায় ধর্ম্মরাজের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় মহাবীর কৃপ ছয় শরে যুধিষ্ঠিরের সারথির শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তখন মদ্ররাজ চারি শরে ধর্ম্মরাজের চারি অশ্ব বিনাশ করিয়া তাঁহার সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর বৃকোদর একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক শরে মদ্ররাজের কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া দুই শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন এবং তৎপরে অন্য এক শরে তাঁহার সারথির শিরশ্ছেদন করিয়া সত্বরে তাঁহার চারি অশ্বকে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মদ্ররাজ অশ্ব সারথি বিহীন হইলে ভীমসেন ও মাদ্রীতনয় সহদেব উভয়ে সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সমরচারী একমাত্র বীরকে শাণিত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বৃকোদর মদ্ররাজকে শরজালে বিমোহিত দেখিয়া পুনরায় শর প্রয়োগ পূর্ব্বক মদ্ররাজের বর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মদ্ররাজ সহস্র তারকা সম্পন্ন চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অবিলম্বে নকুলের রথেষা ছেদন পূর্ব্বক দ্রুত বেগে যুধিষ্ঠিরের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র মদ্ররাজকে ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। তখন মহাত্মা বৃকোদর নয় শরে মদ্ররাজের সেই অপ্রতিম চর্ম্ম ও

স্থনিশিত ভল্লে তাঁহার খড়্গের মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়া সৈন্যগণ মধ্যে প্রফুল্ল মনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ মহাবীর ভীমের সেই অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে হাস্য বদনে সিংহনাদ পরিত্যাগ ও শশাঙ্কধবল শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ স্থরক্ষিত কৌরব সৈন্যগণ সেই ভীষণ শব্দে একান্ত ভীত ও বিসংজ্ঞপ্রায় হইয়া শোণিতসিক্ত কলেবরে ইতস্তত ধাবমান হইল।

ইত্যবসরে মদ্রাধিপতি শল্য ভীমপ্রমুখ পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণ কর্ত্তৃক শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়াও মৃগ বিনাশার্থী সিংহের ন্যায় মহাবেগে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির মদ্ররাজকে আগমন করিতে দেখিয়া রোষ প্রভাবে হুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং বাস্থদেবের বাক্য স্মরণ করিয়া তৎকালে তাঁহারে বিনাশ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তখন তিনি শল্যের অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ করত সেই অশ্ব সারথি শূন্য রথে অবস্থান করিয়াই এক কনকসঙ্কাশ মণিখচিত স্থবর্ণদণ্ড সম্পন্ন শক্তি গ্রহণ করিলেন এবং ক্রোধপ্রদীপ্ত নেত্রযুগল বিস্ফারিত করিয়া মদ্ররাজকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তৎকালে মদ্ররাজ সেই পবিত্রস্বভাব পাপহীন ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া যে ভস্মসাৎ হইলেন না, ইহা দেখিয়া আমরা সকলেই বিস্মিত হইলাম।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ মদ্ররাজের প্রতি নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত যে যমদণ্ডপ্রতিম শক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, উহা

পাশহস্তা কালরাত্রির ন্যায়, যমরাজের উগ্ররূপা ধাত্রীর ন্যায় নিতান্ত ভীষণ ; পাণ্ডবগণ গন্ধ, মাল্য, পান ও ভোজন দ্বারা প্রযত্ন সহকারে নিরন্তর ঐ শক্তির অর্চ্চনা করিতেন ; উহা সম্বর্ত্তক অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত ও অথর্ব্ববেদপ্রোক্ত কার্য্যের ন্যায় নিতান্ত উগ্র। পূর্ব্বে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা ভগবান্ শঙ্করের নিমিত্ত ঐ শক্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহা ভূচর, খেচর ও জলচর প্রভৃতি সমুদায় প্রাণীর বিনাশে সমর্থ। উহার দণ্ড ঘণ্টা, পতাকা, মণি ও হীরক সমলঙ্কৃত এবং সুবর্ণ ও বৈদুর্য্য খচিত। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মদ্ররাজের বিনাশ সাধনার্থ সেই অসুর বিনাশক, অব্যর্থ, ব্রহ্মদণ্ড সন্নিভ শক্তি মন্ত্রপূত করিয়া প্রযত্ন সহকারে মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। পূর্ব্বে রুদ্রদেব যেমন অন্ধকাসুরের প্রতি শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মরাজ এক্ষণে মদ্ররাজের প্রতি সেই প্রাণান্তকর শক্তি প্রয়োগ করিয়া রে পাপ ! তুই নিহত হইলি, এই বলিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করত সুদৃঢ় ভুজদণ্ড প্রসারণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন মদ্ররাজ হুতাশন যেমন বিধি পূর্ব্বক হুত ঘৃতধারা গ্রহণ করিতে উৎসুক হন, তদ্রূপ সেই যুধিষ্ঠিরপ্রেরিত দুর্নিবার শক্তি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সমুত্থিত হইয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সেই শক্তি মদ্ররাজের অতি বিশাল শুভ্র বক্ষস্থল ও সমুদায় মর্ম্ম ভেদ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের যশ বিস্তার করিয়া সলিলেরন্যায় অপ্রতিহত বেগে ভূমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন মদ্ররাজ নাসা, চক্ষু, কর্ণ ও আস্যদেশ হইতে বিনিঃসৃত রুধিরধারায় সংসিক্ত কলেবর হইয়া কার্ত্তিকেয় নিহত

ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক কুলিশদলিত অচলশিখরের ন্যায়, সমুচ্ছ্রিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। বোধ হইতে লাগিল যেন বসুন্ধরা প্রিয়তম পত্নীর ন্যায় প্রণয় পূর্ব্বক তাঁহারে প্রত্যুদ্গমন ও আলিঙ্গন করিতেছে। তিনি যেন বসুন্ধরারে প্রিয়তম পত্নীর ন্যায় বহু কাল উপভোগ করিয়া তাহারে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক সুসুপ্তি লাভ করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর শল্য ধর্ম্মযুদ্ধে ধর্ম্মনন্দনের হস্তে নিহত হইয়া হোমাবসানে প্রশান্ত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। শক্তি দ্বারা তাঁহার অঙ্গ, আয়ুধ ও হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও তিনি কিছুমাত্র শোভাবিহীন হন নাই। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রধনুপ্রতিম শরাসন গ্রহণ করিয়া খগরাজ যেমন পন্নগগণকে বিমর্দ্দিত করে, তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণকে বিদলিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুনিশিত ভল্লে ক্ষণকাল মধ্যে অসংখ্য কৌরব সেনা বিনষ্ট হইল। অনেকে তাঁহার শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া নিমীলিত লোচনে পরস্পর পরস্পরকে নিপীড়ন পূর্ব্বক রুধিরাক্ত কলেবরে অস্ত্র শস্ত্র বিহীন ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর মদ্ররাজের অনুজ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের নিধনে ক্রোধান্বিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ মহাবীর মদ্ররাজের ন্যায় সর্ব্বগুণ সম্পন্ন। তিনি ভ্রাতৃঋণ পরিশোধের নিমিত্ত অসংখ্য নারাচ দ্বারা ধর্ম্মনন্দনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির অতি সত্বরে ছয় শরে তাঁহারে

বিদ্ধ করিয়া দুই ক্ষুরাস্ত্রে তাঁহার শরাসন ও রথধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক এক দেদীপ্যমান সুদৃঢ় ভল্লে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সেই কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক রথ হইতে নিপতিত হইলে বোধ হইল যেন কোন স্বর্গবাসী পুণ্যাবসানে স্বর্গ হইতে নিপতিত হইলেন। তৎপরে তাঁহার সেই মস্তক-শূন্য রুধিরাক্ত কলেবর ভূমিসাৎ হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে বিচিত্র কবচমণ্ডিত মহারথ শল্যানুজ নিহত হইলে কৌরবগণ পাণ্ডবভয়ে ভীত হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধূলিধূসরিত কলেবরে হাহাকার করত পলায়ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি সেই ভয়পলায়িত কৌরবগণের প্রতি অনবরত শর বর্ষণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া নির্ভীক চিত্তে সেই দুর্দ্ধর্ষ মহাধনুর্দ্ধর যুযুধানকে আক্রমণ করিলেন। এইরূপে সেই মার্ত্তণ্ড সদৃশ তেজঃপুঞ্জকলেবর সিংহ-বিক্রান্ত বীরদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া নির্ম্মলপ্রভ শরনিকরে পরস্পরকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শরাসন-চ্যুত শরনিকর নভোমণ্ডলস্থিত পক্ষিগণের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অনন্তর মহাবীর কৃতবর্ম্মা দশ বাণে সাত্যকিরে এবং তিন শরে তাঁহার অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া এক নতপর্ব্ব শরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ ও অবিলম্বে অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক দশ বাণে কৃতবর্ম্মার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার রথ, যুগ ও ঈষা ছেদন এবং অশ্বগণ ও পার্ষ্ণি সারথিদ্বয়কে বিনাশ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর

কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মারে রথবিহীন দেখিয়া সত্বরে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন।

হে মহারাজ! দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ মদ্ররাজের নিধনে পূর্ব্বেই নিতান্ত ভীত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা কৃতবর্ম্মারে রথবিহীন দেখিয়া অধিকতর শঙ্কিত হইয়া পুনরায় পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ সময় সমরাঙ্গন রজোরাশিতে সমাচ্ছন্ন হইলে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। আপনার সৈন্যগণের অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই সমুত্থিত রজোরাশি শোণিতনিস্রবে সিক্ত ও প্রশমিত হইল। তখন রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে পরাঙ্মুখ এবং পাণ্ডবগণ, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে রথারোহণে বেগে সমাগত সন্দর্শন করিয়া একাকীই নিশিত শরনিকরে অরাতিগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মর্ত্ত্যেরা যেমন আসন্ন মৃত্যুরে নিবারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ অরাতিগণ কোন ক্রমেই দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় মহাবীর কৃতবর্ম্মাও অন্য এক রথে আরোহণ করিয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহারথ রাজা যুধিষ্ঠির চারি বাণে কৃতবর্ম্মার অশ্বগণকে নিপাতিত করিয়া ছয় ভল্লে কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মারে যুধিষ্ঠিরের শরে অশ্ব ও রথবিহীন দেখিয়া স্বীয় রথে আরোপিত করত যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে অপসৃত হইলেন। তখন মহাবীর কৃপাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে ছয় ও তাঁহার অশ্বগণকে আট বাণে বিদ্ধ করিলেন।

হে মহারাজ: এইরূপে আপনার ও আপনার পুত্র

দুর্য্যোধনের দুর্ম্মন্ত্রণায় অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট হইল। কুরুপুঙ্গব যুধিষ্ঠির শল্যকে নিহত করাতে পাণ্ডবগণ মহাআহ্লাদে একত্র সমবেত হইয়া বৃত্রাসুর নিধনান্তে দেবগণ যেমন ইন্দ্রের প্রশংসা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মরাজকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে শঙ্খ ও বিবিধ বাদিত্র বাদন পূর্ব্বক বসুন্ধরা প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর মদ্ররাজ নিহত হইলে তাঁহার অনুচর সপ্তশত রথী সংগ্রামার্থে ধাবমান হইল। ছত্র ও চামর পরিশোভিত রাজা দুর্য্যোধন অচল সন্নিভ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক মদ্রকদিগকে বারংবার নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার বাক্যে অনাস্থা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিবার মানসে পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক শরাসনে টঙ্কার প্রদান করত অরাতিগণের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় মদ্ররাজ শল্য নিহত ও যুধিষ্ঠির নিপীড়িত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া গাণ্ডীব-নিস্বন ও রথ নির্ঘোষে দশ দিক্ পরিপূর্ণ করত সংগ্রামে সমাগত হইলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং পাঞ্চাল ও সোমকগণ যুধিষ্ঠিরের সাহায্যার্থ তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক মকর যেমন সাগরকে ও মহাবাত যেমন বৃক্ষ সকলকে কম্পিত করে, তদ্রূপ কৌরব সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহারথ মদ্রকগণ পাণ্ডব সেনাগণকে পুনরায়

আলোড়িত করিয়া, রাজা যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ কোথায়? এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও পাঞ্চালগণ সেই মদ্ররাজের অনুচরদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মদ্রদেশীয় বীরগণ কেহ কেহ ছিন্নমহাধ্বজ ও কেহ কেহ চক্রের আঘাতে বিমথিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। অবশিষ্ট মদ্রকগণ পাণ্ডবগণকে অবলোকন পূর্ব্বক মহাবেগে তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হইলে মহারাজ দুর্য্যোধন তাহাদিগকে সান্ত্বনা করত বারংবার নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা কোন ক্রমেই তাঁহার শাসন রক্ষা করিল না।

অনন্তর গান্ধাররাজপুত্র শকুনি কুরুরাজকে কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি সংগ্রামে বর্ত্তমান থাকিতে এই মদ্রকসৈন্যগণ নিহত হইতেছে; ইহা কোন রূপেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। তুমি পূর্ব্বে নিয়ম করিয়াছিলে যে, সকলে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিবে, তবে এক্ষণে কি নিমিত্ত অরাতিগণকে সৈন্য সংহার করিতে দেখিয়াও নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? দুর্য্যোধন শকুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মাতুল! আমি উহাদিগকে সমরে প্রবৃত্ত হইতে বারংবার নিষেধ করিয়াছি; কিন্তু ইহারা তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে। ইহারা আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়াই নিহত হইতেছে, ইহাতে আমার অপরাধ কি? তখন শকুনি কহিলেন, কুরুরাজ! বীরগণ ক্রুদ্ধ হইলে প্রভুর শাসন রক্ষা করিতে পারে না। অতএব তুমি কোপ সম্বরণ কর; এক্ষণে উপেক্ষা করিবার সময় নহে। চল, আমরা সকলেই রথ, কুঞ্জর ও

অশ্বগণকে সমভিব্যাহারে করিয়া পরস্পরের রক্ষায় কৃতনিশ্চয় হইয়া মদ্রকগণের পরিত্রাণার্থে গমন করি।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ অভিহিত হইয়া অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে সিংহনাদে মেদিনী কম্পিত করত গমন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য বীরগণও মদ্রকদিগের রক্ষার্থে ধাবমান হইলেন। তখন কৌরব সৈন্যমধ্যে নিহত কর, বিদ্ধ কর, আক্রমণ কর, প্রহার কর, ছেদন কর, ইত্যাকার তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। ঐ সময় পাণ্ডবগণ মদ্ররাজের অনুচরগণকে দর্শন পূর্ব্বক মধ্যম ব্যূহে অবস্থান করিয়া তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মদ্রকগণ মুহূর্ত্তকাল বাহুযুদ্ধ করিয়া নিহত হইল। এইরূপে পাণ্ডবগণ কৌরব পক্ষীয় বীরগণের সমক্ষেই মদ্রকদিগকে নিপাতিত করিয়া আনন্দিত চিত্তে কোলাহল করিতে লাগিলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিক্ হইতে কবন্ধ সমূহ সমুত্থিত ও সূর্য্যমণ্ডল হইতে উল্কাজাল নিপতিত হইল। ভগ্ন রথ, যুগ,অক্ষ, নিহত মহারথ ও নিপতিত অশ্বগণে পৃথিবী সমাকীর্ণ হইল। বায়ুতুল্য বেগশালী তুরঙ্গমগণ সারথি বিহীন হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে যোধগণকে ইতস্তত সমানীত করিতে লাগিল এবং কোন কোনটা ভগ্নচক্র রথ বহন ও কোন কোনটা রথার্দ্ধ লইয়া দশ দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। রথিগণ ক্ষীণপুণ্য স্বর্গচ্যুত সিদ্ধগণের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মদ্ররাজের অনুচরগণ নিহত হইলে জয়গৃধ্নু মহারথ পাণ্ডবগণ শঙ্খনিস্বন ও শরশব্দ করত মহাবেগে সমাগত কৌরব সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া চাপ

নির্ঘোষ ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ মহাবীর মদ্ররাজের সৈন্য সমুদায়কে নিহত দেখিয়া পুনরায় সমরে পরাঙ্মুখ ও জয়শীল পাণ্ডবগণের শরে দৃঢ়তর নিপীড়িত হইয়া প্রাণভয়ে দশ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

একোনবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহারথ মদ্ররাজ নিপাতিত হওয়াতে আপনার পক্ষীয় বীরবর্গ ও আপনার পুত্রগণ প্রায় সকলেই সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন। অগাধ সাগরে নৌকা ভগ্ন হইলে বণিকেরা যেমন পার লাভের প্রত্যাশা করে, তদ্রূপ তাঁহারা মদ্ররাজের নিধনানন্তর আশ্রয় লাভের অভিলাষ করিতে লাগিলেন। অনন্তর আমরা সকলেই সেই মধ্যাহ্নকালে শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত, নিতান্ত ভীত ও পরাজিত হইয়া সিংহনিপীড়িত মৃগযূথের ন্যায়, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায়, শীর্ণ-দন্ত মাতঙ্গের ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। তৎকালে কোন যোদ্ধাই সৈন্য সন্ধান ও বিক্রম প্রকাশ করিতে সাহসী হই-লেন না। মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও সূতপুত্র নিহত হইলে যোদ্ধাদিগের যেরূপ দুঃখ ও ভয় উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে মদ্ররাজ শল্য কলেবর পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদের তদ্রূপ ভয় ও শোক উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা জয় লাভে এক-কালে নিরাশ হইয়া ক্ষত বিক্ষত কলেবরে ভীত চিত্তে কেহ কেহ অশ্বে, কেহ কেহ গজে, কেহ কেহ রথে ও কেহ কেহ বা পাদচারে মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অনেকে শত্রুশরে সমাহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিলেন। পর্ব্বতা-

কার দ্বি সহস্র মাতঙ্গ অঙ্কুশ প্রহার ও অঙ্গুষ্ঠের তাড়নে সঞ্চালিত হইয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে আপনার পক্ষীয় বীরগণ বিপক্ষের শরজালে সমাহত হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করত চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কৌরবগণকে পরাজিত, হতোৎসাহ ও ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া বিজয়াভিলাষে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় ঘোরতর শরশব্দ, সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি সমুত্থিত হইল। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কৌরবসৈন্যদিগকে ভয়বিহ্বল ও পলায়নপরায়ণ অবলোকন করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, আজি সত্যসন্ধ রাজা যুধিষ্ঠির শত্রুহীন হইলেন। আজি ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন রাজশ্রী বিহীন হইল। আজি রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে নিতান্ত বিহ্বল ও বিমোহিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবেন। আজি তিনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচনা এবং আপনারে মন্দবুদ্ধি বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন। আজি তাঁহারে বিদুরের বাক্য সত্য বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। আজি অবধি তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট ভৃত্যভাবে অবস্থান করিয়া পাণ্ডবেরা যেরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ দুঃখপরম্পরা অনুভব করিবেন। আজি তিনি কৃষ্ণের মাহাত্ম্য এবং অর্জ্জুনের অতি ভীষণ গাণ্ডীবনিস্বন, অস্ত্রবল ও ভুজবীর্য্য সম্যক্ অবগত হইবেন। আজি কৌরবগণ দেবরাজনিহত বলাসুরের ন্যায় দুর্য্যোধনকে বিনষ্ট দেখিয়া ভীমের ভয়ঙ্কর বাহুবলের পরিচয় পাইবে। মহাবীর বৃকোদর দুঃশাসন বধকালে

যেরূপ ভীষণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, আর কেহই তদ্রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ নহে। আজি কৌরবগণ দেবগণেরও নিতান্ত দুঃসহ মদ্ররাজকে নিহত শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম বিদিত হইবেন। আজি রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাবল সুবলনন্দন ও অন্যান্য গান্ধারগণকে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবকে নিতান্ত দুঃসহ বলিয়া স্থির করিবেন। দেখ, মহাবীর ধনঞ্জয়, সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, নকুল, সহদেব, শিখণ্ডী ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাঁহাদিগের যোদ্ধা, ত্রিলোকীনাথ বাসুদেব যাঁহাদিগের একমাত্র আশ্রয় এবং নিরন্তর ধর্ম্মানুষ্ঠানই যাঁহাদিগের অভিপ্রেত, তাঁহাদিগের কি নিমিত্ত জয় লাভ হইবে না? মহাত্মা বাসুদেব যাঁহার নাথ, সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্যতিরেকে আর কোন্ বীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, মদ্ররাজ ও অন্যান্য অসংখ্য মহাবল পরাক্রান্ত নৃপতিরে পরাজয় করিতে সমর্থ হন।

হে মহারাজ! পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ আপনার যোদ্ধাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পরস্পর এইরূপ কহিতে কহিতে তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় রথসৈন্যের এবং মহারথ নকুল, সহদেব ও সাত্যকি শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন ভীমভয়ে স্বীয় সৈন্যগণকে ধাবমান দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে সারথিরে কহিলেন, হে সূত! ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় আমারে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছে; অতএব তুমি এক্ষণে সৈন্যগণের পশ্চাৎভাগে অশ্ব সঞ্চালন কর। আমি পশ্চাৎভাগে

যুদ্ধ করিলে মহাসাগর যেমন তীরভূমিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ ধনঞ্জয় কিছুতেই আমারে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না। ঐ দেখ, পাণ্ডবেরা আমার সৈন্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। সৈন্যগণের চরণ সমুত্থিত ধূলিজাল নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়াছে এবং বীরগণ ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছেন; অতএব তুমি সৈন্যগণের পশ্চাৎ ভাগ রক্ষা করিবার নিমিত্ত মন্দভাবে অশ্ব সঞ্চালন কর। আমি সমরে অবস্থান করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমার সৈন্যগণ নিশ্চয়ই প্রতিনিবৃত্ত হইবে।

কুরুরাজসারথি তাঁহার সেই বীরজনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বুবর্ণমণ্ডিত অশ্বগণকে মন্দ মন্দ সঞ্চালন করিতে লাগিল। তখন হস্তী, অশ্ব ও রথবিহীন একবিংশতি সহস্র পদাতি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল এবং নানা দেশীয় অন্যান্য যোধগণ যশোলোলুপ হইয়া সংগ্রামে মনোনিবেশ করিলেন।

অনন্তর সেই হৃষ্টচিত্ত সৈন্যগণ অরাতিগণের সহিত সমবেত হইলে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাবীর ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে সেই বিবিধ জনপদবাসী কৌরব পক্ষীয় যোধগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বীরলোক গমনাভিলাষী পদাতিগণও সিংহনাদ ও আস্ফোট শব্দ করিয়া পরমাহ্লাদে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। আপনার পুত্রগণ বৃকোদরকে প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে

তাঁহারে পরিবেষ্টন করিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন সমরাঙ্গনে পদাতিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত এবং বারংবার সমাহত হইয়াও মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ রোষভরে অন্যান্য যোধগণকে প্রহার করিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন ক্রোধভরে দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় এক স্বুবর্ণমণ্ডিত ভীষণ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সেই একবিংশতি সহস্র পদাতি সৈন্যকে বিপোথিত করিয়া ফেলিলেন এবং অবিলম্বে ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া তথা হইতে তিরোহিত হইলেন। পদাতিগণ নিহত হইয়া রুধিরাক্ত কলেবরে বায়ুবিপাটিত পুষ্পিত কর্ণিকারের ন্যায় সমরশয্যায় শয়ান রহিল।

হে মহারাজ! এইরূপে ঐ যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রধারী কুণ্ডলালঙ্কৃত নানা দেশীয় নানা জাতীয় লোক সকল নিহত হইল। ধ্বজ পতাকাসম্পন্ন পদাতি সৈন্য নিপতিত হওয়াতে সমরাঙ্গন অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। তখন যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহারথগণ কৌরব পক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধরগণকে সমরপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া সসৈন্যে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় আমরা দুর্য্যোধনের অতি অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম। পাণ্ডবগণ একত্র সমবেত হইয়াও সেই একমাত্র বীরকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর কুরুরাজ ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া অনতিদূরপ্রস্থিত স্বীয় সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে যোধগণ! তোমরা

পৃথিবী বা পর্ব্বত মধ্যে যে কোন প্রদেশে গমন কর, কোন স্থানেই পাণ্ডবদিগের হস্তে পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হইবে না; তবে বৃথা পলায়ন করিবার প্রয়োজন কি? দেখ, পাণ্ডবগণের অতি অল্পমাত্র সৈন্য অবশিষ্ট আছে এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে; অতএব যদি এ সময় আমরা সকলে সমরস্থলে অবস্থান করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগের জয় লাভ হইবে। হে বীরগণ! তোমরা পলায়নে প্রবৃত্ত হইলে পাণ্ডবেরা নিশ্চয়ই তোমাদের অনুগমন পূর্ব্বক তোমাদিগকে সংহার করিবে; অতএব তাহা অপেক্ষা রণস্থলে মৃত্যুই শ্রেয়ঃকল্প। হে সমাগত ক্ষত্রিয়গণ! আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সর্ব্বান্তকারী কৃতান্ত, বীরই হউক আর ভীরুই হউক, সকলকে বিনাশ করেন; অতএব ক্ষত্রিয়ের সমরপরাঙ্মুখ হওয়া নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। এক্ষণে ক্রোধাবিষ্ট ভীমসেনের সম্মুখে অবস্থান করাই আমাদিগের শ্রেয়ঃকল্প। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করা যাহার পর নাই সুখজনক। দেখ, মানবগণ গৃহে অবস্থান করিলেও কদাচ মৃত্যুরে অতিক্রম করিতে পারে না। অতএব ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াই অবশ্য কর্ত্তব্য। যুদ্ধে জয় লাভ হইলে ইহলোকে সুখ ভোগ এবং মৃত্যু হইলে পরলোকে স্বর্গ লাভ হয়। হে কৌরবগণ! যুদ্ধ অপেক্ষা স্বর্গ লাভের আর কোন উৎকৃষ্ট উপায় নাই। যুদ্ধে নিহত হইলে অবিলম্বেই অতিদুর্লভ লোকলাভে সমর্থ হয়।

হে মহারাজ! ভূপালগণ দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক উহার প্রশংসা করিয়া পুনরায় সেই বধোদ্যত পাণ্ডব-

গণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণও ক্রোধভরে সমাগত কৌরব পক্ষীয় বীরগণকে আক্রমণ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় ত্রিলোকবিখ্যাত গাণ্ডীব শরাসনে টঙ্কার প্রদান করত সমরস্থলে সমুপস্থিত হইলেন। নকুল, সহদেব ও মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি মহাবেগে আপনার সৈন্যমধ্যে শকুনির প্রতি গমন করিতে লাগিলেন।

বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! সৈন্যগণ সমরে প্রবৃত্ত হইলে ম্লেচ্ছাধিপতি শাল্ব কোপাবিষ্ট হইয়া এক ঐরাবত সদৃশ অরাতিমর্দ্দন পর্ব্বতাকার মহাগজে আরোহণ পূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। ম্লেচ্ছরাজের সেই মাতঙ্গ সদ্বংশপ্রসূত, গজবিজ্ঞানবিশারদ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত ও দুর্য্যোধনের সতত আদরণীয়। মহারাজ শাল্ব সেই মহাগজে সমারূঢ় হইয়া নিশাবসানে উদয়াচলস্থিত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইয়া ইন্দ্রাশনি সদৃশ ভীষণ নিশিত শরনিকরে যোধগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে কি আত্মপক্ষীয় কি পর পক্ষীয় কেহই সেই ঐরাবতস্থিত বাসব সদৃশ বীরবরের কোন ছিদ্র দেখিতে পাইলেন না। পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ সেই একমাত্র মাতঙ্গকে সহস্র সহস্র বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। বিপক্ষ পক্ষীয় সৈন্যগণ সেই মহাগজের প্রভাবে বিদ্রাবিত ও তাহার বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ভীত চিত্তে সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহসা মহাবেগে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। আপনার পক্ষীয় যোধগণ পাণ্ডব সৈন্যগণকে

পলায়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া মহারাজ শাল্বকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক শশাঙ্ক সদৃশ শ্বেতবর্ণ শঙ্খ বাদিত করিতে লাগিলেন।

তখন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সেনাপতি মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমোদিত কৌরবগণের সেই শঙ্খনিনাদ অসহ্য জ্ঞান করিয়া জম্ভাসুর যেমন ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় গজরাজ ঐরাবতের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল, তদ্রূপ অতি সত্বরে বিজয় লাভার্থ শাল্বরাজের গজের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ শাল্ব ধৃষ্টদ্যুম্নকে সহসা সমাগত দেখিয়া তাঁহার বিনাশ বাসনায় তাঁহার অভিমুখে স্বীয় মাতঙ্গ সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই মহাগজকে আগমন করিতে দেখিয়া অনল সদৃশ উগ্রবেগ তিন নারাচ দ্বারা তাহারে বিদ্ধ করিয়া তাহার কুম্ভদেশে পাঁচ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। শাল্বরাজের মহাগজ এইরূপে দ্রুপদপুত্রের শরে বিদ্ধ হইয়া দ্রুত বেগে পলায়ন করিতে লাগিল। মহারাজ শাল্ব অঙ্কুশ দ্বারা নাগরাজকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া পুনরায় অতি সত্বরে ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে সঞ্চালন করিলেন। মহাবীর দ্রুপদতনয় মহাগজকে পুনর্ব্বার আগমন করিতে দেখিয়া ভীত চিত্তে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে স্বীয় রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। গজরাজ তৎক্ষণাৎ দ্রুপদতনয়ের সেই সুবর্ণভূষিত রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক চীৎকার করত ধরাতলে বিপোথিত করিল। তখন ভীমসেন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি সেই নাগবর কর্ত্তৃক ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপীড়িত দেখিয়া মহাবেগে আগমন পূর্ব্বক শরনিকরে মাতঙ্গের বেগ নিবারণ করিতে লাগিলেন।

গজরাজ রথিগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া নিতান্ত বিচলিত হইল। তখন মহারাজ শাল্ব চতুর্দ্দিকে দিবাকরের করজাল সদৃশ শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রথিগণ তাঁহার শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় যোধশ্রেষ্ঠ পাঞ্চাল, মৎস্য ও সৃঞ্জয়গণ শাল্বরাজের সেই ভীষণ কার্য্য দর্শনে হাহাকার করত মাতঙ্গের চতুর্দ্দিক্ অবরোধ করিলেন। তখন কৌরব সৈন্যনিসূদন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন অচলশৃঙ্গ সদৃশ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইয়া জলদ সদৃশ পর্ব্বতাকার মদস্রাবী মাতঙ্গকে সমাহত করিতে লাগিলেন। গজরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নের গদাঘাতে গভীর গর্জ্জন ও রুধির বমন করিয়া ভূকম্পচালিত ভূধরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ হাহাকার করিতে লাগিল। তখন শিনিবংশাবতংস সাত্যকি নিশিত ভল্লে শাল্বরাজের শিরশ্ছেদন করিলেন। মহাবীর শাল্বও ছিন্নমস্তক হইয়া বজ্র বিদলিত বিপুল গিরিশৃঙ্গের ন্যায় অচিরাৎ সেই নাগরাজের সহিত ভূতলে নিপতিত হইলেন।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর শাল্ব নিহত হইলে আপনার পক্ষীয় সৈনিকগণ সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ কৃতবর্ম্মা তদ্দর্শনে বল পূর্ব্বক শত্রু সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। কৌরব সৈন্যগণ কৃতবর্ম্মারে সমরে সম্মুখীন দেখিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। তখন উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

ঐ সময় আমরা মহাবীর কৃতবর্ম্মার আশ্চর্য্য পরাক্রম অবলোকন করিলাম। তিনি একাকীই সমুদায় পাণ্ডব সৈন্য নিবারণ করিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবগণ হৃষ্টচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণ সেই গগনস্পর্শী সিংহনাদ শ্রবণে নিতান্ত ভীত হইয়া উঠিল। তখন মহাবাহু সাত্যকি মহাবেগে আগমন পূর্ব্বক নিশিত সাতবাণে মহাবল পরাক্রান্ত রাজা ক্ষেমকীর্ত্তিরে নিপাতিত করিলেন। মহামতি কৃতবর্ম্মা মহাবাহু যুযুধানকে সমাগত দেখিয়া মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন।

অনন্তর সেই শরাসনধারী সাত্বতবংশাবতংস রথিদ্বয় পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন। পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও অন্যান্য ভূপালগণ তাঁহাদিগের সমর দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মা বৎসদন্ত ও নারাচ নিক্ষেপ পূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহৃষ্ট কুঞ্জরদ্বয়ের ন্যায় নিপীড়িত করিয়া বিবিধ মার্গে বিচরণ করত পরস্পর পরস্পরের শরনিকরে বারংবার সমাচ্ছন্ন হইলেন। তাঁহাদিগের চাপবেগ সমুদ্ধুত শরজাল বেগবান্ পতঙ্গগণের ন্যায় আকাশপথে লক্ষিত হইতে লাগিল। অনন্তর সমরনিপুণ কৃতবর্ম্মা নিশিত চারি বাণে মহাবীর সাত্যকির চারি অশ্ব বিদ্ধ করিলেন। মহাবাহু সাত্যকিও অঙ্কুশতাড়িত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া আট বাণে কৃতবর্ম্মারে নিপীড়িত করিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা শিলানিশিত তিন বাণে যুযুধানকে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য সাত্যকি শরাসন ছিন্ন হওয়াতে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং অবিলম্বে

সেই ছিন্ন চাপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য শরাসনে শর সংযোজন পূর্ব্বক কৃতবর্ম্মার অভিমুখীন হইয়া নিশিত দশ বাণে তাঁহার ধ্বজ ছেদন এবং অশ্ব ও সারথির প্রাণ সংহার করিলেন। তখন মহারথ কৃতবর্ম্মা স্বীয় সুবর্ণমণ্ডিত রথ অশ্ব-সূত বিবর্জ্জিত দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে শূল গ্রহণ পূর্ব্বক সাত্যকির প্রতি নিক্ষেপ করিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন! শিনিপ্রবীর সাত্যকি কৃতবর্ম্মারে বিমোহিত করিয়াই যেন নিশিত শরনিকরে সেই শূল শতধা ছেদন পূর্ব্বক ভল্ল দ্বারা তাঁহার হৃদয় ভেদ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা এইরূপে শিক্ষিতাস্ত্র যুযুধানের শরে হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন।

হে মহারাজ! সেই দ্বৈরথ যুদ্ধে মহাবীর কৃতবর্ম্মা সাত্য-কির প্রভাবে রথহীন হইলে কৌরব সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত ও রাজা দুর্য্যোধন যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইলেন। তখন কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মারে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া সত্বরে সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইলেন এবং পাণ্ডব পক্ষীয় ধনুর্দ্ধরগণের সম-ক্ষেই কৃতবর্ম্মারে স্বীয় রথোপরি আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন। ঐ সময় কৌরব সৈন্যগণ কৃত-বর্ম্মারে রথহীন ও সাত্যকিরে সমরাঙ্গনে অবস্থিত দেখিয়া পুনরায় সমর পরাঙ্মুখ হইল; কিন্তু অরাতিগণ সৈন্যগণের পদাঘাত সমুত্থিত ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন হইয়া উহা অবগত হইতে পারিল না।

হে মহারাজ! ঐ সময় কেবল মহারাজ দুর্য্যোধন একাকী সমরভূমি পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি আপনার সমক্ষেই

সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সরোষ নয়নে আগমন পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং পাণ্ডব, পাঞ্চাল, কৈকয়, সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে নিবারণ করত মন্ত্রপূত যজ্ঞীয় পাবকের ন্যায় সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শত্রুগণ সেই সাক্ষাৎ কৃতান্ত সদৃশ মহাবীরের সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইল না। ঐ সময় মহাবীর কৃতবর্ম্মা অন্য রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইলেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সংগ্রামে আপনার পুত্র মহারথ দুর্য্যোধন রথোপরি অবস্থান পূর্ব্বক প্রবল প্রতাপান্বিত রুদ্রদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার শরনিকরে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। জলধর যেমন ভূধরগণেব উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তিনি অরাতিগণের উপর অনবরত শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে পাণ্ডব সৈন্যমধ্যে কি হস্তী, কি অশ্ব, কি রথ, কি মনুষ্য, কেহই অক্ষত রহিল না। আমরা সকলকেই কুরুরাজের শরে সমাচিত দেখিলাম। সমুত্থিত রজোরাশি দ্বারা সৈন্য সকল যেমন সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, দুর্য্যোধনের শরনিকরে তদ্রূপ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তখন সমস্ত পৃথিবী শরময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে আমরা কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় সহস্র সহস্র যোদ্ধার মধ্যে দুর্য্যোধনকেই অদ্বিতীয় বলিয়া বোধ করিলাম। ঐ সময় পাণ্ডবগণ একত্র সমবেত হইয়াও তাঁহারে অতিক্রম করিতে পারিলেন না, ইহা দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল।

অনন্তর কুরুরাজ সেই সমরস্থলে যুধিষ্ঠিরকে এক শত, ভীমসেনকে সপ্ততি, সহদেবকে সাত, নকুলকে চতুঃষষ্টি, ধৃষ্টদ্যুম্নকে সাত, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে সাত এবং সাত্যকিরে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া এক ভল্লে সহদেবের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত সহদেব সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ ও অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রুত বেগে দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহারে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর নকুলও কুরুরাজকে অতি-ভীষণ নয় শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র সপ্ততি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাঁচ, ভীমসেন অশীতি ও সাত্যকি এক শরে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন সর্ব্ব সৈন্যসমক্ষে এইরূপে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তাঁহার হস্তলাঘব ও বীর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পলায়মান কৌরব পক্ষীয় যোধগণ কিয়দ্দূরমাত্র গমন করিয়া পুনরায় দুর্য্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের আগমনে তরঙ্গমালা সঙ্কুল সমুদ্রের নিস্বনের ন্যায় ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। তখন সেই মহাধনুর্দ্ধরগণ অরাতিনাশন পাণ্ডবগণের অভিমুখে গমন করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর দ্রোণতনয় ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উভয়ের শরনিকরে সমুদায় দিক্ বিদিক্ সমাচ্ছন্ন হওয়াতে যোধগণ আর কিছুই অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন অসহ্য পরাক্রমশালী মহাবীর

অশ্বত্থামা ও বৃকোদর পরস্পর প্রতিকার পরায়ণ হইয়া দশ দিক্ বিত্রাসিত করত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এদিকে মহাবীর শকুনি যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত, তাঁহার চারি অশ্বকে নিহত ও সৈন্যগণকে কম্পিত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। প্রবল প্রতাপশালী সহদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে শকুনির শরে নিপীড়িত দেখিয়া স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মনন্দন সত্বরে অন্য এক রথে আরোহণ পূর্ব্বক শকুনির সম্মুখীন হইয়া তাঁহারে প্রথমে নয় ও তৎপরে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ বীরদ্বয়ের যুদ্ধ অতি বিচিত্র, ঘোরতর ও সিদ্ধ চারণ প্রভৃতি দর্শকগণের তৃপ্তিজনক হইয়াছিল।

ঐ সময় শকুনির পুত্র মহাবীর উলূক যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাধনুর্দ্ধর নকুলের প্রতি শর বর্ষণ করত ধাবমান হইলেন। মহাবল মাদ্রীতনয়ও চতুর্দ্দিক্ হইতে শর বর্ষণ করত তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই পরস্পর প্রতিকারপরায়ণ মহারথদ্বয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শত্রুসূদন সাত্যকি, দেবরাজ যেমন বলির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৃতবর্ম্মার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহারে নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও মহাস্ত্র ধারণ করিয়া ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে তাঁহার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর প্রভিন্নগণ্ড বন্য মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় তাঁহাদিগের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাবীর কৃপাচার্য্য কোপান্বিত হইয়া নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা

মহাবল পরাক্রান্ত দ্রৌপদীতনয়গণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রিয়গণের সহিত প্রাণীর যেরূপ বিরোধ হয়, তদ্রূপ পাঞ্চালীতনয়গণের সহিত কৃপাচার্য্যের অনিবার্য্য ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইন্দ্রিয় সকল মূর্খকে যেমন কষ্ট প্রদান করে, তদ্রূপ দ্রৌপদীনন্দনগণ তাঁহারে কষ্ট প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা কৃপাচার্য্যও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে শরাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে দ্রৌপদীতনয়দিগের সহিত কৃপাচার্য্যের অতি বিচিত্র যুদ্ধ হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় অতি ভীষণ ঘোরতর সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পদাতিগণ পদাতিদিগকে, গজযূথ গজযূথকে, অশ্ব সকল অশ্ব সকলকে এবং রথীগণ রথীদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। শত্রুসূদন বীরগণ পরস্পর সংগ্রামে মিলিত হইয়া পরস্পরকে বিদ্ধ ও আহত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের অস্ত্রবেগ, করিকুলের নিশ্বাস এবং রথ ও অশ্বারোহিগণের গমনাগমনজনিত বায়ুবেগে সমরাঙ্গন হইতে ধূলিপটল সমুত্থিত হইয়া ভূমণ্ডল ও অন্তরীক্ষ সমাচ্ছন্ন করিল। তখন নভোমণ্ডল সন্ধ্যারাগরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। দিবাকরের প্রভা তিরোহিত হইয়া গেল ও বীরগণ এককালে অদৃশ্য হইলেন। অনন্তর পরস্পর প্রহারপরায়ণ বীরগণের গাত্র হইতে শোণিতধারা নিঃসৃত হওয়াতে অতি অল্পক্ষণমধ্যে সেই প্রভূত রজোরাশি প্রশমিত হইয়া গেল। যোদ্ধাদিগের বর্ম্মের উপর মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের করজাল নিপতিত হওয়াতে উহা সমধিক সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তখন আমরা পুনরায় বীরগণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ অবলোকন করিতে

লাগিলাম। তাঁহাদের শরপতনশব্দ পর্ব্বতোপরি দহ্যমান বেণুবনের শব্দের ন্যায় শ্রবণগোচর হইতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে আপনার সৈন্যগণ সমরপরাঙ্মুখ ও ইতস্তত ধাবমান হইল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন পরম প্রযত্ন সহকারে তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া পাণ্ডব সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যোদ্ধারা সকলেই প্রত্যাগত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনের বিজয়লাভাভিলাষে সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন উভয় পক্ষে সুরাসুরসংগ্রাম সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ সমুপস্থিত হইল। তৎকালে উভয়পক্ষে কোন সৈন্যই আর সমরপরাঙ্মুখ হইল না। সকলেই অনুমান ও পরস্পরের নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐ সময় রণস্থলেও অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অন্যান্য ভূপালবর্গ সমভিব্যাহারে বিপক্ষগণকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুশাণিত তিন শরে কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিয়া চারি নারাচে কৃতবর্ম্মার অশ্বগণকে সংহার করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মারে অশ্ববিহীন দেখিয়া তাঁহারে লইয়া রণস্থল হইতে অপসৃত হইলেন। অনন্তর কৃপাচার্য্য আট শরে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার অভিমুখে সাত শত রথী প্রেরণ করিলেন। রথিগণ মহাবেগে ধর্ম্মরাজের রথাভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং জলদজাল যেমন দিবাকরকে তিরোহিত করে, তদ্রূপ শরনিকরে ধর্ম্ম-

রাজকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। শিখণ্ডিপ্রমুখ মহারথগণ যুধিষ্ঠিরের সেই রূপ অবস্থা দর্শনে উহা নিতান্ত অসহ্য জ্ঞান করিয়া ক্রোধভরে তাঁহারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কিঙ্কিণী-জালজড়িত অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সত্বরে গমন করিলেন।

অনন্তর উভয় পক্ষে যমরাষ্ট্র বিবর্দ্ধন ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পাণ্ডবগণ পাঞ্চালদিগের সহিত কৌরব পক্ষীয় সাত শত রথীরে বিনাশ করিয়া অন্যান্য বীরগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধনের সহিত পাণ্ডব-গণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঐ রূপ যুদ্ধ আমরা কখন দর্শন বা শ্রবণও করি নাই। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে অব্যব-স্থিত যুদ্ধ প্রবর্ত্তিত ও উভয় পক্ষীয় অসংখ্য বীর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে সমরাঙ্গনে অনবরত শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ হইতে লাগিল। যোদ্ধারা শরনিকরে পরস্পরের মর্ম্ম ছেদন পূর্ব্বক জয় লাভাভিলাষে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহা-রাজ! এইরূপে সেই বহুসংখ্য মহিলাগণের কেশসংস্কার নিবারক শোকজনক ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে ভূতল ও নভোমণ্ডলে অতি ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্ত সমুদায় প্রাদুর্ভূত হইল। পর্ব্বতবনসমাকীর্ণ পৃথিবী ঘোরতর শব্দ করত বিকম্পিত হইয়া উঠিল। দণ্ড ও উল্মুকযুক্ত উল্কা সকল সূর্য্যমণ্ডল সমা-হত করিয়া নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। প্রবল বায়ু প্রাদুর্ভূত হইয়া কর্কররাশি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল এবং করিনিকর কম্পিতকলেবর হইয়া অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত দর্শনে

কিছুমাত্র ভীত না হইয়া স্বর্গ লাভাভিলাষে সেই পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর গান্ধাররাজতনয় শকুনি যোদ্ধাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে যোধগণ! তোমরা সম্মুখে যুদ্ধ কর, আমি পশ্চাৎভাগে থাকিয়া পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিতেছি। মদ্রদেশীয় যোদ্ধা ও অন্যান্য বীরগণ সুবলনন্দনের বাক্য শ্রবণে যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বিপক্ষেরা শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক আমাদিগের প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে মদ্ররাজের সৈন্যগণ বিনষ্ট হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহারাজ দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ নিতান্ত ভীত হইয়া পুনরায় সমরপরাঙ্মুখ হইল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত শকুনি তাহাদিগকে কহিলেন, সৈন্যগণ! তোমরা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। পলায়ন পূর্ব্বক অধর্ম্মানুষ্ঠান করা তোমাদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

হে মহারাজ! ঐ সময় গান্ধাররাজ শকুনির দশ সহস্র প্রাসধারী অশ্বারোহী ছিল; তিনি পশ্চাৎভাগে অবস্থান করত সেই সমস্ত সৈন্য লইয়া বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে পাণ্ডবগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডব সৈন্যগণ বায়ুসঞ্চালিত অভ্রজালের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার সমক্ষে সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া অক্ষুব্ধ চিত্তে মহাবল সহদেবকে কহিলেন, হে সহদেব! ঐ দেখ, দুর্ম্মতি সুবলনন্দন আমাদিগের পশ্চাৎভাগে সৈন্যগণকে বিনাশ করিতেছে; অতএব তুমি অবিলম্বে

উহার সম্মুখীন হইয়া উহারে সংহার কর। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, তিন সহস্র পদাতি এবং হস্তী ও অশ্বগণ তোমার সমভিব্যাহারে গমন করুক। আমি পাঞ্চালগণ সমভিব্যাহারে শরানলে রথীদিগকে দগ্ধ করিতেছি। মহাবল পরাক্রান্ত সহদেব ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া অবিলম্বে আরোহি সমবেত সাত শত হস্তী, পাঁচ সহস্র অশ্ব ও তিন সহস্র পদাতি এবং দ্রৌপদীর আত্মজগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া সমরদুর্ম্মদ শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন এবং শকুনিরে অতিক্রম করিয়া জয়াভিলাষে পশ্চাৎভাগে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অশ্বারোহিগণ ক্রোধভরে রথীদিগকে অতিক্রম পূর্ব্বক শকুনির সৈন্যগণ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর সহদেবের সৈন্যগণের সহিত শকুনির সৈন্যগণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রথী সকল শর বর্ষণে বিরত হইয়া তাহাদের সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎকালে কে আত্মপক্ষ আর কেই বা পরপক্ষ, তাহা বোধগম্য হইল না। কৌরব ও পাণ্ডবগণ নক্ষত্রপাতের ন্যায় শূরগণ বিসৃষ্ট শক্তিসম্পাত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নভোমণ্ডল নির্ম্মল ঋষ্টি দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। প্রাস সমুদায় শলভশ্রেণীর ন্যায় নভোমণ্ডলে বিরাজিত হইল। অসংখ্য অশ্ব শরবিদ্ধ ও রুধিরলিপ্ত কলেবর হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল এবং কতকগুলি পরস্পর পরিপেষিত ও ক্ষত বিক্ষত হইয়া অনবরত রুধির বমন করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর রণস্থল সৈন্যসমুত্থিত ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইলে

ঘোরতর অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইল। তখন অসংখ্য অশ্ব ও মনুষ্য তথা হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কতকগুলি সৈন্য ভূতলে নিপতিত হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল। কেহ কেহ পরস্পরের কেশ গ্রহণ পূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল এবং কেহ কেহ পরস্পরকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক মল্লের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইল। কোন কোন বীর অশ্বপৃষ্ঠে নিহত হইলে অশ্বেরা তাহাদিগকে লইয়া ধাবমান হইল এবং কেহ কেহ গতাসু হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময় রুধিরোক্ষিত শস্ত্রখণ্ডিত ভুজদণ্ড, ছিন্ন কেশপাশ, বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র, নিহত অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং শোণিতসিক্ত বর্ম্মধারী পরস্পর বধাভিলাষী উদ্যতায়ুধ সৈনিকগণে সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হইলে কেহই আর অশ্বারোহণ পূর্ব্বক দূরে গমন করিতে সমর্থ হইল না। তখন মহাবল পরাক্রান্ত সুবলনন্দন মুহূর্ত্ত কাল যুদ্ধ করিয়া হতাবশিষ্ট ছয় সহস্র অশ্বসৈন্যের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন শোণিতলিপ্ত কলেবর পাণ্ডব সেনাগণও অবশিষ্ট ছয় সহস্র অশ্ব লইয়া তথা হইতে গমন করিতে লাগিল। তখন জীবিত নিরপেক্ষ রক্তাক্তদেহ পাণ্ডব পক্ষীয় অশ্বারোহিগণ কহিল, হে বীরগণ! এখানে মহাগজের কথা দূরে থাকুক, রথ লইয়া যুদ্ধ করাও সাধ্যায়ত্ত নহে; অতএব রথিগণ রথীদিগের প্রতি এবং কুঞ্জর সকল কুঞ্জরগণের অভিমুখে গমন করুক। সুবলনন্দন শকুনি পলায়ন পূর্ব্বক স্বীয়

সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতেছে আর যুদ্ধ করিতে আগমন করিবে না।

• অশ্বারোহিগণ এই কথা বলিলে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও করিসৈন্যগণ পাঞ্চাল বংশোদ্ভব মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট গমন করিল। সহদেবও একাকী রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। এইরূপে সৈন্য সকল অপসৃত হইলে শকুনি পুনরায় সংগ্রামে আগমন পূর্ব্বক এক পার্শ্ব হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্যগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন উভয় পক্ষীয় বীরগণ পুনরায় প্রাণপণে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। যোধগণ পরস্পর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। মস্তক সকল খড়্গাঘাতে ছিন্ন হইয়া নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন তালফল নিপতিত হইতেছে। ছিন্ন ভিন্ন কলেবর, ঊরু ও অস্ত্রযুক্ত বাহুনিচয় নিপতিত হওয়াতে ঘোরতর চটচটা শব্দ সমুত্থিত হইল। যোধগণ শাণিত শস্ত্র সমূহে ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রগণকে নিপীড়িত করত আমিষলোলুপ বিহঙ্গমকুলের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। ক্রোধাবিষ্ট বীরগণ আমি পূর্ব্বে প্রহার করিব, আমি পূর্ব্বে প্রহার করিব বলিয়া ধাবমান হইয়া সহস্র সহস্র যোদ্ধারে নিপাত করিলেন। গতাসু নিপতমান অশ্বারোহিগণের সজ্ঘর্ষণে শত শত বীর ভূতলে নিপতিত হইল। নিতান্ত পিষ্ট চঞ্চল অশ্বগণের হ্রেষারব এবং সন্নদ্ধগাত্র পরমর্ম্মবিদারণোদ্যত মনুষ্যগণের চীৎকার ও অস্ত্রশব্দে রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিল। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ শ্রান্ত, পিপাসার্ত্ত ও নিশিত শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। তাহাদের বাহনগণ

নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইল। বীরগণ রুধির গন্ধে মত্ত ও বিচেতন প্রায় হইয়া কি স্বকীয় কি পরকীয় যোধগণকে প্রাপ্তিমাত্রই বিনাশ করিতে লাগিলেন। কতকগুলি ক্ষত্রিয় জিগীষাপরবশ হইয়া বিপক্ষের শরনিকরে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! আপনার পুত্রের সমক্ষেই এইরূপ ঘোরতর সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল। তখন বৃক, গৃধ্র ও শৃগালগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। সমরভূমি মনুষ্য ও অশ্বগণের দেহে সমাচ্ছন্ন ও রুধিরপ্রবাহে সমাকুল হইয়া ভীরুজনের নিতান্ত ভয়াবহ হইল। উভয় পক্ষীয় বীরগণ অসি, পট্টিশ ও শূল প্রভৃতি অস্ত্রে বারংবার ক্ষত বিক্ষত হইয়াও সমরে নিবৃত্ত হইলেন না; যত ক্ষণ জীবিত রহিলেন, স্ব স্ব শক্ত্যনুসারে প্রহার করিতে লাগিলেন। অনেক যোদ্ধা অরাতিগণের অস্ত্রে আহত হইয়া রুধির ক্ষরণ পূর্ব্বক নিপতিত হইল। কবন্ধগণ সমুত্থিত হইয়া যোধগণের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক শোণিতলিপ্ত অসি সমুদ্যত করিতে লাগিল। অসংখ্য যোদ্ধা রুধিরগন্ধে মোহ প্রাপ্ত হইল।

হে মহারাজ! ঐ সময় সমরশব্দ তিরোহিত প্রায় হইলে সুবলনন্দন শকুনি অল্পাবশিষ্ট অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের বহুসংখ্যক সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণও অতি সত্বরে শকুনির অভিমুখে গমন করিলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় উদ্যতাস্ত্র হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণ সমরসাগর সমুত্তীর্ণ হইবার মানসে চতুর্দ্দিক্ হইতে শকুনিরে পরিবেষ্টন করিয়া বিবিধ শরনিকরে তাঁহারে

নিপীড়িত করিতে লাগিল। তখন কৌরব পক্ষীয় হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণ পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণকে চতুর্দ্দিক্ হইতে আগমন করিতে দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইল। অস্ত্রহীন পদাতিগণ কেহ কেহ পদ দ্বারা ও কেহ কেহ মুষ্টি দ্বারা পরস্পরকে নিহত করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিল। পুণ্যক্ষয় হইলে সিদ্ধগণ যেমন বিমান হইতে ভূতলে নিপতিত হন, তদ্রূপ রথিগণ রথ হইতে ও গজারোহিগণ গজ হইতে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই প্রাস, অসি ও শরসঙ্কুল ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে যোধগণ পরস্পর মিলিত হইয়া কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ বন্ধু, কেহ কেহ পুত্রগণকে বিনাশ করাতে সংগ্রাম অতি অব্যবস্থিত হইয়া পড়িল।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! পাণ্ডবগণের শরে কৌরব সৈন্য নিহত ও সমরকোলাহল স্থগিত হইলে গান্ধাররাজতনয় শকুনি হতাবশিষ্ট সাত শত অশ্ব লইয়া সংগ্রামে আগমন পূর্ব্বক সৈন্যগণকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি করত ক্ষত্রিয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বীরগণ! মহারাজ দুর্য্যোধন এক্ষণে কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন? তখন ক্ষত্রিয়গণ কহিলেন, হে সুবলনন্দন! ঐ যে স্থানে পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় প্রভা সম্পন্ন সুন্দর আতপত্র বিরাজিত রহিয়াছে; যে স্থানে বর্ম্মধারী রথিগণ অবস্থান করিতেছেন এবং যে স্থানে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় তুমুল শব্দ হইতেছে; আপনি ঐ স্থানে গমন করুন, মহারাজ দুর্য্যোধনকে দেখিতে পাইবেন। মহাবীর শকুনি

যোধগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বিচিত্র যুদ্ধনিপুণ বীরগণে পরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারে আত্মপক্ষীয় রথিগণে পরিবৃত দেখিয়া আপনারে কৃতকার্য্য বোধ করিয়া রথীদিগকে আনন্দিত করত তাঁহারে কহিলেন, মহারাজ! আমি সমুদায় অশ্ব জয় করিয়াছি, তুমি রথীদিগকে পরাজয় কর। এক্ষণে পাণ্ডবগণের রথিগণ নিহত হইলে আমরা অনায়াসে পাণ্ডবগণের সমুদায় গজসৈন্য ও পদাতির প্রাণ সংহার করিতে পারিব।

হে মহারাজ! তখন আপনার পক্ষীয় বিজয়াকাঙ্ক্ষী বীরগণ সুসজ্জিত ও রথারূঢ় হইয়া পাণ্ডব সৈন্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক শরাসন বিধূনন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের জ্যানির্ঘোষ, তলধ্বনি ও নির্ম্মুক্ত শরজালের সুদারুণ শব্দে রণস্থল পরিপূর্ণ হইল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সেই কার্ম্মুকধারী বীরগণকে বেগে আগমন করিতে দেখিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, সখে! তুমি অসম্ভ্রান্ত চিত্তে অশ্ব চালন পূর্ব্বক সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হও; আজি আমি নিশিত শরনিকরে শত্রুগণকে নিঃশেষিত করিব। আজি অষ্টাদশ দিবস হইল, আমাদিগের এই ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, ইহার মধ্যেই কৌরবগণের সাগর সদৃশ সৈন্য আমাদিগের বিক্রম প্রভাবে এক্ষণে গোষ্পদের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। দৈবের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! মহাবীর ভীষ্ম নিহত হইলে আমাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করাই দুর্য্যোধনের শ্রেয়স্কর ছিল; কিন্তু ঐ দুরাত্মা মোহাবেশ প্রভাবে তৎকালে তদ্বিষয়ে সম্মত হইল না। পিতামহ দুর্য্যোধনকে যেরূপ হিতোপদেশ

প্রদান করিয়াছিলেন, ঐ নির্ব্বোধ তাহার কিছুই অনুষ্ঠান করে নাই। হে বাসুদেব! সেই ঘোরতর সংগ্রামে মহাবীর ভীষ্ম সমরশয্যায় শয়ান হইলে কৌরবগণ পুনরায় যে কি নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। ধৃত-রাষ্ট্রের পুত্রগণ সকলেই মূর্খ, নচেৎ তাহারা ভীষ্মকে নিপতিত দেখিয়া পুনরায় কি নিমিত্ত আমাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। যাহা হউক, পিতামহের মানবলীলা সম্বরণানন্তর মহাবীর দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, কর্ণপুত্র, বিকর্ণ, শ্রুতায়ু, জলসন্ধ, শ্রুতায়ুধ, ভূরিশ্রবা, শল্য, শাল্ব এবং জয়দ্রথ, রাক্ষস অলায়ুধ, বাহ্লিক, সোমদত্ত, ভগদত্ত, সুদক্ষিণ ও দুঃশাসন এবং অবন্তি দেশীয় বীরগণ নিহত হইলেও এই ঘোরতর হত্যাকাণ্ড উপ-শমিত হইল না। মহাবল পরাক্রান্ত অক্ষৌহিণীপতি ভূপাল-গণ ভীমশরে সমরশয্যায় শয়ন করিলেও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ লোভ মোহ প্রভাবে যুদ্ধে নিবৃত্ত হয় নাই। হায়! মূঢ়মতি দুর্য্যো-ধন ব্যতিরেকে কৌরব কুলোৎপন্ন আর কোন্ রাজা এই নিরর্থক বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারে? হিতাহিত জ্ঞান সম্পন্ন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিপক্ষকে গুণ ও বল বীর্য্যে সমধিক অবগত হইয়া কদাচ তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন না। হে কৃষ্ণ! পূর্ব্বে তুমি আমাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করি-বার নিমিত্ত দুর্য্যোধনকে হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলে; কিন্তু ঐ দুরাত্মা তৎকালে তদ্বিষয়ে সম্মত হয় নাই। সে যখন তোমার বাক্য রক্ষা করে নাই, তখন অন্যের বাক্য কিছুতেই রক্ষা করিবে না। মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর সন্ধি স্থাপনে অনুরোধ করিলে যে দুরাত্মা তাঁহাদের বাক্যে উপেক্ষা করিয়া-

ছিল, তাহার আর কিরূপে রক্ষা হইবে? যে পাপাত্মা মূঢ়তা নিবন্ধন হিতবাদী বৃদ্ধ পিতা ও মাতারে অসম্মান পূর্ব্বক প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, সে এক্ষণে কি নিমিত্ত অন্যের বাক্য শ্রবণ করিবে। হে জনার্দ্দন! দুর্য্যোধনের কার্য্য ও দুর্নীতি দর্শনে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ঐ হতভাগ্যই কৌরবকুল সমূলে নির্ম্মূল করিবে। এক্ষণে সে কোন ক্রমেই সহজে আমাদিগকে রাজ্য প্রদান করিবে না। মহাত্মা বিদুর আমারে বারংবার কহিয়াছিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন জীবনসত্ত্বে কদাচ তোমাদিগকে রাজ্যের অংশ প্রদান করিবে না। সে যত দিন জীবিত থাকিবে, সততই তোমাদের অনিষ্ট চেষ্টা করিবে। অতএব তোমরা যুদ্ধ ব্যতিরেকে অন্য কোন রূপেই সেই দুরাত্মার নিকট হইতে রাজ্য গ্রহণে সমর্থ হইবে না।

হে মাধব! সত্যবাদী মহাত্মা বিদুর যে রূপ কহিয়াছিলেন, এক্ষণে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের সেই রূপ কার্য্য সমুদায় প্রত্যক্ষ করিতেছি। ঐ দুরাত্মা জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম হইতে আনুপূর্ব্বিক হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও তদ্বিষয়ে অনাদর প্রদর্শন করিয়াছিল। এক্ষণে তাহার নিশ্চয়ই বিনাশ কাল উপস্থিত হইয়াছে। ঐ কুলাঙ্গার ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সিদ্ধ পুরুষেরা বারংবার কহিয়াছিলেন যে, এই দুরাত্মার পাপেই সমস্ত ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হইবে। এক্ষণে তাঁহাদের সেই বাক্য সত্যই হইল। অসংখ্য ভূপাল দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থ সমুপস্থিত হইয়া বিনাশ লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে যে সকল সৈন্য অবশিষ্ট আছে, আজি আমি তাহাদের সকলকেই বিনাশ করিব। দুরাত্মা দুর্য্যোধন ক্ষত্রিয়গণকে বিনষ্ট ও শিবির শূন্য দেখিয়া

আমাদিগের হস্তে নিহত হইবার নিমিত্ত অবশ্যই স্বয়ং যুদ্ধার্থে আগমন করিবে। বোধ হয়, তাহা হইলেই এই বৈরানল নির্ব্বাণ হইবে। হে মাধব! আমি ঐ দুরাত্মার কার্য্য দর্শন, বিদুরের বাক্য শ্রবণ ও আপনার বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন করিয়া এইরূপই অনুমান করিতেছি। এক্ষণে তুমি কৌরব সৈন্যমধ্যে অশ্ব সঞ্চালন কর। আমি অদ্য নিশিত শরনিকরে দুর্য্যোধন ও তাহার দুর্ব্বল সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরেব প্রিয়ানুষ্ঠান করিব।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপ কহিলে মহাত্মা বাসুদেব রথরশ্মি গ্রহণ করিয়া নির্ভীক চিত্তে বল পূর্ব্বক সেই শরশক্তিসঙ্কুল, গদা পরিঘ সমাকীর্ণ, চতুরঙ্গ বল সম্পন্ন কৌরব সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন চতুর্দ্দিকেই অর্জ্জুনের সেই বাসুদেব পরিচালিত শ্বেতাশ্বগণ নয়নগোচর হইল। শত্রুতাপন ধনঞ্জয় এইরূপে সমরাঙ্গনে সমাগত লইয়া জলধর যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ সুতীক্ষ্ণ শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নতপর্ব্ব শরনিকরের ঘোরতর শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। গাণ্ডীবপ্রেরিত অশনি সদৃশ শরজাল বীরগণের বর্ম্ম সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন ও হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে নিপাতিত করিয়া শব্দায়মান পতঙ্গের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। ফলত তৎকালে সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে একবারে সমুদায় সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হইল। তৎকালে কাহারও আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান রহিল না। বীরগণ দাবানলে দহ্যমান গজযূথের ন্যায় অর্জ্জুনের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও তাঁহারে পরিত্যাগ

পূর্ব্বক পলায়ন করিল না। তখন প্রবল প্রতাপশালী ধনঞ্জয় প্রজ্বলিত পাবক যেমন শুষ্ক লতা পরিপূর্ণ অসংখ্য পাদপ সম্পন্ন মহাবন দগ্ধ করে, তদ্রূপ দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে শরানলে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তিনি কি হস্তী, কি অশ্ব, কি মনুষ্য, কাহারও প্রতি দুই বার শর প্রয়োগ করিলেন না। পূর্ব্বে বজ্রপাণি ইন্দ্রের প্রভাবে দৈত্যগণ যেমন বিনষ্ট হইয়াছিল, তদ্রূপ এক্ষণে সেই এক বীর ধনঞ্জয়ের বিবিধ শরনিকরে কৌরব সৈন্যগণ নিহত হইতে লাগিল।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় বীরগণ সংগ্রামে নিবৃত্ত না হইয়া ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিবার মানসে তাঁহার উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীবপ্রভাবে তাহাদিগের মনোরথ বিফল করিলেন। তাঁহার অশনি সদৃশ অসহ্য শরনিকর জলধর নির্ম্মুক্ত বারিধারার ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। কৌরব সৈন্যগণ সেই শরনিকর সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা ও কেহ কেহ বয়স্যগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার পুত্রের সমক্ষেই তথা হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় অনেকের রথাশ্ব ও অনেকের সারথি নিহত হইল এবং অনেকের অক্ষ, যুগ, চক্র ও ঈষা ভগ্ন হইয়া গেল। কেহ কেহ অস্ত্রহীন ও কেহ কেহ নিতান্ত শরপীড়িত হইল। কেহ কেহ অক্ষতশরীর হইয়াও ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। বাহন শূন্য হইয়া কেহ কেহ পুত্র ও কেহ কেহ পিতাকে আহ্বান করিতে আরম্ভ করিল। অনেকানেক মহা-

রথী দৃঢ়তর আঘাতে মোহ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য মহারথগণ তাঁহাদিগকে স্বীয় রথে সমারোপিত করিয়া ক্ষণকাল আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় সমরস্থলে সমাগত হইলেন। কেহ কেহ দুর্য্যোধনের আদেশ রক্ষার্থে সমাহত ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। কোন কোন বীর পানীয় পান, কেহ কেহ অশ্বগণের শ্রমাপনোদন, কেহ কেহ বর্ম্ম পরিধান, কেহ কেহ রথ সজ্জা এবং কেহ পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রগণকে আশ্বাস প্রদান ও স্বীয় শিবিরে সংস্থাপন করিয়া পাণ্ডব সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে সেই কিঙ্কিণী-জালজড়িত বীরগণকে অবলোকন করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন দানবগণ ত্রৈলোক্য বিজয়ে সমুদ্যত হইয়াছে।

ঐ সময় অনেক মহাবীর সুবর্ণভূষিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সহসা সমাগত হইয়া পাঞ্চালরাজতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও নকুলপুত্র শতানীক কৌরব পক্ষীয় বীরদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরব সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহাদের বিনাশ বাসনায় মহা-বেগে গমন করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যো-ধন পাঞ্চালতনয়কে সমাগত সন্দর্শন করিয়া কর্ম্মার পরি-মার্জ্জিত নারাচ, অর্দ্ধ নারাচ ও বৎসদন্ত বাণে তাঁহার চারি অশ্বকে বিনাশ ও তাঁহার বাহু ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহা-বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্য্যোধনের পদাঘাতে অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শরনিপাতে কুরুরাজের চারি অশ্বকে

শমনসদনে প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাজা দুর্য্যোধন রথবিহীন হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যগণকে নিতান্ত নিস্তেজ দেখিয়া সুবল-নন্দন শকুনির সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

এইরূপে কৌরব পক্ষীয় রথ সকল ভগ্ন হইলে দুই সহস্র গজারোহী সৈন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে পঞ্চপাণ্ডবকে পরিবেষ্টন করিল। পাণ্ডবগণ করিসৈন্য পরিবৃত হইয়া মেঘাচ্ছাদিত গ্রহগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুন সুতীক্ষ্ণ বিবিধ নারাচে সেই পর্ব্বতাকার গজ-সৈন্য বিপোথিত করিতে আরম্ভ করিলে কুঞ্জরগণ অর্জ্জুনের এক এক শরে নিহত হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদের পতনে অসংখ্য সৈন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিল। ঐ সময় মত্ত মাতঙ্গ সদৃশ পরাক্রান্ত মহাবীর ভীমসেন সেই গজসৈন্য সন্দর্শনে ক্রোধভরে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় তাহাদিগের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। কৌরব সৈন্যগণ সন্দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। পর্ব্বতাকার হস্তী সকল বৃকোদরের গদাঘাতে বিদীর্ণকুম্ভ ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া চীৎকার করিতে করিতে কিয়দ্দূরে গমন করিয়া ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তখন রাজা যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীতনয়দ্বয় রোষাবিষ্ট হইয়া গৃধ্রপক্ষযুক্ত নিশিত শরনিকরে সেই গজারোহিগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে আপনার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের শরে পরাজিত হইয়া অশ্বারোহণে তথা হইতে প্রস্থান করিলে মহাবীর পাঞ্চাল-

নন্দনও পাণ্ডবগণকে গজসৈন্যে পরিবেষ্টিত অবলোকন করিয়া প্রভদ্রকগণ সমভিব্যাহারে তাহাদিগের বিনাশ বাসনায় ধাবমান হইলেন।

ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা ইহাঁরা রথিগণমধ্যে রাজা দুর্য্যোধনকে অবলোকন না করিয়া বিবীর্ণবদনে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, রাজা দুর্য্যোধন কোথায় গমন করিয়াছেন ? হে মহারাজ ! সেই ঘোরতর লোকক্ষয়কালে রাজা দুর্য্যোধনকে নিরীক্ষণ না করিয়া তাহাদের মনে এই আশঙ্কা হইয়াছিল যে, কুরুরাজ নিহত হইয়াছেন। তখন কোন কোন যোদ্ধা তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দুর্য্যোধনের সারথি বিনষ্ট হওয়াতে তিনি শকুনির নিকট গমন করিয়াছেন। অন্যান্য ক্ষত বিক্ষত ক্ষত্রিয়গণ কহিলেন, দুর্য্যোধনকে লইয়া আর আমাদিগের কি কার্য্য সাধন হইবে, তবে তিনি জীবিত আছেন কি না একবার তাহার অনুসন্ধান কর। এক্ষণে সকলে সমবেত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। ঐ দেখ, পাণ্ডবেরা মাতঙ্গগণকে বিনাশ করিয়া এই দিকে আগমন করিতেছে ; অতএব আমরা যে সমস্ত সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়াছি, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হই। হে মহারাজ! তৎকালে শরনিকর নিপীড়িত ক্ষতবিক্ষত কলেবর হতবাহন ক্ষত্রিয়গণ অপরিস্ফুট রূপে এই প্রকার কহিতে লাগিলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা ক্ষত্রিয়দিগের মুখে ঐ রূপ কথা শ্রবণ করিয়া পাঞ্চাল সৈন্যগণের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত সুবলনন্দন শকুনির সন্নিধানে

গমনে সমুদ্যত হইলেন। তখন মহাবীর পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরোবর্ত্তী করিয়া কৌরব সৈন্যগণকে বিনাশ করত আগমন করিতে লাগিলেন। আপনার সৈন্যগণ সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণকে প্রহৃষ্ট মনে আগমন করিতে দেখিয়া এককালে প্রাণ রক্ষায় নিরাশ হইল। উহাদিগের মুখমণ্ডল ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। তখন আমরা পাঁচ জন সেই সমস্ত সৈন্যকে ক্ষীণায়ুধ ও অরাতিগণে পরিবেষ্টিত দেখিয়া বহুসংখ্যক অশ্ব ও হস্তী লইয়া কৃপাচার্য্যের সমীপে অবস্থান পূর্ব্বক প্রাণ পণে পাঞ্চাল সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম এবং অল্প ক্ষণমধ্যেই অর্জ্জুনের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি গমন করিতে লাগিলাম। তথায় আমাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। পরিশেষে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাদিগকে পরাজয় করিলে আমরা রণস্থল হইতে অপসৃত হইলাম। অনন্তর মহারথ সাত্যকি চারি শত রথির সহিত আমার প্রতি ধাবমান হইলেন। আমি শ্রান্তবাহন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করিয়া নরকে নিপতিত পাপপরায়ণের ন্যায় সাত্যকির সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইলাম। তখন মূহূর্ত্ত কাল ঘোরতর সংগ্রাম হইল। পরিশেষে মহাবীর সাত্যকি আমার পরিচ্ছদ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আমাকে মূর্চ্ছিত ও ধরাতলে নিপতিত দেখিয়া দৃঢ়তর রূপে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর মহাবীর বৃকোদর গদা ও অর্জ্জুন নারাচ দ্বারা হস্তীদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন সেই পর্ব্বতোপম মাতঙ্গগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে গাঢ়তর নিপীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিপতিত হইতে লাগিল।

তাহাদের পতনে পাণ্ডবগণের রথমার্গ অবরুদ্ধ প্রায় হইল। তখন মহাবীর বৃকোদর সেই সমস্ত মৃত হস্তীদিগকে অপসারিত করিয়া রথগমনের পথ পরিষ্কৃত করিলেন। এ দিকে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা রথিগণমধ্যে রাজা দুর্য্যোধনকে নিরীক্ষণ না করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদ্বিগ্ন মনে শকুনির সন্নিধানে গমন করিলেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন অদৃশ্য হইলে এবং পাণ্ডুপুত্র বৃকোদর গজানীক নিহত ও কৌরব বল নিপীড়িত করিয়া প্রাণঘাতন দণ্ডধারী ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর দুর্ম্মর্ষণ, শ্রুতান্ত, জৈত্র, ভূরিবল, রবি, জয়ৎসেন, সুজাত, দুর্ব্বিষহ, অরিহা, দুর্ব্বিমোচন, দুষ্প্রধর্ষ ও শ্রুতর্ব্বা আপনার এই কয়েকটী হতাবশিষ্ট যুদ্ধবিশারদ পুত্র ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক্ অবরোধ করিলেন। তখন মহাবীর মধ্যম পাণ্ডব পুনর্ব্বার রথারূঢ় হইয়া আপনার পুত্রগণের মর্ম্মদেশে নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কুমারগণ ভীমশরে সমাকীর্ণ হইয়া তাঁহারে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর কোপাবিষ্ট হইয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা দুর্ম্মর্ষণের শিরশ্ছেদন ও সর্ব্বাবরণভেদী ভল্ল দ্বারা মহারথ শ্রুতান্তের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক অম্লান মুখে নারাচ দ্বারা জয়ৎসেনকে বিদ্ধ করিয়া রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। মহাবীর জয়ৎসেন ভূতলে নিপতিত হইয়াই

পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মহাবীর শ্রুতর্ব্বা তদ্দর্শনে কোপ-পূর্ণ হইয়া নতপর্ব্ব শত বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। বৃকোদর তৎকালে তাঁহার উপর শরনিক্ষেপ না করিয়া বিষাগ্নি সদৃশ তিন বাণে জৈত্র, ভূরিবল ও রবি এই তিন জনকে নিপাতিত করিলেন। বীরত্রয় রথ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া বসন্তকালে ছিন্ন কিংশুক পাদপত্রয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন অরাতিঘাতন ভীমসেন এক সুতীক্ষ্ণ ভল্লে দুর্ব্বিমোচনের জীবন নাশ করিলে তিনি রথ হইতে নিপতিত হইয়া বায়ুভগ্ন গিরিকূটজাত পাদপের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর মহাবীর বৃকোদর দুই দুই বাণে দুষ্প্রধর্ষ ও সুজাতকে নিহত করিয়া ভূতলশায়ী করিলেন। তখন মহাবীর দুর্ব্বিষহ মহাবেগে ভীমের প্রতি ধাবমান হই-লেন। মহাবীর বৃকোদর তাঁহারেও ধনুর্দ্ধরগণ সমক্ষে ভল্লের আঘাতে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর শ্রুতর্ব্বা ভ্রাতৃগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে সুবর্ণ ভূষিত শরাসনে টঙ্কার প্রদান ও বিষাগ্নি তুল্য বিবিধ শর বর্ষণ করত ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহারে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন সত্বরে অন্য চাপ গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রুতর্ব্বারে থাক্ থাক্ বলিয়া তর্জ্জন করত শরজালে সমাকীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। পূর্ব্ব-কালে জম্ভাসুর ও বাসবের যেমন যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ এক্ষণে সেই বীরদ্বয়ের অতি বিচিত্র ভয়ানক সংগ্রাম উপ-স্থিত হইল। তাঁহাদিগের যমদণ্ড সদৃশ নিশিত শরজালে

ভূমণ্ডল দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অনন্তর মহাবীর শ্রুতবর্ব্বা কোপান্বিত হইয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ভীমসেনের বাহুদ্বয় ও বক্ষস্থলে শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর তাঁহার শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া পর্ব্বকালীন সাগরের ন্যায় নিতান্ত অস্থির হইলেন এবং রোষাবিষ্ট চিত্তে শ্রুতবর্ব্বার চারি অশ্ব ও সারথির প্রাণ সংহার পূর্ব্বক তাঁহারে অবিরত নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর শ্রুতবর্ব্বা ভীমসেনের প্রভাবে বিরথ হইয়া খড়্গচর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক সমরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন বীরবরাগ্রগণ্য বৃকোদর ক্ষুরপ্র দ্বারা সেই খড়্গচর্ম্মধারী মহাবীরের শিরশ্ছেদন করিলেন। শ্রুতবর্ব্বার মস্তক বিহীন কলেবর রথ হইতে নিপতিত হওয়াতে বসুধাতল শব্দায়মান হইল। তখন আপনার পক্ষীয় ভয়মোহিত যোধগণ যুদ্ধার্থে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। প্রতাপান্বিত বৃকোদরও হতশেষ বলার্ণব হইতে সমাগত বর্ম্মধারী যোধগণকে আক্রমণ করিলেন। তখন কৌরবগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ অবরোধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন কৌরবপক্ষীয় যোধগণ কর্ত্তৃক সমন্তাৎ পরিবৃত হইয়া সুররাজ যেমন অসুরগণকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাহাদিগকে শরনিকরে নিপীড়িত করিলেন এবং অবিলম্বে পাঁচ শত মহারথ, সাত শত কুঞ্জর, এক লক্ষ পদাতি ও আট শত অশ্ব নিপাতিত করিয়া সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তে আপনার পুত্রগণ নিহত হওয়াতে তিনি আপনারে কৃতার্থ ও আপনার জন্ম সার্থক বলিয়া বোধ করিলেন।

ঐ সময় আপনার পক্ষীয় যোধগণ সেই কৌরবনিসূদন মহাবীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইলেন না। মহাবীর ভীমসেন এইরূপে কৌরবগণকে বিদ্রাবিত ও তাঁহাদের সৈন্যগণকে নিপাতিত করিয়া বাহ্বাস্ফোটনে করিগণকে বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন। তখন সেই অল্পমাত্রাবশিষ্ট কৌরব সৈন্য নিতান্ত দীন ভাবাপন্ন হইয়া রহিল।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্রগণের মধ্যে কেবল দুর্য্যোধন ও দুর্দ্ধর্ষ অশ্বগণের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবকীনন্দন জনার্দ্দন দুর্য্যোধনকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! অসংখ্য জ্ঞাতি শত্রু নিহত হইয়াছে। ঐ দেখ, শিনিপুঙ্গব সাত্যকি সঞ্জয়কে গ্রহণ করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছে। নকুল ও সহদেব কৌরব পক্ষীয় যোধগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছে। কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও মহারথ অশ্বত্থামা ইহাঁরা তিন জন এক্ষণে দুর্য্যোধনের সমীপে বর্ত্তমান নহেন। ঐ দেখ, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে নিহত করিয়া প্রভদ্রকগণের সহিত অবস্থান করিতেছে। ঐ দেখ, শ্বেতছত্র পরিশোভিত দুর্য্যোধন আপনার সমুদায় সৈন্য ব্যূহিত করিয়া অশ্বমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক বারংবার চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতেছে। তুমি অচিরাৎ নিশিত শরনিকরে উহারে নিপাতিত করিয়া কৃতকার্য্য হইবে। এই সমস্ত কৌরব সৈন্য গজানীক নিহত ও তোমারে সমরে সমাগত দেখিয়া যে পর্য্যন্ত পলায়ন না করে, তাবৎ তুমি দুর্য্যোধনের পরাজয় চেষ্টা কর।

কোন ব্যক্তি ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট গমন করিয়া তাঁহারে এই স্থানে আনয়ন করুক। পাপাত্মা দুর্য্যোধনের সৈন্য সমুদায় শ্রান্ত হইয়াছে। ঐ দুরাত্মা কখনই পরিত্রাণ পাইবে না। ঐ নরাধম তোমার অসংখ্য সৈন্য সংহার পূর্ব্বক পাণ্ডবগণ পরাজিত হইল বিবেচনা করিয়া ভীষণবেশে অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক স্বীয় সৈন্য বিনষ্ট দেখিয়া অবশ্যই সংগ্রামে আগমন করিবে।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, সখে! ভীমসেন ধৃতরাষ্ট্রের প্রায় সমুদায় পুত্রকে নিহত করিয়াছেন। যে দুই জন এক্ষণে বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহারাও আজি বিনষ্ট হইবে। কৌরব পক্ষের মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ ও মদ্ররাজ শল্য নিহত হইয়াছেন। এক্ষণে কেবল শকুনির পাঁচ শত অশ্ব, দুই শত রথ, এক শত মাতঙ্গ ও তিন সহস্র পদাতি এবং অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, ত্রিগর্ত্তাধিপতি, উলূক, শকুনি ও কৃতবর্ম্মা এই কয়েক জন যোধমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। কৃতান্তের হস্তে কাহারও পরিত্রাণ নাই। আজি নিশ্চয়ই মহারাজ যুধিষ্ঠির শত্রুহীন হইবেন। শত্রুপক্ষের কেহই পরিত্রাণ পাইবে না। আজি বিপক্ষ পক্ষের যে যে মদোদ্ধত বীর সমর পরিত্যাগ না করিবে, তাহারা মনুষ্য না হইলেও তাহাদিগকে নিপাতিত করিব। আজি নিশিত শরনিকরে শকুনিরে নিহত করিয়া ঐ দুরাত্মা দ্যূতক্রীড়ায় আমাদের যে সকল রত্ন হরণ করিয়াছিল, তৎসমুদায় প্রত্যাহরণ করিব। আজি রাজা যুধি-
ষ্ঠির স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিবেন। আজি হস্তিনার

অন্তঃপুরচারিণী কামিনীগণ স্ব স্ব পতি পুত্রদিগকে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবে। আজি আমার সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। আজি দুর্য্যোধন স্বীয় রাজশ্রী ও জীবন পরিত্যাগ করিবে। ঐ দুরাত্মা আমার ভয়ে সংগ্রাম হইতে পলায়ন না করিলে নিঃসন্দেহই উহারে নিপাতিত করিব। ধার্ত্তরাষ্ট্র যে সমুদায় অশ্ব সৈন্যের মধ্যে অবস্থান করিতেছে, উহারা আমার জ্যানির্ঘোষ ও তলধ্বনি শ্রবণেও সমর্থ নহে। এক্ষণে তুমি অশ্ব সঞ্চালন কর, আমি অচিরাৎ অরাতিগণকে নিহত করিতেছি।

হে মহারাজ! বাসুদেব অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া দুর্য্যোধন সৈন্যের অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ ভীমসেন ও সহদেব ইহাঁরাও কৌরব বল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করত দুর্য্যোধনের বিনাশ বাসনায় অর্জ্জুনের সহিত ধাবমান হইলেন। ঐ সময় মহাবীর শকুনি উদ্যতকার্ম্মুক আততায়ী পাণ্ডবদিগকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাদের অভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর আপনার পুত্র সুদর্শন ভীমসেনের সহিত, সুশর্ম্মা ও শকুনি অর্জ্জুনের সহিত এবং অশ্বারূঢ় মহাবীর দুর্য্যোধন সহদেবের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন প্রাস দ্বারা মাদ্রীপুত্রের মস্তকে আঘাত করিলে তিনি নিতান্ত ব্যথিত ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া ভুজঙ্গমের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোহাভিভূত ও রথোপস্থে নিপতিত হইলেন এবং অল্প কাল মধ্যে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া কোপাবিষ্ট চিত্তে নিশিত শরনিকরে কুরু-

রাজকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ঐ সময় সমরপরাক্রান্ত কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়ও শত্রু পক্ষীয় অশ্বারোহী বীরগণের মস্তক ছেদন ও অশ্ব সমুদায় সংহার করিয়া ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন ত্রিগর্ত্তদেশীয় বীরগণ মিলিত হইয়া অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় এক ক্ষুরপ্রে সত্যকর্ম্মার রথেষা ছেদনপূর্ব্বক আর এক শিলাশিত ক্ষুরপ্র দ্বারা সহসা তাঁহার কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি বুভুক্ষিত সিংহ যেমন অরণ্যে মৃগ সংহার করে, তদ্রূপ সত্যেষুরে আক্রমণ পূর্ব্বক বিনাশ করিয়া তিনবাণে সুশর্ম্মারে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় সুশর্ম্মার সুবর্ণভূষিত রথ সমুদায় ধনঞ্জয়ের শরে বিনষ্ট হইল। অনন্তর মহাবীর পাণ্ডুতনয় চিরসঞ্চিত তীক্ষ্ণ ক্রোধবিষ উদ্গার করত সুশর্ম্মার অভিমুখীন হইয়া তাঁহারে শত বাণে সমাচ্ছন্ন ও তাঁহার অশ্ব সমুদায় বিনষ্ট করিয়া তাঁহার প্রতি এক যমদণ্ড সদৃশ শর নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শর মহাবেগে গমন পূর্ব্বক সুশর্ম্মার হৃদয় ভেদ করিলে তিনি প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণের আহ্লাদ ও কৌরবগণের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। মহারথ ধনঞ্জয় এইরূপে সুশর্ম্মারে নিপাতিত করিয়া নিশিত শরনিকরে তাঁহার পঞ্চ-চত্বারিংশৎ পুত্র ও সমুদায় সৈন্য সংহার পূর্ব্বক হতাবশিষ্ট কৌরব সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তখন মহাবীর ভীমসেন নিতান্ত কোপান্বিত হইয়া অম্লান মুখে শরনিকরে সুদর্শনকে অদৃশ্য করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা

তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সুদর্শন নিহত হইলে তাঁহার অনুচরগণ বিবিধ শর বর্ষণ পূর্ব্বক ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিল। মহাবীর বৃকোদর তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া দেবরাজের বজ্রতুল্য নিশিত শরজালে কৌরব সৈন্যগণের চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ক্ষণকালমধ্যে তাহাদিগকে নিপাতিত করিলেন। সৈন্যগণ নিহত হইলে সেনাধ্যক্ষ মহারথগণ ভীমসেনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর ভীষণ শরজালে তাঁহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহারাও শরজাল নিক্ষেপ করত মহারথ পাণ্ডবদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয় পক্ষীয় বীরগণ এককালে ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলেন এবং অনেকে পরস্পরের আঘাতে সমাহত হইয়া স্ব স্ব বান্ধবের নিমিত্ত শোক করত নিপতিত হইতে লাগিলেন।

ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে সৈন্যক্ষয়কর ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে সুবলনন্দন শকুনি সহদেবের প্রতি ধাবমান হইলেন। প্রবল প্রতাপশালী সহদেবও তাঁহার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর উলূক ভীমের প্রতি দশ ও সহদেবের প্রতি নবতি শর নিক্ষেপ করিলেন। এই রূপে সেই মহাবীরগণ পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আকর্ণ আকৃষ্ট সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের জলধারা সদৃশ শরধারায় দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন হইল। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও সহদেব কৌরবসৈন্য বিনাশ করত সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। আপনার

সৈন্যগণ সেই বীরদ্বয়ের শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। শরসমাচ্ছন্ন তুরঙ্গমগণ বহুতর নিহত সৈন্য আকর্ষণ পূর্ব্বক ধাবমান হওয়াতে সমরাঙ্গনের পথ রোধ হইল। নিহত অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ এবং ছিন্ন প্রাস, ঋষ্টি, খড়্গ, চর্ম্ম, শক্তি ও পরশু সমুদায়ে রণভূমি সমাকীর্ণ হইলে বোধ হইতে লাগিল যেন উহা নানাবিধ কুসুমে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ঐ সময় বীরগণ পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইয়া উদ্বৃত্তনেত্র, দংশিতাধর, কুণ্ডলালঙ্কৃতমুখপদ্ম এবং অঙ্গদ, বর্ম্ম, খড়্গ, প্রাস ও পরশুসমাযুক্ত গজশুণ্ডাকার বাহু দ্বারা সমরাঙ্গন আবৃত করিলেন। ক্রব্যাদগণ ইতস্তত বিচরণ ও কবন্ধগণ চতুর্দ্দিকে নৃত্য করাতে রণভূমি অতি ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল।

মহারাজ! তৎকালে কৌরব সৈন্য অতি অল্পমাত্রাবশিষ্ট হইলে পাণ্ডবগণ মহা আহ্লাদে তাহাদিগকে যমরাজের রাজধানীতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী সুবলনন্দন শকুনি সহদেবের মস্তকে প্রাস প্রহার করিলেন। মাদ্রীনন্দন প্রাসের আঘাতে বিহ্বল হইয়া রথোপরি উপবিষ্ট হইলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন সহদেবকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে সমস্ত কৌরব সৈন্য নিবারণ ও নারাচ দ্বারা অসংখ্য যোদ্ধার কলেবর ভেদ করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অশ্বারোহী, গজারোহী ও শকুনির অনুচরগণ সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণে ভীত হইয়া সহসা পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। রাজা দুর্য্যোধন তাহাদিগকে সমরপরাঙ্মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে যোধগণ! তোমরা কেন

পলায়ন করিতেছ ? নিবৃত্ত হও। তোমাদের কিছুমাত্র ধর্ম্ম-জ্ঞান নাই। যে মহাবীর রণপরাঙ্মুখ না হইয়া সমরাঙ্গনে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অনন্ত সুখ লাভ করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ কহিলে শকুনির অনুচরগণ প্রাণ পণে পাণ্ডবগণেরপ্রতি ধাবমান হইল। গমন-কালে তাহাদের সংক্ষুব্ধ সাগরশব্দ সদৃশ ভীষণ শব্দে চারি দিক্ বিত্রাসিত হইয়া উঠিল। তখন বিজয়োদ্যত পাণ্ডবগণ শকুনির অনুচরদিগকে পুরোবর্ত্তী নিরীক্ষণ করিয়া তাহা-দিগের অভিমুখে গমন করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সহদেব সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক শকুনিরে দশ এবং তাঁহার অশ্বগণকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া অবলীলাক্রমে শরনিকরে সুবলনন্দনের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুদ্ধদুর্ম্মদ শকুনি সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া নকুলকে ষষ্টি এবং ভীম-সেনকে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর উলূকও পিতার পরিত্রাণ বাসনায় ভীমসেনকে সাত ও সহদেবকে সপ্ততি শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন উলূকের প্রতি সাত, শকুনির প্রতি চতুঃষষ্টি এবং তাঁহাদের পার্শ্বস্থ বীর-গণের প্রতি তিন তিন শর প্রয়োগ করিলেন। বীরগণ সহ-দেবের শরে সমাহত হইয়া ক্রোধভরে বিদ্যুদ্বিরাজিত জলদা-বলি যেমন পর্ব্বতের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ সহ-দেবের উপর অনবরত শরধারা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাপ্রতাপশালী সহদেব উলূককে সমাগত সন্দর্শন করিয়া এক ভল্লে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

মহাবীর উলূক রুধিরাক্ত কলেবর ও ছিন্নমস্তক হইয়া পাণ্ডবগণের আনন্দ বর্দ্ধন পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন।

সুবলনন্দন শকুনি পুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া বাষ্পাকুল নয়নে ক্ষণকাল বিদুরের বাক্য স্মরণ ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহদেবের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার প্রতি তিন শর প্রয়োগ করিলেন। মহাবীর সহদেব অবিলম্বে সুবলনন্দনের শর সকল নিরাকৃত করিয়া স্বীয় শরনিকরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর শকুনি অতি ভীষণ খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক সহদেবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত মাদ্রীতনয়ও অবলীলাক্রমে সেই ঘোরতর খড়্গ দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শকুনি ঘোরতর গদা গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলে তাহাও মাদ্রীনন্দনের শরপ্রভাবে ব্যর্থ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর সুবলনন্দন এক কালরাত্রির ন্যায় ভীষণ কনকভূষিত শক্তি সমুদ্যত করিয়া নকুলের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মাদ্রীতনয় তাহাও অবলীলাক্রমে শরনিকরে ত্রিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই ভীষণশক্তি নিপতিত হইবার সময় বোধ হইতে লাগিল যেন গগনমণ্ডল হইতে দেদীপ্যমান বিদ্যুৎ বিশীর্ণ হইতেছে। ঐ সময় কৌরব পক্ষীয় সৈন্যগণ শক্তি বিনিহত ও শকুনিরে নিতান্ত ভীত দেখিয়া সকলেই পলায়ন করিতে লাগিল। তৎকালে মহাবীর শকুনিও পলায়ন পরায়ণ হইলেন। আপনার পুত্রদিগের আর সমরবাসনা রহিল না। জয়শীল পাণ্ডবগণ কৌরবদিগকে তদবস্থ দেখিয়া মহা আহ্লাদে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন প্রবল প্রতাপশালী মাদ্রীতনয়

কৌরবদিগকে বিমনায়মান অবলোকন করিয়া অসংখ্য শরে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি অশ্বারোহী গান্ধার সৈন্যে পরিরক্ষিত শকুনিরে পলায়ন করিতে দেখিয়া তাঁহারে আপনার বধ্য জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং কার্ম্মুকে জ্যা আরোপিত করিয়া অঙ্কুশ দ্বারা হস্তীরে যেমন আঘাত করে, তদ্রূপ ক্রোধভরে নিশিত শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া কহিলেন, হে সুবলনন্দন! ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে স্থির হইয়া যুদ্ধ কর; দ্যূতক্রীড়া সময়ে সভামধ্যে যে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলে, আজি তাহার ফল ভোগ কর। পূর্ব্বে যে যে দুরাত্মা আমাদিগকে উপহাস করিয়াছিল, তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছে। কেবল কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন ও তুমি তোমরা দুই জন অবশিষ্ট আছ। লগুড় প্রহারে বৃক্ষ হইতে ফল যেমন নিপাতিত করে তদ্রূপ আজি আমি ক্ষুর প্রহারে তোমার মস্তক উন্মথিত করিব।

হে মহারাজ! মহাবল পরাক্রান্ত সহদেব শকুনিরে এইরূপ কহিয়া ক্রোধভরে মহাবেগে তাঁহারে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি রোষানলে দগ্ধ হইয়া ভীষণ শরাসন বিস্ফারণ পুরঃসর শকুনিরে দশ ও তাঁহার অশ্বগণকে চারি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার ছত্র, ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার মর্ম্মদেশে অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সুবলতনয় মাদ্রীতনয়ের শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া এক সুবর্ণমণ্ডিত প্রাস ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার বিনাশার্থ ধারমান হইলেন। তখন মহাবীর সহদেব তিন ভল্ল নিক্ষেপ পূর্ব্বক শকুনির

সেই সমুদ্যত প্রাস ও সুবৃত্ত ভুজদ্বয় যুগপৎ ছেদন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং সুবলনন্দনের মস্তক কৌরবগণের দুর্নীতি মূলীভূত বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে অন্য এক সর্ব্বাবরণভেদী সুবর্ণপুঙ্খ লৌহময় ভল্ল নিক্ষেপ পূর্ব্বক উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত শকুনি সহদেবের সূর্য্যসন্নিভ সুবর্ণমণ্ডিত শরে ছিন্ন মস্তক হইয়া ধরাশয্যায় শয়ান হইলেন। কৌরব পক্ষীয় শস্ত্রধারী যোধগণ শকুনিরে ছিন্নমস্তক, শোণিতাক্ত কলেবর ও সমরাঙ্গনে শয়ান অবলোকন করিয়া শঙ্কিত চিত্তে দশ দিকে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আপনার পুত্রগণ ও তাঁহাদের চতুরঙ্গ বল গাণ্ডীবনির্ঘোষ শ্রবণে ভীত, শুষ্কমুখ ও সংজ্ঞাহীন হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ শকুনিরে নিহত অবলোকন করিয়া মহাত্মা বাসুদেবও যোধগণের সন্তোষ সাধনার্থ শঙ্খ বাদন করিতে লাগিলেন এবং সহদেবকে যথোচিত প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে বীর! তুমি আজি ভাগ্যক্রমে দুরাত্মা শকুনি ও তাহার পুত্রকে নিপাতিত করিয়াছ।

হ্রদপ্রবেশ পর্ব্বাধ্যায়।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে সুবলনন্দন নিহত হইলে তাঁহার অনুচরগণ রোষপরবশ হইয়া প্রাণপণে পাণ্ডবগণের নিবারণে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহাবীর অর্জ্জুনও ক্রুদ্ধ আশীবিষ সদৃশ তেজস্বী ভীমসেন তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। শকুনির অনুচরগণ সহদেবের বিনাশ বাসনায় শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস ধারণ পূর্ব্বক সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীবপ্রভাবে তাহাদের সেই সঙ্কল্প ব্যর্থ হইয়া গেল। মহাবীর অর্জ্জুন ভল্ল দ্বারা অভিমুখে সমাগত যোধগণের অস্ত্রযুক্ত বাহু ও মস্তক ছেদন পূর্ব্বক তাহাদের অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। যোধগণ সব্যসাচীর শরাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। তখন রাজা দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া হতাবশিষ্ট চতুরঙ্গ বল একত্র সমবেত করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা অবিলম্বে সুহৃদ্গণের সহিত পাণ্ডবদিগকে ও সসৈন্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ করিয়া প্রত্যাগমন কর। হে মহারাজ! তখন সৈন্যগণ আপনার পুত্রের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইল। পাণ্ডবগণ সেই হতাবশিষ্ট যোধগণকে অভিমুখে সমাগত দেখিয়া তাহাদের উপর আশীবিষ

সদৃশ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন আপনার সৈন্যগণ কাহারেও রক্ষক না দেখিয়া শঙ্কাপ্রযুক্ত নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। ধূলিপটল পরিবৃত অশ্বগণ ইতস্তত ধাবমান হওয়াতে কাহারও আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান রহিল না। ঐ সময় পাণ্ডব সৈন্য হইতে যোধগণ বিনির্গত হইয়া কৌরব পক্ষীয় যোধগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন আপনার সৈন্যগণ প্রায় সকলেই বিনষ্ট হইল। হে মহারাজ! এইরূপে পাণ্ডব ও সঞ্জয়গণ আপনার পুত্রের সেই একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিঃশেষিত প্রায় করিলেন। কৌরব পক্ষীয় সহস্র সহস্র ভূপালমধ্যে কেবল একমাত্র দুর্য্যোধন অবশিষ্ট রহিলেন। তিনি ঐ সময় দশ দিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন এবং আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন পাণ্ডবগণের সিংহনাদ ও বাণশব্দ শ্রবণে মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়স্কর বোধ করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! অস্মৎপক্ষীয় সৈন্যগণ বিনষ্ট ও শিবির শূন্য হইলে পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্য কি পরিমাণে অবশিষ্ট রহিল? আর দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনই বা ঐ সময় সেই বলক্ষয় দেখিয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিল? সঞ্জয় কহিলেন মহারাজ! তৎকালে পাণ্ডব সৈন্যমধ্যে দুই সহস্র রথী, সাত শত হস্ত্যারোহী, পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী এবং দশ সহস্র পদাতি অবশিষ্ট ছিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এই সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন রণস্থলে আর কাহারেও আপনার সহায় না দেখিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন এবং শত্রুগণের সিংহনাদ

শ্রবণ ও আপনার সৈন্যক্ষয় অবলোকন করিয়া শঙ্কিত মনে নিহত স্বীয় অশ্বকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদাহস্তে পাদচারে পূর্ব্ব দিকে হ্রদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়দ্দূর গমন করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ ধীমান্ বিদুরের বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন, পূর্ব্বে বিদুর আমাদিগের ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের যে সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত হইবে, ইহা বিলক্ষণ অনুমান করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করত হ্রদপ্রবেশাভিলাষে ধাবমান হইলেন।

এ দিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ পাণ্ডবগণ ক্রোধভরে দ্রুত বেগে কৌরব সৈন্যগণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব প্রভাবে সেই সমস্ত শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাসধারি কৌরব সৈন্যগণের সমুদায় সঙ্কল্প নিষ্ফল করিয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সংহার পূর্ব্বক রথোপরি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময় সুবলনন্দন হস্তী ও অশ্বগণের সহিত নিহত হওয়াতে আপনার সৈন্য ছিন্ন অরণ্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন ব্যতিরেকে আপনার সেই অসংখ্য সৈন্যমধ্যে আর কেহই জীবিত রহিলেন না।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আমারে সাত্যকির নিকট অবলোকন করিয়া তাঁহারে কহিলেন, হে বীর! সঞ্জয়কে জীবিত রাখিবার প্রয়োজন কি? ইহারে অচিরাৎ সংহার কর। মহারথ সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের বাক্য শ্রবণমাত্র নিশিত অসি দ্বারা

আমারে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। ইত্যবসরে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তথায় আগমন করিয়া সাত্যকিরে কহিলেন, যুযুধান! তুমি সঞ্জয়কে পরিত্যাগ কর; ইহারে বিনাশ করা কর্ত্তব্য নহে। তখন মহাবীর সাত্যকি কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি ব্যাসের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া আমারে কহিলেন, সঞ্জয়! তুমি এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে গমন কর। এইরূপে আমি সেই অপরাহ্ণে সাত্যকির অনুজ্ঞা লাভ করিয়া বর্ম্ম ও আয়ুধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোণিতলিপ্ত কলেবরে নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। গমন কালে রণস্থল হইতে এক ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত ক্ষতবিক্ষতদেহ গদাধারী একমাত্র রাজা দুর্য্যোধনকে নিরীক্ষণ করিলাম। তাঁহার লোচনদ্বয় বাষ্পবারিতে সমাকুল হওয়াতে তিনি আমারে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় কুরুরাজকে শোকাকুল ও অসহায় সন্দর্শন করিয়া কিয়ৎক্ষণ আমারও বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। পরিশেষে আমি যেরূপে অরাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রসাদে মুক্ত হইয়াছিলাম, তাহাই আদ্যোপান্ত সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। তখন রাজা দুর্য্যোধন চৈতন্য লাভ ও মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া আমারে স্বীয় সৈন্য ও ভ্রাতৃগণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কহিলাম, মহারাজ! আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আপনার সমুদায় সৈন্য ও ভ্রাতৃগণ বিনষ্ট হইয়াছেন। আমার রণস্থল হইতে আগমন সময়ে ব্যাসদেব কহিলেন, এক্ষণে কৌরব পক্ষীয় তিন জন মাত্র মহারথ জীবিত আছেন।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন আমার বাক্য শ্রবণানন্তর

দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমারে বারংবার নিরীক্ষণ ও আমার গাত্র স্পর্শ করিয়া কহিলেন, সঞ্জয়! এক্ষণে আমি তোমা ব্যতিরেকে আমাদের পক্ষীয় আর কোন ব্যক্তিকেই জীবিত দেখিতেছি না। কিন্তু পাণ্ডবেরা সকলেই সহায় সম্পন্ন আছে। যাহা হউক, তুমি মহাপ্রাজ্ঞ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিবে যে, আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন ক্ষতবিক্ষত শরীরে সমর হইতে কথঞ্চিৎ বিমুক্ত হইয়া হ্রদমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিয়াছেন। হায়! মাদৃশ ব্যক্তি বিপক্ষশরে পুত্রহীন, ভ্রাতৃহীন, বন্ধুবান্ধব বিহীন ও রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবে! হে মহারাজ! কুরুরাজ এই বলিয়া হ্রদমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মায়াপ্রভাবে উহার সলিল স্তম্ভিত করিয়া রাখিলেন।

এইরূপে দুর্য্যোধন সেই হ্রদমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা এই তিন মহাবীর ক্ষতবিক্ষতকলেবর ও শ্রান্তবাহন হইয়া সেই প্রদেশের অনতিদূরে সমুপস্থিত হইলেন এবং আমারে দেখিবামাত্র সত্বরে অশ্ব চালন পূর্ব্বক আমার সমীপে আগমন করিয়া কহিলেন, সঞ্জয়! আজি সৌভাগ্য বশত তোমারে জীবিত দেখিলাম। আমাদিগের রাজা দুর্য্যোধন ত জীবিত আছেন? তখন আমি সেই বীরত্রয়ের নিকট দুর্য্যোধনের পরিত্রাণ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া কুরুরাজ হ্রদপ্রবেশ কালে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, তৎসমুদায় নিবেদন করিলাম এবং কুরুরাজ যে হ্রদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাও দেখাইয়া দিলাম। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা আমার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই বিস্তীর্ণ হ্রদ দর্শন পূর্ব্বক এই বলিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন,

হায়! কি কষ্ট! রাজা আমাদিগকে কি জীবিত বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন না। আমরা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া অনায়াসেই অরাতিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিতাম।

এইরূপে সেই তিন মহারথ সেই স্থানে বহু ক্ষণ বিলাপ করিলেন। পরিশেষে তাঁহারা পাণ্ডবগণকে সমরক্ষেত্রে অবলোকন পূর্ব্বক আমারে কৃপাচার্য্যের রথে আরোপিত করিয়া শিবিরে উপনীত হইলেন।• ঐ সময় দিনকর অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন। শিবিরস্থ যাবতীয় লোক কুমারগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন অন্তঃপুররক্ষক বৃদ্ধগণ রাজবনিতাদিগকে লইয়া নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরবকুলরমণীগণ বীরগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে কুররীগণের ন্যায় বারংবার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করত মহীতল প্রতিধ্বনিত করিয়া মস্তকে করাঘাত, নখর প্রহার ও কেশোৎপাটন পূর্ব্বক হাহাকার করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনের অমাত্যগণ ভয়াতুর হইয়া নগরে অশ্রুকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে রাজবনিতাগণকে লইয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরের বেত্রধারী দ্বারপালগণ বহুমূল্য আস্তরণে মণ্ডিত শুভ্র শয্যা সমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক নগরাভিমুখে ধাবমান হইল এবং অনেকে স্ব স্ব পত্নী সমভিব্যাহারে অশ্বতরীযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক নগরে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! পূর্ব্বে দিবাকরও যে কুলকামিনীগণকে অবলোকন করিতে সমর্থ হন নাই, এক্ষণে সামান্য লোকেরাও অবাধে তাহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিল। ঐ সময় গোপাল মেষপালক প্রভৃতি প্রাকৃত মনুষ্যগণও ভীম-

সেনপ্রমুখ পাণ্ডবগণের ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করত নগরাভিমুখে ধাবমান হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে সমস্ত লোক পলায়নপরায়ণ হইলে আপনার পুত্র যুযুৎসু নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি রাজা দুর্য্যোধনকে পরাজিত এবং আমার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ ও ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণকে নিহত করিয়াছেন। এক্ষণে ভাগ্যক্রমে কেবল আমি একাকী জীবিত রহিয়াছি। শিবিরস্থ সমস্ত লোকেই পলায়ন করিতেছে। অদৃষ্টপূর্ব্বা রমণীগণ অনাথা ও শোকসন্তপ্তা হইয়া হরিণীগণের ন্যায় ভয়ব্যাকুল লোচনে দশ দিক্ নিরীক্ষণ করত ধাবমান হইতেছেন। দুর্য্যোধনের হতাবশিষ্ট সচিবগণ রাজবণিতাদিগকে লইয়া নগরাভিমুখে প্রস্থান করিতেছেন। এই সময়ে আমারও তাঁহাদিগের সহিত নগরে গমন করা কর্ত্তব্য। মহাবাহু যুযুৎসু এইরূপ চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে সেই বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্ব্বক বিদায় প্রার্থনা করিলে দয়াপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির প্রসন্ন চিত্তে তাঁহারে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। তখন বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু রথারোহণ করিয়া হস্তিনাভিমুখী রমণীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করত অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক সচিবগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং সন্ধ্যা সময়ে বাষ্পাকুল লোচনে হস্তিনায় প্রবেশ পূর্ব্বক মহাত্মা বিদুরকে অবলোকন করিয়া প্রণতি পুরঃসর তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন। বিজ্ঞতম মহাত্মা বিদুর যুযুৎসুরে অবলোকন করিয়া অশ্রুগদগদ স্বরে কহিলেন, বৎস! কৌরবগণের এই ভয়াবহ

সংগ্রামে যে তুমি জীবিত রহিয়াছ, ইহা অতি সৌভাগ্যের বিষয়। এক্ষণে তুমি রাজা দুর্য্যোধনকে না লইয়া কি নিমিত্ত প্রত্যাগমন করিলে, ইহা আমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

যুযুৎসু কহিলেন, হে মহাত্মন্! মহাবীর শকুনি জ্ঞাতি, পুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত নিহত হইলে রাজা দুর্য্যোধনের সমস্ত পরিবার নিঃশেষিত হইল। তখন তিনি স্বীয় অশ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে পূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজা পলায়ন করিলে অন্যান্য সকলেই ভয়ব্যাকুলিত হইয়া নগরাভিমুখে ধাবমান হইল। অন্তঃপুররক্ষকগণ দুর্য্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের কলত্রদিগকে বাহনে সমারোপিত করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ সময় আমি কেশবের সমক্ষে রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই পলায়ন পরায়ণ ব্যক্তিগণকে রক্ষা করত হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলাম।

হে মহারাজ! সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা বিদুর বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসুর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান ও স্বীয় কুলধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছ। প্রজাগণ যেমন দিবাকরের পুনরাগমন সন্দর্শন করে, তদ্রূপ আজি আমি ভাগ্যক্রমে সেই বীরক্ষয়কর সংগ্রাম হইতে তোমার প্রত্যাগমন সন্দর্শন করিলাম। তুমি অদূরদর্শী অব্যবস্থিতচিত্ত রাজ্যলোলুপ হতভাগ্য অন্ধ নৃপতির একমাত্র যষ্টিস্বরূপ হইয়া রহিলে। আজি তুমি এই স্থানেই বিশ্রাম কর, কল্য যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিবে।

হে মহারাজ! মহাত্মা বিদুর এই মাত্র বলিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে যুযুৎসুর সহিত রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময়

যাবতীয় পুরবাসী ও জনপদবাসিগণ হাহাকার করিতে লাগিল। রাজভবন নিরানন্দময় ও শোভাবিহীন হইল। কাহারও আর কিছুতেই সুখ রহিল না তখন সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা বিদুর নিতান্ত দুঃখিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে আবাসে প্রবেশ করিলেন। মহামতি যুযুৎসুও সেই রজনী আপনার গৃহে অতিবাহিত করিলেন। বন্দিগণ তাঁহার স্তব পাঠ করিতে লাগিল, কিন্তু পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত ভরত বংশীয়দিগের ক্ষয়বৃত্তান্ত তাঁহার হৃদয়মন্দিরে জাগরূক হওয়াতে তিনি কোন ক্রমেই সুস্থ হইতে পারিলেন না।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা আমার সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিলে হতাবশিষ্ট অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা এবং আমার পুত্র মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন তৎকালে কি করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময় ক্ষত্রিয়রমণীগণ ধাবমান ও শিবির শূন্য হইলে আমাদিগের পক্ষীয় সেই তিন জন মহারথ পাণ্ডবগণের জয়কোলাহল শ্রবণ পূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া হ্রদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠিরও দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিবার বাসনায় হৃষ্ট মনে ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সমরাঙ্গনে পর্য্যটন করত পরম যত্ন সহকারে কুরুরাজের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহারে দেখিতে পাইলেন না। কুরুরাজ ইতিপূর্ব্বেই গদা হস্তে রণস্থল হইতে দ্রুত বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বীয় মায়াপ্রভাবে সলিল স্তম্ভিত করিয়া হ্রদমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐ

সময় দুর্য্যোধনের অন্বেষণ করিতে করিতে পাণ্ডবগণের বাহন সকল একান্ত পরিশ্রান্ত হইল। তখন তাঁহারা সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে শিবিরে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাবীর কৃপ, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা মৃদু পদসঞ্চারে সেই হ্রদ সন্নিধানে গমন করিয়া সলিলমধ্যে নিমগ্ন রাজা দুর্য্যোধনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে তুমি হ্রদমধ্য হইতে সমুত্থিত হইয়া আমাদের নিকট আগমন কর এবং আমাদিগের সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া হয় পাণ্ডুনন্দনকে বিনাশ পূর্ব্বক পৃথিবী ভোগ কর, না হয় তাঁহার হস্তে নিহত হইয়া স্বরলোক প্রাপ্ত হও। হে দুর্য্যোধন! তুমি পাণ্ডবগণের সৈন্য সমুদায়কে প্রায় বিনাশ করিয়াছ। যাহারা অবশিষ্ট আছে তাহারাও তোমার শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। এক্ষণে আবার আমরা তোমারে রক্ষা করিতেছি, সুতরাং পাণ্ডবগণ কিছুতেই তোমার বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না।

তখন রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহারথগণ! আমি ভাগ্যবলে এইরূপ ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়কর সংগ্রাম হইতে তোমাদিগকে বিমুক্ত দেখিলাম। অতঃপর শ্রমাপনোদন পূর্ব্বক সকলে একত্র হইয়া পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিব। এক্ষণে তোমরা সকলেই সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছ এবং আমিও শরনিকরে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি, বিশেষত পাণ্ডবগণের সৈন্য এখনও অধিক পরিমাণে আছে, সুতরাং এ সময় যুদ্ধ করিতে আমার কোন মতেই অভিরুচি হইতেছে না। তোমরা বীরগণের অগ্রগণ্য;

অতএব আমার প্রতি গাঢ়তর অনুরাগ প্রদর্শন পূর্ব্বক যুদ্ধে এইরূপ উৎসাহ প্রদান করা তোমাদের নিতান্ত বিস্ময়কর নহে। আমার মতে এ সময় পরাক্রম প্রকাশ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আমি এই রাত্রিটি বিশ্রাম করিয়া কল্য তোমাদিগের সমভি-ব্যাহারে বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই।

তখন মহাবীর অশ্বত্থামা রাজা দুর্য্যোধনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! তুমি এক্ষণে হ্রদমধ্য হইতে উত্থিত হও। তোমার মঙ্গল হউক, আমরাই তোমার বিপক্ষগণকে বিনাশ করিব। হে বীর! আমি ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, সত্য ও জয় দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি, অদ্য নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিব। যদি আমি রজনী প্রভাত না হইতে তোমার শত্রুগণকে বিনাশ করিতে না পারি, তাহা হইলে যেন আমার সজ্জনোচিত যুদ্ধকৃত প্রীতি কদাচ অনুভূত না হয়। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি যে পাঞ্চালগণকে বিনষ্ট না করিয়া কদাপি কবচ পরিত্যাগ করিব না।

হে মহারাজ! তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে কতকগুলি ব্যাধ মাংসভার বহন ক্লেশে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া জলোপসেবনের নিমিত্ত যদৃচ্ছাক্রমে সেই হ্রদ সন্নিধানে আগমন করিল। ঐ ব্যাধগণ ভীমের আহারার্থ প্রতিদিন পরম ভক্তি সহকারে মাংস আহরণ করিত। তাহারা সেই হ্রদের কূলে উপবেশন পূর্ব্বক নির্জ্জনে রাজা দুর্য্যোধন ও সেই সমস্ত মহারথগণের কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিল। ঐ সময় কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণও সমরস্পৃহাশূন্য সলিলে নিমগ্ন রাজা দুর্য্যোধনকে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত নির্ব্বন্ধাতিশয়

সহকারে অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ব্যাধগণ তাঁহাদের পরস্পর কথোপকথন শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধন যে হ্রদমধ্যে নিমগ্ন হইয়াছেন, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। হে মহারাজ! ইতিপূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠির ঐ ব্যাধগণকে দুর্য্যোধনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহারা যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য স্মরণ করিয়া অপরিস্ফুট রূপে পরস্পর কহিতে লাগিল, দেখ, রাজা দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই এই হ্রদমধ্যে অবস্থান করিতেছেন; অতএব চল, আমরা রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করি, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার নিকট বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হইব। মহাবীর ভীমসেনও আমাদিগের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে আমাদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিবেন। উহাঁদের দুই জনের নিকট বিপুল ধন প্রাপ্ত হইলে আর প্রতি দিন এইরূপ শুষ্ক মাংস বহন করিতে হইবে না। অর্থলোলুপ ব্যাধেরা এইরূপ পরামর্শ করিয়া প্রফুল্ল মনে মাংসভার গ্রহণ পূর্ব্বক শিবিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

এ দিকে পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনকে দেখিতে না পাইয়া কলহের মূলোচ্ছেদ করিবার মানসে তাঁহার অনুসন্ধানার্থে রণস্থলের চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিলেন। দূতেরা বহু ক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে যুধিষ্ঠিরের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! দুরাত্মা দুর্য্যোধনের কোন অনুসন্ধান পাইলাম না; সে পলায়ন করিয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তাকুলিত চিত্তে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ব্যাধগণ

হৃষ্ট চিত্তে অতি সত্বরে দীনভাবাপন্ন পাণ্ডবগণের শিবিরে সমুপস্থিত হইল এবং নিবারিত হইয়াও শিবিরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের সমীপে গমন করিয়া তাঁহারে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তখন মহাবীর বৃকোদর তাহাদিগকে প্রভূত ধন দান পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে দুর্য্যোধনের নিমিত্ত পরিতাপ করিতেছেন, আমি লুব্ধকগণের মুখে সেই দুরাত্মার বৃত্তান্ত অবগত হইলাম। সে জলস্তম্ভ করিয়া হ্রদ মধ্যে শয়ান রহিয়াছে। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির ভীমসেনের সেই প্রিয় বাক্য শ্রবণে সোদরগণের সহিত যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং জনার্দ্দনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া অবিলম্বে হ্রদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় হৃষ্টচিত্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের ভীষণ সিংহনাদ ও কিল কিলা শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। ক্ষত্রিয়গণ সকলেই অতি সত্বরে দ্বৈপায়ন হ্রদ সমীপে ধাবমান হইলেন। সোমকগণ মহা আহ্লাদিত হইয়া দুর্য্যোধনকে দেখিয়াছি ও তাহার বিষয় জ্ঞাত হইয়াছি বলিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে বারংবার চীৎকার করিতে লাগিলেন। বেগগামী রথিগণের ঘোরতর শব্দ আকাশমার্গে সমুত্থিত হইল। শ্রান্তবাহন বীরগণ অবিলম্বে যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিলেন। মহারথ অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, পাঞ্চালবংশোদ্ভব ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং হতাবশিষ্ট পাঞ্চালগণ চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে দ্বৈপায়ন হ্রদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে প্রবল প্রতাপশালী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির

সেই দুর্য্যোধন সমাশ্রিত দ্বৈপায়ন হ্রদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ হ্রদ দ্বিতীয় সাগরের ন্যায়, উহার জল অতি নির্ম্মল ও সুশীতল। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন গদাপাণি হইয়া মায়াপ্রভাবে সেই জলরাশি স্তম্ভিত করিয়া অলক্ষিত রূপে তাহার মধ্যে বাস করিতেছিলেন। ঐ সময় পাণ্ডব সৈন্যের সেই মেঘগম্ভীর তুমুল শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন রাজা যুধিষ্ঠির আপনার পুত্রের বিনাশ বাসনায় শঙ্খশব্দ ও রথনির্ঘোষে ভূমণ্ডল কম্পিত করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সেই হ্রদের উপকূলে উপস্থিত হইলেন। তখন মহারথ কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা পাণ্ডব সৈন্যের সেই তুমুল নিনাদ শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ! ঐ সমরবিজয়ী পাণ্ডবগণ মহাআহ্লাদে আগমন করিতেছে; অতএব তুমি অনুমতি প্রদান করিলে আমরা এস্থান হইতে প্রস্থান করি। রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া মায়াপ্রভাবে জলরাশি স্তম্ভিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৃপ প্রভৃতি মহারথগণও শোকার্ত্ত চিত্তে বহু দূরে গমন পূর্ব্বক সাতিশয় শ্রান্ত হইয়া এক বটবৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। তাঁহারা মহাবল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন জলরাশি স্তম্ভিত করিয়া শয়ান রহিয়াছেন, পাণ্ডবগণও যুদ্ধার্থ হ্রদসমীপে সমুপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে কিরূপে যুদ্ধ হইবে, পাণ্ডবেরা কিরূপেই বা তাঁহার অনুসন্ধান পাইবে, আর অনুসন্ধান পাইলেই বা রাজা দুর্য্যোধন কি রূপে পরিত্রাণ পাইবেন, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অশ্বগণকে রথ হইতে বিমুক্ত করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই কৃপ প্রভৃতি তিন জন রথী প্রস্থান করিলে পাণ্ডবগণ সেই হ্রদের কূলে সমুপস্থিত হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির সেই দ্বৈপায়ন হ্রদ দুর্য্যোধনের মায়াপ্রভাবে স্তম্ভিত দেখিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, কৃষ্ণ! ঐ দেখ, দুর্য্যোধন মায়াবলে জলস্তম্ভ করিয়া হ্রদমধ্যে অবস্থান করিতেছে। মনুষ্য হইতে উহার কিছুমাত্র ভয় নাই। যাহা হউক, আমি ঐ মায়াবীরে কদাচ জীবিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিব না। যদি দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং উহার সহায়তা করেন, তথাপি লোকে ইহারে সংগ্রামে নিহত দর্শন করিবে।

বাসুদেব কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি মায়াবলে ঐ মায়াবীর মায়া বিনষ্ট করুন। মায়াপ্রভাবে মায়ারে বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য। অতএব আপনি উপায় দ্বারা ঐ দুরাত্মারে বিনষ্ট করুন। দেবরাজ উপায়বলেই অসংখ্য দানবকে নিহত করিয়াছেন। কৌশল প্রভাবেই বলি রাজা বদ্ধ এবং হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু ও বৃত্রাসুরের বধ সাধন হইয়াছে। শ্রীরাম উপায় প্রভাবেই রাক্ষসরাজ রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়াছেন। আমার উপায় প্রভাবেই মহাবল পরাক্রান্ত বিপ্রচিত্তি ও তারকাসুর নিপাতিত হইয়াছে। উপায়প্রভাবেই বাতাপি, ইল্বল, ত্রিশিরা, সুন্দ ও উপসুন্দ নিহত হইয়াছে এবং দেবরাজ ইন্দ্র উপায়বলেই স্বর্গরাজ্য ভোগ করিতেছেন। হে মহারাজ! উপায় সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। উপায় প্রভাবেই দানব, রাক্ষস ও ভূপালগণ নিহত হইয়াছে। অতএব আপনি উপায় অবলম্বন করিয়া বিক্রম প্রকাশ করুন।

হে মহারাজ! মহামতি বাসুদেব এইরূপ কহিলে কুন্তী-তনয় যুধিষ্ঠির ঈষৎ হাস্য করিয়া জলমধ্যস্থিত মহাবল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কুরুরাজ! তুমি সমস্ত ক্ষত্রিয় ও আপনার বংশ বিনষ্ট করিয়া কি নিমিত্ত আজি আপনার জীবন রক্ষার্থে জলাশয়ে প্রবেশ করিয়াছ। অচিরাৎ জলমধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। হে পুরুষোত্তম! আজি তোমার সে দর্প ও অভিমান কোথায়? সভামধ্যে সকলেই তোমারে বীর পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করে; কিন্তু আজি তুমি প্রাণভয়ে সলিলমধ্যে প্রবেশ করাতে উহা বৃথা বোধ হইতেছে। তুমি ক্ষত্রিয়বংশে বিশেষত কৌরবকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; যুদ্ধে ভীত হইয়া সলিলমধ্যে অবস্থান করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। সমর-পরাঙ্মুখ হইয়া অবস্থান করা ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম নহে। অসাধু লোকেরাই সমরাঙ্গন হইতে পলায়ণ করিয়া থাকে। তুমি সমরসাগর সমুত্তীর্ণ না হইয়া কি নিমিত্ত জীবন রক্ষার বাসনা করিতেছ? এক্ষণে ভ্রাতা, পুত্র, বয়স্য, গুরুজন ও বন্ধুবান্ধব-গণকে নিপাতিত করিয়া কি এই হ্রদমধ্যে বাস করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে? হে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি সর্ব্বলোক সমক্ষে আপনারে বীর বলিয়া যে পরিচয় প্রদান করিতে, তাহা নিতান্ত নিরর্থক। বীর পুরুষেরা প্রাণান্তে শত্রু সন্দর্শনে পলায়ন করেন না। তুমি কি মনে করিয়া সমর পরিত্যাগ করিয়াছ, তাহা প্রকাশ কর এবং শঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জলমধ্য-হইতে উত্থিত হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হও। সমস্ত সৈন্য ও ভ্রাতৃ, গণকে নিপাতিত করিয়া এক্ষণে জীবন রক্ষার বাসনা করা

ক্ষত্র ধর্ম্মানুসারে তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য হইতেছে। তুমি মোহ বশত কর্ণ ও শকুনিরে আশ্রয় পূর্ব্বক আপনারে অমর জ্ঞান করিয়া যে পাপাচরণ করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার ফল ভোগ কর। তোমার ন্যায় বীর পুরুষেরা কখনই সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন না। এক্ষণে তোমার সে পৌরুষ, সে ক্ষত্রিয়াভিমান, সে বিক্রম, সে তর্জ্জন গর্জ্জন ও সে অস্ত্রশিক্ষা কোথায় রহিল। তুমি কি নিমিত্ত জলাশয়ে শয়ান রহিলে ? অচিরাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া হয় আমাদিগকে পরাজয় করিয়া এই পৃথিবী ভোগ কর, না হয় আমাদিগের হস্তে নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হও। বিধাতা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধই পরম ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তুমি সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া রাজত্ব লাভ কর।

হে মহারাজ! ধীমান্ ধর্ম্মনন্দন এইরূপ কহিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন জলমধ্য হইতে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! প্রাণীদিগের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু আমি প্রাণভয়ে পলায়ন করি নাই। সংগ্রামস্থলে আমার রথ ও তূণীর বিনষ্ট এবং সমুদায় সৈন্যসামন্ত ও পৃষ্ঠরক্ষক নিহত হওয়াতে আমি একাকী নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ সলিলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছি; প্রাণভয়ে বা বিষাদ প্রযুক্ত এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করি নাই। হে কুন্তীনন্দন! এক্ষণে অনুচরগণের সহিত তুমি কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম কর। আমি অবিলম্বেই সলিল হইতে সমুত্থিত হইয়া তোমাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! আমরা শ্রমাপনোদন

করিয়াছি ; এক্ষণে বহু ক্ষণের পর তোমার অনুসন্ধান পাইলাম ; অতএব তুমি অবিলম্বে হ্রদমধ্য হইতে উত্থিত ও আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া হয় রণস্থলে আমাদিগকে বিনাশ পূর্ব্বক অতি সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর, না হয় আমাদিগের হস্তে নিহত হইয়া বীরলোক প্রাপ্ত হও। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! আমি যাহাদিগের নিমিত্ত রাজ্যলাভের অভিলাষ করিতেছিলাম, আমার সেই সমস্ত ভ্রাতারা পরলোকে গমন করিয়াছে এবং পৃথিবীও রত্নহীন ও ক্ষত্রিয় শূন্য হইয়াছে। সুতরাং বিধবা রমণীর ন্যায় এই অবনীরে উপভোগ করিতে আমার আর স্পৃহা নাই। হে যুধিষ্ঠির ! আমি এখনও পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে ভগ্নোৎসাহ করিয়া তোমারে পরাজয় করিতে পারি ; কিন্তু মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ ও পিতামহ ভীষ্ম নিহত হওয়াতে আমার আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা নাই। অতএব এক্ষণে তুমিই এই হস্ত্যশ্বশূন্য, বন্ধুবান্ধব বিহীন পৃথিবী ভোগ কর। আমার সদৃশ কোন্ রাজা সহায়হীন হইয়া রাজ্যশাসন করিতে বাসনা করে ? বিশেষত তাদৃশ সুহৃৎ,পুত্র ও ভ্রাতৃগণকে নিহত এবং শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্য অপহৃত হওয়াতে আমার জীবন ধারণ করিতেও অভিলাষ নাই। আমি এক্ষণে মৃগচর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক বনে গমন করিব। রাজ্যভোগে আমার আর কিছুতেই স্পৃহা হইতেছে না।

হে মহারাজ ! মহাযশস্বী যুধিষ্ঠির রাজা দুর্য্যোধনের সেই করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দুর্য্যোধন ! তুমি সলিলমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক আর এইরূপ পরিতাপ করিও না। শকুনির ন্যায় তোমার ঐ সকল আর্ত্ত প্রলাপে আমার মনে

কিছুমাত্র দয়া সঞ্চার হইতেছে না। তুমি কথঞ্চিৎ রাজ্য দানে সম্মত হইতে পার; কিন্তু আমি কিছুতেই তোমার প্রদত্ত রাজ্য শাসন করিতে সম্মত নহি। প্রতিগ্রহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; অতএব তুমি সমগ্র পৃথিবী দান করিলেও আমি অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক কদাচ তাহা প্রতিগ্রহ করিব না। আমি তোমারে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া এই পৃথিবী ভোগ করিব। হে দুর্য্যোধন! পূর্ব্বে আমরা কুল-রক্ষার্থ ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপ্রার্থনা করিয়াছিলাম, তৎকালে তুমি কি নিমিত্ত উহা আমাদিগকে প্রদান কর নাই? তুমি প্রথমে মহাবল পরাক্রান্ত বাসুদেবকে প্রত্যাখ্যান করিয়া এক্ষণেই বা কি নিমিত্ত রাজ্যদানে অভিলাষী হইয়াছ? হা! তোমার কি ভ্রান্তি! কোন্ রাজা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া রাজ্য দানে ইচ্ছা করিয়া থাকে? আর এক্ষণে তোমার এই রাজ্য বল-পূর্ব্বক গ্রহণ বা দান করিবার ক্ষমতা নহে; সুতরাং তুমি কি রূপে উহা আমারে দান করিবে। হে দুর্য্যোধন! এক্ষণে তুমি আমারে পরাজয় করিয়া এই পৃথিবী প্রতিপালন কর। পূর্ব্বে তুমি আমারে সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমি প্রদান করিতে অভি-লাষী হও নাই; এক্ষণে কি রূপে সমগ্র পৃথিবী প্রদান করিবে। কোন্ মূর্খ অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ ও রাজ্য শাসন করিয়া শত্রুকে বসুন্ধরা দানে অধ্যবসায় করিয়া থাকে। তুমি কেবল মোহ প্রভাবেই উহা অবগত হইতে সমর্থ হইতেছ না। হে কুরু-রাজ! তুমি রাজ্যদানে অভিলাষী হইলেও আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করিব না। অতএব এক্ষণে হয় তুমি আমাদিগকে জয় করিয়া রাজ্য শাসন কর নতুবা আমাদিগের হস্তে নিহত হইয়া

অত্যুৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হও। তুমি ও আমি আমরা দুই জনেই জীবিত থাকিলে লোকে আমাদের জয় পরাজয়ে সন্দেহ করিবে। হে দুর্ব্বুদ্ধে! এক্ষণে তোমার জীবন আমার অধীন হইয়াছে, আমি মনে করিলে তোমার প্রাণ রক্ষা করিতে পারি; কিন্তু তুমি স্বয়ং কখনই আত্মপরিত্রাণে সমর্থ হইবে না। পূর্ব্বে তুমি গৃহদাহ ও বিষপ্রয়োগ প্রভৃতি বিবিধ উপায় দ্বারা আমাদিগকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে এবং রাজ্যাপহরণ, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক বারংবার আমাদিগকে কষ্ট প্রদান করিয়াছ। সেই সমুদায় কারণ বশত তুমি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। এক্ষণে জলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। যুদ্ধই তোমার পক্ষে শ্রেয়। হে মহারাজ! ধর্ম্মনন্দন এই কথা কহিলে অন্যান্য পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া বারংবার সেই রূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

হ্রদপ্রবেশ পর্ব্ব সমাপ্ত।

গদাযুদ্ধ পর্ব্বাধ্যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! আমার পুত্র দুর্য্যোধন স্বভাবতই ক্রোধপরায়ণ। সে তৎকালে বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক ঐ রূপ তিরস্কৃত হইয়া কি করিল ? পূর্ব্বে এরূপ তিরস্কার বাক্য কখনই তাহার কর্ণগোচর হয় নাই। সে রাজত্ব নিবন্ধন সর্ব্বদা সকল লোকের মান্য হইয়া কাল যাপন করিয়াছে। হায় ! পূর্ব্বে যে ব্যক্তি আতপত্রচ্ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া আমি পরের ছায়া আশ্রয় করিলাম বলিয়া খেদ করিত ; সূর্য্যের প্রভাও যাহার অসহ্য হইত ; সে কি রূপে অরাতিগণের কটু বাক্য সহ্য করিল ? হে সঞ্জয় ! ম্লেচ্ছ ও আটবিক সমবেত সমুদায় পৃথিবী যাহার প্রসাদে প্রতিপালিত হইয়াছে, সেই দুর্য্যোধন এক্ষণে স্বজন বিহীন হইয়া নির্জ্জনে সলিলমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক বারংবার পাণ্ডবগণের তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন হ্রদমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের সেই তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও বাহুদ্বয় কম্পন করত সলিলমধ্য হইতে বহির্গত হইলেন এবং যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন !

তোমাদিগের বন্ধুবান্ধব, রথ ও বাহন সমস্তই বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু আমি একাকী, বিরথ, হতবাহন ও পরিশ্রান্ত হইয়া জীবিত রহিয়াছি। তোমরা অনেকে রথারূঢ় হইয়া শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আমার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলে আমি পদাতি ও অস্ত্রশস্ত্রবিহীন হইয়া কি রূপে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি। অতএব তোমরা একে একে আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। এক ব্যক্তির বিশেষত বর্ম্মহীন, পরিশ্রান্ত, বিপন্ন, ক্ষতবিক্ষত ও শ্রান্তবাহন ব্যক্তির সহিত এককালে বহু বীরের যুদ্ধ করা কোন রূপেই যুক্তিসঙ্গত নহে। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে কি তুমি, কি ভীমসেন, কি অর্জ্জুন, কি নকুল কি সহদেব, কি সাত্যকি, কি বাসুদেব, কি পাঞ্চালগণ, কি অন্যান্য সৈনিকগণ, তোমাদের কাহারেও দেখিয়া আমার ভয়সঞ্চার হইতেছে না। আমি একাকী তোমাদের সকলকেই নিবারণ করিব। হে মহারাজ! সাধুদিগের কীর্ত্তি ধর্ম্মমূলক। আমি সেই ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া কহিতেছি যে, সম্বৎসর যেমন ক্রমে ক্রমে সমুদায় ঋতুতে মিলিত হয়, তদ্রূপ আমি তোমাদের সকলের সহিত মিলিত হইব। হে পাণ্ডবগণ! তোমরা কিয়ৎক্ষণ সুস্থির হও। আমি বিরথ ও শস্ত্র বিহীন হইয়াও প্রভাত সময়ে সূর্য্য যেমন কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক নক্ষত্রগণকে বিনাশ করেন, তদ্রূপ তোমাদের সকলকেই সংহার করিব। হে যুধিষ্ঠির! আজি তোমারে তোমার ভ্রাতৃগণের সহিত নিপাতিত করিয়া বাহ্লীক, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ, ভগদত্ত, শল্য, ভূরিশ্রবা, শকুনি এবং আমার পুত্রগণ, বন্ধু বান্ধবগণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের ঋণ

পরিশোধ করিব। হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির কুরুরাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি ভাগ্যবলে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবগত হইয়াছ এবং ভাগ্যবলেই তোমার যুদ্ধে বাসনা হইয়াছে। তুমি ভাগ্যবলে বীরপদবী প্রাপ্ত এবং সমরব্যাপার সম্যক্ অবগত হইয়া একাকীই আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অভিলাষ করিতেছ। অতএব অভীষ্ট আয়ুধ গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদিগের মধ্যে যে কোন বীরের সহিত সমাগত হইয়া যুদ্ধ কর। আমরা সকলে রণস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক যুদ্ধব্যাপার নিরীক্ষণ করিব। আমি কহিতেছি, তুমি আমাদের মধ্যে এক জনকে বিনাশ করিতে পারিলে সমুদায় রাজ্য তোমার হইবে। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! যদি আমারে এক জনের সহিত যুদ্ধ কবিতে হয়, তাহা হইলে আমি তোমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বলশালী ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিব। আর তুমি আমারে যে কোন আয়ুধ মনোনীত করিয়া গ্রহণ করিতে কহিয়াছ, আমি তদনুসারে এই গদা মনোনীত করিলাম। এক্ষণে তোমাদের মধ্যে যিনি আমার বলবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন, সেই বীর পাদচারে আমার সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। ইতিপূর্ব্বে বারংবার অত্যাশ্চর্য্য রথযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে এই অদ্ভুত গদাযুদ্ধ আরম্ভ হউক। লোকে অস্ত্রের পরিবর্ত্ত করিয়া থাকে, আজি তোমার সম্মতিক্রমে যুদ্ধেরও পরিবর্ত্ত উপস্থিত হউক। হে যুধিষ্ঠির: আমি গদাপ্রভাবে তোমারে, তোমার অনুজদিগকে এবং পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও অন্যান্য সৈন্যগণকেও

পরাজয় করিব। সমরাঙ্গনে দেবরাজ ইন্দ্রকে অবলোকন করিয়াও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয় সঞ্চার হয় না। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে গান্ধারীতনয়! তুমি এক্ষণে হ্রদমধ্য হইতে সমুত্থিত হইয়া আমার বা আমার পক্ষীয় অন্য কোন ব্যক্তির সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও এবং অবহিত হইয়া পুরুষকার প্রদর্শন কর। আজি যদি ইন্দ্রও তোমারে আশ্রয় প্রদান করেন, তথাপি তুমি বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিলমধ্যে লীন ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। উত্তম অশ্ব যেমন কশাঘাত সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ তিনি ধর্ম্মরাজের সেই বাক্য কোন ক্রমেই সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি পর্ব্বতের ন্যায় সুদৃঢ় ভীষণ লৌহময় গদা স্কন্ধে লইয়া সলিলরাশি বিক্ষোভিত করত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায়, সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায়, শূলপাণি রোষোদ্ধত রুদ্রের ন্যায় হ্রদ হইতে সমুত্থিত হইলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ তাঁহারে হ্রদমধ্য হইতে উত্থিত দেখিয়া পরস্পর পরস্পরের কর স্পর্শ করত আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন উহা উপহাস বিবেচনা করিয়া নয়নদ্বয় ঊর্দ্ধে উত্তোলন, ললাটে ত্রিশিখা ভ্রুকুটী বন্ধন ও বারংবার দশনচ্ছদ দংশন পূর্ব্বক বাসুদেবের সহিত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিতে সমুদ্যত হইয়াই যেন কহিতে লাগিলেন, হে পাণ্ডবগণ! তোমরা অবিলম্বে এই উপহাসের ফল লাভ করিবে। আমি অচিরাৎ তোমাদিগকে পাঞ্চালগণের সহিত যমালয়ে প্রেরণ করিব।

হে মহারাজ ! আপনার আত্মজ রাজা দুর্য্যোধন এই বলিয়া গদাহস্তে সলিলসিক্ত কলেবরে হ্রদের কূলে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ঝর জলস্রাবী মহীধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তৎকালে পাণ্ডবগণ তাঁহারে গদা উদ্যত করিতে দেখিয়া ঊর্দ্ধবাহু নিতান্ত ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত রাজা দুর্য্যোধন হর্ষভরে বৃষভের ন্যায় চীৎকার করত মেঘগম্ভীর নির্ঘোষে পাণ্ডবগণকে গদাযুদ্ধে আহ্বান পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির ! তোমরা একে একে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। এক ব্যক্তির সহিত এককালে বহু লোকের যুদ্ধ হওয়া নিতান্ত অন্যায় হইতেছে। বিশেষত আমি নিতান্ত পরিশ্রান্ত, সলিলসিক্ত, বর্ম্মহীন ও ক্ষতবিক্ষত কলেবর হইয়াছি এবং আমার বাহন ও সৈন্য সকল বিনষ্ট হইয়াছে ; আমি ক্রমে ক্রমে সকলেরই সহিত যুদ্ধ করিব। তুমি ন্যায়ান্যায় বিবেচনা করিতে পার, এক্ষণে ন্যায়ানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দুর্য্যোধন ! যখন বহুসংখ্যক মহারথ একত্র হইয়া অভিমন্যুরে বিনাশ করিয়াছিল, তখন তোমার এরূপ প্রজ্ঞা কোথায় ছিল ? ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম নিতান্ত ক্রূর ও নিরপেক্ষ, ইহাতে দয়ার লেশমাত্রও নাই। নচেৎ তোমরা সকলেই ধর্ম্মজ্ঞ ও বীর পুরুষ হইয়া তৎকালে কিরূপে অভিমন্যুরে বিনাশ করিলে ? ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। অনেকে একত্র হইয়া এক জনকে বিনাশ করিলে যদি অধর্ম্ম হয় তবে কিরূপে তোমার মতানুসারে বীরগণ সমবেত হইয়া অভিমন্যুরে বিনাশ

করিল। বিপদ্ কালে সকলেই ধর্ম্ম চিন্তা করিয়া থাকে, কিন্তু সম্পদের সময় পরলোকের দ্বার রুদ্ধ অবলোকন করে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি কবচ পরিধান, কেশকলাপ বন্ধন ও যে কোন দ্রব্যের অভাব থাকে, তাহা গ্রহণ কর। আমি এখনও কহিতেছি যে, তুমি পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে যাহার সহিত অভিরুচি হয়, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও হয় তাহারে বিনাশ করিয়া রাজ্য-পদ লাভ কর, না হয় তাহার হস্তে নিহত হইয়া স্বর্গসুখ অনুভব কর। হে বীর! এক্ষণে তোমার জীবন রক্ষা ব্যতীত আর কি হিত সাধন করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ কর।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে আপনার পুত্র সুবর্ণময় বর্ম্ম ও কনকমণ্ডিত বিচিত্র শিরস্ত্রাণ গ্রহণ করিয়া সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং গদা সমুদ্যত করিয়া পাণ্ডবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ! এক্ষণে তোমাদিগের মধ্যে সহদেব, ভীমসেন, নকুল, অর্জ্জুন অথবা যুধিষ্ঠির এক জন আসিয়া আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হউন। আমি নিশ্চয়ই তাঁহারে পরাজয় করিয়া কৃতকার্য্য হইব। আমি ক্রমে ক্রমে তোমাদের সকলকেই বিনাশ করিয়া বৈরানল নির্ব্বাণ করিব। বোধ হয়, ন্যায়ানুসারে গদাযুদ্ধে তোমরা কেহই আমার সমকক্ষ হইবে না। স্বমুখে এরূপ উদ্ধত বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা হউক, আমি অচিরাৎ তোমাদিগের সমক্ষে আপনার বাক্য সফল করিব। এক্ষণে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে যাঁহার অভিরুচি হয়, তিনি গদা গ্রহণ করুন, আমার বাক্য সত্য কি মিথ্যা, তাহা অবিলম্বে প্রকাশ পাইবে।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে বারংবার তর্জ্জন গর্জ্জন করিলে মহামতি বাসুদেব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি কোন্ সাহসে দুর্য্যোধনকে কহিলেন যে, তুমি আমাদিগের মধ্যে এক জনকে বিনাশ করিয়া রাজ্যপদ লাভ কর। ঐ দুরাত্মা যদি আপনারে অথবা অর্জ্জুন, নকুল বা সহদেবকে যুদ্ধার্থ বরণ করে, তাহা হইলে আপনার কি দুর্দ্দশা হইবে! বোধ হয়, আপনারা কেহই উহার সহিত গদাযুদ্ধে সমর্থ নহেন। দুর্য্যোধন ভীমসেনের নিধন বাসনায় ত্রয়োদশ বর্ষ পর্য্যন্ত লৌহময় পুরুষের সহিত ব্যায়াম করিয়াছে। অতএব এক্ষণে কিরূপে আমাদিগের কার্য্য সম্পন্ন হইবে? আপনি কৃপাপরবশ হইয়া নিতান্ত সাহসের কার্য্য করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে ভীমসেন ব্যতীত দুর্য্যোধনের সমকক্ষ আর কেহই নহে। তিনিও দুর্য্যোধনের ন্যায় গদাযুদ্ধ অধিক অভ্যাস করেন নাই। অতএব বোধ হয়, পূর্ব্বে শকুনির সহিত আপনার যেরূপ দ্যূতক্রীড়া হইয়াছিল, এক্ষণে পুনরায় তদ্রূপ দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইল। ভীমসেন বলবান্ ও পরাক্রমশালী; কিন্তু দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে কৃতী। বলবান্ ও কৃতী এই উভয়ের মধ্যে কৃতী ব্যক্তিই সমধিক ক্ষমতাপন্ন। আপনি সেই ক্ষমতাপন্ন শত্রুকে আমাদিগের মঙ্গলপথে নিবেশিত করিয়া স্বয়ং বিষম সঙ্কটে নিপতিত হইলেন এবং আমাদিগকেও বিপদসাগরে নিপাতিত করিলেন। কোন্ ব্যক্তি সমস্ত শত্রু বিনাশ করিয়া একমাত্র অরাতিরে বহু কষ্টে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহার হস্তে প্রাপ্ত

রাজ্য সমর্পণ করিয়া থাকে ? দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অমরগণের মধ্যেও কেহ উহারে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। ঐ বীর গদাযুদ্ধে অতিশয় দক্ষ ; অতএব ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিলে কি আপনি, কি ভীমসেন, কি নকুল, কি সহদেব, কি অর্জ্জুন কেহই উহারে পরাজয় করিতে পারিবেন না। যখন মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর দুর্য্যোধনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেও আমাদের জয়লাভে সংশয় উপস্থিত হয়, তখন আপনি কি রূপে উহারে যে কোন পাণ্ডবের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার বিনাশ সাধন পূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিতে অনুমতি করিলেন ? এক্ষণে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, পাণ্ডুতনয়গণের কখনই রাজ্যভোগ হইবে না। বিধাতা উহাদিগকে চির কাল বনে বাস বা ভিক্ষাব্রত অবলম্বন করিবার নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

হে মহারাজ! তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন মধুসূদনের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে যদুনন্দন ! আর বিষাদ করিও না, আজি আমি নিশ্চয়ই দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিয়া বৈরানল নির্ব্বাণ করিব। ধর্ম্মরাজের জয় লাভ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, দুর্য্যোধনের গদা অপেক্ষা আমার গদা সার্দ্ধেক গুণে গুরুতর, আমি সেই গদা অবলম্বন করিয়া অবিলম্বেই উহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি, তোমরা দর্শকভাবে অবস্থান কর। ক্ষুদ্র শত্রু দুর্য্যোধনের কথা দূরে থাকুক, অমর প্রভৃতি তিন লোক নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইলে আমি অনায়াসে তাঁহাদিগকেও বিনাশ করিতে পারি।

হে মহারাজ ! তখন মহাত্মা বাসুদেব ভীমের বাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া তাঁহারে প্রশংসা করত কহিলেন, হে বীর ! ধর্ম্মরাজ তোমার বাহুবলেই অরাতি বিহীন হইয়া স্বীয় রাজলক্ষ্মী লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। তুমি ধৃতরাষ্ট্রের সমুদায় পুত্র এবং কৌরব পক্ষীয় অসংখ্য রাজা, রাজকুমার ও নাগগণকে নিপাতিত করিয়াছ, তোমার প্রভাবেই কলিঙ্গ, মাগধ, প্রাচ্য, গান্ধার ও কৌরবগণ সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, এক্ষণে তুমি দুর্য্যোধনকেও নিপাতিত করিয়া বিষ্ণু যেমন দেবরাজকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মরাজকে সসাগরা পৃথিবী প্রদান কর। পাপপরায়ণ দুর্য্যোধন তোমার হস্তেই বিনষ্ট হইবে, তুমি অচিরাৎ তাহার উরুদ্বয় ভগ্ন করিয়া আত্মপ্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবে; কিন্তু ঐ দুরাত্মা অতিশয় বলবান্ ও যুদ্ধবিশারদ। সর্ব্বদা যত্ন সহকারে উহার সহিত যুদ্ধ করিও। মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে মহাবীর সাত্যকি এবং ধর্ম্মরাজপ্রমুখ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ ভীমসেনকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন ভীম পরাক্রম ভীমসেন সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী সৃঞ্জয়গণ পরিবেষ্টিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ ! আমি দুর্য্যোধনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হই। ঐ পুরুষাধম কখনই আমারে পরাজয় করিতে পারিবে না। অর্জ্জুন যেমন খাণ্ডবারণ্যে অগ্নি প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি আজি দুর্য্যোধনের প্রতি হৃদয়নিহিত ক্রোধানল নিক্ষেপ করিব। আজি গদার আঘাতে ঐ পাপাত্মার প্রাণ সংহার পূর্ব্বক আপনার হৃদয়স্থিত শল্য উদ্ধার করিয়া ফেলিব। আজি আপনি সুস্থশরীর হইবেন। আজি

আমি আপনার শক্রহৃত কীর্ত্তিময়ী মালা প্রত্যাহরণ করিব। আজি দুর্য্যোধন প্রাণ, শ্রী ও রাজ্য পরিত্যাগ করিবে এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে আমার হস্তে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া শকুনির দুর্ব্বুদ্ধিজনিত দুষ্ক্রিয়া সমুদায় স্মরণ করিবেন।

মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর এই বলিয়া বাসব যেমন বৃত্রাসুরকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দুর্য্যোধনকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করত গদা উত্তোলন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। তখন আপনার পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন ভীমসেনের আহ্বান সহ্য করিতে না পারিয়া মত্ত মাতঙ্গ যেমন মত্ত মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ ভীমসেনের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ শিখর পরিশোভিত কৈলাস পর্ব্বত সদৃশ মহাবীর দুর্য্যোধনকে যূথবিহীন মাতঙ্গের ন্যায় সমরে সমুপস্থিত দেখিয়া যাহার পরনাই আহ্লাদিত হইলেন। মহাবাহু দুর্য্যোধনও সিংহের ন্যায় নির্ভয় শরীরে ও অসঙ্কুচিত চিত্তে সমরক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন দুর্য্যোধনকে গদা উদ্যত করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তুমি তোমরা হস্তিনায় আমাদিগের প্রতি যে সমস্ত অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহা স্মরণ কর। তুমি শকুনির বুদ্ধিপ্রভাবে দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে পরাজয়, সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীরে অপমান এবং নিরপরাধ পাণ্ডবগণকে কষ্ট প্রদান করিয়া যে পাপানুষ্ঠান করিয়াছ, এক্ষণে নিশ্চয়ই তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে। হে কুলনাশক নরাধম! তোমার নিমিত্তই আমাদিগের পিতামহ মহাযশা ভীষ্মদেব নিহত হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়া-

ছেন। তোমার নিমিত্তই মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য নিহত হইয়াছেন। তোমার পাপেই তোমার সহোদরগণ, পুত্রগণ ও সমরনিপুণ বহুসংখ্যক ভূপতি, অসংখ্য সৈন্য এবং আমাদের এই বিবাদের মূলীভূত কারণ দুরাত্মা শকুনি ও দ্রৌপদীর ক্লেশদাতা পাপাত্মা প্রাতিকামী শমনসদনে গমন করিয়াছে। এক্ষণে কেবল তুমি একাকী অবশিষ্ট রহিয়াছ। আজি গদা প্রহারে নিশ্চয়ই তোমারে নিপাতিত করিব। আজি পাণ্ডবগণের ক্লেশ এবং তোমার দর্প ও বিপুল রাজ্যলালসা দূরীভূত হইবে।

কুরুরাজ ভীমসেনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বৃকোদর! অধিক বাগাড়ম্বর করিবার প্রয়োজন নাই। অবিলম্বে আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। আজিই তোমার যুদ্ধপ্রবৃত্তি উচ্ছিন্ন করিব। আমি হিমালয় শিখরের ন্যায় গদা ধারণ করিয়া সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়াছি। ন্যায়ানুসারে গদাযুদ্ধে সুররাজ পুরন্দরও আমারে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। তুমি সলিলবিহীন শরৎকালীন মেঘের ন্যায় আর বৃথা গর্জ্জন করিও না। যত দূর পরাক্রম থাকে, সংগ্রাম করিয়া প্রকাশ কর। হে মহারাজ! কুরুরাজ এই কথা কহিলে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ তলশব্দ দ্বারা উন্মত্ত মাতঙ্গকে যেমন আমোদিত করে, তদ্রূপ তাঁহার বাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহারে আমোদিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষীয় কুঞ্জরগণ অনবরত বৃংহিতধ্বনি ও অশ্বগণ বারংবার হ্রেষারব করিতে আরম্ভ করিল এবং বিজয়াকাঙ্ক্ষী পাণ্ডবগণের অস্ত্র সমুদায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরদ্বয়ের ভীষণ গদাযুদ্ধ উপস্থিত হইলে পাণ্ডব পক্ষীয় অন্যান্য বীরগণ সকলেই উপবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় তালধ্বজ বলদেব শিষ্যদ্বয়ের সংগ্রাম বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। পাণ্ডবগণ তাঁহার সন্দর্শনে অতিমাত্র প্রীত হইয়া কেশব সমভিব্যাহারে তাঁহারে প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, মহাশয়! শিষ্যদ্বয়ের যুদ্ধকৌশল অবলোকন করুন। তখন বলদেব কৃষ্ণসমবেত পাণ্ডবগণকে ও গদাধারী রাজা দুর্য্যোধনকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! আজি দ্বিচত্বারিংশ দিবস হইল, আমি তীর্থযাত্রায় নির্গত হইয়াছিলাম। আমি পুষ্যা নক্ষত্রে আবাস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শ্রবণায় প্রত্যাগমন করিয়াছি। এক্ষণে শিষ্যদ্বয়ের গদাযুদ্ধ সংবাদ অবগত হইয়া উহা দর্শন করিবার মানসে এই স্থানে উপস্থিত হইলাম। তখন গদাযুদ্ধে সমুদ্যত মহাবীর দুর্য্যোধন ও বৃকোদর বলদেবের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র প্রীতিপ্রফুল্ল মনে অতিমাত্র শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলদেবকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক স্বাগত ও কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎপরে মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব প্রীত মনে তাঁহারে আলিঙ্গন ও অভিবাদন, মাদ্রীতনয়দ্বয় ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র তাঁহারে নমস্কার এবং রাজা দুর্য্যোধন ও ভীমসেন তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক কহিলেন, মহাবাহো! এক্ষণে আপনি এই গদাযুদ্ধ নিরীক্ষণ করুন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত

বলদেব পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক অন্যান্য পার্থিবদিগকে যথাক্রমে সৎকার ও কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারাও তাঁহারে পূজা ও অনাময় বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর বলদেব প্রীতিপ্রফুল্ল মনে জনার্দ্দন ও সাত্যকিরে আলিঙ্গন ও তাঁহাদের মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা ইন্দ্র ও উপেন্দ্র যেমন প্রজাপতি ব্রহ্মারে পূজা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ হৃষ্ট মনে শাস্ত্রানুসারে তাঁহার সৎকার করিলেন।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোহিণীনন্দনকে কহিলেন, হে রাম! আপনি এক্ষণে আমার ভ্রাতৃদ্বয়ের গদাযুদ্ধ নিরীক্ষণ করুন। নীলাম্বরধারী ধবলকায় বলদেব যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত মনে সেই ভূপালগণ মধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক নভোমণ্ডলে নক্ষত্রগণ পরিবৃত নিশাকরের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় দুর্য্যোধন ও বৃকোদরের ঘোরতর গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হইবার উপক্রম হইলে বলরাম কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক আমি দুর্য্যোধনের বা পাণ্ডুতনয়দিগের সহায়তা করিব না বলিয়া যাদবগণ সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি কি নিমিত্ত সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং কিরূপেই বা যুদ্ধ দর্শন করিলেন, তৎসমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন!

বৈশম্পায়ন কহিলেন,মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ বিরাট

ভবনে অবস্থান পূর্ব্বক মধুসূদনকে ধৃতরাষ্ট্র সমীপে প্রেরণ করিলে মহামতি বাসুদেব প্রাণী সকলের হিত সাধনার্থ সন্ধির উদ্দেশে অম্বিকানন্দনকে বিশেষরূপে হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তৎকালে তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন পুরুষোত্তম কৃষ্ণ সন্ধি সংস্থাপনে কৃতকার্য্য না হইয়া দুর্য্যোধনের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বিরাট নগরে প্রত্যাগমন করিয়া পাণ্ডবগণকে কহিলেন, কৌরবগণ কাল প্রভাবে আমার বচন রক্ষা করিল না; অতএব চল, আমরা এই পুষ্যানক্ষত্রে যুদ্ধার্থ যাত্রা করি।

অনন্তর উভয় পক্ষের সৈন্য নির্দ্ধারিত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত রোহিণীতনয় কৃষ্ণকে কৌরবগণের সহায়তা করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সে সময় বাসুদেব তাঁহার বাক্য রক্ষা করিলেন না। তখন যদুনন্দন বলদেব রোষপরবশ হইয়া যাদবগণ সমভিব্যাহারে সরস্বতী তীর্থে প্রস্থান করিলেন। বলদেব তীর্থযাত্রা করিলে অরাতিনিপাতন ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা দুর্য্যোধনের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বাসুদেব সাত্যকির সহিত পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক পুষ্যানক্ষত্রযোগে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন।

এ দিকে বলদেব গমন কালে পথিমধ্যে ভৃত্যবর্গকে কহিলেন, তোমরা অবিলম্বে অগ্নি, যাজক, সুবর্ণ, রজত, ধেনু, বস্ত্র, অশ্ব, হস্তী, রথ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র এবং তীর্থযাত্রার উপযোগী পরিচ্ছদ ও নানাবিধ দ্রব্যজাত আনয়ন করিয়া সারস্বত তীর্থাভিমুখে যাত্রা কর। মহাবল বলদেব ভৃত্যগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া ঋত্বিক্, অন্যান্য ব্রাহ্মণ, সুহৃৎ, রথ, গজ, অশ্ব, কিঙ্কর

এবং গো, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রযোজিত বিবিধ যানে পরিবৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে সারস্বত তীর্থ সমুদায় পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। পরিচারকগণ দেশে দেশে বৃদ্ধ, শিশু ও পরিশ্রান্ত অথিগণকে প্রদান করিবার উদ্দেশে বিবিধ দানোপযোগী দ্রব্যের আয়োজন করিতে লাগিল। যে স্থানে যে ব্রাহ্মণ যে ভোজ্য বস্তু প্রার্থনা করিলেন,তাঁহারে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করা হইল। মহাবল বলরামের আদেশানুসারে ভৃত্যগণ স্থানে স্থানে অবস্থান করিয়া রাশি রাশি ভক্ষ্য ও পানীয় আহরণ করিতে লাগিল। সুখাভিলাষী ব্রাহ্মণগণকে মহার্হ বস্ত্র, পর্য্য[illegible] আস্তরণ প্রদান করা হইল। গমনাভিলাষীর নিমি[illegible] তৃষ্ণার্ত্তের নিমিত্ত পানীয়, বুভুক্ষিতের নিমিত্ত সুস্বাদু অন্ন [illegible] রাশি রাশি বস্ত্র ও আভরণ সমুদায় প্রস্তুত রহিল। বিপ্র বা ক্ষত্রিয়মধ্যে যিনি যাহা প্রার্থনা করিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইলেন। কাহারও কুত্রাপি গমনে বা অবস্থানে কিছুমাত্র ক্লেশ হইল না। এইরূপে সেই তীর্থগমন পথ সকলেরই পক্ষে স্বর্গসদৃশ সুখাবহ হইয়া উঠিল। উহা বিপণী, আপণ, পণ্য দ্রব্য এবং বিবিধ লতা, বৃক্ষ ও নানাবিধ রত্নে ভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সংযমী মহাত্মা বলদেব মহা আহ্লাদে সেই পুণ্য তীর্থ সমুদায়ে ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞদক্ষিণা, কাঞ্চনময় শৃঙ্গশোভিত মহার্হ বস্ত্র সমাযুক্ত সহস্র সহস্র পয়স্বিনী গাভী, নানা দেশজাত অশ্ব, মণি মুক্তা প্রবালাদি রত্ন, বিশুদ্ধ স্বর্ণ, রৌপ্য, যান, দাস এবং লৌহ ও তাম্রময় ভাণ্ড সকল দান করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! অপ্রতিমপ্রভাব রৌহিণীনন্দন এইরূপে সারস্বত তীর্থ সমু-

দায়ে ভূরি ভূরি অর্থ দান করিয়া ক্রমে ক্রমে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! আপনি সারস্বত তীর্থ সমুদায়ের গুণ, উৎপত্তি, কর্ম্ম ও ফল সমুদায় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন। উহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি বহুতর তীর্থ এবং তৎসমুদায়ের উৎপত্তি ও গুণ শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে ভগবান্ তারাপতি চন্দ্র যক্ষ্মরোগে আক্রান্ত ও নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া যে তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক শাপ হইতে মুক্তি লাভ ও পুনর্ব্বার স্বীয় তেজ অধিকার করিয়া সমস্ত বিশ্ব উদ্ভাসিত করিতেছেন, যদুপ্রবীর বলদেব সুহৃৎ ও ঋত্বিক্গণের সহিত সর্ব্বাগ্রে সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পবিত্র প্রভাস তীর্থে গমন করিলেন। ঐ তীর্থ চন্দ্রকে প্রভাসিত করিয়াছিল বলিয়া উহার নাম প্রভাস হইয়াছে।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! ভগবান্ শশাঙ্ক কি রূপে যক্ষ্মরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং কিরূপেই বা প্রভাস তীর্থে অবগাহন করিয়া শাপবিমুক্ত হইলেন, আপনি সবিস্তরে তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে প্রজাপতি দক্ষ স্বীয় সপ্তবিংশতি কন্যা চন্দ্রকে দান করেন। উহাঁরা নক্ষত্র; উহাঁদের দ্বারা লোকে কাল নিরূপণ করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত অলোকসামান্য রূপলাবণ্য সম্পন্না বিশাললোচনা কন্যার মধ্যে রোহিণী সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ছিলেন। ভগবান্ চন্দ্র তাঁহারই প্রতি প্রীতি প্রদর্শন ও তাঁহারই সহিত

সুখ সম্ভোগ করিতেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য দক্ষতনয়ারা নিতান্ত কুপিত হইয়া অবিলম্বে দক্ষ সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, পিত! আমাদিগের প্রতি চন্দ্রের আর কিছুমাত্র অনুরাগ নাই। তিনি নিরন্তর রোহিণীর সহিত সুখ সম্ভোগে কাল যাপন করিয়া থাকেন, অতএব আমরা আপনার সমক্ষে অবস্থান পূর্ব্বক মিতাহারী হইয়া তপোনুষ্ঠান করিব। প্রজাপতি দক্ষ কন্যাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্রের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি পত্নীগণের প্রতি তুল্যরূপে প্রীতি প্রদর্শন কর নতুবা তোমার ঘোরতর অধর্ম্ম হইবে। পরে তিনি কন্যাগণের নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, তোমরা এক্ষণে চন্দ্র সন্নিধানে গমন কর, তিনি আমার আদেশ ও উপদেশ অনুসারে তোমাদিগের প্রতি তুল্যরূপ অনুরাগ প্রদর্শন করিবেন।

তখন দক্ষকন্যারা পিতার অনুমতি ক্রমে পুনরায় চন্দ্রের ভবনে সমুপস্থিত হইলেন; কিন্তু চন্দ্র তাঁহাদিগের প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ প্রদর্শন না করিয়া প্রীত মনে রোহিণীরই সহিত কাল যাপন করিতে লাগিলেন। তখন কন্যাগণ পুনরায় দক্ষ সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, পিত! চন্দ্র আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছেন। আমাদিগের উপর তাঁহার আর কিছুমাত্র প্রীতি নাই। অতএব এক্ষণে আমরা আপনার শুশ্রূষায় নিরত হইয়া আপনারই সন্নিধানে কাল যাপন করিব। প্রজাপতি দক্ষ কন্যাগণের বাক্য শ্রবণে চন্দ্রের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি পত্নীগণের প্রতি তুল্যরূপ প্রীতি প্রদর্শন কর, নচেৎ আমি নিশ্চয়ই তোমারে শাপ

প্রদান করিব। হে মহারাজ! প্রজাপতি দক্ষ ঐ কথা কহিলেও ভগবান্ চন্দ্র তাঁহার বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক রোহিণীর সহিত কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

তখন দক্ষকন্যারা নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুনরায় পিতৃসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহার পাদ বন্দন করিয়া কহিলেন, পিত! চন্দ্র আমাদিগের সহবাসে এককালে বিমুখ হইয়াছেন। আমাদের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র স্নেহ নাই। আপনি বারংবার তাঁহারে উপদেশ প্রদান করিলেন; কিন্তু তিনি আপনার বাক্য গ্রাহ্য না করিয়া রোহিণীর সহিত কাল হরণ করিতেছেন। অতএব আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং যাহাতে চন্দ্র আমাদের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তাহারও উপায় করিয়া দিন।

তখন প্রজাপতি দক্ষ কন্যাগণের বাক্য শ্রবণে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া চন্দ্রের নিমিত্ত যক্ষ্মার সৃষ্টি করিলেন। যক্ষ্মা দক্ষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া চন্দ্রের শরীরে প্রবিষ্ট হইল। ভগবান্ চন্দ্র সেই যক্ষ্মরোগে আক্রান্ত হইয়া দীন দীন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। তিনি উহা হইতে মুক্তি লাভ করিবার নিমিত্ত যত্ন সহকারে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন; কিন্তু কোন ক্রমে রোগমুক্ত হইতে পারিলেন না। হে মহারাজ! চন্দ্র এই রূপে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইলে ওষধি সকল নিস্তেজ, আস্বাদ শূন্য ও উচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তন্নিবন্ধন লোক সকল নিতান্ত কৃশ ও সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিল।

তখন দেবগণ চন্দ্রের নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, হে শশলাঞ্ছন! তুমি কি নিমিত্ত এরূপ ক্ষীণ ও শোভাহীন হই-

য়াছ, তাহা আমাদিগের নিকট প্রকাশ কর। আমরা অবশ্যই উহার প্রতিবিধান করিব। তখন ভগবান্ শশাঙ্ক যে নিমিত্ত শাপগ্রস্ত ও যক্ষ্মরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, তাহা আদ্যোপান্ত সুরগণের নিকট কীর্ত্তন করিলেন। সুরগণ শশাঙ্কের মুখে তাঁহার ক্ষয়বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রজাপতি দক্ষের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া চন্দ্রকে শাপ হইতে মুক্ত করুন। শশধর অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছেন; উহাঁর কলেবর এক্ষণে অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে। উনি ক্ষীণ হওয়াতে ওষধি, লতা ও বিবিধ বীজ বিনষ্ট হইতেছে। তন্নিবন্ধন আমাদিগেরও ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বিনষ্ট হইলে এই জগৎ নিতান্ত ব্যর্থ হইবে। অতএব আপনি এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া চন্দ্রের প্রতি ক্রোধ সম্বরণ করুন।

তখন প্রজাপতি দক্ষ দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ! আমি যাহা কহিয়াছি, তাহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে। কিন্তু আমি এক্ষণে একটী উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিতেছি, তদ্দ্বারা চন্দ্রের শাপ শান্তি হইতে পারিবে। নিশাকর সারস্বত তীর্থে অবগাহন করিয়া পত্নীগণের প্রতি প্রতিনিয়ত তুল্যরূপ স্নেহ প্রদর্শন করুন, তাহা হইলে উনি পুনরায় পরিবর্দ্ধিত হইবেন, সন্দেহ নাই। হে দেবগণ! আমার বাক্যানুসারে মাসমধ্যে পঞ্চদশ দিন চন্দ্রের নিত্য নিত্য ক্ষয় ও পঞ্চদশ দিন নিত্য নিত্য বৃদ্ধি হইবে। উনি এক্ষণে পশ্চিম সমুদ্রে গমন পূর্ব্বক সরস্বতী ও সাগরসঙ্গমে দেবদেব মহাদেবকে আরাধনা করুন, তাহা হইলেই পুনরায় পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন।

হে মহারাজ! তখন ভগবান্ চন্দ্র মহর্ষি দক্ষের নিদেশানুসারে অমাবস্যায় সরস্বতীতে গমন করিয়া প্রভাসাখ্য তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক পুনরায় পূর্ব্ব রূপ প্রাপ্ত হইয়া সমুদায় লোক উদ্ভাসিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবগণ প্রভাসে গমন পূর্ব্বক চন্দ্রকে লইয়া দক্ষের নিকট আগমন করিলেন। মহর্ষি দক্ষ তাঁহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিদায় দিয়া প্রীত মনে চন্দ্রকে কহিলেন, বৎস! তুমি স্বীয় পত্নীগণ ও ব্রাহ্মণদিগকে কদাচ অবজ্ঞা করিও না, এক্ষণে দেবগণ সমভিব্যাহারে স্ব গৃহে গমন করিয়া আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর। তখন নিশানাথ দক্ষের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আপনার আলয়ে আগমন করিলেন। প্রজারাও হৃষ্টান্তঃকরণে পূর্ব্ববৎ কাল যাপন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! ভগবান্ শশাঙ্ক যেরূপে অভিশপ্ত হইয়াছিলেন এবং প্রভাস তীর্থ যেরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহা আদ্যোপান্ত সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। ঐ তীর্থে ভগবান্ শশাঙ্ক প্রতি অমাবস্যায় স্নান করিয়া পরিবর্দ্ধিত হন। উহা চন্দ্রকে প্রভাসিত করে বলিয়া লোকমধ্যে প্রভাস নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

অনন্তর মহাবল বলদেব চমষোদ্ভেদ তীর্থে গমন করিলেন। তথায় তিনি প্রভূত দান, বিধি পূর্ব্বক স্নান ও এক রজনী যাপন করিয়া সত্বরে উদপান তীর্থে গমন করিলেন। হে মহারাজ! সরস্বতী ঐ স্থানে অন্তঃসলিলা হইলেও সিদ্ধগণ মহান্ শ্রেয়োলাভ এবং ওষধি ও ভূমির স্নিগ্ধতা অবলোকন করিয়া উহা প্রবাহিত হইতেছে, ইহা অনায়াসে বিদিত হইয়া থাকেন।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায় ।

হে মহারাজ ! হলায়ুধ বলদেব মহাযশা মহর্ষি ত্রিতের উদপান তীর্থ প্রাপ্ত হইয়া তথায় স্নান, বিবিধ ধন দান ও দ্বিজগণের পূজা করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ধর্ম্মপরায়ণ মহাতপা ত্রিত ঐ তীর্থে অবস্থান করিতেন। তিনি ঐ কূপে অবস্থান পূর্ব্বক সোমরস পান করিয়াছিলেন ! তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহারে ঐ কূপে পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের আবাসে প্রস্থান করিলে মুনিবর ত্রিত তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! উদপান তীর্থ কি রূপে উৎপন্ন হইল ? মহাতপা ত্রিত কি নিমিত্ত কূপমধ্যে পতিত হইয়াছিলেন ? কি নিমিত্ত তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহারে কূপমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিয়াছিলেন ? আর কিরূপেই বা মহর্ষি ত্রিত যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক সোমরস পান করিয়াছিলেন ? যদি এই সমস্ত কথা শ্রোতব্য হয়, তাহা হইলে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! পূর্ব্ব যুগে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী মহাতপা একত, দ্বিত ও ত্রিত নামে তিন সহোদর ছিলেন। তাঁহাদের তিন জনকেই প্রজাপতির ন্যায় বোধ হইত। তাঁহারা কেহই প্রজাবিহীন ছিলেন না। তাঁহারা বেদাধ্যয়ন ও তপোবলে ব্রহ্মলোক জয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের পিতা ধর্ম্মপরায়ণ ভগবান্ গৌতম পুত্রগণের তপস্যা, নিয়ম ও দম গুণে পরম প্রীতি হইয়াছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ কাল সুপুত্রদিগের সৎকার্য্যজনিত আনন্দ অনুভব করিয়া সুরপুরে প্রস্থান করেন।

ঋষিশ্রেষ্ঠ গৌতম কলেবর পরিত্যাগ করিলে তাঁহার যজমানগণ তাঁহার পুত্রগণকে পূজা করিতে লাগিলেন। গৌতমের পুত্রত্রয়ের মধ্যে মহাত্মা ত্রিত কর্ম্ম ও অধ্যয়নের গুণে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মহাভাগ মহর্ষিগণ ত্রিতের গুণগ্রাম দর্শনে মহাত্মা গৌতমের ন্যায় তাঁহারে পূজা করিতে লাগিলেন।

এক দিন একত ও দ্বিত উভয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধন লাভের নিমিত্ত চিন্তাকুল হইয়া পরামর্শ করিলেন, আমরা ত্রিতকে সমভিব্যাহারে লইয়া যজমানদিগের নিকট বিবিধ পশু প্রতিগ্রহ করিয়া মহাফল যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক পরমানন্দে সোমরস পান করিব। তাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ত্রিতকে সমভিব্যাহারে লইয়া যজমানগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বিধানানুসারে তাঁহাদিগের যজ্ঞ সমাধান পূর্ব্বক অসংখ্য পশু প্রতিগ্রহ করিয়া পূর্ব্ব দিকে যাত্রা করিলেন। ত্রিত আনন্দিত চিত্তে সকলের অগ্রসর হইলেন এবং একত ও দ্বিত পশুগণকে সঞ্চালন করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে রজনী সমুপস্থিত হইল। তখন একত ও দ্বিত সেই প্রভূত পশু দর্শনে লোভপরবশ হইয়া কিরূপে এই সমস্ত গাভী আমরা উভয়ে প্রাপ্ত হইব, ইহাই চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে সেই পাপপরায়ণ ভ্রাতৃদ্বয় পরস্পর যুক্তি স্থির করিয়া কহিলেন, দেখ, ত্রিত যজ্ঞকুশল ও বেদপারগ। সে আমাদিগের অপেক্ষা অনেক গাভী লাভ করিতে পারিবে; অতএব চল, আমরা গো সঞ্চালন পূর্ব্বক প্রস্থান করি। ত্রিত যথাইচ্ছা গমন করুক।

হে মহারাজ! এইরূপে তাঁহারা তিন জন গমন করিতেছেন, এমন সময় একটা বৃক তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইল। গৌতমতনয়গণ যে পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন, উহার অনতিদূরে সরস্বতীর তটে একটা বৃহৎ কূপ ছিল। মহাত্মা ত্রিত পথিমধ্যে বৃক দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করত সেই সর্ব্বভূত ভয়ঙ্কর ঘোরতর কূপে নিপতিত হইলেন। তিনি সেই কূপমধ্যে আর্ত্তনাদ করিলে উহা তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা ত্রিতকে কূপে নিপতিত জানিতে পারিয়াও বৃকভয় ও পশু লোভে তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মহাতপস্বী ত্রিত এইরূপে ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আপনারে নরকে নিপতিত দুষ্কৃতীর ন্যায় সেই তৃণলতা পরিবেষ্টিত ধূলিসমাচ্ছন্ন নির্জ্জল কূপে নিপতিত অবলোকন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি এই কূপে থাকিয়া কি রূপে সোমরস পান করি। মহাত্মা ত্রিত এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখিলেন, এক লতা সেই কূপমধ্যে লম্বমান রহিয়াছে। তখন তিনি ক্ষণকাল ধ্যান করত সেই ধূলিসমাবৃত কূপ খনন পূর্ব্বক জলউত্তোলন ও বহ্নি স্থাপন করিলেন এবং আপনারে হোতা, সেই লম্বমান লতাকে সোমলতা, প্রস্তরখণ্ডকে শর্করা এবং জলকে আজ্য কল্পনা করিয়া ঋক্, যজু ও সামবেদ চিন্তা করত যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে তিনি দেবগণের নিমিত্ত সোমরসের ভাগ কল্পনা করিয়া তুমুল শব্দে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন মহামুনি ত্রিতের সেই শব্দ স্বর্গমধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাহাতে দেবগণের মনেও ভয়-

সঞ্চার হইয়াছিল ; কিন্তু তাঁহারা উহার কিছুমাত্র কারণ অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। তখন দেবপুরোহিত বৃহস্পতি সেই তুমুল শব্দ শ্রবণে সমস্ত দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ! মহাতপস্বী ত্রিত যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইলে অন্যান্য দেবগণের সৃষ্টি করিতে পারেন। অতএব আমাদিগকে তথায় গমন করিতে হইবে। দেবগণ বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণে পরস্পর সমবেত হইয়া তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাত্মা ত্রিতের যজ্ঞস্থলে গমন পূর্ব্বক তাঁহারে সেই কূপমধ্যে যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত দেখিয়া কহিলেন, মহাভাগ! আমরা যজ্ঞভাগ গ্রহণার্থ উপস্থিত হইয়াছি। তখন মহর্ষি ত্রিত দেবগণকে, এই দেখুন, আমি অতি ভীষণ কূপে নিপতিত হইয়াছি, এই বলিয়া যথাবিধি মন্ত্রপূত ভাগ প্রদান করিলেন। দেবগণও প্রীত মনে স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিয়া ত্রিতকে অভিলাষানুরূপ বর প্রদানে উদ্যত হইলেন। তখন মহাত্মা ত্রিত কহিলেন, হে দেবগণ! আমারে এই কূপ হইতে উদ্ধার করুন। আর যিনি এই কূপোদক স্পর্শ করিবেন, তিনি যেন আপনাদের বরে সোমরসপায়ীর সদ্গতি লাভে সমর্থ হন। দেবগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া তাঁহারে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। দেবগণ বর প্রদান করিবামাত্র কূপমধ্যে তরঙ্গমালাসঙ্কুল সরস্বতী নদীর আবির্ভাব হইল। মহর্ষি ত্রিত ঐ নদীপ্রভাবে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া দেবগণকে অভিবাদন করিলে দেবগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। মহর্ষি ত্রিতও মহা আহ্লাদে গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তিনি গৃহে উপস্থিত হইয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে অবলোকন পূর্ব্বক

রোষাবিষ্ট চিত্তে কহিলেন যে, তোমরা পশুলোভে আমারে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলে ; অতএব আমার শাপ প্রভাবে দংষ্ট্রায়ুধ ভীষণ বৃকরূপ ধারণ করিয়া ইতস্তত বিচরণ কর। তোমাদিগের সন্তান সন্ততিও গোলাঙ্গুল, ভল্লুক ও বানর হইবে। মহর্ষি ত্রিত এই বলিবামাত্র তাঁহার সত্যবাদিতা প্রভাবে সেই তাপসদ্বয় তৎক্ষণাৎ বৃকরূপী হইলেন।

হে মহারাজ! অমিতপরাক্রম বলরাম সেই পুণ্য তীর্থে কূপ দর্শন পূর্ব্বক তাহার সলিল স্পর্শ ও বারংবার প্রশংসা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ ধন দান করিলেন।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাত্মা বলদেব বিনশন তীর্থে উপস্থিত হইলেন। তথায় সরস্বতী, শূদ্র ও আভীরদিগের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি নিবন্ধন অন্তর্হিত হইয়াছেন। এই নিমিত্তই মহর্ষিগণ ঐ তীর্থকে বিনশন নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব ঐ তীর্থে স্নান করিয়া সুভূমিক তীর্থে গমন করিলেন। ঐ তীর্থে ব্রাহ্মণগণ সতত অবস্থান ও প্রসন্নবদন অপ্সরোগণ নিরন্তর বিহার করিয়া থাকেন এবং গন্ধর্ব্ব ও দেবগণ প্রতিমাসে সে স্থানে উপস্থিত হন। দেবতা ও পিতৃগণ তথায় সমবেত ও পবিত্র দিব্য কুসুম সমুদায়ে সমাকীর্ণ হইয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন। ঐ তীর্থ অপ্সরাদিগের আক্রীড় ভূমি বলিয়া সুভূমিক নামে বিখ্যাত হইয়াছে। মহাত্মা বলদেব সেই তীর্থে স্নান, ব্রাহ্মণগণকে ধন দান, বিবিধ গীত বাদ্য শ্রবণ এবং দেব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণের ছায়া দর্শন করিয়া গন্ধর্ব্বতীর্থে গমন করিলেন। তথায়

বিশ্বাবসু প্রভৃতি তপঃপরায়ণ গন্ধর্ব্বগণ মনোহর নৃত্য গীত করিয়া থাকেন। মহাত্মা রোহিণীনন্দন তথায় ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর অর্থ, ছাগ, মেষ, গো, খর, উষ্ট্র, স্বুবর্ণ ও রৌপ্য প্রদান পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। গমনকালে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি গর্গস্রোত তীর্থে গমন করিলেন। তথায় আত্মতত্ত্বজ্ঞ বৃদ্ধ গর্গ জ্ঞান ও কালের গতি, জ্যোতিঃপদার্থ সমুদায়ের ব্যতিক্রম এবং শুভ ও দারুণ নিমিত্ত সকল অবগত হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহার নামানুসারেই উহার নাম গর্গস্রোত হইয়াছে, ব্রতপরায়ণ মহর্ষিগণ কালজ্ঞানের নিমিত্ত ঐ তীর্থে প্রতিনিয়ত মহর্ষি গর্গের উপাসনা করিয়া থাকেন। শ্বেত চন্দনচর্চ্চিত কলেবর বলদেব তথায় মুনিগণকে ধন দান ও বিপ্রদিগকে নানাবিধ ভোজ্য প্রদান পূর্ব্বক শঙ্খ তীর্থে গমন করিলেন। তথায় তিনি সরস্বতীর তীরে মহর্ষিগণ নিষেবিত মহাশঙ্খ নামে এক বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিলেন। ঐ বৃক্ষ শ্বেতপর্ব্বত সন্নিভ ও সুমেরুর ন্যায় সমুন্নত; বিদ্যাধর, রাক্ষস, পিশাচ ও সিদ্ধগণ অন্য প্রকার আহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রত ও নিয়মানুষ্ঠান করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে উহার ফল ভক্ষণ ও ঐ স্থানে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। মনুষ্যেরা তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ নহে। মহাত্মা বলদেব সেই শঙ্খতীর্থে গাভী, বিবিধ বিচিত্র বস্ত্র এবং তাম্র ও লৌহময় ভাণ্ড সকল প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা ও তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করিয়া পবিত্র দ্বৈতবনে উপনীত হইলেন। তিনি ঐ তীর্থে নানা বেশধারী মুনিগণকে

নিরীক্ষণ করিয়া উহার সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা ও প্রচুর ভোগ্য দ্রব্য দান করিয়া সরস্বতীর দক্ষিণ তীরে গমন করিতে লাগিলেন এবং কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া নাগবর্ত্ম নামক তীর্থে উপস্থিত হইলেন। ঐ তীর্থে পন্নগ-রাজ বাসুকির বাসস্থান আছে। উহা অসংখ্য সর্পে সমাকীর্ণ, কিন্তু উহাতে কিছুমাত্র সর্প ভয় নাই। ঐ তীর্থে চতুর্দ্দশ সহস্র মহর্ষি নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন। দেবগণ ঐ স্থানে আগমন করিয়া নাগরাজ বাসুকিরে বিধানানুসারে অভিষেক করিয়াছিলেন। মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ রত্ন প্রদান পূর্ব্বক পূর্ব্ব দিকে গমন করিলেন। তথায় শত সহস্র সংখ্যক সুবিখ্যাত তীর্থে স্নান, ঋষিগণের আদেশানু-সারে উপবাস, সংযম ও প্রভূত ধন দান করিলেন এবং তীর্থ-বাসী মুনিগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! মহানদী সরস্বতী নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ঐ স্থান হইতে বাতাহত বৃষ্টির ন্যায় পূর্ব্বাভিমুখে ধাবমান হইয়াছেন। মহাত্মা বলদেব সরস্বতীরে তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত দেখিয়া যাহার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! সরস্বতী নদী কি নিমিত্ত তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখী হইয়াছেন এবং কি কারণেই বা বলদেব তথায় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে সত্যযুগে নৈমিষা-রণ্যে দ্বাদশ বর্ষব্যাপী মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইলে তত্রত্য অসংখ্য

মহর্ষি সেই যজ্ঞে সমুপস্থিত হইলেন এবং দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ-স্থলে অবস্থান করিয়া যজ্ঞ সমাপনান্তে তীর্থদর্শনার্থ সরস্বতীর দক্ষিণ কূলে আগমন করিলেন। *ঋষিগণের সংখ্যা বাহুল্য প্রযুক্ত সরস্বতী নদীর দক্ষিণ তীরস্থিত তীর্থ সকল নগর সদৃশ হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণগণ তীর্থবাসাভিলাষে স্যমন্ত পঞ্চকের শেষ সীমা পর্য্যন্ত আশ্রয় করিলেন। তাঁহাদিগের আহুতি দান ও বেদাধ্যয়ন শব্দে দিক্ সকল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। হুত হুতাশন সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান হওয়াতে সরস্বতীর অতি চমৎ-কার শোভা হইল। বালিখিল্ল, অশ্মকুট্ট, দন্তোলূখল, প্রসং-খ্যান এবং বায়ু ভক্ষণ, জলাহার, পর্ণ ভোজন ও স্থণ্ডিলে শয়ন প্রভৃতি বিবিধ নিয়মধারী অন্যান্য তাপসগণ, দেবগণ যেমন মন্দাকিনীর শোভা সম্পাদন করেন, তদ্রূপ সরস্বতীর শোভা সম্পাদন করিলেন। তৎপরে যজ্ঞনিরত ব্রতধারী অন্যান্য অসংখ্য ঋষি তথায় সমুপস্থিত হইলেন ; কিন্তু বিন্দু-মাত্র স্থান পাইলেন না। তখন তাঁহারা তীর্থের শেষ সীমা হইতে যজ্ঞোপবীত প্রমাণ ভূমি লইয়া তীর্থ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক হোমাদি বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করত চিন্তা করিতে লাগি-লেন যে, কি রূপে এই অল্পপ্রমাণ স্থানে আমাদের সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। হে মহারাজ! ঐ সময় সরস্বতী মুনি-গণকে চিন্তাকুলিতচিত্ত দেখিয়া তাঁহাদের কার্য্য সাধনার্থ তথায় গমন ও দর্শন প্রদান করিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে সরস্বতী ঋষিগণের আগমন চরিতার্থ করিয়া পুনরায় পশ্চিমাভিমুখে নির্গত হইলেন। সরস্বতীর আগমনে ঐ স্থানে অসংখ্য জলস্থান হইল। তৎকালে মহানদী সরস্বতী নৈমিষা-

রণ্যবাসী ব্রাহ্মণগণের হিতার্থে ঐ রূপ অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করাতে সেই জলস্থান সকল নৈমিষীয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

হে মহারাজ! সেই স্থানে বহুতর জলস্থান এবং সরস্বতীর পূর্ব্বাভিমুখে গমন অবলোকন করিয়া বলরামের বিস্ময় উপস্থিত হইল। তখন তিনি সেই তীর্থে যথাবিধি অবগাহন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ভক্ষ্য, ভোজ্য ও স্বর্ণাদি বিবিধ ধন দান করিয়া তথা হইতে সপ্তসারস্বত তীর্থে যাত্রা করিলেন। ঐ তীর্থ বদর, ইঙ্গুদ, কাশ্মর্য্য, অশ্বত্থ, বট, বিভীতক, কঙ্কোল, পলাশ, করীর, পীলু, করূষক, বিল্ব, আম্রাতক ও কষণ্ড প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষে এবং কদলী, পারিজাত ও মাধবী লতা-বনে সুশোভিত আছে। জলপায়ী, বায়ুভক্ষক, ফলাহারী, পর্ণাশী, দন্তোলূখল ও অশ্মকুট্ট প্রভৃতি বহুতর মুনিগণ নিরন্তর উহাতে বাস করিতেছেন। ঐ স্থানে সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন হইয়া থাকে। উহা হিংসাধর্ম্ম শূন্য অসংখ্য লোকের আবাস ভূমি। মঙ্কণক নামে এক জন সিদ্ধ ঐ বহু মৃগসমাকীর্ণ তীর্থে তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

একোন চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সপ্ত সারস্বত তীর্থ কি রূপে উৎপন্ন হইল? মঙ্কণক মুনি কে? কি রূপে তিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন? তাঁহার কি রূপ নিয়ম ছিল এবং তিনি কোন্ বংশে জন্ম গ্রহণ ও কি কি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন? আমি তৎ সমুদায় আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! সরস্বতীর সাত শাখায় এই জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। তেজস্বীগণ সরস্বতীরে

যে যে স্থানে আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনি সেই সেই স্থানেই আবির্ভূত হন। তন্নিবন্ধন তাঁহার সুপ্রভা, কাঞ্চনাক্ষী, বিশালা, মনোরমা, ওঘবতী, সুরেণু ও বিমলোদকা নামে সাত শাখা বিখ্যাত হইয়াছে। পুষ্কর তীর্থে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার মহাযজ্ঞ উপস্থিত হইলে সেই বিস্তৃত যজ্ঞস্থলে দ্বিজগণ পবিত্র বেদপাঠে নিযুক্ত ও দেবগণ নানা কার্য্যে ব্যগ্র হইলেন। ঐ যজ্ঞে ধর্ম্মার্থ কুশল ব্যক্তিগণ চিন্তা করিবামাত্র ব্রাহ্মণগণের নিকট বিবিধ দ্রব্যজাত উপস্থিত হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্বেরা গান ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সুমধুর বাদিত্র সকল বাদিত হইতে লাগিল। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারাও সেই সর্ব্বকামসম্পন্ন যজ্ঞ দেখিয়া পরিতুষ্ট ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। হে মহারাজ! পিতামহ এই রূপে সেই মহাযজ্ঞে দীক্ষিত ও পরম পরিতুষ্ট হইলে মহর্ষিগণ কহিলেন যে, এই যজ্ঞে সরিদ্বরা সরস্বতীর আবির্ভাব নাই, অতএব ইহা মহাগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগের কথা শ্রবণ করিয়া প্রীত মনে সরস্বতীরে স্মরণ করিলেন। সরস্বতী যজ্ঞদীক্ষিত পিতামহ কর্ত্তৃক পুষ্কর তীর্থে আহূত হইয়া তথায় সমাগত হইলেন। মহর্ষিগণ তথায় সরস্বতীরে দর্শন করিয়া পুলকিত চিত্তে পিতামহকে ধন্যবাদ প্রদান ও তাঁহার যজ্ঞের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সরিদ্বরা সরস্বতী পিতামহ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া মুনিগণের সন্তোষার্থ পুষ্কর তীর্থে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ স্থানে তিনি সুপ্রভা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

নৈমিষারণ্যে অনেক স্বাধ্যায়নিরত তপস্বীর বাসস্থান ছিল। তাঁহারা সকলে একত্র সমবেত হইয়া বেদবিষয়ক নানাবিধ বিচিত্র কথার আন্দোলন করিতেন। সেই মহর্ষিগণ যজ্ঞকালে সরস্বতীরে স্মরণ করাতে তিনি তাঁহাদের সাহায্যার্থ নৈমিষারণ্যে আগমন করেন। ঐ স্থানে সরস্বতীর নাম কাঞ্চনাক্ষী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। গয় নামে ভূপতি গয় তীর্থে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সরস্বতীরে আহ্বান করাতে তিনি তথায় আগমন করেন। গয়ের যজ্ঞ কার্য্যে দীক্ষিত মুনিগণ সরস্বতীরে তথায় সমাগত দেখিয়া বিশালা নামে প্রথিত করিয়াছেন। মহর্ষি ঔদ্দালকি কোশলার উত্তর ভাগে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে বহুসংখ্যক মহর্ষি আগমন করেন। ঔদ্দালকি যজ্ঞকালে সরস্বতীরে স্মরণ করাতে তিনি তাঁহার অভিলাষ সার্থক করিবার উদ্দেশে হিমালয়ের পার্শ্ব হইতে তথায় সমাগত হন। বল্কলাজিনবাসী ঋষিগণ তাঁহারে ঐ স্থানে মনোরমা নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। কুরুরাজ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে সরস্বতী মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক সমাহূত হইয়া সেই পবিত্র স্থানে আগমন পূর্ব্বক ওঘবতী নাম ধারণ করিয়াছেন। উনি যজ্ঞনিরত দক্ষ কর্ত্তৃক গঙ্গাদ্বারে সমানীত হইয়া স্বরেণু নামে এবং হিমালয়ে বিরিঞ্চির কার্য্য সাধনার্থ সমাগত হইয়া বিমলোদা নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। হে মহারাজ! যে স্থানে ঐ সাত নদী একত্র মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম সপ্ত সারস্বত তীর্থ। আমি সেই সরস্বতীর সাত শাখার নাম ও পবিত্র সপ্ত সারস্বত তীর্থের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম।

হে মহারাজ! এক্ষণে কৌমার ব্রহ্মচারী মহর্ষি মঙ্কণকের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। একদা ঐ মহর্ষি সরস্বতী জলে অবগাহন করিয়া তথায় এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারীরে অবলোকন করিলেন। তৎকালে ঐ নারী দিগম্বরী হইয়া সরস্বতীর নির্ম্মল সলিলে স্নান করিতেছিল। তাহারে দর্শন করিবামাত্র সেই সরস্বতীজলে মহর্ষির রেত স্খলিত হইল। তখন তিনি এক কুম্ভমধ্যে সেই রেত অবস্থাপন করিলেন। মঙ্কণকের রেত কলস মধ্যে অবস্থাপিত হইবা মাত্র সপ্তধা বিভক্ত হইল। বায়ুবেগ, বায়ুবল, বায়ুহা, বায়ুমণ্ডল, বায়ুজ্বাল, বায়ুরেতা ও বায়ুচক্র নামক সাত জন মহর্ষি সেই রেতঃপ্রভাবে ঐ কলসে জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ সাত জন মহর্ষি হইতেই বায়ু সকল উৎপন্ন হইয়াছেন।

হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি মহর্ষি মঙ্কণকের আরও একটি ত্রিলোকবিশ্রুত অতি বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করুন। এইরূপ এক কিম্বদন্তী আছে যে, একদা কুশাগ্র দ্বারা ঐ মহর্ষির হস্ত ক্ষত হইয়াছিল। মহর্ষি সেই ক্ষত হইতে শাকরস নিঃসৃত হইতে দেখিয়া মহা আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার নৃত্যপ্রভাবে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় বস্তু বিমোহিত ও একান্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ তপোধনগণ সমভিব্যাহারে দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! মহর্ষি মঙ্কণক যাহাতে আর নৃত্য না করেন, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন।

ভগবান্ রুদ্র দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের

কার্য্য সাধনার্থ ব্রাহ্মণবেশে মহর্ষি মঙ্কণকের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহারে একান্ত হৃষ্ট দেখিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মপরায়ণ তপোধন! তুমি এক্ষণে কি নিমিত্ত নৃত্য করিতেছ? তোমার এরূপ হর্ষের কারণ কি? মহর্ষি কহিলেন, হে ব্রহ্মন্,! এই দেখুন, আমার হস্ত হইতে শাকরস নিঃসৃত হইতেছে। আমি এই নিমিত্তই প্রফুল্ল মনে নৃত্য করিতেছি। তখন মহাদেব হাস্য করিয়া সেই একান্ত পুলকিত তপোধনকে কহিলেন, হে বিপ্র! ঐরূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে আমি কদাচ বিস্মিত হই না; বরং তুমি তাহা স্ব চক্ষে প্রত্যক্ষ কর। ভগবান্ শূলপাণি এই বলিয়া নখাগ্র দ্বারা অঙ্গুষ্ঠে আঘাত করিবামাত্র উহা হইতে তুষারধবল ভস্ম নির্গত হইতে লাগিল। মহর্ষি মঙ্কণক তদ্দর্শনে নিতান্ত লজ্জিত হইলেন, এবং তাঁহারে দেবাদিদেব মহাদেব জ্ঞান করিয়া তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে কহিলেন, হে ভগবন্! আমি রুদ্র অপেক্ষা অন্য কোন দেবতারেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করি না। আপনিই এই সচরাচর বিশ্বের একমাত্র গতি। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, আপনিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রলয়কালে সমস্ত বস্তু আপনাতেই প্রবেশ করিবে। হে ভগবন্! আমার কথা দূরে থাকুক, দেবগণও আপনারে বিদিত হইতে সমর্থ নহেন। জগতে যে সমস্ত পদার্থ আছে, তৎসমুদায় আপনাতে নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। আপনি বরদাতা; ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনারই আরাধনা করেন। আপনি দেবগণের সৃষ্টিকর্ত্তা; তাঁহারা আপনারই আদেশে কার্য্যানুষ্ঠান এবং আপনারই অনুগ্রহে অকুতোভয়ে আমোদ প্রমোদে কাল

যাপন করিয়া থাকেন। মহর্ষি মঙ্কণক এইরূপে মহাদেবকে স্তব করিয়া পুনরায় কহিলেন, হে দেব! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আমি ক্ষত হইতে শাকরস নিঃসৃত দেখিয়া যে গর্ব্ব ও চপলতা প্রকাশ করিয়াছিলাম, সেই দোষে যেন আমার তপঃক্ষয় না হয়।

হে মহারাজ! তখন রুদ্রদেব ঋষির বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার প্রসাদে তোমার তপস্যা সহস্র গুণ পরিবর্দ্ধিত হইবে, আমি এক্ষণে তোমার সহিত নিরন্তর এই আশ্রমে অবস্থান করিব। যে মনুষ্য এই সপ্ত সারস্বত তীর্থে আমার অর্চ্চনা করিবে, তাহার উভয় লোকে কোন বস্তুই দুর্লভ থাকিবে না এবং সে সারস্বত লোক লাভে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! পবনের ঔরসে সুকন্যার গর্ব্ভে সমুৎপন্ন মহর্ষি মঙ্কণকের চরিত্র আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলাম।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! মহাত্মা বলদেব সেই সপ্ত সারস্বত তীর্থে মহর্ষি মঙ্কণকের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক আশ্রমবাসীদিগকে পূজা ও ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিয়া সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন এবং প্রভাতকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তপোধনদত্ত পূজা গ্রহণ ও সলিল স্পর্শ করিয়া তাঁহাদিগের আদেশানুসারে তীর্থ পর্য্যটনার্থ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনন্তর তিনি ঔশনস তীর্থে আগমন করিলেন। ঐ তীর্থ কপালমোচন নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে দাশরথি রাম এক রাক্ষসের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করিলে সেই ছিন্ন মস্তক মহর্ষি

মহোদরের জঙ্ঘায় সংলগ্ন হইয়াছিল। মহর্ষি মহোদর ঐ তীর্থে আগমন করিয়া সেই ছিন্ন মস্তক হইতে মুক্ত হন। ঐ তীর্থে দৈত্যগুরু শুক্র তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ স্থানেই দানবগণের সংগ্রাম বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন এবং ঐ স্থানেই তাঁহার সমগ্র নীতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। মহাবল বলদেব সেই ঔশনস তীর্থে আগমন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিধি পূর্ব্বক ধন দান করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! কি নিমিত্ত উহার নাম কপালমোচন হইল? কি রূপে মহর্ষি মহোদর ঐ তীর্থে জঙ্ঘালগ্ন ছিন্ন মস্তক হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন আর কি নিমিত্তই বা ছিন্ন মস্তক তাঁহার জঙ্ঘায় লগ্ন হইয়াছিল?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে রঘুবংশাবতংস রাজা রামচন্দ্র রাক্ষস বিনাশ বাসনায় দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়াছিলেন। তিনি একদা জনস্থানে খরধার ক্ষুর দ্বারা এক দুরাত্মা নিশাচরের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করিলে ঐ মস্তক সহসা মহোদর নামক বনচারী ব্রাহ্মণের ঊরুদেশে নিপতিত হইয়া অস্থি ভেদ পূর্ব্বক সংলগ্ন হইল। মস্তক ঊরুদেশে লগ্ন হওয়াতে বিজ্ঞবর মহোদরের দেবালয় বা তীর্থ পর্য্যটনে আর তাদৃশ ক্ষমতা রহিল না। তাঁহার ঊরুদেশ হইতে অবিরত পূয় নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি নিতান্ত বেদনার্ত্ত হইয়াও পাদচারে পৃথিবীস্থিত যাবতীয় তীর্থ পর্য্যটন করিয়া ঋষিদিগের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। ঐ মহাতপস্বী প্রায় সকল তীর্থেই অবগাহন করিয়াছিলেন; কিন্তু কুত্রাপি মুক্তি লাভে সমর্থ হন নাই। পরিশেষে তিনি মুনিগণের

প্রমুখাৎ শুনিলেন যে, সরস্বতীতে ঔশনস নামে এক অতি উৎকৃষ্ট তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে সমস্ত পাপের শান্তি এবং সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। হে মহারাজ! দ্বিজবর মহোদর তাঁহাদের বাক্য শ্রবণে ঔশনস তীর্থে গমন করিয়া অবগাহন করিবামাত্র সেই জঙ্ঘালগ্ন মস্তক স্খলিত হইয়া সলিলমধ্যে নিপতিত ও অদৃশ্য হইল। তখন মহাত্মা মহোদর নিষ্পাপ, কৃতার্থ ও পরম সুখী হইয়া প্রীত মনে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। তথায় তিনি ঋষিদিগের নিকট সেই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলে তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া সেই ঔশনস তীর্থের কপালমোচন নাম প্রদান করিলেন। তৎপরে মহর্ষি মহোদর পুনরায় সেই কপালমোচন তীর্থে গমন পূর্ব্বক তাহার জল পান করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

হে মহারাজ! বৃষ্ণিপ্রবর বলরাম সেই তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে পূজা ও বিবিধ ধন দান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত রুষঙ্গু তপোধনের সুসমৃদ্ধ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ঐ আশ্রমে আর্ষ্টিষেণ অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ঐ আশ্রম মুনি ও ব্রাহ্মণগণের আবাসভূমি। একদা তপোনুষ্ঠাননিরত বৃদ্ধ দ্বিজবর রুষঙ্গু কলেবর পরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া তনয়গণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পুত্রগণ! তোমরা আমারে প্রভূত সলিলসম্পন্ন তীর্থে লইয়া চল। তপোধন-পুত্রেরা বৃদ্ধ পিতার বাক্য শ্রবণে তাঁহারে তীর্থশত সমবেত ব্রাহ্মণসেবিত সরস্বতীতীরে উপনীত করিলে মহর্ষি সেই তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক তাহার গুণরাশি চিন্তা করিয়া প্রীত মনে পুত্রগণকে

কহিলেন, হে তনয়গণ! যে ব্যক্তি সরস্বতীর উত্তর ভাগে অগাধ জলে জপকার্য্যে নিরত হইয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহারে পুনরায় মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

হে মহারাজ! ধর্ম্মাত্মা বলরাম সেই তীর্থে স্নান ও আচমন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধন দান পূর্ব্বক যে স্থানে ভগবান্ ব্রহ্মা লোকালোক পর্ব্বত নির্ম্মাণ, উগ্রতপা মহাযশা আর্ষ্টিষেণ সিদ্ধি লাভ এবং সিন্ধুদ্বীপ, রাজর্ষি দেবাপি ও বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ আর্ষ্টিষেণ কিরূপে কঠোর তপোনুষ্ঠান এবং সিন্ধুদ্বীপ, দেবাপি ও বিশ্বামিত্র কি রূপে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। ঐ সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সত্যযুগে আর্ষ্টিষেণ নামে এক ব্রাহ্মণ গুরুকুলে অবস্থান পূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস করিতেন। তিনি সর্ব্বদা অধ্যয়নে অনুরক্ত থাকিয়াও বিদ্যা ও বেদে পারদর্শী হইতে পারিলেন না। তখন তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সেই সরস্বতীতীরে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং তপোবলে অচিরাৎ বিদ্বান্, বেদজ্ঞ ও সিদ্ধ হইয়া সেই তীর্থে এই তিন বর প্রদান করিলেন যে, অদ্যাবধি যে পুরুষ এই তীর্থে অবগাহন করিবেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফল লাভ হইবে; আজি হইতে এই তীর্থে হিংস্র জন্তুর ভয়

থাকিবে না এবং আজি অবধি এই স্থানে লোকে অল্প কাল-মধ্যে সমধিক ফল লাভে অধিকারী হইবে। তেজঃপুঞ্জকলেবর আর্ষ্টিষেণ ইহা বলিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ভগবান্ আর্ষ্টিষেণ তথায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

ঐ তীর্থে প্রতাপশালী সিন্ধুদ্বীপ, রাজর্ষি দেবাপি ও বিশ্বামিত্র ইহাঁরা তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে গাধি নামে এক ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব ভুবনবিখ্যাত মহাযোগী নরপতি ছিলেন। প্রতাপশালী বিশ্বামিত্র তাঁহারই ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। মহারাজ গাধি দেহ ত্যাগ বাসনায় স্বীয় পুত্রের প্রতি সাম্রাজ্যের ভারার্পণ করিতে সমুদ্যত হইলে তাঁহার প্রজাগণ তাঁহারে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! আপনি পরলোকযাত্রা করিবেন না, ইহলোকে অবস্থান পূর্ব্বক আমা-দিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। রাজর্ষি প্রজাগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমার পুত্র সমুদায় পৃথিবী রক্ষা করিবে। মহাত্মা গাধি এই বলিয়া বিশ্বা-মিত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। বিশ্বা-মিত্র পিতার পরলোক গমনানন্তর রাজকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন কিন্তু বহু যত্ন সহকারেও সুচারুরূপে পৃথিবী রক্ষায় সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে তিনি রাক্ষসভয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে নগর হইতে বহির্গত হইয়া বহু দূর অতিক্রম পূর্ব্বক মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহার সৈন্যগণ বিবিধ গৃহ নির্ম্মাণ করাতে সেই মহাবন ভগ্ন হইতে লাগিল। ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ বশিষ্ঠ তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে স্বীয় হোমধেনুরে অসংখ্য ঘোর

দর্শন শবরের সৃষ্টি করিতে কহিলেন। ধেনু বশিষ্ঠের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র ভীষণাকার শবর সমুদায়ের সৃষ্টি করিলেন। শবরগণ বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলে তাহারা দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র তদ্দর্শনে তপস্যাই পরম ধন বিবেচনা করিয়া তপোনুষ্ঠানে কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং সরস্বতীর তীরে সমাহিত হইয়া উপবাস, জলপান, পর্ণাহার, বায়ুভক্ষণ ও স্থণ্ডিলে শয়ন প্রভৃতি কঠোর নিয়ম সমুদায় দ্বারা কলেবর ক্ষীণ করিতে লাগিলেন। দেবগণ তাঁহার সমাধি ভঙ্গের নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার বুদ্ধি বিচলিত হইল না। গাধিনন্দন বহু যত্নে কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। অনন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভাবে তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমারে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করুন। ভগবান্ কমলযোনি গাধিনন্দনের প্রার্থনা শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিলেন। মহাত্মা বিশ্বামিত্র এইরূপে অপ্রতিহত দৈবশক্তি প্রভাবে সরস্বতীর সেই তীর্থে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া সমুদায় পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

হে মহারাজ! মহাত্মা বলদেব সেই তীর্থে দ্বিজগণের পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে অসংখ্য দুগ্ধবতী ধেনু, যান, শয্যা, বস্ত্র, অলঙ্কার, ভক্ষ্য ও পানীয় প্রদান পূর্ব্বক মহর্ষি বকের আশ্রমে গমন করিলেন। মহাত্মা দল্‌ভতনয় ঐ স্থানে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবল বলদেব বেদধ্বনি নিনাদিত মহর্ষি বকের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বক একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ স্থানে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক আপনার দেহ ক্ষীণ করিয়া হুতাশনে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষিগণের দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞানুষ্ঠান কালে বিশ্বজিৎ যজ্ঞাবসানে মুনিগণ পাঞ্চালরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া হৃষ্ট পুষ্ট বলবান্ একবিংশতি গোবৎস দক্ষিণা প্রার্থনা করিলেন। ঐ সময় মহর্ষি বক তাঁহাদিগের পশুর অভাব দেখিয়া কহিলেন, মহর্ষিগণ! তোমরা আমার এই সমস্ত পশু গ্রহণ পূর্ব্বক বিভাগ করিয়া লও। আমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পশু প্রার্থনা করিব। মহর্ষি বক এই বলিয়া মুনিগণকে পশু প্রদান পূর্ব্বক রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আগমন করিয়া পশু প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহর্ষির প্রার্থনা শ্রবণে একান্ত রোষাবিষ্ট হইলেন এবং কতকগুলি গাভী যদৃচ্ছাক্রমে নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া মহর্ষিরে কহিলেন, হে ব্রাহ্মণাধম! তুমি ত্বরায় এই সমস্ত পশু লইয়া প্রস্থান কর। ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি বক ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণে চিন্তা করিলেন, হায়! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সভামধ্যে আমার প্রতি অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিল, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে বিচিত্রবীর্য্যতনয়ের বিনাশ সাধনার্থ সমুদ্যত হইলেন এবং সরস্বতী তীর্থে নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বালিত ও সেই সমস্ত মৃত পশুর

মাংস গ্রহণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য ক্ষয় করিবার নিমিত্ত হোম করিতে লাগিলেন।

এইরূপে মহর্ষি বক যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমে ক্রমে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য ক্ষয় হইতে লাগিল। তখন মহারাজ অম্বিকানন্দন স্বীয় রাজ্য পরশুছিন্ন নিবিড় কাননের ন্যায় ক্ষীণ হইতে দেখিয়া একান্ত চিন্তাকুল হইলেন। তখন তিনি ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে ঐ দুর্নিমিত্ত শান্তি করিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার রাজ্য প্রতিনিয়তই ক্ষীণ হইতে লাগিল। তখন রাজা ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। পরিশেষে রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া সভাসদ্‌গণকে আহ্বান পূর্ব্বক এই বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, মহারাজ! আপনি মহর্ষি বককে মৃত পশু প্রদান পূর্ব্বক প্রতারণা করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে রোষাবিষ্ট হইয়া আপনার রাজ্য ক্ষয়ের নিমিত্ত সেই মৃত পশুর মাংসদ্বারা হোম করিতেছেন। তাঁহার তপঃ-প্রভাবেই আপনার এইরূপ রাজ্যক্ষয় হইতেছে; অতএব আপনি সত্বরে সরস্বতী তীর্থে গমন করিয়া তাঁহারে প্রসন্ন করুন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র সভাসদ্‌গণের বাক্যানুসারে সর-স্বতী তীর্থে গমন পূর্ব্বক মহর্ষি বকের চরণে প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আমি অতিশয় দীন, লুব্ধ ও মোহান্ধ; অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। এক্ষণে আপনিই আমার গতি। তখন মহর্ষি বক রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে শোকাকুলিত চিত্তে সেই রূপ

বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া একান্ত দয়াপরবশ হই-লেন এবং ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার রাজ্যের উৎপাত শান্তির নিমিত্ত পুনরায় হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি রাজা ধৃত-রাষ্ট্রের রাজ্যে বিঘ্ন শান্তি করিয়া তাঁহার নিকট বিবিধ পশু গ্রহণ পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে পুনরায় নৈমিষারণ্যে আগমন করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রও প্রসন্ন মনে স্ব নগরে সমুপস্থিত হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ তীর্থে উদার বুদ্ধিসম্পন্ন সুরগুরু বৃহ-স্পতি অসুরগণের বিনাশ ও দেবগণের মঙ্গল সম্পাদনার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক মাংস দ্বারা হোম করিয়াছিলেন। অসুরগণ সেই যজ্ঞের প্রভাবে সংগ্রামে দেবগণের নিকট পরাজিত ও বিনষ্ট হইয়াছে। মহাবল বলদেব ঐ তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে বিধানানুসারে হস্তী, অশ্ব, অশ্বতরীযুক্ত রথ, মহামূল্য রত্ন ও প্রভূত ধান্য প্রদান পূর্ব্বক যায়াত তীর্থে গমন করিলেন। ঐ স্থানে সরিদ্বরা সরস্বতী নহুষতনয় রাজা যযাতির যজ্ঞে প্রাদু-র্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে অভিলাষানুরূপ দ্রব্যজাত প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে ঘৃত ও দুগ্ধের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া-ছিল। রাজা যযাতি ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া হৃষ্ট মনে ঊর্দ্ধে গমন ও সদ্গতিলাভ করিয়াছিলেন। উদারপ্রকৃতি যযাতি-রাজ আর একবার পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ঐ স্থানে যজ্ঞ আহরণ করেন। স্রোতস্বতী সরস্বতী সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের যে যে দ্রব্যের অভিলাষ হইয়াছিল, তৎ সমুদায়ই প্রদান করিয়া-ছিলেন। আহূত ব্যক্তিগণ যিনি যে স্থানে অবস্থান করিয়া-

ছিলেন, তিনি সেই স্থানেই সরস্বতীর কৃপায় যড় রস সম্পন্ন সুস্বাদু পান, ভোজন ও বিবিধ ধন প্রাপ্ত হইয়া ঐ সমুদায় রাজারই দান অনুমান করিয়া প্রীতমনে তাঁহারে স্তব ও আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। গন্ধর্ব্ব, দেবতা ও মনুষ্যগণ যযাতির সেই যজ্ঞব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর দাননিরত মহাবীর বলদেব তথা হইতে তীব্রবেগ সম্পন্ন বশিষ্ঠাপবাহ তীর্থে গমন করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! কি নিমিত্ত বশিষ্ঠাপবাহের প্রবাহ অতি ভীষণ হইয়াছিল? কি কারণে মহানদী সরস্বতী মহর্ষি বশিষ্ঠকে প্রবাহিত করিলেন? আর কি নিমিত্তই বা বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠদেবের বৈরভাব ঘটিয়াছিল? তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র এই উভয়ের তপঃস্পর্দ্ধাবশতই সাতিশয় বৈরভাব উপস্থিত হয়। স্থানু তীর্থের পূর্ব্বস্থান মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের আশ্রম ছিল। ঐ তীর্থের পশ্চিমকূলে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহর্ষি বিশ্বামিত্র অবস্থান করিতেন। ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক সরস্বতীরে পূজা করিয়া ঐ তীর্থ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত উহার নাম স্থানুতীর্থ। দেবগণ ঐ তীর্থে কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতিপদে অভিষেক করেন। ঐ তীর্থে মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্বীয় উগ্র তপঃপ্রভাবে যেরূপে বশিষ্ঠদেবকে আপনার আশ্রমে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়ে নিরন্তর তপঃস্পর্দ্ধা করিতেন। একদা মহামুনি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের তেজঃপ্রভাব সন্দর্শনে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, আমি সরিদ্বরা সরস্বতীরে জপনিরত দ্বিজোত্তম বশিষ্ঠ তপোধনকে আমার সমীপে উপনীত করিতে আদেশ করি। সরস্বতী স্বীয় বেগপ্রভাবে বশিষ্ঠকে এস্থানে আনয়ন করিলে আমি উহারে বিনাশ করিব। গাধিনন্দন এইরূপ স্থির করিয়া রোষকষায়িত লোচনে সরস্বতীরে স্মরণ করিলেন। মহানদী সরস্বতী বিশ্বামিত্রকে ক্রোধনস্বভাব ও তেজস্বী বলিয়া অবগত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার স্মরণে পতিপুত্র বিহীনা কামিনীর ন্যায় একান্ত দুঃখিত ও নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মুনিসত্তম! এক্ষণে আমারে কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আদেশ করুন। তখন মহামুনি বিশ্বামিত্র ক্রোধভরে তাঁহারে কহিলেন, সরস্বতি! তুমি অবিলম্বে বশিষ্ঠকে এই স্থানে আনয়ন কর। আমি আজি তাহারে বিনাশ করিব। মহানদী সরস্বতী বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ভীত ও ব্যথিত হইয়া বাতাহত লতার ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। মহামুনি বিশ্বামিত্র তাঁহারে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া কহিলেন, তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে সত্বরে বশিষ্ঠকে আমার নিকটে উপনীত কর। তখন সরিদ্বরা সরস্বতী বিশ্বামিত্রের পাপচিকীর্ষা ও বশিষ্ঠদেবের অপ্রতিম প্রভাব চিন্তা করিয়া উভয়ের শাপভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া বশিষ্ঠের নিকট আগমন পূর্ব্বক কম্পিত কলেবরে বিশ্বামিত্রের আদেশ

নিবেদন করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ মহানদী সরস্বতীরে একান্ত কৃশ, বিবর্ণ ও চিন্তান্বিত অবলোকন করিয়া কহিলেন, সরস্বতি! তুমি আর চিন্তা করিওনা, অবিলম্বে আমারে বিশ্বামিত্রের নিকট উপনীত কর। নচেৎ গাধিনন্দন তোমারে শাপ প্রদান করিবেন। তখন সরস্বতী কৃপাপরতন্ত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে কি করি, মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রতিনিয়ত আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন; অতএব উহাঁর হিত সাধন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সরিৎ-প্রধানা সরস্বতী এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্বীয় কূলে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে জপকার্য্যে নিরত দেখিয়া এই উত্তম অব-সর বিবেচনা করিয়া স্বীয় বেগপ্রভাবে কূল বিপাটন পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে লইয়া চলিলেন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ সরস্বতীর বেগে প্রবাহিত হইয়া তাঁহারে স্তব করিতে লাগিলেন, হে সরস্বতি! তুমি মানস সরোবর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছ। তোমার সলিলে চরাচর বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তুমিই আকাশমণ্ডলে অবস্থান পূর্ব্বক মেঘমণ্ডলে জল প্রদান করিয়া থাক; সেই জল পুনরায় তোমাতেই আগ-মন করে। তুমিই পুষ্টি, তুমিই দ্যুতি, তুমিই কীর্ত্তি, তুমিই সিদ্ধি, তুমিই বুদ্ধি, তুমিই উমা, তুমিই বাণী এবং তুমিই স্বাহা। এই জগৎ তোমারই অধীনে অবস্থান করিতেছে। তুমি সূক্ষ্মা, মধ্যমা, বৈখরি ও পশ্যন্তী এই চারিরূপে বিভক্ত হইয়া সমস্ত ভূতে বিদ্যমান রহিয়াছ।

হে মহারাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ এই রূপে স্তব করিলে নদী-প্রধানা সরস্বতী মহাবেগে তাঁহারে বিশ্বামিত্র সমীপে উপনীত

করিয়া গাধিতনয়কে বারংবার বশিষ্ঠের আগমন বার্ত্তা নির্দ্দেশ করিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে সমানীত সন্দর্শন করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার বিনাশের নিমিত্ত অস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তখন সরস্বতী গাধিপুত্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ব্রহ্মহত্যা ভয়ে ভীত হইয়া চিন্তা করিলেন, এক্ষণে বিশ্বামিত্রের বাক্য রক্ষা করা হইয়াছে; অতএব বশিষ্ঠকে লইয়া প্রস্থান করি। মহানদী মনে মনে এই রূপ বিবেচনা করিয়া বশিষ্ঠকে পুনরায় পূর্ব্ব কূলে উপনীত করিলেন। গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে অপবাহিত ও আপনারে বঞ্চিত দেখিয়া ক্রোধভরে সরস্বতীরে কহিলেন, সরস্বতি! তুমি আমারে বঞ্চনা করিলে, অতএব আজি হইতে রাক্ষসগণের আহ্লাদকর শোণিতপ্রবাহ বহন কর। মহানদী সরস্বতী বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া শোণিতমিশ্রিত সলিল বহন করিতে লাগিলেন। দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সরস্বতীর তদ্রূপ দশা সন্দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। এক বৎসর পরে সরস্বতী পুনরায় আত্মরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে ঐ তীর্থে মহাত্মা বশিষ্ঠ সরস্বতীর প্রবাহে প্রবাহিত হওয়াতে উহা ভূমণ্ডলে বশিষ্ঠাপবাহ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! সরিদ্বরা সরস্বতী রোষাবিষ্ট মহর্ষি বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক ঐ রূপ অভিশপ্ত হইয়া সেই তীর্থে শোণিতধারা প্রবাহিত করিলে রাক্ষসগণ তথায় আগমন পূর্ব্বক পরম সুখে সেই রুধির পান করত পরিতৃপ্ত হইয়া কখন হাস্য ও কখন নৃত্য করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল অতীত হইলে কতকগুলি

তাপস তীর্থ পর্য্যটনক্রমে সরস্বতীতে আগমন করিলেন এবং সরস্বতীর অন্যান্য সমস্ত তীর্থে অবগাহন করিয়া পরিশেষে সেই শোণিতধারাপ্রবাহী তীর্থে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহারা সরস্বতীর জল শোণিতপরিপ্লুত ও বহুসংখ্য রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর পীয়মান নিরীক্ষণ করিয়া মহানদীর পরিত্রাণ বাসনায় তাঁহারে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে কল্যাণি! তোমার এই তীর্থ কি নিমিত্ত এই রূপ শোণিতময় হইয়াছে, আমরা তাহা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। সরস্বতী মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া কম্পিত কলেবরে তাঁহাদের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন তাপসগণ সরস্বতীরে নিতান্ত দুঃখিত দেখিয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমরা তোমার অভিশাপ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে সকলেই তোমার শাপ শান্তি করিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিব।

হে মহারাজ! তাপসেরা সরস্বতীরে এই রূপ কহিয়া পরস্পর তাঁহারে শাপ বিমুক্ত করিবার পরামর্শ করিলেন এবং অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক বিবিধ নিয়ম ও উপবাস দ্বারা অচিরাৎ জগৎপতি পশুপতিরে প্রসন্ন করিয়া পবিত্র নদীর শাপ শান্তি করিয়া দিলেন। তখন রাক্ষসেরা সরস্বতীরে তপোধনগণের তপোবলে পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ ও প্রসন্ন সলিলসম্পন্ন দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহাদিগের শরণাপন্ন হইল এবং ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই সমস্ত কৃপাপরায়ণ মুনিগণকে বারংবার কহিতে লাগিল, হে তাপসগণ! আমরা শাশ্বত ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছি; কিন্তু আমরা স্বেচ্ছানু-

সারে পাপানুষ্ঠান করি না। আপনাদিগের অপ্রসন্নতা নিবন্ধনই আমাদের পাপ বৃদ্ধি হওয়াতে আমরা ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছি। কামিনীগণ যেমন স্বভাবসিদ্ধ কামপরতন্ত্র হইয়া যোনিদোষকৃত পাপে লিপ্ত হয়, তদ্রূপ আমরা নৈসর্গিক ক্ষুধায় কাতর হইয়া বিবিধ পাপে জড়িত হই। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রমধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণগণের প্রতি দ্বেষ এবং ঋত্বিক্, গুরু ও বৃদ্ধ লোকদিগকে অপমান করে, তাহারাও রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজগণ! আপনারা লোকদিগকে উদ্ধার করিতে সমর্থ, অতএব আমাদিগকেও পরিত্রাণ করুন।

হে মহারাজ! তাপসেরা রাক্ষসগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বিমুক্ত করিবার নিমিত্ত সরস্বতীরে স্তব করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন যে, এ স্থানে যে অন্ন কীটযুক্ত, উচ্ছিষ্ট, হিক্কা ও কেশ দূষিত, অস্পৃশ্য-জাতিস্পৃষ্ট, পূতিগন্ধোপহত ও অশ্রুজল মিশ্রিত হইবে, রাক্ষসেরা তাহা অধিকার করিবে; অতএব বিবেচক ব্যক্তিগণ অতি যত্নসহকারে উক্ত প্রকার অন্ন পরিত্যাগ করিবেন। যে ব্যক্তি ঐ রূপ দূষিত অন্ন ভোজন করিবেন, তাঁহার রাক্ষসান্ন আহার করা হইবে। তাপসেরা এই রূপে রাক্ষসগণের আহার নির্দ্দেশ পূর্ব্বক উপস্থিত নিশাচরগণকে বিমুক্ত করিবার নিমিত্ত সরস্বতীরে অনুরোধ করিলেন। তখন সরিৎপ্রধানা সরস্বতী তাপসগণের বাক্যানুসারে আপনার শাখা ব্রহ্মহত্যা-পাপনাশিনী অরুণা নদীরে তথায় প্রবাহিত করিলেন। রাক্ষসেরা সেই অরুণায় স্নান ও দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিল। কিয়ৎকাল পরে দেবরাজ ইন্দ্রও ঐ বৃত্তান্ত

অবগত হইয়া সেই তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সুররাজ ইন্দ্র কি নিমিত্ত ব্রহ্মহত্যা পাতকে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং কি রূপেই বা এই তীর্থে অবগাহন করিয়া সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র দানবরাজ নমুচির সহিত নিয়ম সংস্থাপন পূর্ব্বক উহা লঙ্ঘন করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন। আপনি সেই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করুন। একদা দানবরাজ নমুচি ইন্দ্রভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া সূর্য্যরশ্মিমধ্যে প্রবেশ করিল। ইন্দ্র তদ্দর্শনে তাহার সহিত সখ্যভাব সংস্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সখে! আমি সত্যই কহিতেছি, দিবসে বা রজনীতে তোমারে বিনাশ করিব না এবং আর্দ্র বা শুষ্ক বস্তু দ্বারা তোমার প্রাণ সংহারে প্রবৃত্ত হইব না।

হে মহারাজ! অনন্তর একদা নীহারজালে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন হইলে দেবরাজ সলিলফেন দ্বারা নমুচির শিরশ্ছেদন করিলেন। তখন সেই ছিন্ন মস্তক রে পাপাত্মন্! তুই মিত্রকে বিনাশ করিলি,এই বলিয়া দেবরাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। দেবরাজ সেই ছিন্ন মস্তক হইতে বারংবার এইরূপ শব্দ নির্গত হইতেছে শ্রবণ করিয়া সন্তপ্ত মনে পিতামহ ব্রহ্মার সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন ত্রিলোকগুরু কমলযোনি তাঁহারে কহিলেন, হে পুরন্দর! তুমি অরুণা তীর্থে বিধানানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক স্নান কর, তাহা হইলেই তোমার সমুদায় পাপ ধ্বংস হইবে।

মহর্ষিগণ ঐ তীর্থকে অতিশয় পবিত্র করিয়াছেন। উহার ঐ স্থানে আবির্ভাব অতিশয় নিগূঢ় ছিল ; কিন্তু সরিদ্বরা সরস্বতী স্বীয় সলিল দ্বারা উহাঁরে প্লাবিত করেন। হে দেবরাজ! ঐ অরুণাসরস্বতীসঙ্গম তীর্থ অতি পবিত্র। তুমি ঐ স্থানে যজ্ঞা- নুষ্ঠান পূর্ব্বক বিবিধ ধন দান ও স্নান কর, তাহা হইলে নিশ্চ- য়ই পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। দেবরাজ ইন্দ্র পিতামহ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া অরুণা তীর্থে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় বিধানানুসারে স্নান করিয়া সেই দানব বিনাশ নিবন্ধন ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুনরায় দেবলোকে গমন করিলেন। তৎপরে দানবরাজ নমুচির সেই ছিন্ন মস্তকও ঐ তীর্থে স্নান করিয়া অক্ষয় লোক লাভ করিল।

হে মহারাজ! মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থে বিবিধ ধন দান পূর্ব্বক ধর্ম্ম লাভ করিয়া সোমতীর্থে গমন করিলেন। পূর্ব্বে ঐ তীর্থে ভগবান্ চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বিপ্র- বরাগ্রগণ্য অত্রি তাঁহার যজ্ঞে হোতা হইয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞের অবসানে দেবগণের সহিত রাক্ষস ও অসুরদিগের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে কার্ত্তিকেয় দেবগণের সেনাপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তারকাসুরকে সংহার করেন। ঐ তীর্থে যে স্থানে বটবৃক্ষ বিরাজিত আছে, তথায় সেনাপতি কার্ত্তিকেয় নিরন্তর অবস্থান করিতেন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! সরস্বতীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে ভগবান্ কার্ত্তিকেয় কোন্ স্থানে কি রূপে কাহাদের কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া দৈত্যগণকে নিপাতিত

করিয়াছিলেন তাহা কীর্ত্তন করুন। উহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার অতিশয় কৌতূহল হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তুমি কৌরবকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। অতএব এই আনন্দজনক বৃত্তান্তে অবশ্যই তোমার কৌতূহল হইতে পারে। এক্ষণে মহাত্মা কার্ত্তিকেয়ের মাহাত্ম্য ও অভিষেক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্ব কালে অগ্নিমধ্যে দেবাদিদেব মহাদেবের রেতঃপাত হইয়াছিল। হব্যবাহন তাহার প্রভাবেই দীপ্তিশালী ও তেজস্বী হইয়াছেন। তিনি তৎকালে সেই অক্ষয় বীর্য্য বহন ও ধারণ করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে উহা গঙ্গাজলে পরিত্যাগ করিলেন। ভগবতী ভাগীরথীও সেই তেজোময় বীর্য্য ধারণে অসমর্থা হইয়া উহা সুরপূজিত সুরম্য হিমালয়ের শরস্তম্বে নিক্ষেপ করিলেন। তথায় সেই রেতঃপ্রভাবে কুমার সমুৎপন্ন হইলেন। কুমারের তেজঃপুঞ্জে ত্রিলোক সমাবৃত হইল। তখন পুত্রাভিলাষিণী ছয় জন কৃত্তিকা শরবনে সেই অপূর্ব্ব কুমারকে নিরীক্ষণ করিয়া ইনি আমার পুত্র, ইনি আমার পুত্র বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। ভগবান্ কুমার তাঁহাদের আগ্রহ দেখিয়া ষড়ানন হইয়া এককালে তাঁহাদিগের ছয় জনের স্তন্য পান করিতে লাগিলেন। দিব্যরূপা কৃত্তিকাগণ বালকের সেই অদ্ভুত প্রভাব দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ভাগীরথী হিমালয়ের যে শিখরে ভগবান্ কুমারকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই শিখর সুবর্ণময় হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। ঐ নিমিত্ত পর্ব্বতগণ কাঞ্চনের আকর হইয়াছে। হে মহারাজ! ঐ কুমারের নাম কার্ত্তিকেয়। উনি ক্রমে ক্রমে শান্তপ্রকৃতি,

তপোনিষ্ঠ, বলবীর্য্য সম্পন্ন ও চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন হইয়া উঠিলেন। মহাত্মা কার্ত্তিকেয় সতত সেই সুবর্ণময় শরস্তম্বে শয়ান থাকিতেন। তথায় গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ তাঁহার স্তুতিপাঠ এবং নৃত্যবাদিত্রনিপুণা চারুদর্শনা দেবকন্যাগণ নৃত্য করিতেন। ঐ সময় নদী প্রধানা গঙ্গা কুমারের উপাসনা ও বসুন্ধরা দিব্য রূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহারে ধারণ করিতে লাগিলেন। সুরগুরু বৃহস্পতি তাঁহার জাতকর্ম্মাদি নির্ব্বাহ করিলেন। চারি বেদ, চতুষ্পাদ ধনুর্ব্বেদ, সমুদায় অস্ত্র এবং সরস্বতী ইহাঁরা মুর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

হে মহারাজ! একদা মহাবল পরাক্রান্ত কার্ত্তিকেয় দেখিলেন যে, দেবাদিদেব মহাদেব অদ্ভুতদর্শন বিকৃত বেশধারী ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শৈলপুত্রীর সহিত একাসনে আসীন রহিয়াছেন। ঐ ভূতগণের বদন ব্যাঘ্র, সিংহ, ভল্লুক, বিড়াল, মকর, বৃষ, হস্তী, উষ্ট্র, উলূক, গৃধ্র, গোমায়ু, ক্রৌঞ্চ, রুরু ও পারাবতের ন্যায় এবং অনেকের শরীর শল্য, গোধা, গো ও মেষের ন্যায়, কেহ কেহ মেঘ সদৃশ, কেহ কেহ অঞ্জন পর্ব্বত সন্নিভ, কেহ কেহ ধবল পর্ব্বতাকার ও কেহ কেহ গদা ও চক্রধারী। মহাত্মা কার্ত্তিকেয় মহাদেবকে এইরূপে সমাসীন দেখিয়া তাঁহার সমীপে গমনে সমুদ্যত হইলেন। তখন সপ্ত মাতা, পুত্রসমবেত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বৃহস্পতি এবং সাধ্য, সিদ্ধ, বিশ্বেদেব, বসু, রুদ্র, আদিত্য, ভুজগ, দানব, খগ, যাম, ধাম, নারদাদি দেব, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণ কুমারের দর্শন লালসায় তথায় সমাগত হইলেন।

অনন্তর সেই যোগসম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত কুমার দেবাদি-

দেব পিণাকপাণির নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ত্রিলোচন, পার্ব্বতী, গঙ্গা ও হুতাশন তাঁহারে আগমন করিতে দেখিয়া সকলেই মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই বালক গৌরব প্রযুক্ত অগ্রে আমারই নিকট আগমন করিবে। ভগবান্ কার্ত্তিকেয় তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া যোগবলে আপনার মূর্ত্তি চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিলেন। তখন তাঁহার কার্ত্তিকেয়, বিশাখ, শাখ ও নৈগমেয় নামে চারিটি মূর্ত্তি হইল। উহাঁদের চারি জনেরই রূপ সমান। অনন্তর কার্ত্তিকেয় রুদ্রের নিকট, বিশাখ পার্ব্বতীর নিকট, বায়ুমূর্ত্তি ভগবান্ শাখ অগ্নির নিকট ও নৈগমেয় গঙ্গার নিকট গমন করিলেন। সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব আনন্দকর লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শনে দেব, দানব ও রাক্ষসগণের মহাকোলাহল সমুত্থিত হইল। তখন ভগবান্ মহাদেব, পার্ব্বতী, ভাগীরথী ও অনল পুত্রের প্রিয় কামনায় ব্রহ্মারে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! আমাদিগের প্রিয় কার্য্য সাধনের নিমিত্ত এই বালককে উপযুক্ত আধিপত্য প্রদান করুন। লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি পূর্ব্বে দেব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, ভূত, যক্ষ, বিহঙ্গ ও পন্নগগণকে সমুদায় ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছি। এই বালকও সেই সমুদায় ঐশ্বর্য্য ভোগের উপযুক্ত। এক্ষণে ইহারে কোন্ ঐশ্বর্য্য প্রদান করি। ভগবান্ কমলযোনি মুহূর্ত্তকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবগণের হিতসাধনার্থ কার্ত্তিকেয়কে সর্ব্বভূতের সৈনাপত্য প্রদান পূর্ব্বক প্রধান প্রধান দেবগণ মধ্যে তাঁহার আধিপত্য সংস্থাপন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ কার্ত্তিকেয়কে

গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার অভিষেকার্থ হিমালয়ের যে স্থানে ত্রিলোকবিশ্রুত, পরম পবিত্র সরস্বতী প্রবাহিত হইতেছে, তথায় সমুপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর সুরগুরু বৃহস্পতি শাস্ত্রানুসারে সমস্ত অভিষেক দ্রব্য আহরণ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র, বিষ্ণু, সূর্য্য, চন্দ্র, ধাতা, বিধাতা, অনিল, অনল এবং পূষা, ভগ, অর্য্যমা, অংশ, বিবস্বান্, মিত্র, বরুণ, রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ ও অশ্বিনীতনয়দ্বয়পরিবৃত ভগবান্ মহাদেব, যাবতীয় বিশ্বেদেব, মরুৎ, সাধ্য, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, বৈখানস, বালিখিল্য, বায়ুভক্ষ, মরীচিপায়ী, ভার্গব, আঙ্গিরস, যতি, সর্প, বিদ্যাধরগণ সমবেত সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা এবং পুলস্ত্য, পুলহ, অঙ্গিরা, কশ্যপ, অত্রি, মরীচি, ভৃগু, ক্রতু, হর, প্রচেতা, মনু, দক্ষ, ছয় ঋতু, গ্রহ ও জ্যোতিঃ পদার্থ সমুদায়, মূর্ত্তিমতী নদী সকল, সনাতন চারি বেদ, সমুদ্র সকল, হ্রদ সমুদায়, বিবিধ তীর্থ, ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল, নভোমণ্ডল, পাদপ সমূহ, দেবমাতা অদিতি, হ্রী, শ্রী, স্বাহা, সরস্বতী, উমা, শচী, সিনীবালী, অনুমতি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, বুদ্ধি, অন্যান্য দেবপত্নীগণ, হিমালয়, বিন্ধ্য, বহু শৃঙ্গ সম্পন্ন সুমেরু, সানুচর ঐরাবত, চতুঃষষ্টি কলা, দশ দিক্, মাসার্দ্ধ, মাস, দিবস, রজনী, হয়শ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা, নাগরাজ বাসুকি, অরুণ, গরুড়, ওষধি সমবেত বৃক্ষ সমুদায়, ধর্ম্ম, কাল, যম, মৃত্যু, যমের অনুচরগণ ও অন্যান্য দেবতারা

কার্ত্তিকেয়কে অভিষেক করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিলেন। হে মহারাজ! বাহুল্য প্রযুক্ত সমুদায় দেবের নামোল্লেখ করিলাম না। ঐ দেবগণ হিমাচলপ্রদত্ত মণিরত্নখচিত অতি পবিত্র আসনে আসীন সেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে অভিষেক করিবার নিমিত্ত রত্নকলস ও অভিষেকের অন্যান্য দ্রব্যজাত গ্রহণপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে অতি পবিত্র সরস্বতীসলিলে পূর্ব্বে যেমন বরুণকে অভিষেক করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহারে অভিষেক করিতে লাগিলেন। অনন্তর ত্রিলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা নিতান্ত প্রীত হইয়া কার্ত্তিকেয়কে বায়ুবেগগামী অমিতবীর্য্য নন্দিসেন, লোহিতাক্ষ, ঘণ্টাকর্ণ ও কুমুদমালী এই চারি পারিষদ প্রদান করিলেন এবং মহাতেজা মহেশ্বর এক জন কামবীর্য্য সম্পন্ন দৈত্যঘাতন শতমায়াধারী মহাপারিষদকে তাঁহার অনুচর করিয়া দিলেন। ঐ মহাপারিষদ দেবাসুর সংগ্রামে কোপাবিষ্ট হইয়া বাহুবলে চতুর্দ্দশ প্রযুত মহাভীষণ দৈত্যকে নিপাতিত করিয়াছিল। অনন্তর দেবগণ অসুরনিসূদন অজেয় বিষ্ণুরূপী সৈন্যগণকে মহাত্মা কার্ত্তিকেয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাত্মা কুমার বহুসংখ্যক অনুচর প্রাপ্ত হইলে দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, মুনি ও পিতৃগণ মহা আহ্লাদে জয় শব্দ করিতে লাগিলেন। তখন যম উন্মাথ ও প্রমাথ নামে মহাবল পরাক্রান্ত কালোপম অনুচরদ্বয়কে, ভগবান্ সূর্য্য প্রীতমনে সুভ্রাজ ও ভাস্বর নামে দুই অনুচরকে, চন্দ্র কৈলাসশৃঙ্গ সদৃশ শ্বেত মাল্য সুশোভিত শ্বেতচন্দন ভূষিত মণি ও সুমণি নামে দুই অনুচরকে এবং হুতাশন

জ্বালাজিহ্ব ও জ্যোতি নামে শত্রুসৈন্যসূদন অনুচরদ্বয়কে, মহাত্মা অংশ মহাবল পরাক্রান্ত পরিঘ, বট, ভীম, দহতি ও দহন নামে পাঁচ অনুচরকে এবং শত্রুসূদন দেবরাজ বজ্রদণ্ড-ধারী উৎক্রোশ ও পঙ্কক নামে দুই অনুচরকে কার্ত্তিকেয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন। মহাবীর উৎক্রোশ ও পঙ্কক সংগ্রাম-স্থলে বাসবের অসংখ্য শত্রু সংহার করিয়াছিল। অনন্তর মহাত্মা বিষ্ণু বলবান্ চক্র বিক্রমক ও সংক্রমককে, অশ্বিনী-কুমারদ্বয় প্রীত মনে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ বর্দ্ধন ও নন্দনকে, ধাতা কুন্দ, কুসুম, কুমুদ, ডম্বর ও আড়ম্বরকে, বিশ্বকর্ম্মা মহাবল পরাক্রান্ত চক্র ও অনুচক্রকে, মিত্র তপোবল সম্পন্ন বিদ্যা-বিশারদ মহাত্মা সুব্রত ও সত্যসন্ধকে, বিধাতা সুব্রত ও শুভ-কর্ম্মারে, পূষা মায়াবী লোকবিশ্রুত পাণিতক ও পাণিককে, বায়ু বল ও অতিবলকে, বরুণ তিমিমুখ যম ও অতিযমকে, হিমালয় মহাত্মা সুবর্চ্চা ও অতিবর্চ্চারে, মহাত্মা মেরু কাঞ্চন, মেঘমালী, স্থির ও অতিস্থিরকে, বিন্ধ্যগিরি পাষাণযুদ্ধবিশারদ উচ্ছ্রিত ও অতিশৃঙ্গকে, সমুদ্র সংগ্রহ ও বিগ্রহকে, পার্ব্বতী উন্মাদ, পুষ্পদন্ত ও শঙ্কুকর্ণকে এবং পন্নগেশ্বর বাসুকি জয় ও মহাজয় নামে দুই নাগকে মহাত্মা কার্ত্তিকেয়ের পারিষদ করিয়া দিলেন।

অনন্তর সাধ্য, রুদ্র, বসু ও পিতৃগণ এবং সরিৎ সমুদ্র ও মহাবল সম্পন্ন পর্ব্বত সমুদায় মহাত্মা কার্ত্তিকেয়কে শূল, পট্টিশ প্রভৃতি দিব্য অস্ত্রধারী বিবিধ বেশভূষিত অসংখ্য সেনাধ্যক্ষ প্রদান করিলেন। এক্ষণে সেই সকল সেনাধ্যক্ষের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। শঙ্কুকর্ণ, নিকুম্ভ, পদ্ম, কুমুদ, অনন্ত,

দ্বাদশভুজ, কৃষ্ণ, উপকৃষ্ণ, ঘ্রাণশ্রবা, প্রতিস্কন্ধ, কাঞ্চনাক্ষ, জলন্ধম, অক্ষ, সন্তর্জ্জন, কুনদীক, তমোন্তকৃৎ, একাক্ষ, দ্বাদশাক্ষ একজট, সহস্রবাহু, বিকট, ব্যাঘ্রাক্ষ, ক্ষিতিকম্পন, পুণ্যনামা, সুনামা, সুচক্র, প্রিয়দর্শন, গজোদর, গজশিরা, স্কন্ধাক্ষ, শতলোচন, জ্বালাজিহ্ব, করালাক্ষ, ক্ষিতিকেশ, জটী, হরি, পরিশ্রুত, কোকনদ, কৃষ্ণকেশ, জটাধর, চতুর্দ্দংষ্ট্র, উষ্ট্রজিহ্ব, মেঘনাদ, পৃথুশ্রব, বিদ্যুতাক্ষ, ধনুর্ব্বক্ত্র, জাঠর, মারুতাশন, উদরাক্ষ, রথাক্ষ, বজ্রনাম, বসুপ্রদ, সমুদ্রবেগ, শৈলকম্পী, বৃষ, মেষপ্রবাহ, নন্দ, উপনন্দ, ধূম্র, শ্বেত কলিন্দ, সিদ্ধার্থ, বরদ, প্রিয়ক, নন্দ, গোনন্দ, আনন্দ, প্রমোদ, স্বস্তিক, ধ্রুবক, ক্ষেমবাহ, সুবাহ, সিদ্ধপাত্র, গোব্রজ, কনকাপীড়, গায়ন, হসন, বাণ, খড়্গ, বৈতালী, গতিতালী, কথক, বাতিক, পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ, হংসজ, সমুদ্রোন্মাদন, রণোৎকট, প্রহাস, শ্বেতসিদ্ধ, নন্দক, কালকণ্ঠ, প্রভাস, কুম্ভাণ্ডক, কালকাক্ষ, সিত, যজ্ঞবাহ, প্রবাহ, দেবযাজী, সোমপ, মজ্জল, ক্রথ, ক্রাথ, তুহর, তুহার, চিত্রদেব, মধুর, সুপ্রসাদ, কিরিটী, বৎসল, মধুবর্ণ, কলসোদর, ধর্ম্মদ, মন্মথকর, সূচীবক্ত্র, শ্বেতবক্ত্র, সুবক্ত্র, চারুবক্ত্র, পাণ্ডুর, দণ্ডবাহু, সুবাহু, রজ, কোকিলক, অচল, বালকরক্ষক, কনকাক্ষ, সঞ্চারক, কোকনদ, গৃধ্রপত্র, জম্বুক, লোহাজবক্ত্র, জবন, কুম্ভবক্ত্র, কুম্ভক, স্বর্ণগ্রীব, কৃষ্ণৌজা, হংসবক্ত্র, চন্দ্রভ, পাণিকূর্চ্চা, শম্বুক, পঞ্চবক্ত্র, শিক্ষক, চাসবক্ত্র, শাকবক্ত্র, কুণ্ডল।

এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মার প্রদত্ত ব্রাহ্মণপ্রিয় যোগাসক্ত অন্যান্য বালক, বৃদ্ধ ও যুবা পারিষদগণ কুমারের সমীপে সমুপস্থিত হইল। উহাদের মুখ 'কূর্ম্ম, কুক্কুট, শশ, উলূক, খর, উষ্ট্র,

বরাহ, মার্জ্জার, নকুল, কাক, মূষিক, ময়ূর, মৎস্য, ছাগ, মেষ, মহিষ, ভল্লূক, শার্দ্দূল, দ্বীপী, সিংহ, হস্তী, নক্র, গরুড়, কঙ্ক, বৃকা, বৃষ,দংশ, পারাবত, কোকিল, শ্যেন, তিত্তিরি, কৃকলাশ, সর্প ওশূলের ন্যায়, ভূষণ সর্প এবং পরিধান গজচর্ম্ম ও কৃষ্ণাজিন। উহাদের মধ্যে কাহারও উদর স্থূল,অঙ্গ কৃশ ; কাহারও বা অঙ্গ স্থূল, উদর কৃশ ; কাহারও গ্রীবা ক্ষুদ্র ; কাহারও কর্ণ বৃহৎ এবং কাহারও মুখ স্কন্ধদেশে, কাহারও উদরে, কাহারও পৃষ্ঠে, কাহারও হনুদেশে, কাহারও কটিদেশে, কাহারও জঙ্ঘাদেশে এবং কাহারও বা পার্শ্বে নিহিত। কাহারও কাহারও মুখ কীট পতঙ্গের ন্যায় ; কাহারও কাহারও বাহু, মস্তক ও উদর অসংখ্য ; কাহারও কাহারও বাহু বৃক্ষের ন্যায় ; কাহারও কাহারও বাস কনকমণ্ডিত ; কেহ কেহ চীরবাসা এবং কেহ কেহ বিবিধ গন্ধ মাল্যে বিভূষিত। কেহ কেহ উষ্ণীষধারী, কেহ কেহ মুকুটধারী ও কেহ কেহ কিরীটধারী ; কাহারও কাহারও দুই শিখা, কাহারও কাহারও তিন শিখা, কাহারও কাহারও পাঁচ শিখা এবং কাহারও কাহারও সাত শিখা এবং কাহারও কাহারও কেশপাশ সুবর্ণবর্ণ ও ময়ূরপুচ্ছে শোভিত। কেহ কেহ মুণ্ড, কেহ কেহ জটিল ও কাহারও কাহারও মুখ রোমশ, কেহ কেহ কৃষ্ণবর্ণ, কেহ কেহ শীর্ণবক্ত্র, কেহ কেহ স্থূলপৃষ্ঠ, কেহ কেহ ক্ষীণপৃষ্ঠ, কেহ কেহ দীর্ঘবাহু, কেহ কেহ হ্রস্ববাহু, কেহ কেহ বিস্তীর্ণজঙ্ঘ, কেহ কেহ হ্রস্বজঙ্ঘ, কেহ কেহ দীর্ঘদন্ত, কেহ কেহ হ্রস্বদন্ত ও কেহ কেহ বা চতুর্দ্দন্ত, কেহ শীর্ণগাত্র, কেহ বামন,কেহ কুব্জ এবং কাহারও কাহারও নাসিকা হস্তী, কূর্ম্ম ও বৃকের ন্যায়। কেহ কেহ অধোমুখ,

কেহ কেহ সুন্দর, দ্যুতিমান্ ও মনোহর অলঙ্কারে বিভূষিত এবং কেহ কেহ বা দিগ্‌গজাকার ও অতি ভীষণ, কাহারও কাহারও চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ ও নাসিকা রক্তবর্ণ। কেহ বা শঙ্কুকর্ণ, কাহারও ওষ্ঠ স্থূল, কাহারও মেঢ্র লম্বিত। উহাদিগের পাদ, ওষ্ঠ,দশন, হস্ত, মস্তক, পরিধিত চর্ম্ম এবং ভাষা নানাপ্রকার। উহারা সকলেই যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ। দেবগণও উহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। উহারা সকলেই দেশভাষায় কথোপকথন করিতে করিতে অতি হৃষ্ট ভাবে তথায় উপস্থিত হইল। উহাদিগের মধ্যে অনেকের গ্রীবা, নখ, পাদ, মস্তক, বাহু ও কর্ণ সুদীর্ঘ এবং উদর বৃকের ন্যায় আয়ত, কাহারও কাহারও কণ্ঠ নীলবর্ণ, শরীর অঞ্জনবর্ণ, চক্ষু শ্বেতবর্ণ, গ্রীবা লোহিতবর্ণ।

ঐ সকল নানাবর্ণ সুশোভিত মহাবল পরাক্রান্ত মহাবেগ সম্পন্ন ঘণ্টাজালজড়িত রণপ্রিয় পারিষদগণ পাশ, শতঘ্নী, চক্র, মুষল, মুদ্গর, অসিদণ্ড, গদা, ভূষুণ্ডি ও তোমর প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া কুমারের অভিষেক দর্শন পূর্ব্বক মহা আহ্লাদে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহু-সংখ্যক পারিষদও তৎকালে কার্ত্তিকেয়ের সমীপে সমুপস্থিত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীস্থিত সহস্র সহস্র বীর দেবতাদিগের আদেশানুসারে মহাত্মা কার্ত্তি-কেয়ের অনুচর হইয়া তাঁহারে পরিবেষ্টন করিল।

সপ্ত চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কার্ত্তিকেয়ের অনুচরী কল্যাণদায়িনী মাতৃগণে এই চরাচর ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত রহি-

য়াছে ; এক্ষণে তাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রভাবতী, বিশালাক্ষী, পালিতা, গোস্তনী, শ্রীমতী, বহুলা, বহুপুত্রিকা, অপ্সুজাতা, গোপালী, বৃহদম্বালিকা, জয়াবতী, মালতিকা, ধ্রুবরত্না, ভয়ঙ্করী, বসুদামা, সুদামা, বিশোকা, নন্দিনী, একচূড়া, মহাচূড়া, চক্রনেমি, উত্তেজনী, জয়ৎসেনা, কমলাক্ষী, শোভনা, শতঞ্জয়া, ক্রোধনা, শলভী, খরী, মাধবী, শুভবক্ত্রা, তীর্থসেনী, গীতপ্রিয়া, কল্যাণী, রুদ্র-রোমা, অমিতাশনা, মেঘস্বনা, ভোগবতী, সুভ্রূ, কনকাবতী, অলাতাক্ষী, বীর্য্যবতী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, পদ্মাবতী, সুনক্ষত্রা, কন্দরা, বহুযোজনা, সন্তানিকা, মহাবলা, কমলা, সুদামা, বহুদামা, যশস্বিনী, সুপ্রভা, উদূখলমেখলাধারিণী, নৃত্যপ্রিয়া, শতঘণ্টা, শতানন্দা, ভগনন্দা, ভাবিনী, বপুষ্মতী, চন্দ্রশিলা, ভদ্রকালী, ঋক্ষা, অম্বিকা, নিষ্কুটিকা, চত্বরবাসিনী, বামা, সুম-ঙ্গলা, স্বস্তিমতী, বুদ্ধিকামা, জয়প্রিয়া, ঘনদা, সুপ্রসাদা, ভবদা, এড়ী, ভেড়ী, সমেড়ী, বেতালজননী, কণ্ডূতি, কালিকা, দেব-মিত্রা, বসুশ্রী, কোটিরা, চিত্রসেনা, অচলা, কুক্কুটিকা, শঙ্খ-লিকা, শকুনিকা, কুণ্ডারিকা, কৌকুলিকা, কুম্ভিকা, শতোদরী, উৎক্রাথিনী, জলেলা, মহাবেগা, কঙ্কণা, মহাজবা কণ্টকিনী, প্রঘসা, পূতনা, কেশযন্ত্রী, ত্রুটি, ক্রোশনা, তড়িৎপ্রভা, মন্দো-দরী, মুণ্ডী, কোটরা, মেঘবাহিনী, সুভগা, লম্বিনী, লম্বা, তাম্র-চূড়া, বিকাশিনী, ঊর্দ্ধবেণীধরা, পিঙ্গাক্ষা, লোহমেখলা, পৃথু-বক্ত্রা, মধুলিকা, মধুকুম্ভা, পক্ষালিকা, মৎকুণিকা, জরায়ু, জর্জ্জরাননা, দহদহা, ধমধমা, খণ্ডখণ্ডা, পূষণা, মণিকুট্টিকা, অমোঘা, লম্বপয়োধরা, বেণুবীণাধরা, শশোলূকমুখী, কৃষ্ণা,

খরজঙ্ঘা, মহাজবা, শিশুমারমুখী, শ্বেতা, লোহিতাক্ষী, বিভী-ষণা, জাটালিকা, কামচরী, দীর্ঘজিহ্বা, বলোৎকটা, কালেহিকা, বামনিকা, মুকুটা, লোহিতাক্ষী, মহাকায়া, হরিপিণ্ডা, একত্বচা, কৃষ্ণবর্ণা, সুকুসুমা, ক্ষুরকর্ণী, চতুষ্কর্ণী, কর্ণপ্রাবরণা, চতুষ্পথ-নিকেতা, গোকর্ণা, মহিষাননা, খরকর্ণী, মহাকর্ণী, ভেরীস্বনা, মহাস্বনা, শঙ্খকুম্ভশ্রবা, ভগদা, গণা, সুগণা, ভীণী, কামদা, চতুষ্পথরতা, ভূতিতীর্থা, অন্যগোচরা, পশুদা, বিত্তদা, সুখদা, মহাযশা, পয়োদা, গোমহিষদা, সুবিশালা, প্রতিষ্ঠা, সুপ্রতিষ্ঠা, রোচমানা, সুরোচনা, নৌকর্ণী, শিবকর্ণী, বসুদা, মহিনী, একবক্ত্রা, মেঘরবা, মেঘমালা ও বিরোচনা। এতদ্ভিন্ন কার্ত্তি-কেয়ের অনুযায়িনী আরও অসংখ্য মাতৃকা আছেন। উহাঁরা কামরূপী, মাহাত্ম্যযুক্ত, যৌবনসম্পন্ন, শুভ্রবস্ত্র ও বিবিধ অল-ঙ্কার বিভূষিত, দীর্ঘকেশ সুশোভিত ও কামচারী। উহাঁদের বাক্য কোকিলের ন্যায়, ধন কুবেরের ন্যায়, যুদ্ধনৈপুণ্য ইন্দ্রের ন্যায়, বেগ বায়ুর ন্যায় ও দীপ্তি হুতাশনের ন্যায়। উহাঁদের মধ্যে কাহার নখ, বদন ও দন্ত সুদীর্ঘ, কাহার গাত্র মাংসশূন্য, কাহার মেখলা লম্বিত। কেহ শ্বেতবর্ণা, কেহ কাঞ্চনবর্ণা, কেহ কৃষ্ণবর্ণা, কেহ ধূম্রবর্ণা, কেহ অরুণবর্ণা, কেহ ঊর্দ্ধবেণীধরা, কেহ পিঙ্গাক্ষী, কেহ তাম্রাক্ষী, কেহ লম্বোদরী, কেহ লম্বকর্ণা ও কেহ লম্বস্তনী। উহাঁরা কেহ কেহ যম হইতে, কেহ কেহ রুদ্র হইতে, কেহ কেহ সোমহইতে, কেহ কেহ কুবের হইতে, কেহ কেহ বরুণ হইতে কেহ কেহ ইন্দ্র হইতে, কেহ কেহ অগ্নি হইতে, কেহ কেহ বায়ু হইতে, কেহ কেহ কুমার হইতে, কেহ কেহ ব্রহ্মা হইতে, কেহ কেহ বিষ্ণু

হইতে, কেহ কেহ সূর্য্য হইতে ও কেহ কেহ বরাহদেব হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। উহাঁদের মধ্যে অনেকেরই রূপ অপ্সরার ন্যায় মনোহর। বৃক্ষ, চত্বর, চতুষ্পথ, গুহা, শ্মশান ও শৈলপ্রস্রবণ উহাঁদের বাসস্থান। উহাঁরা যুদ্ধকালে শত্রুগণকে যাহার পর নাই ভীত করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! ঐ সকল বলবীর্য্য সম্পন্ন দিব্য মাল্যবিভূষিত মাতৃকা ইন্দ্রের আদেশানুসারে মহাত্মা কুমারের নিকট সমুপস্থিত হইলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর ভগবান্ পাকশাসন অসুরগণের বিনাশ সাধনার্থ কার্ত্তিকেয়কে দিব্য শক্তি, পশুপতি মহাঘণ্টাযুক্ত অরুণ সদৃশ দেদীপ্যমান পতাকা ও রুদ্রতুল্য পরাক্রান্ত তিন অযুত যোধে পরিবৃত সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ নানাস্ত্রধারী ধনঞ্জয় সেনা, বিষ্ণু বলবর্দ্ধিনী বৈজয়ন্তী মালা, পার্ব্বতী সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন নির্ম্মল বস্ত্রদ্বয়, গঙ্গা অমৃতোদ্ভব দিব্য কমণ্ডলু, বৃহস্পতি দণ্ড, গরুড় বিচিত্র শিখণ্ডযুক্ত স্বীয় পুত্র ময়ূর, অরুণ চরণায়ুধ কুক্কুট, বরুণ বলবীর্য্যশালী নাগ এবং সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা কৃষ্ণাজিন ও বিজয় প্রদান করিলেন।

এইরূপে ভগবান্ কুমার দেবগণের নিকট সেনাপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা ধারণ পূর্ব্বক সুরগণকে আহ্লাদিত করিয়া পারিষদ্ ও মাতৃগণ সমভিব্যাহারে দৈত্য বিনাশার্থ নির্গত হইলেন। তাঁহার সেনাগণ ধ্বজ ও বিবিধ আয়ুধ সমুচ্ছ্রিত করিয়া জ্যোতির্ম্মণ্ডলমণ্ডিত শরৎকালীন রজনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর দেবসেনা ও ভূতগণ মহা আহ্লাদে ভেরী, শঙ্খ, পটহ, ঝর্ঝর, ক্রকচ, গোবিষাণিক, আড়ম্বর, গোমুখ ও ডিণ্ডিম প্রভৃতি বিবিধ বাদিত্র

বাদন করিতে লাগিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ কুমারের স্তব পাঠ, গন্ধর্ব্বগণ গান এবং অপ্সরোগণ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা কার্ত্তিকেয় দেবগণের স্তবে প্রীত হইয়া আমি তোমাদের বধে সমুদ্যত দানবদিগকে বিনাশ করিব বলিয়া তাঁহাদিগকে বর প্রদান করিলেন। দেবগণ কুমারের বর লাভ করিয়া শত্রু সমুদায় নিহত হইয়াছে বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভূতগণের হর্ষধ্বনিতে ত্রিলোক পরিপূর্ণ হইল। তখন মহাত্মা কার্ত্তিকেয় সেনা সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া দেবগণের পরিত্রাণ ও দৈত্যগণের নিধন নিমিত্ত গমন করিতে লাগিলেন। উদ্যোগ, জয়, ধর্ম্ম, সিদ্ধি. লক্ষ্মী, ধৃতি ও স্মৃতি তাঁহারা সৈন্যের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইলেন। বিচিত্র ভূষণালঙ্কৃত ও কবচধারী শূল, মুদ্গর, মুষল, গদা, নারাচ, শক্তি, তোমর ও জ্বলিত অলাত ধারণ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। সমস্ত দৈত্য দানব ও রাক্ষসগণ তদ্দর্শনে মহা উদ্বিগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। বিবিধ আয়ুধধারী দেবগণও তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার মানসে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন হুত হুতাশন সদৃশ তেজস্বী মহাবল পরাক্রান্ত কার্ত্তিকেয় ক্রোধভরে বারংবার শক্তি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শক্তিপ্রভাবে অসংখ্য প্রজ্বলিত উল্কা ও নির্ঘাত বসুধাতল নিনাদিত করিয়া নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবীর মহাসেন একমাত্র শক্তি নিক্ষেপ করিবামাত্র সেই শক্তি হইতে কোটি কোটি শক্তি নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি প্রীত মনে মহাবল পরাক্রান্ত দশ অযুত দৈত্যপরিবৃত দৈত্যেন্দ্র তারককে, অষ্টপদ্ম দৈত্য পরিবেষ্টিত

মহিষকে, কোটি দানব পরিবৃত ত্রিপাদকে এবং দশ নিখর্ব্ব দৈত্যপরিবেষ্টিত হ্রদোদরকে অনুচরগণের সহিত নিপাতিত করিলেন। এইরূপে দৈত্যক্ষয় আরম্ভ হইলে কার্ত্তিকেয়ের অনুচরগণ সিংহনাদে দশদিক্ পরিপূরিত করিয়া মহা আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। শক্তির প্রভাপ্রভাবে ত্রৈলোক্য বিত্রাসিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় সহস্র সহস্র দৈত্য মহাসেনের সিংহনাদে ভীত, কেহ কেহ পতাকা বিধূননে নিহত, কেহ কেহ ঘণ্টানিস্বনে বিত্রস্ত এবং কেহ কেহ অস্ত্রাঘাতে ছিন্নকলেবর হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত কার্ত্তিকেয় অসংখ্য আততায়ী অসুরকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর বলির পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত বাণদৈত্য ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া দেবগণকে নিবারণ করিতে লাগিল। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহাসেন তদ্দর্শনে অবিলম্বে বাণদৈত্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন বলিতনয় প্রাণভয়ে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে লুক্কায়িত হইল। ঐ পর্ব্বত ক্রৌঞ্চের ন্যায় চীৎকার করিয়া থাকে। মহাবীর কার্ত্তিকেয় বাণদৈত্যকে পর্ব্বতমধ্যে লুক্কায়িত দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে অগ্নিদত্ত শক্তি দ্বারা উহা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই পর্ব্বতস্থিত হস্তী ও বানরগণ নিতান্ত আকুল, পক্ষী সকল উড্ডীন এবং পন্নগ সমুদায় নির্গত হইতে লাগিল। সিংহ, শরভ, গোলাঙ্গূল, ভল্লূক ও হরিণ সকল ধাবমান হওয়াতে পর্ব্বতস্থ কানন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। শৃঙ্গনিবাসী বিদ্যাধর ও কিন্নরগণ কুমারের শক্তিপাত শব্দে ভীত ও কাতর হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে

সেই পর্ব্বত অতি শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর বিচিত্র ভূষণধারী অসংখ্য দৈত্য সেই দেদীপ্যমান পর্ব্বত হইতে নির্গত হইল। কার্ত্তিকেয়ের অনুচরগণও তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক সংহার করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর কার্ত্তিকেয় দেবরাজ যেমন বৃত্রকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই বলিতনয়কে তাহার অনুজের সহিত শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা কুমার ঐ সময় যত বার শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, উহা তত বারই তাঁহার হস্তে প্রত্যাগত হইল। হে মহারাজ! সৌর্য্যাদিগুণ সম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত মহাত্মা কার্ত্তিকেয় পূর্ব্বে এইরূপে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত বিদীর্ণ ও শত শত দৈত্য নিপাতিত করিলেন।

এইরূপে দৈত্যগণ নিহত হইলে সুরগণ প্রীত মনে তাঁহারে পূজা করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে দুন্দুভিধ্বনি ও শঙ্খনিস্বন আরম্ভ হইল। দেবমহিলাগণ কুমারের উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব ও যাজ্ঞিক মহর্ষিগণ কার্ত্তিকেয়ের স্তব পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় কেহ কেহ কুমারকে লোকপিতামহ ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ কুমার ভগবান্ সনৎকুমার বলিয়া স্থির করিলেন এবং কেহ কেহ তাঁহারে মহেশ্বরের, কেহ কেহ অনলের, কেহ কেহ পার্ব্বতীর, কেহ কেহ কৃত্তিকাগণের ও কেহ কেহ গঙ্গার পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! আমি আপনার নিকট কুমারের অভিষেক বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে মহাত্মা কার্ত্তিকেয় সরস্বতীর

যে তীর্থে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহার মাহাত্ম্য কহিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাবল কার্ত্তিকেয় দৈত্যগণকে নিপাতিত করিলে ঐ তীর্থ দ্বিতীয় স্বর্গের ন্যায় পবিত্র হইয়া উঠিল। তখন ষড়ানন ঐ তীর্থে অবস্থান পূর্ব্বক দেবগণকে পৃথক্ পৃথক্ ঐশ্বর্য্য ও ত্রৈলোক্যাধিকার প্রদান করিলেন। ঐ তীর্থ তৈজস নামে প্রসিদ্ধ। সুরগণ ঐ তীর্থে জলাধিপতি বরুণকে অভিষেক করিয়াছিলেন। মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক ভগবান্ কুমারের অর্চ্চনা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ ও বিবিধ বস্ত্রাভরণ প্রদান করিলেন এবং সেই তীর্থের পূজা ও জল স্পর্শ করিয়া তথায় সেই রজনী অতিবাহন পূর্ব্বক পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার মুখে কুমারের অভিষেক ও দৈত্যগণের নিধনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া আমার আত্মা পবিত্র, সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত ও অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইল। এক্ষণে বরুণ কি রূপে সুরগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করিতে একান্ত কৌতূহল হইতেছে, আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরাতন বিচিত্র কথা শ্রবণ করুন। সত্যযুগের প্রারম্ভে দেবগণ বরুণসমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে মহাত্মন্! দেবরাজ যেমন আমাদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন, তদ্রূপ তুমি সমুদায় নদীর অধিপতি হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা কর। তোমারে সতত সমুদ্রে বাস করিতে হইবে। সমুদ্র তোমার বশবর্ত্তী হইবেন

এবং চন্দ্রমার হ্রাস বৃদ্ধির ন্যায় তোমারও হ্রাস বৃদ্ধি হইবে। বরুণদেব দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন দেবগণ সেই তৈজস তীর্থে তাঁহার অভিষেক পূর্ব্বক তাঁহারে সমুদায় নদীর অধিপতি করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং সমুদ্র তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। মহাত্মা বরুণ এইরূপে দেবগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া সুরপালক শতক্রতুর ন্যায় নদ, নদী, সাগর ও সরোবরদিগকে বিধি পূর্ব্বক পালন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা বলদেব সেই তীর্থ হইতে অগ্নিতীর্থে গমন করিলেন। ভগবান্ হুতাশন ঐ তীর্থে শমীগর্ব্ভে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। অগ্নির অদর্শনে ত্রিলোকের আলোক বিনষ্ট হইলে দেবগণ সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, প্রভো! অগ্নি যে কি নিমিত্ত কোথায় পলায়ন করিয়াছেন, তাহা আমরা কিছুমাত্র অবগত নহি। এক্ষণে আপনি অচিরাৎ অনলের স্বৃষ্টি করুন। নচেৎ সমুদায় জগৎ বিনষ্ট হইবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ হুতাশন কি নিমিত্ত লুক্কায়িত হইয়াছিলেন? আর কি রূপেই বা দেবগণ তাঁহার অনুসন্ধান পাইলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি ভৃগু হুতাশনকে সর্ব্বভক্ষ্য হইবে বলিয়া শাপ প্রদান করিলে তিনি ভয়ে পলায়ন করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাঁহার অদর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া ইতস্তত তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহরা সরস্বতীর সেই তীর্থে গমন করিয়া দেখিলেন

যে, ভগবান্ হুতাশন শমীগর্ব্ভমধ্যে সমাসীন রহিয়াছেন। বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবগণ হুতাশনের দর্শন লাভে সাতিশয় প্রীত হইয়া পুনরায় যথা স্থানে গমন করিলেন। অগ্নিও তদবধি ভৃগুর শাপপ্রভাবে সর্ব্বভক্ষ্য হইয়া রহিলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত বলরাম সেই অগ্নি তীর্থে স্নান করিয়া ব্রহ্মযোনি তীর্থে গমন করিলেন। পূর্ব্বে সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ বিধাতা সুরগণের সহিত ঐ তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিমিত্ত বিবিধ তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা বলদেব তথায় স্নান ও বিবিধ ধন দান পূর্ব্বক কৌবের তীর্থে উপস্থিত হইলেন! ঐ তীর্থে কুবেরের মনোহর কানন আছে। মহাত্মা যক্ষরাজ তথায় কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া নলকূবর নামে পুত্র এবং ধনাধিপত্য, অমরত্ব, লোকপালত্ব ও মহাদেবের সহিত সখ্যভাব লাভ করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে নিধি সমুদায় স্বয়ং তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইত। দেবগণ ঐ স্থানে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার অভিষেক সম্পাদন করিয়া তাঁহারে হংসসংযুক্ত মনোমারুতগামী পুষ্পক নামে দিব্য বিমান ও দেবোপযুক্ত ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছিলেন। মহাত্মা বলরাম ঐ তীর্থে স্নান ও ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধন দান করিয়া সর্ব্ব জন্তু সম্পন্ন বিবিধ ফল পুষ্পযুক্ত বদরপাচন তীর্থে গমন করিলেন। ঐ তীর্থে সর্ব্বদা ষড় ঋতুর ফল বিরাজমান থাকে।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সিদ্ধ তাপস সেবিত বদরপাচন তীর্থে মহর্ষি ভারদ্বাজের শ্রুবাবতী নামে অসামান্য রূপলাবণ্যবতী কৌমার ব্রহ্মচারিণী কন্যা দেবরাজের পত্নী হইবার অভিলাষে

স্ত্রীজনের দুষ্কর বিবিধ তীব্র নিয়মানুষ্ঠান পূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রুবাবতী ঐ রূপে এক শত বৎসর তপস্যা করিলে ভগবান্ পাকশাসন তাঁহার চরিত্র, তপস্যা ও ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের রূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। ভারদ্বাজতনয়া মহাতপা বশিষ্ঠকে অবলোকন পূর্ব্বক তাপসনির্দ্দিষ্ট আচার দ্বারা তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আজ্ঞা করুন, আমারে কি করিতে হইবে। আমি সাধ্যানুসারে আপনার সমুদায় আজ্ঞাই প্রতিপালন করিব; কেবল ইন্দ্রের প্রতি দৃঢ় ভক্তি নিবন্ধন পাণি প্রদান করিতে পারিব না। আমি তপস্যা ও সুকঠিন নিয়মে ত্রিভুবনেশ্বর বাসবকে প্রীত করিব, এই আমার উদ্দেশ্য। বশিষ্ঠরূপধারী দেবরাজ শ্রুবাবতীর বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহারে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন, সুব্রতে! তোমার কঠোর তপস্যার বিষয় আমার অবিদিত নাই। তুমি যে অভিপ্রায়ে এই কঠিন ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছ, তপোবলে অবিলম্বেই তাহা লাভ করিবে। কল্যাণি! তপস্যাই মহৎ সুখের মূলকারণ। তপোবলেই সুরসেবিত দিব্য স্থান সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানবগণ ঘোরতর তপস্যা প্রভাবেই দেহান্তে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি এই পাঁচটি বদর পাক কর। ভগবান্ পাকশাসন এই বলিয়া সেই ঋষিকন্যারে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং সেই আশ্রমের সমীপে ইন্দ্রতীর্থ নামক প্রদেশে গমন পূর্ব্বক শ্রুবাবতীর ভক্তি পরীক্ষার্থ বদর পাকের ব্যাঘাত করিবার নিমিত্ত জপ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে ব্রহ্মচারিণী শ্রুবাবতী বাগ্‌যত ও পবিত্র হইয়া সেই পাঁচটী বদর পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত দিবা অবসান হইল, তথাপি বদর সকল সুপক্ক হইল না। এইরূপে শ্রুবাবতী সেই পাঁচটী বদর পাক করত বহু দিন অতিবাহিত করিলেন। তিনি যে সমুদায় কাষ্ঠ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাহা সকলই ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তখন ঋষিকন্যা হুতাশন কাষ্ঠশূন্য অবলোকন করিয়া মহর্ষির প্রিয় সাধনার্থ অবিচলিত চিত্তে স্বীয় দেহ দাহনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রথমে হুতাশনে পাদদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ রূপ দুষ্কর কার্য্য করাতে তাঁহার চিত্ত কিছুমাত্র বিকৃত বা মুখ বিবর্ণ হইল না। লোকে জলে অবগাহন করিয়া যেরূপ আহ্লাদিত হয়, তিনি স্বীয়দেহ প্রজ্বালিত করিয়া তদ্রূপ আহ্লাদিত হইলেন। তৎকালে বদর সকল পাক করিতেই হইবে, ইহা সতত তাঁহার অন্তরে জাগরূক ছিল। এইরূপে তিনি মহর্ষির বাক্য রক্ষার্থে বদর পাক করিতে লাগিলেন, কিন্তু তৎ সমুদায় কোন ক্রমেই সুপক্ক হইল না। ভগবান্ হুতাশন স্বয়ং তাঁহার চরণদ্বয় দগ্ধ করিতে লাগিলেন। অঙ্গ দগ্ধ হওয়াতে তাঁহার কিছুমাত্র দুঃখ হইল না। পরিশেষে দেবরাজ ইন্দ্র শ্রুবাবতীর সেই অসাধারণ কার্য্য সন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহারে স্বীয় রূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রহ্মচারিণি! আমি তোমার ভক্তি, তপোনুষ্ঠান ও নিয়ম দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; তোমার অভিলাষ পরিপূর্ণ হইবে। তুমি দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে আমার সহিত একত্র বাস করিবে আর এই

স্থান বদরপাচন তীর্থ বলিয়া চিরকাল ত্রিলোকমধ্যে খ্যাত রহিবে।

হে মহাভাগে! সপ্তর্ষিগণ এই তীর্থে অরুন্ধতীরে পরিত্যাগ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী ফল মূল আহরণার্থ হিমালয়ে গমন করিয়া ছিলেন। ঐ সময় দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টি সমুৎপন্ন হওয়াতে তাপসগণ তথায় পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। এ দিকে অরুন্ধতীও তপোনুষ্ঠানে তৎপর হইলেন। কিয়দ্দিন পরে ভগবান্ ভূতভাবন অরুন্ধতীর কঠোর নিয়ম দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া ব্রাহ্মণবেশে তথায় আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, কল্যাণি! আমারে ভিক্ষা প্রদান কর। তখন প্রিয় দর্শনা অরুন্ধতী তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার সঞ্চিত অন্ন সমুদায় নিঃশেষিত হইয়াছে, অতএব আপনি বদর ভক্ষণ করুন। মহাদেব অরুন্ধতীর বাক্য শ্রবণে তাঁহারে সেই বদর ফল সকল পাক করিতে কহিলেন, তপস্বিনী অরুন্ধতীও ব্রাহ্মণের হিতার্থ প্রজ্বলিত হুতাশনে সেই ফল পাক করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাদেব তাঁহার নিকট অতি মনোহর দিব্য পবিত্র উপাখ্যান সকল কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। অরুন্ধতী তাঁহার মুখে পবিত্র কথা সকল শ্রবণ ও বদর পাক করিতে করিতে সেই দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টি অতিক্রম করিলেন। ঐ দ্বাদশ বৎসর তাঁহার এক দিনের ন্যায় বোধ হইয়াছিল। উহার মধ্যে তিনি কিছুই আহার করেন নাই। অনন্তর সপ্তর্ষিগণ ফল পুষ্প আহরণ করিয়া হিমালয় হইতে প্রত্যাগত হইলেন। তখন ভগবান্ ভূতভাবন প্রীত হইয়া অরুন্ধ-

তাঁরে কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞে! তুমি পূর্ব্বের ন্যায় ঋষিদিগের নিকট গমন কর। আমি তোমার নিয়ম ও তপোনুষ্ঠান দর্শনে প্রসন্ন হইয়াছি। ভূতভাবন ত্রিলোচন এই বলিয়া আত্মরূপ প্রকাশ পূর্ব্বক সপ্তর্ষি দিগকে কহিলেন, হে তাপসগণ! তোমরা হিমালয়ে যে তপোনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহা অরুন্ধতীর তপস্যার তুল্য নহে। ইনি অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছেন। অনাহারে পাককার্য্যে ইহাঁর দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে।

হে মহারাজ! ভগবান্ ভূতনাথ মহর্ষিগণকে এই কথা বলিয়া অরুন্ধতীরে কহিলেন, কল্যাণি! তুমি এক্ষণে অভিলাষানুরূপ বর প্রার্থনা কর। তখন অরুণলোচনা অরুন্ধতী সপ্তর্ষিসমক্ষে মহাদেবকে কহিলেন,ভগবন্! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন যেন, এই তীর্থ বদরপাচন নামে প্রসিদ্ধ হইয়া সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণের সেবনীয় হয়। আর যিনি পবিত্র হইয়া এই তীর্থে ত্রিরাত্র উপবাস করিবেন, তিনি যেন দ্বাদশ বৎসর উপবাসের ফল লাভে সমর্থ হন। ভগবান্ ভবানীপতি অরুন্ধতীর বাক্য শ্রবণে তাঁহারে তথাস্তু বলিয়া বর প্রদান পূর্ব্বক সপ্তর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তখন ঋষিগণ ক্ষুৎপিপাসাযুক্ত অরুন্ধতীরে অবিশ্রান্ত ও পূর্ব্বের ন্যায় রূপলাবণ্য সম্পন্ন দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

হে ব্রহ্মচারিণি শ্রুবাবতি! পূর্ব্বে অরুন্ধতীও এইরূপে তোমার ন্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তুমি তাঁহা অপেক্ষা তপস্যায় বিশেষরূপ যত্ন করিয়াছ। আমি তোমার

নিয়ম দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমারে আর এক বর প্রদান করিতেছি যে, যিনি এই তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক সংযত হইয়া এক রাত্রি বাস করিবেন, তিনি দেহাবসানে স্বর্গলোকে বাস করিতে সমর্থ হইবেন।

হে মহারাজ! দেবরাজ ইন্দ্র শ্রুবাবতীরে এইরূপ বর প্রদান করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত, পবিত্র গন্ধযুক্ত সমীরণ প্রবাহিত ও মহাশব্দে দেবদুন্দুভি সকল নিনাদিত হইতে লাগিল। তপস্বিনী শ্রুবাবতীও কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবরাজের সহধর্ম্মিণী হইয়া তাঁহার সহিত পরম সুখে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! শ্রুবাবতী কোন্ স্থানে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন? আর তাঁহার মাতাই বা কে? ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! একদা আয়তাক্ষী ঘৃতাচী অপ্সরারে দর্শন করিয়া মহর্ষি ভারদ্বাজের রেতঃপাত হয়। মহর্ষি কর দ্বারা সেই রেত গ্রহণ পূর্ব্বক পত্রপুটে সংস্থাপন করেন। সেই পত্রপুটে শ্রুবাবতীর জন্ম হয়। তপোধন ভারদ্বাজ তাঁহার জাতকর্ম্মাদি সমাপন করিয়া দেবর্ষিগণ সমক্ষে শ্রুবাবতী নাম রাখিয়াছিলেন। কিয়দ্দিন পরে তিনি তাঁহারে স্বীয় আশ্রমে রাখিয়া হিমালয়ে গমন করেন।

হে মহারাজ! বৃষ্ণিপ্রবর বলদেব সেই বদরপাচন তীর্থের সলিল স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধন দান পূর্ব্বক ইন্দ্রতীর্থে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! বৃষ্ণিবংশাবতংস বলদেব ইন্দ্রতীর্থে সমুপস্থিত হইয়া যথাবিধি অবগাহন পূর্ব্বক বিপ্রগণকে বিবিধ ধন রত্ন প্রদান করিলেন। ঐ তীর্থে ভগবান্ অমররাজ বেদবিধানানুসারে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক বৃহস্পতিরে বিপুল ধন প্রদান করিয়া শতক্রতু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। দেবরাজ ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করাতে উহা সর্ব্বপাপবিনাশন পবিত্র ইন্দ্রতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থে স্নান ও দ্বিজগণকে গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিয়া রামতীর্থে প্রস্থান করিলেন। মহাতপা ভগবান্ পরশুরাম একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া স্বীয় উপাধ্যায় মুনিবর কশ্যপকে লইয়া ঐ তীর্থে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন এবং উপাধ্যায়কে বিবিধ ধনরত্ন সম্পন্ন সমুদায় ভূমণ্ডল দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক বনে গমন করিয়াছিলেন। মহাত্মা বলদেব সেই দেবব্রহ্মর্ষিসেবিত পুণ্য তীর্থে মুনিগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক যমুনা তীর্থে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় অদিতিনন্দন মহাত্মা বরুণ দেবগণ ও মানবগণকে পরাজয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! সেই যজ্ঞ আরব্ধ হইলে ত্রিভুবনে ভয়াবহ দেবদানবসংগ্রাম এবং উহা সমাপ্ত হইলে ক্ষত্রিয়গণের ঘোরতর যুদ্ধ সমুপস্থিত হয়। মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থেও মুনিগণের অর্চ্চনা করিয়া যাচকদিগকে অর্থ দান ও তাপসদিগের স্তুতিবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক আদিত্যতীর্থে গমন করিলেন। ঐ স্থানে ভগবান্ ভাস্কর যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সমুদায় জ্যোতির আধিপত্য ও

মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! ঐ তীর্থে ভগবান্ বেদব্যাস, শুকদেব, বাসুদেব এবং ইন্দ্রাদি দেবতা, বিশ্বেদেব, মরুৎ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ ও সিদ্ধগণ নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছেন। পূর্ব্বকালে ভগবান্ বিষ্ণু মধুকৈটভ নামে অসুরদ্বয়কে নিপাতিত করিয়া ঐ তীর্থে অবগাহন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মাত্মা বেদব্যাস ঐ তীর্থে স্নান করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন এবং মহাতপা অসিতদেবল ঐ তীর্থে পরম যোগ লাভ করিয়াছিলেন।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! পূর্ব্ব কালে অসিতদেবল নামে শুদ্ধাচারী জিতেন্দ্রিয় তপোধন গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া ঐ তীর্থে অবস্থান করিতেন। কি নিন্দা, কি স্তুতিবাদ, কি প্রিয়, কি অপ্রিয়, কি কাঞ্চন, কি লোষ্ট্র, সকলেতেই তাঁহার সম ভাব ছিল। তিনি প্রতিনিয়ত দেবারাধনা, অতিথিসেবা ও সকল প্রাণীরে তুল্য জ্ঞান করিতেন। কিয়দ্দিন পরে জৈগীষব্য নামে এক মহর্ষি ঐ তীর্থে আগমন পূর্ব্বক দেবলের আশ্রমে বাস করিয়া সিদ্ধি লাভ করিলেন। মহাত্মা দেবল মহর্ষি জৈগীষব্যকে সিদ্ধ হইতে দেখিলেন, কিন্তু স্বয়ং সিদ্ধি লাভে সমর্থ হইলেন না। এই রূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা মহামতি দেবল হোমাদি সময়ে জৈগীষব্যকে দেখিতে পাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে ভিক্ষার সময়ে জৈগীষব্য ভিক্ষুকরূপে দেবলের নিকট সমাগত হইলেন। দেবল তাঁহারে সমুপস্থিত দেখিয়া পরম সমাদর পূর্ব্বক প্রীতি সহকারে যথাশক্তি পূজা করিতে লাগিলেন। এই রূপে বহু কাল অতীত হইলে একদা দেবল মহর্ষি

জৈগীষব্যকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি বহু বৎসর এই ভিক্ষুকের পূজা করিলাম; কিন্তু ইনি কি অলস! ইহার মধ্যে আমারে কোন কথাই কহিলেন না। ধীমান্ দেবল এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে কলস গ্রহণ পূর্ব্বক আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া সাগরে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইবামাত্র দেখিলেন যে, জৈগীষব্য অগ্রেই ঐ স্থানে উপনীত হইয়াছেন। তখন মহর্ষি দেবল একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই ভিক্ষুক কি রূপে এত শীঘ্র এই স্থানে আগমন ও স্নান করিলেন। মহর্ষি এইরূপ চিন্তা করত সমুদ্রে অবগাহন এবং জপ আহ্নিক সমাপন পূর্ব্বক জলপূর্ণ কলস গ্রহণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় প্রবিষ্ট হইবামাত্র দেখিলেন, মহাতপস্বী জৈগীষব্য কাষ্ঠের ন্যায় আশ্রমে সমাসীন রহিয়াছেন। কোন ক্রমেই কোন রূপ বাক্যালাপ করেন না। তখন অসিত দেবল জৈগীষব্যের তপঃ প্রভাব সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই মাত্র ইহাঁরে সমুদ্রে স্নান করিতে দেখিয়াছি, ইনি ইতিমধ্যে কিরূপে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

মন্ত্রপারগ মহর্ষি দেবল মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া জৈগীষব্যের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আশ্রম হইতে অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, অন্তরীক্ষচারী যাবতীয় সিদ্ধ সমাহিত হইয়া জৈগীষব্যকে পূজা করিতেছেন। মহর্ষি দেবল তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং জৈগীষব্যকে তথা হইতে পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে যমলোকে, যমলোক হইতে সোমলোকে, সোমলোক হইতে

অগ্নিহোত্র, দর্শ পৌর্ণমাস, পশুযজ্ঞ, চাতুর্ম্মাস্য, অগ্নিষ্টোম, অগ্নিষ্টুভ, বাজপেয়, রাজসূয়, বহুসুবর্ণক, পুণ্ডরীক, অশ্বমেধ, নরমেধ, সর্ব্বমেধ, সৌত্রামণি ও দ্বাদশাহ প্রভৃতি বিবিধ সত্র-যাজীদিগের লোক সমুদায় এবং তৎপরে মিত্রাবরুণস্থান, রুদ্রস্থান, বসুস্থান, বৃহস্পতিস্থান, গোলোক, ব্রহ্মসত্রীদিগের লোক ও তদনন্তর অন্যান্য তিন লোক অতিক্রম করিয়া পতি-ব্রতানিসেবিত লোকে গমন করিতে দেখিলেন। পরিশেষে মহাত্মা জৈগীষব্য তথা হইতে যে কোন্ স্থানে অন্তর্হিত হই-লেন, দেবল তাহার কিছুমাত্র অনুসন্ধান পাইলেন না। তখন তিনি জৈগীষব্যের তপঃপ্রভাব ও অসামান্য যোগসিদ্ধি অব-লোকনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মসত্রযাজী লোক-শ্রেষ্ঠ সিদ্ধগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাপুরুষগণ! আমি কি নিমিত্ত আর জৈগীষব্যের সন্দর্শন পাইতেছি না, ইহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে। আপনারা ঐ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন। সিদ্ধ-গণ কহিলেন, হে দেবল! মহর্ষি জৈগীষব্য সারস্বত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। হে মহারাজ! মহর্ষি দেবল সেই সিদ্ধ-গণের বাক্য শ্রবণানন্তর ব্রহ্মলোকস্থ জৈগীষব্যকে দর্শন করি-বার মানসে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবামাত্র নিপতিত হইলেন। তখন সিদ্ধ পুরুষেরা পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, মহর্ষে! জৈগীষব্য ব্রহ্মার সদনে গমন করিয়াছেন, তুমি কোন ক্রমেই তথায় গমন করিতে পারিবে না। মহর্ষি দেবল সিদ্ধ পুরুষদিগের বাক্য শ্রবণে ব্রহ্মলোক গমনে নিরস্ত হইয়া যথাক্রমে সেই সমুদায় লোক হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পতঙ্গের ন্যায় দ্রুত

বেগে স্বীয় পবিত্র আশ্রমে আগমন করিলেন এবং দেখিলেন, মহর্ষি জৈগীষব্য পূর্ব্বের ন্যায় তথায় অবস্থান করিতেছেন। তখন তিনি স্বীয় ধর্ম্মানুগত বুদ্ধিবৃত্তি প্রভাবে মহর্ষি জৈগীষব্যের তপঃপ্রভাব অবগত হইয়া তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক বিনীত ভাবে কহিলেন, ভগবন্! আমি মোক্ষ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাঞ্ছা করি। মহর্ষি জৈগীষব্য দেবলের বাক্য শ্রবণে তাঁহারে মোক্ষ ধর্ম্ম গ্রহণে কৃতনিশ্চয় অবগত হইয়া শাস্ত্রানুসারে যোগবিধি ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তৎকালোচিত ক্রিয়াকলাপ সমাধা করিলেন। পিতৃগণ ও অন্যান্য প্রাণিগণ দেবলকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া, কে আমাদিগকে অন্ন দান করিবে বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা দেবল চতুর্দ্দিকে প্রাণিগণের সেই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া মোক্ষ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন পবিত্র ফল মূল ও ওষধি সমুদায় দেবলকে মোক্ষ ধর্ম্ম পরিত্যাগে সমুদ্যত দেখিয়া " দুর্ব্বুদ্ধি দেবল পুনরায় আমাদিগকে ছেদন করিবে, মোক্ষ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে যে, সমুদায় প্রাণীরে অভয় প্রদান করা হয়, ইহা উহার বোধগম্য হইতেছে না " এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। মহর্ষি দেবল তাহাদিগের রোদনধ্বনি শ্রবণে মনে মনে চিন্তা করিলেন, এক্ষণে কি করি! গার্হস্থ্য ও মোক্ষ ধর্ম্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেয়স্কর? তিনি কিয়ৎক্ষণ এইরূপ বিচার করিয়া পরিশেষে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন এবং স্বীয় চিত্তের একাগ্রতা প্রভাবে অচিরাৎ পরম যোগ ও সিদ্ধিলাভ করিলেন।

তখন বৃহস্পতি প্রভৃতি সুরগণ দেবলের আশ্রমে সমাগত

হইয়া মহর্ষি জৈগীষব্য ও তাঁহার তপস্যার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তপোধনাগ্রগণ্য গালব অমরগণকে কহিলেন, হে দেবগণ! জৈগীষব্য দেবলকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিলেন; অতএব উহাঁর কিছুমাত্র তপোবল নাই। তখন দেবগণ গালবকে কহিলেন, হে মুনিবর! ওরূপ কথা কহিবেন না। মহাত্মা জৈগীষব্যের তুল্য কাহারও প্রভাব, তেজ, তপস্যা বা যোগবল নাই। হে মহারাজ! মহর্ষি জৈগীষব্য ও দেবল আদিত্যতীর্থে যোগানুষ্ঠান পূর্ব্বক এইরূপ প্রভাবশালী হইয়াছিলেন। মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থে অবগাহন ও দ্বিজগণকে প্রভূত ধন দান পূর্ব্বক পরম ধর্ম্ম লাভ করিয়া সোমতীর্থে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সোমতীর্থে ভগবান্ চন্দ্রমা রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ তীর্থেই তারকাসুরের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। ধর্ম্মাত্মা বলদেব সেই সোমতীর্থের জল স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধন দান পূর্ব্বক সারস্বত মুনির তীর্থে গমন করিলেন। পূর্ব্বে দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি অতীত হইলে সারস্বত মুনি ঐ তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে বেদাধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! সারস্বত মুনি কি নিমিত্ত দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি অতীত হইলে ঋষিগণকে বেদাধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! পূর্ব্বে দধীচি নামে এক অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাতপা ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়

তপোধন ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার তপঃপ্রভাবে ভীত হইয়া তাঁহারে বহুবিধ বর প্রদান দ্বারা তপস্যা হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। পরিশেষে তিনি মহর্ষির তপস্যার ব্যাঘাতার্থ অলম্বুষা নামে এক লোচনলোভনীয়া অপ্সরারে প্রেরণ করিলেন। মহর্ষি দধীচ সরস্বতীজলে দেবগণের তর্পণ করিতেছেন, এমন সময়ে সেই বিলাসিনী তথায় সমুপস্থিত হইল। অপ্সরার অলোকসামান্য রূপ দর্শনে মহর্ষির রৈতঃপাত হইল। সরিদ্বরা সরস্বতী পুত্র প্রসব করিবার নিমিত্ত সেই বীর্য্য গ্রহণ করিয়া মহা আহ্লাদে আপনার উদরে ধারণ করিলেন। অনন্তর তিনি যথাযোগ্য সময়ে পুত্র প্রসব করিয়া তাহারে গ্রহণ পূর্ব্বক মহর্ষি দধীচের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহর্ষে! পূর্ব্বে অলম্বুষা অপ্সরারে অবলোকন করিয়া আপনার রেতঃপাত হইলে আমি সেই বীর্য্য বৃথা নষ্ট হইবার নহে বিবেচনা করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক উদরে ধারণ করিয়াছিলাম। সেই রেতঃপ্রভাবে এই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব এ আপনার পুত্র, আপনি ইহারে গ্রহণ করুন। সরিদ্বরা সরস্বতী এইরূপ কহিলে মহর্ষি পুত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার মস্তক আঘ্রাণ ও তাহারে দীর্ঘ কাল আলিঙ্গন করিয়া মহা আহ্লাদে এই বর প্রদান করিলেন যে, হে সুভগে! বিশ্বেদেব, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ তোমার সলিলে তর্পণ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিবেন। মহর্ষি দধীচ সরস্বতীরে এইরূপ বর প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করত কহিলেন, হে মহাভাগে! তুমি ব্রহ্মার মানস সরোবর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছ; ব্রতধারী মুনিগণ সকলেই

তোমার মহিমা অবগত আছেন। তুমি সতত আমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া থাক; অতএব এই পুত্র মহাতপা হইয়া তোমার নামানুসারে সারস্বত নামে বিখ্যাত হইবে। এই সারস্বত দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে ব্রহ্মর্ষিগণকে বেদাধ্যয়ন করাইবে। আর তুমি আমার প্রসাদে সমুদায় নদী অপেক্ষা পবিত্র হইবে। হে মহারাজ! সরিদ্বরা সরস্বতী মহর্ষি দধীচের নিকট এইরূপ বর প্রাপ্ত ও তৎ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া পুত্র গ্রহণ পূর্ব্বক মহা আহ্লাদে তথা হইতে অপসৃত হইলেন।

কিয়দ্দিন পরে দানবদিগের সহিত দেবগণের বিরোধ উপস্থিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র অস্ত্র অন্বেষণ পূর্ব্বক ত্রৈলোক্য বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কুত্রাপি দানব বধোপযোগী অস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি সুরগণকে কহিলেন, হে দেবগণ! আমি দধীচ মুনির অস্থি ব্যতীত দেবদ্বেষ্টাদিগের বিনাশে সমর্থ হইব না। অতএব তোমরা সকলে দধীচের নিকট গমন পূর্ব্বক শত্রু বিনাশার্থ তাঁহার অস্থি প্রার্থনা কর। অনন্তর দেবগণ ইন্দ্রের আদেশানুসারে দধীচ মুনির সমীপে সমুপস্থিত হইয়া যত্ন পূর্ব্বক অস্থি প্রার্থনা করিলে তিনি অবিচারিত চিত্তে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হইলেন। সুররাজ পুরন্দরও মহা আহ্লাদে সেই অস্থি দ্বারা বজ্র, চক্র, গদা ও গুরুতর দণ্ড প্রভৃতি বিবিধ দিব্যাস্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। হে মহারাজ! মহাত্মা দধীচ প্রজাপতিপুত্র মহর্ষি ভৃগুর তীব্র তপঃপ্রভাবে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন। উনি হিমালয়ের ন্যায় উন্নত ও মহা গৌরবান্বিত ছিলেন। ভগবান্

পাকশাসন উহাঁর তেজঃপ্রভাবে সতত উদ্বেজিত হইতেন। মহারাজ! এক্ষণে তিনি তাঁহার অস্থিদ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেই ব্রহ্মতেজোদ্ভব অশনি মন্ত্রপূত করিয়া একোনশত দৈত্যের প্রাণ সংহার করিলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইল। তখন মহর্ষিগণ একান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জীবিকা লাভার্থ চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সারস্বত মুনিও আহারান্বেষণে গমনোদ্যত হইলে সরস্বতী তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তোমার এখান হইতে প্রস্থান করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি এই স্থানে অবস্থান কর। আমি তোমার আহারের নিমিত্ত সতত বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য প্রদান করিব। সরস্বতী এইরূপ কহিলে মহাত্মা সারস্বত তথায় অবস্থান পূর্ব্বক মৎস্যাহারে প্রাণধারণ করিয়া দেবতর্পণ, পিতৃতর্পণ ও বেদ পাঠ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই অনাবৃষ্টি অতীত হইলে মুনিগণ পুনরায় আপনাদিগের আশ্রমে মিলিত হইলেন। তাঁহারা ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর হইয়া ইতস্তত পর্য্যটন করিয়া সকলেই বেদপাঠ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এক্ষণে পরস্পর পরস্পরকে বেদ অধ্যয়ন করাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই বেদাধ্যাপনে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে এক জন মহর্ষি যদৃচ্ছাক্রমে ঋষিসত্তম সারস্বতের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহর্ষি সারস্বত অনর্গল বেদ পাঠ করিতেছেন। তখন তিনি তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ঋষিগণকে কহিলেন যে, এক জন মহর্ষি নির্জ্জনে বেদ পাঠ করিতেছেন।

ঋষিগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণে সকলে সমবেত হইয়া সারস্বতের সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! আমাদিগকে বেদ অধ্যয়ন করাও। সারস্বত কহিলেন, হে তপোধনগণ! তোমরা যথানিয়মে আমার নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার কর। তখন মুনিগণ কহিলেন, বৎস! তুমি নিতান্ত বালক; আমরা কি রূপে তোমার শিষ্য হইব। সারস্বত কহিলেন, হে তাপসগণ! ধর্ম্ম রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অধর্ম্মানুসারে অধ্যাপন ও অধ্যয়ন করিলে অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়েই পাপগ্রস্ত বা বৈর-ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিশেষত বয়োবাহুল্য, পলিত, বিত্ত বা বান্ধব প্রভাবে ঋষিগণের মহত্ত্ব লাভ হয় না; আমাদের মধ্যে যিনি ষড়ঙ্গ বেদাধ্যাপনে সুনিপুণ, তিনিই মহান্ বলিয়া পরিগণিত।

তখন ষষ্টি সহস্র তাপস মহর্ষি সারস্বতের বাক্য শ্রবণে শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক পুন-রায় ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন তাঁহারা প্রতিদিন সেই বালকের আসনের নিমিত্ত এক এক মুষ্টি কুশা আহরণ করি-তেন। মহারাজ! বাসুদেবাগ্রজ মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব সেই সারস্বত মুনির তীর্থে বিপুল ধন দান করিয়া মহা আহ্লাদে সুপ্রসিদ্ধ বৃদ্ধকন্যক তীর্থে গমন করিলেন। ঐ তীর্থে এক জন কুমারী বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত অনূঢ়াবস্থায় তপস্যা করিয়াছিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার মুখে অতি সুদুষ্কর বিষয় শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে সেই কুমারী কি কারণে কি

রূপে তপস্যা ও নিয়মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তৎ সমুদায় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্ব কালে কুণিগর্গ নামে এক তপোবল সম্পন্ন মহাযশা মহর্ষি ছিলেন। তিনি তপোবলে এক পরম রূপবতী মানসী কন্যার সৃষ্টি করেন। কিয়দ্দিন পরে মুনিবর কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার দুহিতা তপোনুষ্ঠান নিরত হইয়া উপবাস করত বহু কাল দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার পিতা তাঁহার পরিণয়ের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি আপনার অনুরূপ পতির অভাবে তাহাতে অসম্মতি প্রদর্শন করেন। এক্ষণে তিনি নির্জ্জন বনে তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক কলেবর শীর্ণ করিয়াও আপনারে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তপোনুষ্ঠান করিতে করিতে তাঁহার বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হইলে ক্রমে তাঁহার আর পদ সঞ্চালনের সামর্থ্য রহিল না। তখন তিনি পরলোকে গমন করাই কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন। ঐ সময় তপোধনাগ্রগণ্য নারদ তাঁহারে শরীর পরিত্যাগে সমুদ্যত দেখিয়া তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, কল্যাণি! দেবলোকে শ্রবণ করিয়াছি, অনূঢ়া কন্যার কোন লোকেই গমন করিতে অধিকার নাই। তুমি কেবল তপঃসঞ্চয়ই করিয়াছ; কিন্তু তথাপি তোমার কোন লোকে গমন করিবার ক্ষমতা হয় নাই। অতএব কি রূপে পরলোকে যাত্রা করিবে।

তাপসী নারদের বাক্য শ্রবণে ঋষিসমাজে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে তপোধনগণ! আপনাদের মধ্যে যিনি আমার পাণি

গ্রহণ করিবেন, আমি তাঁহারে স্বীয় তপস্যার অর্দ্ধাংশ প্রদান করিব। তখন গালব কুমার মহর্ষি শৃঙ্গবান্ কহিলেন, সুন্দরি! যদি তুমি আমার সহবাসে এক রাত্রি অতিবাহিত করিবে স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি তোমার পাণি গ্রহণ করিতে পারি। বৃদ্ধ কন্যা শৃঙ্গবানের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তখন গালবপুত্র বিধি পূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া তাপসীর পাণি গ্রহণ করিলেন। অনন্তর রজনী সমাগত হইলে ঐ বৃদ্ধা দিব্যাভরণভূষিতা দিব্যগন্ধানুলেপনা নবযৌবনা কামিনীর রূপ ধারণ পূর্ব্বক ঋষিকুমারের সহবাসে প্রবৃত্ত হইলেন। গালবনন্দন পত্নীর অসামান্য রূপমাধুরী নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত পরম সুখে যামিনী অতিবাহিত করিলেন। রজনী প্রভাত হইলে তাপসকুমারী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ঋষিপুত্রকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি আপনার সহিত যে নিয়ম করিয়াছিলাম, তাহা প্রতিপালন করিলাম। এক্ষণে প্রস্থান করি, ঋষিকন্যা এই বলিয়া তথা হইতে বহির্গমন সময়ে পুনরায় কহিলেন, যে ব্যক্তি এই তীর্থে এক মনে দেবতাদিগের তর্পণ করিয়া এক রাত্রি বাস করিবেন, তাঁহার অষ্টপঞ্চাশৎ বৎসরব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের ফল লাভ হইবে। হে মহারাজ! তাপসদুহিতা এই কথা বলিয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিলে গালবনন্দন তাঁহার সৌন্দর্য্য স্মরণে নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং অতি কষ্টে তাঁহার তপস্যার অর্দ্ধাংশ প্রতিগ্রহ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পত্নীর অনুগমন করিলেন। মহারাজ! এই আমি বৃদ্ধ কন্যার চরিত্র, ব্রহ্মচর্য্য ও স্বর্গারোহণ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। মহাত্মা বলদেব

সেই বৃদ্ধকন্যক তীর্থে দ্বিজগণকে বিবিধ ধন দান করেন। ঐ স্থানেই তিনি মদ্ররাজ শল্যের নিধন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হন। অবশেষে সমন্ত পঞ্চকে সমুপস্থিত হইয়া ঋষিগণকে কুরুক্ষেত্রের ফল জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা তাঁহারে আদ্যোপান্ত সমুদায় কহিতে লাগিলেন।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মহর্ষিগণ কহিলেন, হে হলায়ুধ! সমন্তপঞ্চক প্রজাপতির উত্তর বেদি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে মহাবরপ্রদ দেবগণ ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন অমিততেজা কুরুরাজ ঐ স্থান কর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া উহা কুরুক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

বলদেব কহিলেন, হে তপোধনগণ! কুরুরাজ কি নিমিত্ত এই ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।

মহর্ষিগণ কহিলেন,হে রোহিণীনন্দন! পূর্ব্বকালে কুরুরাজ এই ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গ হইতে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! তুমি কি অভিপ্রায়ে পরম যত্ন সহকারে এই ভূমি কর্ষণ করিতেছ? কুরুরাজ কহিলেন, হে পুরন্দর! যে সকল ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে কলেবর পরিত্যাগ করিবে, তাহারা অতি সুনির্ম্মল স্বর্গলোকে গমন করিতে সমর্থ হইবে। আমার ভূমি কর্ষণের এই উদ্দেশ্য। সুররাজ কুরুরাজের বাক্যশ্রবণে তাঁহারে উপহাস করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। মহীপতি কুরু ইন্দ্রের উপহাসে কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া একান্তমনে

ভূমি কর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ রূপে বারংবার কুরুর সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য শ্রবণ ও উপহাস করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কুরুরাজ কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। পরিশেষে পাকশাসন ভূপতির দৃঢ়তর অধ্যবসায় দর্শনে ভীত হইয়া দেবগণের নিকট রাজর্ষির বাসনা বিজ্ঞাপন করিলে তাঁহারা কহিলেন, হে সুররাজ! কুরুরাজকে কোন প্রকার বর প্রদান পূর্ব্বক নিরস্ত করাই শ্রেয়। দেখ, যদি মানবগণ এই স্থানে কলেবর পরিত্যাগ করিলেই স্বর্গ গমনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহারা কদাচ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে না; সুতরাং আমরা এককালে যজ্ঞভাগ লাভে বঞ্চিত হইব।

তখন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র দেবগণের বাক্যানুসারে কুরুর নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহারে কহিলেন, রাজর্ষে! আর তোমার কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। আমার বাক্য রক্ষা কর। আমি কহিতেছি, যাহারা এই স্থানে আলস্যশূন্য হইয়া অনাহারে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, অথবা যুদ্ধে বাণ পথবর্ত্তী হইয়া নিহত হইবে, তাহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিবে। কুরুরাজ ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন। সুররাজ ইন্দ্রও মহা আহ্লাদে পুনরায় স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

হে বলদেব! পূর্ব্বে কুরুরাজ এইরূপে সমন্তপঞ্চকের ভূমি কর্ষণ করিয়াছিলেন। সুররাজ ইন্দ্র ও ব্রহ্মাদি দেবগণ কহিয়াছেন যে, আর কোন স্থানই ইহা অপেক্ষা পবিত্র হইবে না। যাহারা এই স্থানে তপোনুষ্ঠান করিবে, তাহারা চরমে ব্রহ্মলোকে গমন করিবে। যহারা এই পুণ্যক্ষেত্রে দান করিবে,

তাহাদিগের অর্থ অচিরাৎ সহস্র গুণ অধিক হইবে। যাহারা শুভ ফল প্রত্যাশায় এই পুণ্য ভূমিতে বাস করিবে, কদাচ তাহাদিগের যমলোক দর্শন করিতে হইবে না এবং যাহারা ঐ স্থানে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, তাহাদের চির কাল স্বর্গে বাস হইবে. আর সুররাজ ইন্দ্র স্বয়ং কহিয়াছেন যে, এই কুরুক্ষেত্রের ধূলি পবনপরিচালিত হইয়া যাহাদিগের অঙ্গ স্পর্শ করিবে, তাহারা দুষ্কৃতকারী হইলেও চরমে পরম পদ প্রাপ্ত হইবে। অনেকানেক দেবতা, ব্রাহ্মণ ও নৃগ প্রভৃতি নরপতিগণ এই স্থানে যজ্ঞান্তে দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরম গতি লাভ করিয়াছেন। তরন্তুক, আরন্তুক, রামহ্রদ ও চমচক্র এই সমুদায় প্রদেশের মধ্যবৰ্ত্তী স্থানই কুরুক্ষেত্র ; সমন্ত-পঞ্চকও প্রজাপতির উত্তর বেদি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই স্থান অতি পবিত্র, সৰ্ব্বগুণসম্পন্ন ও দেবগণের অভি-মত। অতএব ভূপতিগণ এই স্থানে রণক্ষেত্রে নিহত হইয়া নিশ্চয়ই অক্ষয় পবিত্র লোক লাভে সমর্থ হইবেন। হে বল-দেব ! সুররাজ ব্রহ্মাদি দেবগণের সমক্ষে এই কথা কহিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর বলদেব কুরু-ক্ষেত্র দর্শন ও প্রভূত ধন দান করিয়া দিব্যাশ্রমে গমন করি-লেন। ঐ পবিত্র আশ্রম মধূক, আম্র, প্লক্ষ, ন্যাগ্রোধ, বিল্ব, পনস ও অর্জ্জুন বৃক্ষে সমাকীর্ণ। মহাত্মা বলদেব সেই আশ্রম দেখিয়া তাপসগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষিগণ ! এই আশ্রমে কোন্ মহাত্মা অবস্থান করিতেন ? তখন তপস্বীরা

কহিলেন, মহাত্মন্! পূর্ব্বে যে মহাত্মার এই আশ্রম ছিল, তাহা সবিস্তরে কহিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্ব কালে ভগবান্ বিষ্ণু এই আশ্রমে তপোনুষ্ঠান ও বিধি পূর্ব্বক সমুদায় সনাতন যজ্ঞ সমাধান করিয়াছেন। এই স্থানে কৌমার ব্রহ্মচারিণী শাণ্ডিল্যদুহিতা স্ত্রীজনের দুষ্কর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক সিদ্ধ হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মহাত্মা বলদেব ঋষিগণের মুখে এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন ও সন্ধ্যাকার্য্য সমাপন পূর্ব্বক হিমালয়ে আরোহণ করিলেন এবং কিয়দ্দূর অতিক্রম করত সরস্বতীর প্রভাব ও প্লক্ষপ্রস্রবণ তীর্থ দর্শন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে কারবপন নামক পুণ্য তীর্থে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ তীর্থে মহাত্মা বলদেব পবিত্র নির্ম্মল জলে অবগাহন, বিবিধ বস্তু দান এবং দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ পূর্ব্বক যতি ও ব্রাহ্মণদিগের সহিত তথায় এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পর দিন প্রাতঃকালে যমুনাকূলে মিত্রাবরুণের পবিত্র আশ্রমে যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বে ঐ আশ্রমে ইন্দ্র, অগ্নি ও অর্য্যমা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ বলদেব সেই আশ্রমে গমন করিয়া যমুনায় অবগাহন পূর্ব্বক আহ্লাদিত চিত্তে ঋষিসমাজে উপবিষ্ট হইয়া সিদ্ধগণ ও তাঁহাদের মুখে পবিত্র কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা রোহিণীতনয় এইরূপে ঋষিসমাজে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে দেবব্রাহ্মণ পূজিত কলহপ্রিয় তপোধনাগ্রগণ্য নারদ তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহার মস্তকে জটাভার, পরিধান স্বর্ণচীর এবং করে হেমদণ্ড, কমণ্ডলু ও

অতিবিচিত্র কচ্ছপী বীণা। মহাত্মা বলদেব দেবর্ষিরে দেখি-বামাত্র অতিমাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিয়া কৌরবদিগের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে নারদ তাঁহার নিকট কুরুকুলের নিধনবার্ত্তা কীর্ত্তন করিলেন। তখন রোহিণীকুমার দুঃখিত হইয়া কহিলেন, মহর্ষে! কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে ক্ষত্রিয়গণের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, পূর্ব্বে আমি তাহা সংক্ষেপে শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে আপনার মুখে সবিস্তরে ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে।

ঋষিগণাগ্রগণ্য নারদ বলদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে রৌহিণেয়! পূর্ব্বে ভীষ্ম, দ্রোণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, কর্ণ, কর্ণের পুত্রগণ, ভূরিশ্রবা, মদ্ররাজ শল্য এবং অন্যান্য সমরনিপুণ অসংখ্য রাজা ও রাজপুত্রগণ দুর্য্যোধনের জয় লাভের নিমিত্ত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে কৌরবপক্ষে কেবল কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা এই তিন জন মাত্র অবশিষ্ট আছেন। তাঁহারাও পাণ্ডবগণের ভয়ে পলায়ন করিয়াছেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধন মদ্ররাজকে নিহত ও কৃপ প্রভৃতি মহারথত্রয়কে পলায়িত দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ করিয়াছিলেন; এক্ষণে বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ তাঁহার প্রতি বিবিধ কটু বাক্য প্রয়োগ করাতে তৎসমুদায় অসহ্য বোধ করিয়া হ্রদ হইতে উত্থিত হইয়া ভীষণ গদা ধারণ পূর্ব্বক ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছেন। মহাবীর ভীম ও দুর্য্যোধনের অতি ভীষণ সংগ্রাম হইবে। যদি আপনার শিষ্যদ্বয়ের যুদ্ধ দর্শনে কৌতূহল থাকে, তবে অবিলম্বে তথায় গমন করুন।

হে মহারাজ! মহাবীর বলদেব নারদের বাক্য শ্রবণানন্তর দ্বিজগণকে পূজা করিয়া স্বীয় অনুযাত্রিকদিগকে দ্বারকা গমনে আদেশ করিলেন এবং হিমাচল হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক সরস্বতীর তীর্থফল শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণের সন্নিধানে কহিলেন, কোন তীর্থই সরস্বতীর তুল্য তৃপ্তিজনক নহে। সরস্বতী তীর্থে যাহাদের বাস, তাহারাই পরম সুখী। মহাত্মারা সরস্বতীতে আগমন করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। অতএব সর্ব্বদা সরস্বতী নদীরে স্মরণ করিবে। সরস্বতী সমুদায় নদী অপেক্ষা পবিত্রা ও শুভদায়িনী। সরস্বতীতে আগমন করিলে ইহলোকে ও পরলোকে স্বীয় দুষ্কৃতির নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হয় না। হে মহারাজ! মহাত্মা বলদেব এই কথা বলিয়া প্রীত মনে বারংবার সরস্বতী দর্শন পূর্ব্বক অশ্বযুক্ত শ্বেত রথে আরোহণ করিয়া শিষ্যদ্বয়ের যুদ্ধ দর্শনার্থ অবিলম্বে তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীম ও দুর্য্যোধনের তুমুল যুদ্ধবৃত্তান্ত শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সঞ্জয়কে কহিলেন, সূতনন্দন! মহাত্মা বলদেব সংগ্রাম দর্শনার্থ সমাগত হইলে আমার পুত্র কিরূপে তাঁহার সমক্ষে ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী মহাবাহু দুর্য্যোধন বলদেবকে সমুপস্থিত দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির বলদেবকে সমাগত দেখিয়া প্রীত মনে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহারে আসন প্রদান ও যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া

তাঁহার অনাময় বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন রোহিণী-নন্দন ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, মহারাজ! আমি তাপসগণের নিকট শুনিয়াছি যে, কুরুক্ষেত্র পরম পবিত্র ও স্বর্গতুল্য। দেবতা, ঋষি ও মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ সতত ঐ স্থানে বাস করেন। বীরগণ তথায় যুদ্ধ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলে অনায়াসে ইন্দ্রের সহিত স্বর্গবাসে সমর্থ হয়। ঐ স্থান ব্রহ্মার উত্তর বেদি বলিয়া দেবলোকে প্রথিত। অতএব চল, আমরা এ স্থান হইতে সমন্তপঞ্চকে গমন করি।

হে মহারাজ! তখন কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির বলদেবের বাক্যে স্বীকার করিয়া সমন্তপঞ্চকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও রোষপ্রযুক্ত সুদীর্ঘ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত পাদচারে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আকাশ-স্থিত দেবগণ বর্ম্মধারী মহাবীর দুর্য্যোধনকে গদাহস্তে গমন করিতে দেখিয়া সাধুবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। বার্ত্তাবহ ও চরগণ কুরুরাজের যুদ্ধবেশ দর্শনে মহা আহ্লাদিত হইল। কুরুরাজ পাণ্ডবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রমত্ত বারণের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। বীরগণের সিংহনাদ, শঙ্খধ্বনি ও ভেরিনিস্বনে দশ দিক্ পরিপূরিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে বীরগণ কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রথমত আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের নিদেশানুসারে পশ্চিম দিকে উপস্থিত হইলেন এবং অচিরাৎ তথা হইতে সরস্বতীর দক্ষিণ পবিত্র তীর্থে সমুপস্থিত হইয়া সেই অনূষর প্রদেশই যুদ্ধের উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিলেন।

অনন্তর বর্ম্মধারী ভীমপরাক্রম ভীমসেন মহাকোটী গদা

গ্রহণ করিয়া গরুড়ের ন্যায় এবং আপনার পুত্র উষ্ণীষ ও সুবর্ণবর্ম্ম ধারণ করিয়া সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা উভয়ে সমরাঙ্গনে সমাগত হইয়া ক্রুদ্ধ মাতঙ্গ দ্বয়ের ন্যায়, সমুদিত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধোদ্ধত বারণদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর বধার্থী হইয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহা-বল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন মহা আহ্লাদে সৃক্কণী লেহন ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিয়া রোষারুণ নয়নে ভীমের প্রতি বারংবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করত হস্তী যেমন হস্তীরে আহ্বান করে, তদ্রূপ বৃকোদরকে আহ্বান করিলেন। মহাবীর ভীমসেনও প্রস্তরের ন্যায় সুদৃঢ় গদা গ্রহণ করিয়া সিংহ যেমন সিংহকে আহ্বান করে, তদ্রূপ কুরুরাজকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই যম, বাসব, বরুণ, কুবের, বাসুদেব, বলদেব, মধু, কৈটভ, সুন্দ, উপসুন্দ, রাম, রাবণ এবং বালি ও সুগ্রী-বের ন্যায় ভীমপরাক্রম বীরদ্বয় ক্রোধভরে গদা উদ্যত করিয়া সশৃঙ্গ পর্ব্বতদ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। শরদাগমে মদস্রাবী মত্ত মাতঙ্গদ্বয় যেমন করিণীর নিমিত্ত ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহারা জিগীষা পরবশ হইয়া পরস্পরের প্রতি দ্রুত বেগে ধাবমান হইলেন এবং উরগের ন্যায় ক্রোধবিষ উদ্গার করত পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই বলদেবের শিষ্য, মহাবল পরাক্রান্ত, গদাযুদ্ধবিশারদ এবং সিংহের ন্যায় নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, নখদংষ্ট্রায়ুধ ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায় একান্ত দুঃসহ, লোক সংহারার্থ সমুচ্ছলিত সাগরদ্বয়ের

ন্যায় দুস্তর, হুতাশনের ন্যায় ক্রোধপ্রজ্বলিত ও প্রলয়কালীন সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য। তৎকালে তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন মঙ্গল গ্রহদ্বয় রোষভরে ভূতলে ধাবমান হইতেছেন এবং ক্রোধোদ্ধত দৈত্যদ্বয় যেন পরস্পরের আক্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাঁহারা বায়ু সঞ্চালিত পূর্ব্ব পশ্চিমদিকে সমুত্থিত অনবরত সলিলধারাবর্ষী বর্ষাকালীন মেঘদ্বয়ের ন্যায়, শঠাজালজড়িত সিংহ যুগলের ন্যায় ও ক্রোধোদ্ধত বৃষদ্বয়ের ন্যায় বারংবার গর্জ্জন, অশ্বদ্বয়ের ন্যায় হ্রেষারব এবং মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় বৃংহিতধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রোধভরে তাঁহাদিগের ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল।

ঐ সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় ভ্রাতৃবর্গ, মহাত্মা কৃষ্ণ, অমিতপরাক্রম বলদেব এবং কেকয়, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন। কুরুরাজ বীরের ন্যায় তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব; এক্ষণে তুমি সমুপস্থিত নৃপতিগণের সহিত উপবিষ্ট হইয়া আমাদের সংগ্রাম নিরীক্ষণ কর। রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ কহিলে তত্রত্য সকলেই তথায় উপবেশন করিয়া নভোমণ্ডলে সমুদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাত্মা বলদেব তাঁহাদিগের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া রজনীযোগে নক্ষত্রমণ্ডল পরিবৃত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও দুর্য্যোধন বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে দুর্য্যোধনের যুদ্ধ বৃত্তান্ত শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, সঞ্জয় ! মনুষ্যজন্মে ধিক্ । মনুষ্যের কিছুই চিরস্থায়ী নহে । দেখ, আমার পুত্র দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি ও সমুদায় পৃথিবীর অধীশ্বর ছিল । ভূপতিগণ প্রতি-নিয়ত তাহার অনুজ্ঞা প্রতিপালন করিত । এক্ষণে সেই দুর্য্যো-ধনকে গদা ধারণ পূর্ব্বক পাদচারে সংগ্রামে গমন করিতে হইল । হায় ! অদৃষ্টের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব ! আমার পুত্র সমু-দায় জগতের নাথ হইয়াও অনাথের ন্যায় কত কষ্টই ভোগ করিল ! মহারাজ ! অম্বিকানন্দন এইরূপ বিলাপ করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন ।

তখন সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর মহাবল পরা-ক্রান্ত কুরুরাজ দুর্য্যোধন আনন্দিত চিত্তে বৃষের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিয়া ভীমসেনকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিলেন ।

কুরুরাজ ভীমকে আহ্বান করিবামাত্র ঘোরতর বিবিধ দুর্নিমিত্ত সকল প্রাদুর্ভূত হইতে আরম্ভ হইল । মহানিস্বন লোমহর্ষকর নির্ঘাত সকল নিপতিত ও বায়ু প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল । পাংশুবৃষ্টি ও ঘোরতর অন্ধকারে দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল । শত শত উল্কাপাতে নভো-মণ্ডল উদ্ভাসিত হইল । রাহু অসময়ে সূর্য্যকে গ্রাস করিল । সসাগরা পৃথিবী কম্পিত, পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল ভূতলে নিপতিত ও কূপের জল বিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল । অমঙ্গলসূচক শিবা সমুদায় সমাগত হইয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে আরম্ভ

করিল। নানাবিধ মৃগ দশ দিকে ধাবমান হইল। অশুভসূচক জন্তুগণ ভাস্করাধিষ্ঠিত দিক্ লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিক হইতে তুমুল শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল; কিন্তু কে শব্দ করিতেছে, তাহা কিছুই বোধগম্য হইল না।

মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর সেই দুর্নিমিত্ত দর্শনে স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন ধর্ম্মরাজ! দুরাত্মা দুর্য্যোধন কখনই আমারে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না। অর্জ্জুন যেমন খাণ্ডবারণ্যে অগ্নি প্রদান করিয়াছিল, তদ্রূপ আজি আমি দুর্য্যোধনের উপর চিরসঞ্চিত ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া আপনার হৃদয়নিহিত শোকশল্য সমুদ্ধৃত করিব। আজি গদা দ্বারা কুরুকুলাধম পাপাত্মার দেহ শতধা বিভিন্ন করিয়া আপনার গলদেশে কীর্ত্তিময়ী মালা প্রদান করিব। এই দুরাত্মা পুনরায় হস্তিনা নগরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না। আজি আমাদিগের সর্পক্রোড়ে শয়ন, বিষান্ন ভোজন, জতুগৃহ দাহ, সভামধ্যে উপহাস, সর্ব্বস্বাপহরণ, অজ্ঞাত বাস ও বনবাস প্রভৃতি দুঃখের শান্তি হইবে। আমি এক দিনেই উহারে বিনাশ করিয়া আপনার নিকট ঋণ শূন্য হইব। আজি উহার পরমায়ু নিঃশেষিত ও মাতৃ পিতৃ দর্শন সমাপ্ত হইল। আর উহারে সুখ সম্ভোগ বা কামিনীগণের সহিত সন্দর্শন করিতে হইবে না। আজি ঐ কুরুকুলাঙ্গারকে রাজ্যহীন, প্রাণ বিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে শয়ন করিতে হইবে। আজি রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্ত্রকে নিপাতিত শ্রবণ করিয়া শকুনির দুর্ম্মন্ত্রণা স্মরণ করিবেন।

হে মহারাজ! শার্দ্দূলসম বিক্রান্ত বৃকোদর এইরূপ কহিয়া দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃত্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দুর্য্যোধনকে আহ্বান পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং দুর্য্যোধনকে গদাহস্তে কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, কুরুরাজ! বারণাবত নগরে তোমরা পিতাপুত্রে আমাদিগকে নিধন করিবার মানসে যে সকল দুষ্কৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে, তাহা স্মরণ কর। তোমরা সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীরে যে ক্লেশ প্রদান, শকুনির সহিত একত্র হইয়া দ্যূতক্রীড়ায় ধর্ম্মরাজকে যে বঞ্চনা করিয়াছিলে এবং আমরা তোমাদের নিমিত্ত বনে বাস করিয়া যে সকল কষ্ট ভোগ করিয়াছি, অদ্য সেই সমস্ত দুঃখের মূলোচ্ছেদ করিব। আজি ভাগ্যক্রমে তোমার সন্দর্শন পাইলাম। প্রবল প্রতাপশালী মহারথ ভীষ্ম তোমার নিমিত্তই শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়া শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তোমার নিমিত্তই মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, আমাদের শত্রুতার আদি কারণ শকুনি, দ্রৌপদীর ক্লেশদাতা প্রাতিকামী এবং তোমার বিক্রমশালী ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য অসংখ্য ভূপতি নিহত হইয়াছেন। এক্ষণে তোমারেও এই গদাঘাতে নিহত করিব, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! মহাবীর বৃকোদর উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন নির্ভীক চিত্তে তাঁহারে কহিলেন, বৃকোদর! বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিবার আবশ্যক নাই. অচিরাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আজি নিশ্চয়ই তোমার

রণকণ্ডূতি অপনোদন করিব। হে কুলাধম! দুর্য্যোধন সামান্য ব্যক্তির ন্যায় ত্বৎসদৃশ লোকের কথায় ভীত হইবার নহে। আমি বহু দিন অবধি তোমার সহিত গদাযুদ্ধ করিব বলিয়া বাসনা করিতেছি। আজি দৈব অনুকূল হইয়া আমার সেই বাসনা পূর্ণ করিল। এক্ষণে আর বৃথা বাক্য ব্যয় ও আত্মশ্লাঘা করিবার প্রয়োজন নাই। মুখে যেরূপ কহিতেছ, তাহা অচিরাৎ কার্য্যে পরিণত কর।

মহারাজ! ঐ সময় সোম ও অন্যান্য বংশসম্ভূত যে যে ভূপতি তথায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধনও তাঁহাদের প্রশংসায় পুলকিতগাত্র হইয়া যুদ্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হইলেন। তখন নরপতিগণ দুর্য্যোধনকে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় তলশব্দ দ্বারা পুনরায় আহ্লাদিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদরও গদা সমুদ্যত করিয়া মহাবেগে কুরুরাজের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় জয়লোলুপ পাণ্ডবদিগের কুঞ্জরগণ বৃংহিত ধ্বনি ও অশ্বগণ বারংবার হ্রেষারব করিতে লাগিল এবং অস্ত্র শস্ত্র সমুদায় সমধিক দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনকে সমরে আগমন করিতে দেখিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ পূর্ব্বক ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় পরস্পর জিগীষা পরবশ হইয়া তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়

রণস্থলে ঘোরতর প্রহারশব্দ সমুত্থিত হইল। দর্শকগণ সেই রুধিরোক্ষিতকলেবর গদাধারী বীরদ্বয়কে কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষণ করিলেন। পরস্পরের গদানিষ্পেষে হুতাশনস্ফুলিঙ্গ সমুত্থিত হওয়াতে নভোমণ্ডল খদ্যোত সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর সেই মহাবীরদ্বয় যুদ্ধশ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হইলেন এবং মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় গদা গ্রহণ পূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মানবগণ করিণীলাভলোলুপ মদমত্ত কুঞ্জরযুগলের ন্যায় সেই বীরদ্বয়কে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং কাহার যে জয় লাভ হইবে, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্তর সেই বীরদ্বয় পরস্পরের রন্ধ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। দর্শকেরা ভীমের যমদণ্ডোপম অশনি সদৃশ ভীষণ গদা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর বৃকোদর গদা নির্ঘূর্ণিত করিতে আরম্ভ করিলে রণস্থলে ঘোরতর শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনকে মহাবেগে গদা বিঘূর্ণিত করিতে দেখিয়া একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর গদাহস্তে বিবিধ কৌশল ও মণ্ডল প্রদর্শন পূর্ব্বক রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই বীরদ্বয় আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হইয়া আহারলাভার্থী মার্জ্জারযুগলের ন্যায় বারংবার পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন এবং পরিশেষে বিচিত্র মণ্ডল, গতি, প্রত্যাগতি, অস্ত্র, যন্ত্র, বিবিধ অবস্থান, পরিমোক্ষ, প্রহার বঞ্চন, পরিবারণ, অভিদ্রাবণ, আক্ষেপ, বিগ্রহ, পরাবর্ত্তন, সংবর্ত্তন, অবপ্লুত,

উপপ্লুত,উপন্যস্ত ও অপন্যস্ত প্রভৃতি বিবিধ কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পরের গদাপাত পরিহার করত পুনরায় মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সমরক্রীড়া প্রদর্শন পূর্ব্বক পরস্পরকে গদা প্রহার করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পরস্পরের আঘাতে পরস্পরের কলেবর রুধিরধারায় সমাচ্ছন্ন হওয়াতে ঐ বীরদ্বয়কে দশনযুদ্ধে প্রবৃত্ত কুঞ্জরযুগলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! এইরূপে বৃত্র ও বাসবের ন্যায় সেই দুই বীরের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন দক্ষিণ মণ্ডল এবং ভীমসেন বাম মণ্ডল অবলম্বন পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন গদা উদ্যত করিয়া মহাবেগে ভীমসেনের পার্শ্বদেশে আঘাত করিলে মহাবীর বৃকোদর তাঁহারে প্রহার করিবার নিমিত্ত বজ্রতুল্য যমদণ্ড সদৃশ ভীষণ গদা সমুদ্যত করিয়া বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দর্শকেরা যাহার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনকে গদা বিঘূর্ণিত করিতে দেখিয়া তাঁহার গদার উপর গদাঘাত করিলেন। উভয়ের গদাঘর্ষণে রণস্থলে ভয়ঙ্কর শব্দ সমুত্থিত ও তেজ প্রাদুর্ভূত হইল। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন বিবিধ মণ্ডল ও কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে সঞ্চরণ করত ভীম অপেক্ষা সমধিক যুদ্ধনিপুণ বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর বৃকোদর গদা বিঘূর্ণনে প্রবৃত্ত হইলে উহা হইতে অগ্নিশিখা ও ধূম নির্গত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনও পর্ব্বতের ন্যায় সুদৃঢ় স্বীয় গদা বিঘূর্ণিত করিতে

লাগিলেন। তাঁহার গদার ভ্রমণবেগ দর্শনে সোমক ও পাণ্ডবগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইল। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন ও বৃকোদর পরস্পর যুদ্ধক্রীড়া প্রদর্শন পূর্ব্বক পরস্পরকে গদা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনকে গদাবেগ সম্বরণ করিতে দেখিয়া বিচিত্র কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার গদার উপর গদা প্রহার করিলেন। তখন বজ্রদ্বয়ের ন্যায় সেই দুই গদার অভিঘাতে ভয়ঙ্কর শব্দ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমুদায় সমুত্থিত হইল। ভীমসেনের মহাবেগ সম্পন্ন গদা দুর্য্যোধনের গদা প্রতিহত করিয়া ভূতলে নিপতিত হইলে উহার আঘাতে ভূমণ্ডল বিকম্পিত হইয়া উঠিল।

তখন কুরুরাজ দুর্য্যোধন স্বীয় গদা প্রতিহত দেখিয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তৎপরে তিনি বাম মণ্ডল প্রদর্শন পূর্ব্বক ভীমের মস্তকে গদা প্রহার করিলেন। মহাবীর বৃকোদর সেই গদাঘাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন দুর্য্যোধনের প্রতি স্বীয় সুবর্ণমণ্ডিত গদা নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধনও অসম্ভ্রান্ত চিত্তে সত্বরে সেই ভীমনিক্ষিপ্ত গদা নিতান্ত নিষ্ফল করিয়া দর্শকগণকে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন করিলেন। তখন ভীমপ্রেরিত গদা একান্ত ব্যর্থ হইয়া গম্ভীর ধ্বনি সহকারে ভূমণ্ডল বিচলিত করিয়া নিপতিত হইল। অনন্তর কুরুরাজ ক্রোধভরে

ভীমের বক্ষস্থলে এক গদাঘাত করিলেন। মহাবীর ভীমসেন সেই আঘাতে বিমোহিত প্রায় হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ বৃকোদরকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া ভগ্নোৎসাহ ও বিমনায়মান হইয়া রহিলেন। পরিশেষে মহাবীর বৃকোদর দুর্য্যোধনের গদাঘাতে নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া মাতঙ্গ যেমন মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবেগে কুরুরাজের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে গদাঘাত করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন সেই আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া অবনত জানুদ্বয়ে ধরাতল স্পর্শ করিলে সৃঞ্জয়গণ পুনরায় আহ্লাদিত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। কুরুরাজ তাঁহাদের সেই সিংহনাদ শ্রবণে নিতান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং ভীমসেনকে দগ্ধ করিবার নিমিত্তই যেন তাঁহার প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করত তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিবার মানসে মহাবেগে ধাবমান হইয়া তাঁহার ললাটদেশে গদাঘাত করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন সেই প্রহারে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অচলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই গদাঘাতে ভীমের ললাট হইতে রুধিরধারা নির্গত হওয়াতে তাঁহারে মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পরিশেষে অরাতিপাতন অর্জ্জুনাগ্রজ অশনিতুল্য লৌহময় গদা গ্রহণ করিয়া বলপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে প্রহার করিলে কুরুরাজ বনমধ্যে বায়ুবেগ বিপাটিত পুষ্পিত বৃক্ষের ন্যায় ঘূর্ণিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনকে ধরাতলে নিপতিত দেখিয়া

মহা আহ্লাদে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর আপনার পুত্র মহারথ দুর্য্যোধন কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া হ্রদ হইতে সমুত্থিত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন এবং ক্ষণকাল শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিয়া রোষভরে পুরোবর্ত্তী বৃকোদরের উপরে গদাঘাত করিলেন। মহাবীর ভীমসেন দুর্য্যোধনের গদাঘাতে বিহ্বল হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন কুরুরাজ সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশনি তুল্য গদার আঘাতে তাঁহার কবচ ভেদ করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় অন্তরীক্ষে দেবতা ও অপ্সরোগণের মহাকোলাহল ধ্বনি সমুত্থিত হইল। দেবগণ স্বর্গ হইতে বিচিত্র পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবীর ভীমসেন ভূতলে নিপতিত এবং তাঁহার সুদৃঢ় বর্ম্ম নির্ভিন্ন হইলে পাণ্ডবগণের মনে মহান্ ভয় সঞ্চার হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর বৃকোদর চৈতন্যলাভ করিয়া বদন পরিমার্জ্জন ও অতি কষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক নিবৃত্ত নয়নে সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম অবলোকন করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, সখে! এই বৃকোদর ও দুর্য্যোধন ইহাঁদের মধ্যে কোন্ বীর তোমার মতে অপেক্ষাকৃত যুদ্ধকুশল এবং কাহারই বা কোন্ গুণ অধিক, তাহা কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, ভ্রাত! ঐ বীরদ্বয় উভয়েই সমান উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভীমসেন দুর্য্যোধন অপেক্ষা বলবান্ বটেন, কিন্তু বৃকোদর অপেক্ষা কুরুরাজের যত্ন ও যুদ্ধ

নৈপুণ্য অধিক। অতএব ভীমসেন ন্যায় যুদ্ধে কদাচ দুর্য্যোধনকে পরাজিত করিতে পারিবেন না। অন্যায় যুদ্ধ করিলেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন বিনষ্ট হইবে। আমরা শুনিয়াছি, দেবগণ মায়াবলে অসুরদিগকে বিনাশ করিয়াছেন। দেবরাজ মায়াপ্রভাবেই বিরোচনকে পরাজয় ও বৃত্রাসুরের তেজ হ্রাস করিয়াছেন। এক্ষণে বৃকোদরও মায়াময় পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে বিনাশ করুন। উনি দ্যূতক্রীড়া সময়ে দুর্য্যোধনের উরু ভগ্ন করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা সফল হউক। মায়াবী দুর্য্যোধনকে মায়াবলেই নিপাতিত করা কর্ত্তব্য। যদি ভীমসেন উহার সহিত ন্যায় যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে রাজা যুধিষ্ঠির বিষম সঙ্কটে নিপতিত হইবেন। হে অৰ্জ্জুন! আরও দেখ, এক্ষণে ধর্ম্মরাজের অপরাধেই পুনরায় আমাদের মহৎ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। ভীষ্ম প্রভৃতি কৌরব পক্ষীয় মহাবীরগণ নিহত হওয়াতেই আমাদের জয় লাভ, কীর্ত্তি লাভ ও বৈর নির্যাতন হইয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মরাজের নিমিত্ত এক্ষণে আমাদের জয় লাভে মহান্ সংশয় সমুপস্থিত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব কি নির্ব্বোধ! উনি কি বুঝিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন যে,তুমি আমাদের মধ্যে এক জনকে পরাজয় করিতে পারিলেই তোমার রাজ্য লাভ হইবে। দুর্য্যোধন একে যুদ্ধ নিপুণ, তাহাতে আবার একাগ্র চিত্তে সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে; সুতরাং উহারে পরাজয় করা দুঃসাধ্য হইবে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য এই একটী সারার্থ সম্বলিত কথা কহিয়াছেন যে, যাহারা প্রথমত প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া পুনরায় সমরে শত্রুগণের সম্মুখীন হয়, তাহা-

দিগকে তৎকালে জীবিত নিরপেক্ষ ও একাগ্রচিত্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে, সন্দেহ নাই ; অতএব তাহাদিগকে দেখিয়া ভয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হে অর্জ্জুন! বীরগণ জীবিতাশা নিরপেক্ষ হইয়া সাহস সহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে ইন্দ্রও তাহাদিগের সম্মুখীন হইতে সমর্থ হন না। দেখ, দুর্য্যোধন হতসৈন্য ও পরাজিত হইয়া রাজ্য লাভের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যবাসে কৃতনিশ্চয় ও হ্রদ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাহারে পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ আহ্বান করা নিতান্ত অবিজ্ঞতার কার্য্য হইয়াছে। দুর্য্যোধন ত্রয়োদশ বৎসর গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছে এবং এক্ষণে ভীমের নিধন বাসনায় কখন ঊর্দ্ধে সমুত্থান ও কখন বা তির্য্যগ্‌ভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। অতএব যদি বৃকোদর উহারে অন্যায় যুদ্ধে সংহার না করেন, তাহা হইলে ঐ বীর নিশ্চয়ই আমাদের নির্জ্জিত রাজ্য লাভ করিয়া ভূপতি হইবে।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় মহাত্মা মধুসূদনের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় বাম জানুতে আঘাত করত ভীমসেনকে সঙ্কেত করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর তদ্দর্শনে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া গদাহস্তে সব্য মণ্ডল, দক্ষিণ মণ্ডল, যমক ও গোমুত্রক প্রভৃতি বিবিধ গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে পরিভ্রমণ করিয়া দুর্য্যোধনকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। গদামার্গবিশারদ মহাবীর দুর্য্যোধনও ভীমসেনের নিধন বাসনায় সংগ্রামে বিচিত্র গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই ক্রুদ্ধ কৃতান্ত সদৃশ বীরদ্বয় বিজয় লাভের নিমিত্ত অগুরুচন্দন চর্চ্চিত ভীষণ গদা

বিকম্পিত করিয়া পরস্পরকে নিধন ও বৈরানল নির্ব্বাণ করিবার বাসনায় নাগলোলুপ গরুড়দ্বয়ের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই সমীরণসংক্ষুব্ধ সাগরদ্বয়ের ন্যায়, মদমত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় বীরযুগলের পরস্পর গদা সংঘর্ষণে সমরাঙ্গনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল বিনিঃসৃত ও নির্ঘাত শব্দ সদৃশ ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই সুদারুণ সংগ্রামে তাঁহারা উভয়েই পরিশ্রান্ত হইলেন এবং ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় ক্রুদ্ধচিত্তে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ভীষণ সমরে গদাঘাতে উভয়েরই কলেবর ক্ষত বিক্ষত হইল। তাঁহারা পঙ্কস্থ মহিষদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের প্রতি আঘাত করত জর্জ্জরিতগাত্র ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া হিমালয়স্থিত পুষ্পিত কিংশুকদ্বয়ের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর বৃকোদর ইচ্ছা পূর্ব্বক রন্ধ্র প্রদর্শন করিলে দুর্য্যোধন ঈষৎ গর্ব্বিত হইয়া সহসা তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর বৃকোদরও তাঁহারে সম্মুখীন হইতে দেখিয়া মহাবেগে গদা নিক্ষেপ করিলেন। আপনার পুত্র তদ্দর্শনে তথা হইতে অপসৃত হইলেন; সুতরাং ভীমের গদা ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। এইরূপে কুরুরাজ সেই প্রহার হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ভীমের শরীরে গদাঘাত করিলেন। মহাবীর বৃকোদর সেই আঘাতে শোণিতাক্ত কলেবর ও মূর্চ্ছাগত প্রায় হইলেন কিন্তু তৎকালে এরূপ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন যে, দুর্য্যোধন তাঁহারে অবিচলিত ও প্রতিপ্রহারোদ্যত বিবেচনা করিয়া পুনরায় আর প্রহার করিলেন না। অন-

ন্তর মহাবীর ভীমসেন মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিয়া দুর্য্যোধনের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। কুরুরাজ ভীমসেনকে রোষান্বিত চিত্তে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রহার ব্যর্থ করিবার মানসে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর দুর্য্যোধনের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখীন হইলেন এবং কুরুরাজ ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইলে তাঁহার জানুদ্বয় লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে গদা নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেনের সেই বজ্রতুল্য ভীষণ গদা দুর্য্যোধনের সুচারু জানুদ্বয় ভগ্ন করিয়া তাঁহারে ভূতলে নিপাতিত করিল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর দুর্য্যোধন ভগ্নোরু হইয়া ধরাশায়ী হইলে সনির্ঘাত বায়ু প্রবাহিত, পর্ব্বতবৃক্ষ সম্বলিত সমুদায় পৃথিবী বিচলিত হইতে লাগিল। অনবরত শোণিতবর্ষণ, ভীষণ উল্কাপাত ও পাংশুবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। অন্তরীক্ষে যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচগণের ভীষণ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সেই শব্দ শ্রবণে মৃগকুল ও বিহগগণ তুমুল কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। সংগ্রামস্থিত গজ, বাজী ও মনুষ্যগণ ঘোর রবে চীৎকার করিতে লাগিল। ভেরী শঙ্খ মৃদঙ্গের মহানির্ঘোষে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অসংখ্য করচরণশালী ঘোরদর্শন কবন্ধগণ নৃত্য করিতে করিতে দিক্ সকল পরিবৃত করিল। ধ্বজধারী ও অস্ত্র শস্ত্রধারী বীর পুরুষেরা কম্পিত হইতে লাগিলেন। হ্রদ ও কূপ সকল হইতে রুধির উচ্ছলিত হইতে লাগিল। বেগবতী নদী সকল প্রতিকূল প্রবাহে প্রবাহিত হইল এবং পুরুষগণকে

নারীর ন্যায় ও নারীগণকে পুরুষের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! তখন পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ সেই অদ্ভুত দুর্নিমিত্ত দর্শনে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সিদ্ধ ও বায়ুচরগণ মহাবীর ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের অদ্ভুত যুদ্ধ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন ও তাঁহাদের প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমহস্তে নিহত হইয়া সিংহনিপাতিত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নিপাতিত হইলে পাণ্ডব ও সোমকগণ আহ্লাদে রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় প্রবল প্রতাপশালী ভীমসেন সমরশায়ী রাজা দুর্য্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, দুরাত্মন্! পূর্ব্বে সভামধ্যে আমাদিগকে গরু গরু বলিয়া যে উপহাস এবং একবস্ত্রা দ্রৌপদীর প্রতি যে বিবিধ কটূক্তি করিয়াছিলে, আজি তাহার ফল ভোগ কর। মহাবীর বৃকোদর এই কথা কহিয়া দুর্য্যোধনের মস্তকে বাম পদাঘাত পূর্ব্বক ক্রোধভরে পুনরায় কহিলেন, পূর্ব্বে যে যে দুরাত্মারা গরু গরু বলিয়া আমাদিগের সমক্ষে নৃত্য করিয়াছিল, আজি আমরা তাহাদিগের সমক্ষে গরু গরু বলিয়া নৃত্য করিব। আমরা শঠতাচরণ, বহ্নি প্রদান, পাশক্রীড়া ও বঞ্চনা প্রভৃতি কোন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই না, কেবল স্বীয় বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক অরাতিগণকে নিপাতিত করিয়া থাকি।

হে মহারাজ! মহাবীর বৃকোদর দুর্য্যোধনকে ঐ কথা কহিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া যুধিষ্ঠির, কেশব, ধনঞ্জয়, নকুল,

সহদেব ও সৃঞ্জয়গণকে কহিলেন, দেখ, যে দুরাত্মারা রজস্বলা দ্রৌপদীরে আনয়ন পূর্ব্বক সভামধ্যে বিবস্ত্রা করিয়াছিল, সেই ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ দ্রৌপদীর তপঃপ্রভাবে নিহত হইয়াছে। আর যাহারা পূর্ব্বে আমাদিগকে ষণ্ডতিল বলিয়া উপহাস করিয়াছিল, আমরা তাহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছি। এক্ষণে আমাদের স্বর্গলাভ বা নরকভোগ হউক, কিছুতেই অসন্তুষ্ট নহি। মহাবীর বৃকোদর এই বলিয়া স্কন্ধস্থিত গদা গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় সেই ধরাতলগত রাজা দুর্য্যোধনের মস্তকে বাম পদাঘাত করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাত্মা সোমকগণ ভীমসেনের সেই নীচ জনোচিত ব্যবহার অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন না। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই আত্মশ্লাঘানিরত বৃকোদরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি বৈরঋণ হইতে বিমুক্ত হইয়াছ এবং সৎকার্য্য দ্বারা হউক বা অসৎ কার্য্য দ্বারাই হউক, প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিয়াছ; এক্ষণে ক্ষান্ত হও। দুর্য্যোধন আমাদিগের জ্ঞাতি, বিশেষত এই বীর একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের ও কৌরবগণের অধিপতি ছিল, ইহার মস্তকে পদাঘাত করিয়া অধর্ম্ম সঞ্চয় করিও না। এক্ষণে ইহার বন্ধু, অমাত্য, সৈন্য, ভ্রাতা এবং পুত্রগণ নিহত হওয়াতে এই বীর সর্ব্বপ্রকারেই শোচনীয় হইয়াছে; বিশেষত কুরুরাজ আমাদের ভ্রাতা, অতএব ইহার প্রতি ওরূপ ব্যবহার করা তোমার কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য হইতেছে না। হে বৃকোদর! প্রাচীন লোক মাত্রেই তোমারে ধার্ম্মিক বলিয়া গণনা কয়িয়া থাকেন, তবে তুমি কি রূপে রাজারে পাদ দ্বারা স্পর্শ করিতেছ?

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে এই কথা কহিয়া অশ্রুকণ্ঠে দীন ভাবে দুর্য্যোধনের সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাত! তোমার দুঃখ বা শোক করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ঘোরতর ফল ভোগ করিতেছ। হে কুরুসত্তম! আমরা তোমার হিংসা করিব এবং তুমি আমাদিগের হিংসায় প্রবৃত্ত হইবে, ইহা বিধাতাই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তুমি লোভ ও বালকত্ব প্রযুক্ত আপনার দোষেই ঈদৃশ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছ। তুমি বয়স্য, ভ্রাতা, গুরু, পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য আত্মীয়গণের বিনাশ সাধন করিয়া পরিশেষে স্বয়ং নিহত হইলে। কেবল তোমার অপরাধেই আমরা তোমার ভ্রাতা ও জ্ঞাতিগণকে নিহত করিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার শোক করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে মৃত্যুই তোমার পক্ষে শ্রেয়। আমরা নিতান্ত হতভাগ্য, এক্ষণে আমাদিগকে সর্ব্বদাই প্রাণাধিক বন্ধুবিচ্ছেদে নিতান্ত দীনভাবাপন্ন হইয়া শোচনীয় অবস্থায় অবস্থান করিতে হইবে। আমরা কি রূপে বিপ্রপত্নী ও ভ্রাতৃ বধূগণকে বিধবা ও শোকার্ত্ত নিরীক্ষণ করিব। তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া স্বর্গে বাস করিবে, কিন্তু আমরা নরকতুল্য সুদারুণ দুঃখ ভোগ করিতে রহিলাম। ধৃতরাষ্ট্রের বিধবা পুত্রবধূ ও পৌত্রবধূগণ একান্ত শোকার্ত্ত হইয়া নিরন্তর আমাদিগকে ভর্ৎসনা করিবেন। হে মহারাজ! ধর্ম্মনন্দন এই বলিয়া দুঃখিত চিত্তে বিলাপ ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবল পরাক্রান্ত গদাযুদ্ধ

বিশারদ বলদেব দুর্য্যোধনকে অধর্ম্ম যুদ্ধে নিহত দেখিয়া কি কহিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবল বলদেব ভীমসেনকে আপনার আত্মজ দুর্য্যোধনের ঊরুদেশে গদাঘাত করিতে দেখিয়া নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং সেই ভূপালগণমধ্যে বাহু সমুদ্যত করিয়া ভীষণ আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ ও ভীমসেনকে বারংবার ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মযুদ্ধে নাভির অধঃস্থলে গদাঘাত করা বৃকোদরের নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। গদাযুদ্ধে ভীমসেন যেরূপ কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিল, এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। নাভির অধঃপ্রদেশে কদাচ গদাঘাত করিবে না, ইহা শাস্ত্রসঙ্গত ও স্থির সিদ্ধান্ত; কিন্তু মহামূর্খ বৃকোদর শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

হে মহারাজ! হলধারী বলদেব এই কথা বলিতে বলিতে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া লাঙ্গল উদ্যত করিয়া মহাবেগে ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় হলধর হস্ত উদ্যত করাতে তাঁহার রূপ বহুবিধ ধাতুরাগরঞ্জিত শ্বেত পর্ব্বতের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ সময় বিনয়ী বাসুদেব বলদেবকে ভীমের প্রতি ধাবমান দেখিয়া স্থূল বর্ত্তুল বাহুযুগল দ্বারা তাঁহারে ধারণ করিলেন। সেই ধবল ও কৃষ্ণকলেবর যদুবংশীয় বীরদ্বয় একত্র হইলে অপরাহ্ণ কালীন নভোমণ্ডলগত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় তাঁহাদের অপূর্ব্ব শোভা হইল। তখন যদুপ্রবীর বাসুদেব বলদেবের ক্রোধ শান্তি করিবার নিমিত্ত কহিলেন, হে মহাত্মন্! শাস্ত্রে ছয় প্রকার উন্নতি নির্দ্দিষ্ট

আছে। আপনার উন্নতি, আপনার মিত্রগণের উন্নতি ও তাহাদের বন্ধুবান্ধবগণের উন্নতি এবং শত্রুর অবনতি, শত্রুর মিত্রগণের অবনতি ও তাহাদের বন্ধুবান্ধব দিগের অবনতি। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপনার ও স্বীয় মিত্রগণের অবনতি অবলোকন করিলে আপনার ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে অবগত হইয়া অবিলম্বে তাহার প্রতিবিধান করিবেন। সমরবিশারদ পাণ্ডবেরা আমাদিগের পিতৃস্বসার পুত্র; সুতরাং ইহাঁরা আমাদের সহজ মিত্র। এক্ষণে বিপক্ষেরা ইহাঁদিগকে নিতান্ত পরাভূত করিয়াছিল। আর দেখুন, প্রতিজ্ঞা পালনই ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম। মহাবীর বৃকোদর আমি রণস্থলে গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরু ভগ্ন করিব বলিয়া সভামধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মহর্ষি মৈত্রেয়ও দুর্য্যোধনকে ভীমের গদাঘাতে তোমার উরু ভগ্ন হইবে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব এক্ষণে ভীমসেনের এইরূপ অনুষ্ঠানে অণুমাত্রও দোষ লক্ষিত হইতেছে না। হে রেবতীরমণ! আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন। পাণ্ডবগণের সহিত আমাদিগের যোনিসম্বন্ধ ও সাতিশয় সৌহার্দ্দ আছে; সুতরাং ইহাঁদিগের উন্নতি হইলেই আমাদিগের উন্নতি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

তখন ধর্ম্মপরায়ণ হলধর বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কৃষ্ণ! সাধু লোকেরাই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; কিন্তু সেই ধর্ম্ম অর্থ ও কাম দ্বারা উপহত হয়। দেখ, অতিশয় লুব্ধ অর্থলোভে ও অত্যাসক্ত ব্যক্তি কাম প্রভাবে ধর্ম্মহীন হইয়া থাকে। অতএব যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের

প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া কাল যাপন করিতে পারে, সেই যথার্থ সুখ ভোগে সমর্থ হয়। হে হৃষীকেশ! এক্ষণে তুমি যত চেষ্টা কর না কেন ভীমসেন যে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন, ইহা আমার মনোমন্দির হইতে দূরীকৃত করিতে সমর্থ হইবে না।

তখন বাসুদেব কহিলেন, হে রাম! লোকে আপনারে অতিশয় শান্তপ্রকৃতি ও ধর্ম্মবৎসল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। অতএব আপনি ক্রোধ সংবরণ ও শান্তি অবলম্বন করুন। দেখুন, এক্ষণে কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষত ভীমসেন যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ করিবার এই উপযুক্ত সময়, অতএব ইনি এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে বৈর ও প্রতিজ্ঞা-পাশ হইতে বিমুক্ত হউন।

হে মহারাজ! মহাবীর বলদেব কৃষ্ণের মুখে এইরূপ কূট-ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াও অপ্রসন্ন মনে পুনরায় কহিলেন, হে বাসুদেব! ভীমসেন ধর্ম্মপরায়ণ দুর্য্যোধনকে অধর্ম্মানুসারে বিনষ্ট করিয়াছেন, এই নিমিত্ত এই ভূমণ্ডলে কূটযোদ্ধা বলিয়া প্রখ্যাত হইবেন। আর রাজা দুর্য্যোধনও ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইয়াছেন, অতএব উনি শাশ্বত গতি এবং ইহলোকে অতিশয় যশোলাভ করিবেন। শ্বেত পর্ব্বতশিখরাকার রোহিণী-তনয় এই বলিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বলদেব প্রস্থান করিলে পাঞ্চাল, যাদব ও পাণ্ডবগণ সকলেই যাহার পর নাই বিষণ্ণ হইলেন। তখন বাসুদেব ধর্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠিরকে অধোবদনে দীন মনে শোক ও চিন্তায় একান্ত আকুল দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ; অতএব অধর্ম্মে অনুমোদন করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। ভীমসেন হত-

বন্ধু বিচেতন প্রায় দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আপনি কি বলিয়া উহাতে উপেক্ষা করিতেছেন ?

যুধিষ্ঠির বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! বৃকোদর রোষপরবশ হইয়া রাজা দুর্য্যোধনের মস্তকে যে পদাঘাত করিতেছেন, ইহা আমার অভিমত নহে। আমি কুলক্ষয়েও সন্তুষ্ট নহি। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা নিত্য শঠতাচরণ ও নানাপ্রকার পরুষ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক আমাদিগকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল। সেই সমস্ত দুঃখ ভীমসেনের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। আমিও সেই কারণ বশতই আমার ভ্রাতৃগণ ধর্ম্মানুসারেই হউক, আর অধর্ম্মানুসারেই হউক, লোভপরতন্ত্র দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিয়া অভীষ্ট সাধন করুক, এই মনে করিয়া জ্ঞাতিবিনাশ ও দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছি। হে মহারাজ ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে যদুবংশাবতংস বাসুদেব অতি কষ্টে তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া ভীমের কার্য্যে অনুমোদন করিলেন।

ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন অরাতিপরাজয়জনিত হর্ষে উৎফুল্ললোচন হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহারে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মহারাজ ! আজি আপনার পৃথিবী নিষ্কণ্টক হইল। এক্ষণে রাজধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করুন। এক্ষণে প্রবঞ্চনাপরতন্ত্র শঠতাপ্রিয় বিপক্ষভাবের মূল কারণ দুর্য্যোধন ধরাতলে শয়ন করিয়াছে। রাধেয়, শকুনি ও দুঃশাসন প্রভৃতি অতি কর্কশভাষী শত্রু সমুদায়ও নিহত হইয়াছে। অদ্যাবধি এই পর্ব্বত-

কানন সমন্বিত নানা রত্নসমাকীর্ণ বসুন্ধরা পুনরায় আপনার হস্তগত হইল। আপনি এক্ষণে নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করুন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বৃকোদর! আজি কৃষ্ণের মন্ত্রণা-বলে দুর্য্যোধন নিহত, বৈরানল প্রশমিত ও বসুন্ধরা আমাদের অধিকৃত হইল। আজি তুমি ভাগ্যক্রমে অরাতি নিপাতন পূর্ব্বক জয় লাভ করিয়া জননীর ও চিরসঞ্চিত ক্রোধের নিকট আনৃণ্য লাভ করিলে।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ আমার পুত্র দুর্য্যোধনকে ভীমসেনের গদাঘাতে নিপাতিত দেখিয়া কি রূপ অনুষ্ঠান করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব এবং পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ সিংহনিপাতিত মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দুর্য্যোধনকে ভীমের গদাঘাতে নিপাতিত দেখিয়া প্রীত মনে উত্তরীয় বিধূনন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বসুন্ধরা পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের হর্ষবেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। ঐ সময় কেহ কেহ শরাসনে টঙ্কার প্রদান, কেহ কেহ শঙ্খ বাদন, কেহ কেহ দুন্দুভিধ্বনি, কেহ কেহ ক্রীড়া ও কেহ বা হাস্য করিতে করিতে ভীমসেনকে বারংবার কহিতে লাগিলেন, হে বৃকো-দর! আজি তুমি গদাযুদ্ধবিশারদ কৌরবেন্দ্র দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করিয়া যাহার পর নাই মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। আজি সকল লোকেই তোমারে বৃত্রনিহন্তা ইন্দ্রের ন্যায় বোধ করিতেছেন। তুমি ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি বিচিত্র মার্গ-

চারী মহাবীর দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিতে পারে? আজি তুমি সৌভাগ্য বশত কৌরবদিগের সহিত শত্রুভাব নিঃশেষিত করিয়া দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছ। ইতিপূর্ব্বে তুমি সিংহ যেমন মহিষের রক্ত পান করে, তদ্রূপ দুঃশাসনকে নিহত করিয়া তাহার রুধির পান করিয়াছিলে। হে বীরবর! যাহারা পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরের অহিতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তুমি ভাগ্যবলে তাহাদিগের মস্তকে পদার্পণ করিলে। তুমি দুর্য্যোধন ও অন্যান্য অরাতিগণকে নিপাতিত করিয়া ধরাতলে মহতী কীর্ত্তি লাভ করিলে। বৃত্রাসুর নিহত হইলে বন্দিগণ দেবরাজকে যেরূপ অভিনন্দন করিয়াছিল, আজি দুর্য্যোধন নিপতিত হওয়াতে আমরা তোমারে তদ্রূপ অভিনন্দন করিতেছি। দুর্য্যোধনের নিপাত সময়ে আমাদিগের যে পুলকোদ্গম হইয়াছিল, এখনও তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। হে মহারাজ! পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ সমবেত হইয়া ভীমসেনকে এইরূপ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তখন মহাত্মা মধুসূদন পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের মুখে সেই রূপ অসঙ্গত প্রশংসা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ভূপতিগণ! মৃতকল্প শত্রুর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। পাপসহায় নির্লজ্জ দুর্য্যোধন যখন মহাত্মা বিদুর, দ্রোণ, কৃপ, ভীষ্ম ও সঞ্জয় প্রভৃতি সুহৃদ্গণ বারংবার অনুরোধ করিলেও লোভ প্রযুক্ত তাঁহাদের বাক্য লঙ্ঘন করিয়া পাণ্ডবগণকে পৈতৃক রাজ্যের অংশ প্রদানে অসম্মত হইয়াছিল, তখনই আমি উহারে নিহত বলিয়া স্থির করিয়াছি। এক্ষণে ঐ নরাধম মিত্র বা শত্রুমধ্যেও পরিগণিত হইবার উপযুক্ত

নহে ; ও কাষ্ঠের ন্যায় নিতান্ত জড় হইয়াছে। উহার প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। চল, আমরা রথারোহণ পূর্ব্বক এ স্থান হইতে প্রস্থান করি। পাপাত্মা দুর্য্যোধন এত দিনের পর ভাগ্যবলে জ্ঞাতি ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত নিহত হইল।

হে মহারাজ ! দুর্য্যোধন বাসুদেবের মুখে ঐ রূপ তিরস্কার বাক্য শ্রবণে বাহুদ্বয়ে পৃথিবী ধারণ পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া সরোষ নয়নে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তিনি শরীর অর্দ্ধোন্নত করাতে তাঁহারে ছিন্নপুচ্ছ ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কুরুরাজ তৎকালে প্রাণান্তকর বিষম বেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন, তথাপি কৃষ্ণের তিরস্কার বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহারে নিষ্ঠুর বাক্যে কহিলেন, হে কংসদাসতনয় ! ধনঞ্জয় তোমার বাক্যানুসারে বৃকোদরকে আমার উরুভগ্ন করিতে সঙ্কেত করাতে ভীমসেন অধর্ম্ম যুদ্ধে আমারে নিপাতিত করিয়াছে, ইহাতে তুমি লজ্জিত হইতেছ না। তোমার অন্যায় উপায় দ্বারাই প্রতিদিন ধর্ম্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত সহস্র সহস্র নরপতি নিহত হইয়াছেন। তুমি শিখণ্ডীরে অগ্রসর করিয়া পিতামহকে নিপাতিত করিয়াছ। অশ্বত্থামা নামে গজ নিহত হইলে তুমি কৌশলেই আচার্য্যকে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়াছিলে এবং সেই অবসরে দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমার সমক্ষে আচার্য্যকে নিহত করিতে উদ্যত হইলে তাহারে নিষেধ কর নাই। কর্ণ অর্জ্জুনের বিনাশার্থ বহু দিন অতি যত্ন সহকারে যে শক্তি রাখিয়াছিলেন, তুমি কৌশলক্রমে সেই শক্তি ঘটোৎকচের

উপর নিক্ষেপ করাইয়া ব্যর্থ করিয়াছ। সাত্যকি তোমারই প্রবর্ত্তনা পরতন্ত্র হইয়া ছিন্নহস্ত প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবারে নিহত করিয়াছে। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনবধে সমুদ্যত হইলে তুমি কৌশলক্রমে তাঁহার সর্পবাণ ব্যর্থ করিয়াছ এবং পরিশেষে সূতপুত্রের রথচক্র ভূগর্ব্ভে প্রবিষ্ট ও তিনি চক্রোদ্ধারের নিমিত্ত ব্যস্ত সমস্ত হইলে তুমি কৌশলক্রমে অর্জ্জুন দ্বারা তাঁহার বিনাশসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছ। অতএব তোমার তুল্য পাপাত্মা, নির্দ্দয় ও নির্লজ্জ আর কে আছে! দেখ, যদি তোমরা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও আমার সহিত ন্যায়যুদ্ধ করিতে তাহা হইলে কদাপি জয় লাভে সমর্থ হইতে না। তোমার অনার্য্য উপায় প্রভাবেই আমরা স্বধর্ম্মানুগত পার্থিবগণের সহিত নিহত হইলাম।

তখন বাসুদেব দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে গান্ধারীনন্দন! তুমি অসৎ পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ভ্রাতা, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব ও অনুচরবর্গের সহিত নিহত হইলে। তোমার পাপেই মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও তোমার ন্যায় অসচ্চরিত্র সূতপুত্র নিহত হইয়াছেন। পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট বারংবার প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি দুরাত্মা শকুনির পরামর্শে লোভ প্রভাবে পাণ্ডবগণকে পৈতৃক রাজ্যের অংশ প্রদান কর নাই। তুমি ভীমসেনকে বিষান্ন ভক্ষণ করাইয়াছিলে এবং আর্য্যা কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত জতুগৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়াছিলে। হে দুরাত্মন্! তুমি যৎকালে সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীরে বিবিধ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলে, সেই সময়ই তোমার বধসাধন করা

অতি কর্ত্তব্য ছিল। তুমি শঠতাচরণ পূর্ব্বক দ্যূতনিপুণ শকুনির প্রভাবে অক্ষক্রীড়ায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ ধর্ম্মরাজকে পরাজয় করিয়াছিলে। পাণ্ডবগণ মৃগয়ার্থ তৃণবিন্দুর আশ্রমে গমন করিলে অরণ্যমধ্যে দুরাত্মা জয়দ্রথ তোমার মতানুসারেই দ্রৌপদীরে ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল এবং তোমার দোষেই বহুসংখ্য রথী একত্র হইয়া একমাত্র বালক অভিমন্যুর বিনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এই সমস্ত কারণেই তুমি নিহত হইলে। হে নির্লজ্জ! তুমি আমাদিগের উপর যে যে কুকর্ম্ম আরোপিত করিতেছ, স্বয়ং সেই সেই কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। তুমি কদাচ সুরগুরু বৃহস্পতির উপদেশ বাক্য শ্রবণ, বৃদ্ধগণকে সেবা ও তাঁহাদিগের হিত বাক্যে কর্ণপাত কর নাই। প্রবল লোভ ও ভোগতৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া বিস্তর অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে তাহারই পরিণত ফল ভোগ কর।

তখন রাজা দুর্য্যোধন কহিলেন, কৃষ্ণ! আমি অধ্যয়ন, বিধি পূর্ব্বক দান, সসাগরা বসুন্ধরা শাসন, বিপক্ষগণের মস্তকোপরি অবস্থান, অন্য ভূপালের নিতান্ত দুর্লভ দেবভোগ্য সুখ সম্ভোগ ও অত্যুৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছি; পরিশেষে ধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়গণের প্রার্থনীয় সমরমৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব আমার তুল্য সৌভাগ্যশালী আর কে হইবে। এক্ষণে আমি ভ্রাতৃবর্গ ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত স্বর্গে চলিলাম, তোমরা শোকাকুলিত চিত্তে মৃতকল্প হইয়া এই পৃথিবীতে অবস্থান কর।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এই কথা কহিবামাত্র

আকাশ হইতে সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্বগণ সুমধুর বাদিত্র বাদন ও অপ্সরা সকল রাজা দুর্য্যোধনের যশোগান করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধগণ তাঁহারে সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। সুগন্ধ সম্পন্ন সুখস্পর্শ সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল সুনির্ম্মল হইল। তখন বাসুদেবপ্রমুখ পাণ্ডবগণ সেই দুর্য্যোধনের সম্মানসূচক অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহারা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ভূরিশ্রবারে অধর্ম্ম যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

পরিশেষে মহাত্মা বাসুদেব পাণ্ডবগণকে একান্ত চিন্তাকুল অবলোকন করিয়া মেঘগম্ভীর নির্ঘোষে কহিতে লাগিলেন, হে পাণ্ডবগণ! ভীষ্মপ্রমুখ মহারথগণ ও রাজা দুর্য্যোধন অসাধারণ সমরবিশারদ ও ক্ষিপ্র হস্ত ছিলেন; তোমরা কদাচ তাঁহাদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতে না। আমি কেবল তোমাদিগের হিতানুষ্ঠান পরতন্ত্র হইয়া অনেক উপায় উদ্ভাবন ও মায়াবল প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিপাতিত করিয়াছি। যদি আমি ঐ রূপ কুটিল ব্যবহার না করিতাম, তাহা হইলে তোমাদিগের জয় লাভ, রাজ্যলাভ ও অর্থলাভ কখনই হইত না। দেখ ভীষ্ম প্রভৃতি সেই চারি মহাত্মা ভূমণ্ডলে অতিরথ বলিয়া প্রথিত আছেন। লোকপালগণ সমবেত হইয়াও তাঁহাদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত করিতে সমর্থ হইতেন না। আর দেখ, সমরে অপরিশ্রান্ত গদাধারী এই দুর্য্যোধনকে দণ্ডধারী কৃতান্তও ধর্ম্মযুদ্ধে বিনষ্ট করিতে পারেন

না ; অতএব ভীম যে উহারে অসৎ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক নিপাতিত করিয়াছেন, সে কথা আর আন্দোলন করিবার আবশ্যকতা নাই। এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, শত্রুসংখ্যা অধিক হইলে তাহাদিগকে কূটযুদ্ধে বিনাশ করিবে। মহাত্মা সুরগণ কূট যুদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াই অসুরগণকে নিহত করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুকরণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি ; সায়ং কালও সমুপস্থিত হইয়াছে ; অতএব চল, হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া বিশ্রাম করি। মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে পাঞ্চালগণ পাণ্ডবদিগের সহিত হৃষ্টান্তঃকরণে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা বাসুদেবও দুর্য্যোধনের নিধনে প্রফুল্ল হইয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ ! পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবাহু নৃপতিগণ এইরূপে শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিয়া শিবিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবগণ আমাদিগের শিবিরে ধাবমান হইলে মহাধনুর্দ্ধর যুযুৎসু, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধরগণও স্বীয় স্বীয় শিবিরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ কুরুরাজের শিবিরে গমন করিলেন। তৎকালে ঐ শিবির জনশূন্য রঙ্গভূমির ন্যায়, উৎসবশূন্য নগরের ন্যায় এবং গজরাজ শূন্য হ্রদের ন্যায় নিতান্ত শোভা বিহীন হইয়াছিল। বৃদ্ধ অমাত্যগণ স্ত্রী ও ক্লীবদিগের সহিত উহাতে

অবস্থান করিতেছিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ কাষায় বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রতিনিয়ত ঐ সকল বৃদ্ধ অমাত্যের উপাসনা করিতেন। মহারথ পাণ্ডবগণ সেই শিবিরে সমুপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ করিলে তাঁহাদের হিতানুষ্ঠানতৎপর হৃষীকেশ অর্জ্জুনকে কহিলেন, ধনঞ্জয়! তুমি গাণ্ডীব শরাসন ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় লইয়া অগ্রে রথ হইতে অবরোহণ কর। আমি পশ্চাৎ অবতীর্ণ হইব। মহাবীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে গাণ্ডীব ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় লইয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন। তৎপরে ধীমান্ বাসুদেবও অশ্বরশ্মি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইলেন। জগৎপতি হৃষীকেশ অর্জ্জুনের রথ হইতে অবতীর্ণ হইলে ধ্বজস্থিত কপিবর অন্তর্হিত হইল এবং অকস্মাৎ রথ তূণীর, রশ্মি, অশ্ব ও যুগবন্ধ কাষ্ঠের সহিত প্রজ্বলিত ও ভস্মীভূত হইয়া গেল। পাণ্ডবতনয়গণ ধনঞ্জয়ের রথ ভস্মাবশিষ্ট অবলোকন করিয়া একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন কৃষ্ণকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সাদর সম্ভাষণে কহিলেন, গোবিন্দ! কি নিমিত্ত আমার রথ ভস্মাবশেষ হইল? যদি বলিবার কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, তাহা হইলে এই আশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় কীর্ত্তন কর।

মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সখে! বিবিধ ব্রহ্মাস্ত্র প্রভাবে পূর্ব্বেই এই রথে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছিল, কেবল আমি উহাতে অধিষ্ঠান করিয়াছিলাম বলিয়া একাল পর্য্যন্তও দগ্ধ হয় নাই। এক্ষণে তুমি কৃতকার্য্য হইলে আমি ঐ রথ পরিত্যাগ করাতে উহা দগ্ধ ও ভস্মীভূত

হইল। ভগবান্ কেশব অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া ঈষৎ গর্ব্বিত ভাবে ধর্ম্মরাজকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি আজি ভাগ্যক্রমে জয় লাভ করিলেন। আপনার শত্রু সকল নিহত হইয়াছে এবং আপনি ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে এই বীরক্ষয়কর ঘোরতর সংগ্রাম হইতে মুক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। আপনি পূর্ব্বে বিরাট নগরে আমারে মধুপর্ক প্রদান পূর্ব্বক হে কৃষ্ণ! ধনঞ্জয় তোমার ভ্রাতা ও সখা, তোমায় ইহারে সমুদায় বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে হইবে, এই বলিয়া অর্জ্জুনকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। আমিও তৎকালে আপনার বাক্য স্বীকার করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই সত্যপরাক্রম মহাবীর ধনঞ্জয় মৎকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া জয় লাভ পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের সহিত এই বীরক্ষয়কর লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব এইরূপ কহিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া তাঁহারে কহিলেন, জনার্দ্দন! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ যে ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তোমাভিন্ন আর কে তাহা সহ্য করিতে পারে? বজ্রধারী ইন্দ্রও তাহা সহ্য করিতে সমর্থ নহেন। তোমার অনুগ্রহেই সংশপ্তকগণ পরাজিত হইয়াছে; অর্জ্জুন অপরাঙ্মুখ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছে এবং আমি পর্য্যায়ক্রমে বিবিধ কার্য্যসাধন করিয়াছি। হে বাসুদেব! মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিরাট নগরে আমারে কহিয়াছিলেন যে, যেখানে ধর্ম্ম সেই স্থানেই কৃষ্ণের অবস্থান এবং যে পক্ষে কৃষ্ণ, সেই পক্ষেই জয় লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! অনন্তর পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ শিবিরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আপনার অসংখ্য দাস, দাসী এবং সমুদায় সুবর্ণ, রজত, মণি, মুক্তা, বিবিধ আভরণ, কম্বল ও অজিন প্রভৃতি নানাপ্রকার ধন প্রাপ্ত হইয়া তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন। পরে পাণ্ডবগণ ও সাত্যকি প্রভৃতি বীর সমুদায় স্ব স্ব বাহনগণের বন্ধন মোচন ও শ্রমাপনোদন করিয়া ক্ষণকাল তথায় অবস্থান করিলেন। ঐ সময় মহাযশস্বী বাসুদেব কহিলেন যে, হে বীরগণ! মঙ্গলানুষ্ঠানের নিমিত্ত এই রাত্রিতে শিবিরের বহির্ভাগে অবস্থান করাই আমাদের কর্ত্তব্য। তখন মহাবীর সাত্যকি ও পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের সহিত শিবির হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক নদীসমীপে সমুপস্থিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ রজনীতে রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া হতপুত্রা গান্ধারীর আশ্বাস প্রদানার্থ বাসুদেবকে হস্তিনা নগরে প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন তাঁহার নিয়োগানুসারে দারুকসঞ্চালিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে গান্ধারীসমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! ধর্ম্মরাজ কি নিমিত্ত গান্ধারীর নিকট কৃষ্ণকে প্রেরণ করিলেন? পূর্ব্বে বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের নিয়োগক্রমে সন্ধি স্থাপনার্থ কৌরবগণের নিকট গমন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এক্ষণে ঘোর সংগ্রামে কৌরব পক্ষীয় সমুদায় যোদ্ধা ও রাজা দুর্য্যোধন নিহত হইলে ধর্ম্মরাজ অরাতিবিহীন ও যশস্বী হইয়াও কি নিমিত্ত কৃষ্ণকে গান্ধারীর নিকট প্রেরণ করিলেন? ইহার অবশ্যই

কোন বিশেষ কারণ থাকিবে, আপনি উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। এক্ষণে যে নিমিত্ত ধর্ম্মরাজ বাসুদেবকে গান্ধারীর নিকট প্রেরণ করিলেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। রাজা যুধিষ্ঠির অন্যায় গদাযুদ্ধে ভীমসেনের হস্তে দুর্য্যোধনকে নিহত দেখিয়া শঙ্কিত চিত্তে এই চিন্তা করিলেন যে, পতিপ্রাণা তপস্বিনী গান্ধারী ক্রুদ্ধ হইলে ত্রৈলোক্য দগ্ধ করিতে পারেন। অতএব অগ্রে তাঁহার ক্রোধ শান্তি করা আবশ্যক। তিনি অধর্ম্মযুদ্ধে পুত্রকে নিহত শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিবেন। দুর্য্যোধন ন্যায়ানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু আমরা তাহারে অন্যায়াচরণ পূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছি, গান্ধারী এই কথা শুনিলে নিঃসন্দেহই দুর্ব্বিষহ পুত্রশোক ও ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিবেন। ধর্ম্মরাজ ভয়শোকাকুলিত চিত্তে এইরূপ অনেক চিন্তা করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, পাণ্ডবসখে! তোমার প্রসাদেই আমাদিগের দুষ্প্রাপ্য রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছে। তুমি আমার সমক্ষেই এই লোমহর্ষণ সংগ্রামে অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়াছ। তুমি পূর্ব্বে দেবাসুর সংগ্রাম কালে দানবগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত দেবগণকে যেরূপ সাহায্য দান করিয়াছিলে, এক্ষণে আমাদিগেরও তদ্রূপ আনুকূল্য করিয়াছ। তুমি সারথ্য কার্য্য স্বীকার করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ। যদি তুমি অর্জ্জুনকে রক্ষা না করিতে, তাহা হইলে আমরা এই সৈন্যগণকে কি রূপে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতাম। হে জনার্দ্দন!

আমাদিগের নিমিত্ত বারংবার গদাঘাত, পরিঘ তাড়ন এবং শক্তি, ভিন্দিপাল, তোমর ও পরশু প্রভৃতি বজ্রোপম অস্ত্রশস্ত্রের আঘাত ও অতি কঠোর বাক্যযন্ত্রণা যে সহ্য করিয়াছিলে, আজি দুর্য্যোধন নিহত হওয়াতেই তাহা সার্থক হইল। এক্ষণে আবার যাহাতে সকল রক্ষা হয়, তোমায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের জয় লাভ হওয়াতেও আমার অন্তঃকরণে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র মহিষী গান্ধারী অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক অতিশয় ক্ষীণকলেবর হইয়াছেন। তিনি পুত্র ও পৌত্রগণের বধসংবাদ শ্রবণে ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিবেন. সন্দেহ নাই। অতএব আমার মতে তাঁহারে প্রসন্ন করাই শ্রেয়। এক্ষণে সেই পুত্রশোকার্ত্তা ক্রোধসংরক্তলোচনা গান্ধারীকে তোমা ব্যতিরেকে আর কোন ব্যক্তি নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইবে না; অতএব তুমিই তাঁহার ক্রোধ শান্তি করিবার নিমিত্ত গমন কর। তুমি অব্যয় এবং লোকের সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা। তুমি যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক অবিলম্বেই গান্ধারীর ক্রোধ শান্তি করিতে সমর্থ হইবে। আর মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নও তথায় গমন করিবেন। হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদিগের হিতানুষ্ঠান পরতন্ত্র; অতএব গান্ধার দুহিতার ক্রোধ শান্তি করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

তখন বাসুদেব ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহারে আমন্ত্রণ করিয়া সারথিরে কহিলেন, দারুক! তুমি অবিলম্বে রথ সুসজ্জিত কর। দারুক কেশবের বাক্য শ্রবণে সত্বরে রথ সুসজ্জিত করিয়া তাঁহারে সংবাদ প্রদান করিল। তখন

মহাত্মা মধুসূদন রথারোহণ পূর্ব্বক ঘর্ঘর রবে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রও কৃষ্ণের আগমন সংবাদ অবগত হইলেন। অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আবাসে প্রবেশ পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে দর্শন ও তাঁহার পাদবন্দন করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ বিলাপ করিয়া সলিল দ্বারা লোচন দ্বয় প্রক্ষালন ও বিধানানুসারে আচমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি কালের গতি সমুদায়ই অবগত আছেন। পাণ্ডবগণ আপনার চিত্তানুবর্ত্তন ও যাহাতে কুলক্ষয় ও ক্ষত্রিয়গণের বিনাশ না হয়, তাহার উপায় করিবার নিমিত্ত অতিশয় যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হন নাই। পাণ্ডবগণ কপট দ্যূতে পরাজিত হইয়া বনবাস ও নানা বেশ ধারণ পূর্ব্বক অজ্ঞাতবাস স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিতান্ত অক্ষমের ন্যায় বিবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে আমি স্বয়ং আগমন করিয়া সর্ব্বলোক সমক্ষে আপনার নিকট পাঁচ খানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি তৎকালে কালোপহত চিত্ত হইয়া লোভ প্রভাবে তদ্বিষয়ে সম্মত হন নাই; অতএব আপনার অপরাধেই সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইয়াছে। মহাবীর ভীষ্ম, সোমদত্ত, বাহ্লীক, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও ধীমান্ বিদুর সন্ধি স্থাপনের নিমিত্ত আপনারে বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি তদ্বিষয়ে

সম্মত হন নাই। হায়! কালপ্রভাবে সকলেই বিমোহিত হইয়া থাকে। আপনি জ্ঞানবান্ হইয়াও সন্ধি স্থাপনের কথা উত্থাপিত হইলে মোহে অভিভূত হইয়াছিলেন। অতএব কাল ও অদৃষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। হে মহারাজ! আপনি পাণ্ডবগণের প্রতি দোষারোপ করিবেন না। এ বিষয়ে ধর্ম্মত, ন্যায়ত ও স্নেহত তাঁহাদিগের অণুমাত্রও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে না। এই কুলক্ষয় আপনার দোষেই উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বিবেচনা করিয়া আপনি পাণ্ডবগণের প্রতি অসূয়া শূন্য হউন। এক্ষণে কুলরক্ষা, পিণ্ডদান ও পুত্রকর্ত্তব্য অন্যান্য কার্য্যকলাপ সমুদায়ই পাণ্ডবগণের উপরই নির্ভর করিতেছে। অতএব আপনি ও আর্য্যা গান্ধারী শোকাবেগ সম্বরণ ও পাণ্ডবগণের প্রতি রোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরাপদে তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করুন। আপনার প্রতি ধর্ম্মরাজের স্বভাবত যেরূপ স্নেহ ও ভক্তি আছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। তিনি এক্ষণে সমস্ত শত্রু বিনাশ করিয়াও দুঃখানলে দিবা রাত্রি দগ্ধ হইতেছেন। আপনার ও গান্ধারীর নিমিত্ত অনবরত শোক করাতে তাঁহার সুখের লেশমাত্রও নাই। আপনি পুত্রশোকে সন্তপ্ত ও একান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন বলিয়া তিনি লজ্জা বশত আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিতেছেন না।

যদুবংশাবতংস মহাত্মা বাসুদেব ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিয়া শোকবিহ্বলা গান্ধারীরে কহিলেন, সুবলনন্দিনি! ইহলোকে আপনার তুল্য নারী আর নয়নগোচর হয় না। আপনি সভামধ্যে আমার সমক্ষেই আপনার পুত্রগণকে উভয়

পক্ষের হিতকর ধর্ম্মার্থসংহিত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ; কিন্তু আপনার পুত্রেরা তাহা প্রতিপালন করেন নাই। আপনি তৎকালে দুর্য্যোধনকে তিরস্কার পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, রে মূঢ় ! আমি বলিতেছি, যেখানে ধর্ম্ম, সেই খানেই জয়। এক্ষণে আপনার সেই বাক্য কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। অতএব আপনি আদ্যোপান্ত সমুদায় চিন্তা করিয়া শোক পরিত্যাগ করুন। হে মহাভাগে ! আপনি মনে করিলে তপোবলে স্বীয় ক্রোধানলে চরাচর বিশ্ব দগ্ধ করিতে পারেন ; কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া পাণ্ডবগণের বিনাশ বাসনা করিবেন না।

তখন গান্ধারী বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কেশব ! তুমি যাহা কহিতেছ, সত্য বটে। দারুণ শোকাবেগপ্রভাবে আমার মন বিচলিত হইয়াচিল। কিন্তু এক্ষণে তোমার বাক্য শ্রবণে আমি শান্ত ভাব অবলম্বন করিলাম। যাহা হউক, বৃদ্ধ রাজা একে অন্ধ, তাহাতে আবার পুত্রবিহীন হইয়াছেন, এক্ষণে তুমি পাণ্ডবগণের সহিত উহাঁর অবলম্বন হইলে। শোককাতরা গান্ধারী এইমাত্র বলিয়া অঙ্গবস্ত্রে মুখ আচ্ছাদন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা বাসুদেব হেতুগর্ভ বাক্য দ্বারা তাঁহারে বিবিধ আশ্বাস প্রদান করিলেন।

মহাত্মা হৃষীকেশ এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর শোকাপনোদন করিতেছেন, এমন সময়ে অশ্বত্থামার দুরভিসন্ধি তাঁহার বোধগম্য হইল। তখন তিনি অবিলম্বে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ব্যাসদেবের চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার সমক্ষেই ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, মহাত্মন্ ! আপনি আর শোক করিবেন

না। আমি চলিলাম, অশ্বত্থামা এই রাত্রেই পাণ্ডবগণের বিনাশের নিমিত্ত অভিসন্ধি করিয়াছেন। উহা আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হওয়াতে আমি সহসা গাত্রোত্থান করিলাম। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী কেশীনিসূদন মধুসূদনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কেশব! তুমি অবিলম্বে তথায় গমন করিয়া পাণ্ডবগণের রক্ষণাবেক্ষণ কর। পুনরায় যেন অচিরাৎ তোমার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়।

তখন মহাত্মা বাসুদেব যে আজ্ঞা বলিয়া পাণ্ডবগণের দর্শন বাসনায় দারুক সঞ্চালিত রথে আরোহণ করিয়া সেই রাত্রিতেই হস্তিনা হইতে শিবির সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং অবিলম্বে পাণ্ডবগণের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সমস্ত জ্ঞাত করিয়া সাবধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে বাসুদেব প্রস্থান করিলে পর জগৎপূজ্য মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নরপতি ধৃতরাষ্ট্রকে অশেষবিধ আশ্বাস প্রদান করিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার আত্মজ দুর্য্যোধন অতিশয় কোপনস্বভাব। সে আপনারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। বিশেষত পাণ্ডবগণের সহিত তাহার শত্রুভাব বদ্ধমূল হইয়া আছে। এক্ষণে ভীমসেন তাহার ঊরুদ্বয় ভগ্ন করিয়া মস্তকে বারংবার পদাঘাত করিলে সে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কি কহিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন ভগ্নোরু ও ধূল্যবলুণ্ঠিত কলেবর হইয়া সেই ঘোরতর বিপদকালে দশ

দিক্ অবলোকন ও কেশপাশ বন্ধন পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায়, মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত অবিরল বাষ্পাকুল লোচনে বারংবার আমারে নিরীক্ষণ, ধরণীতলে বাহু নিষ্পেষণ, দশনে দশন নিপীড়ন ও মূর্দ্ধজজাল বিধুনন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করিয়া কহিলেন, হায়! শান্তনুতনয় ভীষ্ম, মহাবীর কর্ণ, কৃপ, শকুনি, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, শল্য ও কৃতবর্ম্মা নিয়ত আমারে রক্ষা করিতেন, তথাপি আমি এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইলাম! কালমাহাত্ম্য অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। আমি একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি ছিলাম, তথাচ আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। হে সঞ্জয়! এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে যদি কেহ জীবিত থাকে, তুমি আমার অনুজ্ঞানুসারে তাহারে কহিও যে, ভীম নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক আমারে বিনষ্ট করিয়াছে। পাণ্ডবেরা ভূরিশ্রবা, কর্ণ, ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রতি অতিশয় নৃসংশ ব্যবহার করিয়াছে। তাহারা এইরূপ অকীর্ত্তিকর কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া নিশ্চয়ই সাধু লোকের নিকট হতাদর হইবে। ছল পূর্ব্বক জয় লাভ করিয়া কোন্ বীর প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকে। যে নিয়ম লঙ্ঘন করে, কোন্ বিবেচক ব্যক্তি তাহার সম্মান করিয়া থাকেন। পাপাত্মা বৃকোদর অধর্ম্মযুদ্ধে জয় লাভ করিয়া যেমন হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়াছে, আর কোন ব্যক্তি ঐ প্রকার কার্য্য করিয়া তাদৃশ আনন্দিত হয় না। এক্ষণে আমার ঊরুদ্বয় ভগ্ন হইয়াছে সুতরাং ভীমসেন যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমার মস্তকে পদাঘাত করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি। যে ব্যক্তি প্রতাপশালী, রাজশ্রীযুক্ত

ও বন্ধুবান্ধব সম্পন্ন ব্যক্তিরে এরূপ অবমাননা করে, সে কি সম্মানের উপযুক্ত ?

হে সঞ্জয় ! আমার পিতা মাতা যুদ্ধধর্ম্ম বিলক্ষণ অবগত আছেন। তুমি আমার বাক্যানুসারে তাঁহাদিগকে কহিবে যে, আমি বিবিধ যাগ যজ্ঞানুষ্ঠান, ভৃত্য প্রতিপালন, ধর্ম্মানুসারে সসাগরা বসুন্ধরা শাসন, জীবিত শত্রুগণের মস্তকে অবস্থান, যাচকদিগকে অর্থদান, অধ্যয়ন ও মিত্রগণের প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়াছি। আমি বন্ধুবান্ধবদিগের সম্মান বর্দ্ধন, বশম্বদ ব্যক্তিদিগকে যথোচিত সৎকার, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন, প্রধান প্রধান ভূপালগণকে আজ্ঞা প্রদান, অন্যের নিতান্ত দুর্লভ সম্মান লাভ ও উৎকৃষ্ট অশ্বে গমনাগমন করিয়াছি ; আমি শত্রুরাজ্য অধিকৃত ও অনেকানেক মহীপালকে দাসের ন্যায় বশীভূত করিয়া অনাময়ে জীবন ক্ষেপ করিয়াছি এবং এক্ষণে ধর্ম্মযুদ্ধে উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিলাম ; সুতরাং আমার সদৃশ সৌভাগ্যশালী আর কে আছে। সৌভাগ্যক্রমে আমারে বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ভৃত্যের ন্যায় তাহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল না। সৌভাগ্য বশত আমি কলেবর পরিত্যাগ করিলে পর আমার রাজ্যলক্ষ্মী অন্যকে আশ্রয় করিবে। স্বধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয়গণ যে রূপ মৃত্যু অভিলাষ করিয়া থাকেন, আমি সেই রূপ মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি সমরে পরাজিত হইয়া প্রাকৃত লোকের ন্যায় শত্রুভাব পরিত্যাগ করি নাই। নিদ্রিত বা প্রমত্ত শত্রুরে বিনাশ করিলে যে রূপ পাপ হয়, বিষ প্রয়োগ পূর্ব্বক শত্রু সংহার করিলে যেরূপ অধর্ম্ম হয়, অধা-

র্ম্মিক বৃকোদর নিয়ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক আমারে নিপাতিত করিয়া তদ্রূপ পাপানুষ্ঠান করিয়াছে। হে সঞ্জয়! তুমি আমার বাক্যানুসারে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যকে কহিবে, পাণ্ডবেরা নিয়মাতিক্রম ও সতত অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে; অতএব তোমরা কিছুতেই তাহাদিগকে বিশ্বাস করিও না।

কুরুরাজ আমারে এই কথা বলিয়া বার্ত্তাবহদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, ভীম অধর্ম্মযুদ্ধে আমারে বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে আমি সার্থহীন পথিকের ন্যায়, মহাবীর দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, বৃষসেন, শকুনি, জলসন্ধ, ভগদত্ত, সোমদত্ত, জয়দ্রথ, লক্ষ্মণ, দুঃশাসনতনয় এবং দুঃশাসন প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ ও অন্যান্য বীরগণের অনুগমন করিব। হায়! আমার ভগিনী দুঃশলা ভ্রাতৃগণের ও ভর্ত্তার নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত মনে কিরূপে জীবন ধারণ করিবে! আমার বৃদ্ধ পিতা ও জননী গান্ধারী পুত্রবধূ ও পৌত্রবধূগণে পরিবৃত হইয়া একান্ত শোকাকুল হইবেন। আমার ভার্য্যা আমার ও আত্মজ লক্ষ্মণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। এক্ষণে যদি বাগ্মিশারদ পরিব্রাজক চার্ব্বাক এই বৃত্তান্ত অবগত হন, তাহা হইলে তিনি আমার উপকারার্থ অবশ্যই বৈর নির্যাতনে প্রবৃত্ত হইবেন। যাহা হউক, আমি আজি এই পবিত্র ত্রিলোকবিশ্রুত সমন্তপঞ্চক তীর্থে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া শাশ্বত লোক প্রাপ্ত হইব।

হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিলে তত্রত্য সকলেই অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জন করিতে করিতে দশ দিকে ধাবমান হইল। ঐ সময় এই স্থাবর-

জঙ্গমাত্মক সমুদায় পৃথিবী বিকম্পিত ও নির্ঘাত শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল এবং দিঙ্মণ্ডল নিতান্ত মলিন হইয়া গেল। অনন্তর সেই বার্ত্তাবহগণ অশ্বত্থামার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া গদাযুদ্ধ ও দুর্য্যোধনের নিপাত বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্ব্বক বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া দুঃখিত মনে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

ষট্ষষ্টিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন সেই গদা, শক্তি, তোমর ও বাণের আঘাতে জর্জ্জরিত কলেবর হতাবশিষ্ট মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা দূতগণমুখে দুর্য্যোধনের ঊরুভঙ্গবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বায়ুবেগ সম্পন্ন অশ্বযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সত্বরে সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহারাজ দুর্য্যোধন অটবীমধ্যে ব্যাধ বিনিপাতিত রুধিরাক্তকলেবর মহাগজের ন্যায়, সহসা নিপতিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায়, মহাবাত পরিশুষ্ক সাগরের ন্যায়, তুষার সমাচ্ছন্ন পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায়, বায়ুবেগ বিপাটিত মহাপাদপের ন্যায় ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ধূলিজালে ধূসরিত হইয়াছে। ধনলোলুপ ভৃত্যগণ যেরূপ নরপতির চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া থাকে, তদ্রূপ ভূত ও রাক্ষসগণ তাঁহারে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ক্রোধভরে তাঁহার নয়নদ্বয় উদ্বৃত্ত ও ললাট ভ্রুকুটি কুটিল হইয়াছে। কৃপ প্রভৃতি মহারথগণ কুরুরাজকে তদবস্থায় নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া শোক ও দুঃখে একান্ত অভিভূত হইলেন এবং তিন জনেই স্ব স্ব রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্রুতবেগে তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক ভূতলে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর দ্রোণতনয় অশ্বত্থামা বাষ্পাকুল নয়নে দীর্ঘ নিশ্বাস

পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে সর্ব্বলোকেশ্বর। যখন তুমি ধূলিধূসরিত গাত্রে ভূতলে শয়ান রহিয়াছ, তখন জগতের সমুদায় পদার্থই অকিঞ্চিৎকর। হায়! পূর্ব্বে তুমি সসাগরা পৃথিবী শাসন করিয়া আজি কি রূপে একাকী এই নির্জ্জন বনে অবস্থান করিতেছ? কি নিমিত্ত মহারথ দুঃশাসন, কর্ণ ও সেই সকল বন্ধুবান্ধবকে দেখিতে পাইতেছি না? কৃতান্তের গতি অতি দুর্জ্জ্ঞেয়। দেখ, তুমি সর্ব্ব লোকের অধীশ্বর হইয়াও আজি ধূলিধূসরিত গাত্রে শয়ন করিয়া রহিয়াছ। কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা! পূর্ব্বে যিনি নরপতিগণের অগ্রে অবস্থান করিয়াছিলেন, আজি তিনি পাংশু গ্রাস করিতেছেন। হে মহারাজ! তোমার সে শ্বেত ছত্র, সে নির্ম্মল ব্যজন এবং সে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা কোথায়? কার্য্যকারণের গতি নিতান্ত দুর্জ্জ্ঞেয়। তুমি সর্ব্বলোকের মাননীয় ও ইন্দ্রতুল্য বিভবশালী হইয়াও ঈদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে। কি আশ্চর্য্য! এক্ষণে তোমার দুঃখ দর্শনে বোধ হইতেছে যে, লক্ষ্মী চিরদিন কাহারও নিকট স্থির ভাবে অবস্থান করেন না।

হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অশ্বত্থামার বাক্য শ্রবণে কর দ্বারা নয়নদ্বয় পরিমার্জ্জন ও বাষ্পবারি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহারে এবং কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, কালক্রমে সর্ব্ব ভূতেরই বিনাশ হয় এবং লোকস্রষ্টা বিধাতাও ঐ রূপ মর্ত্ত্য ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে আমি তোমাদিগের সাক্ষাতেই সেই মর্ত্ত্য ধর্ম্মানুসারে বিনাশ প্রাপ্ত হইলাম। আমি পূর্ব্বে সমুদায় পৃথিবী পালন

করিয়া এক্ষণে এতাদৃশ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছি। যাহা হউক, ভাগ্যক্রমে আমি কোন বিপদেই সমরে পরাঙ্মুখ হই নাই। ভাগ্যক্রমেই পাপাত্মারা ছল পূর্ব্বক আমারে নিপাতিত করিয়াছে। ভাগ্যক্রমে আমি প্রতিনিয়ত যুদ্ধে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছি এবং ভাগ্যক্রমে এক্ষণে আমি সমরক্ষেত্রে জ্ঞাতি ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত নিহত হইলাম। আর আজি যে তোমাদিগকে এই জনক্ষয়কর ভীষণ সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত ও কল্যাণযুক্ত অবলোকন করিলাম, ইহাও আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তোমরা হৃদ্যতা বশত আমার নিধনে কিছুমাত্র অনুতাপ করিও না। যদি বেদবাক্য যথার্থ হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই স্বর্গলোক লাভ করিব। আমি অমিততেজা বাসুদেবের মাহাত্ম্য বিলক্ষণ অবগত আছি। তিনি আমারে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট করেন নাই। অতএব আমার জন্য শোক করিবার প্রয়োজন কি? তোমরা আপন আপন উৎসাহ ও পরাক্রমের অনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান ও প্রতিনিয়ত জয় লাভে যত্ন করিয়াছ। কিন্তু পরিণামে অরাতি পরাজয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে না। কি করিবে, দৈব অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র এই কথা কহিয়া বাষ্পাকুল নয়নে ক্ষণকাল তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক ব্যথায় বিহ্বল হইয়া রহিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা কুরুরাজকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং করে কর নিপীড়ন করিয়া বাষ্পগদগদ স্বরে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ! নীচাশয় পাণ্ডবগণ অতি

নৃশংস ব্যবহার দ্বারা আমার পিতারে নিহত করিয়াছে। কিন্তু আজি তোমার জন্য যে রূপ অনুতাপ হইতেছে, তাঁহার নিমিত্ত সে রূপ হইতেছে না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, ধৰ্ম্ম, সুকৃত ও সত্য দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, যে কোন প্রকারে হউক আজি বাসুদেবের সমক্ষেই সমস্ত পাঞ্চালগণকে শমনভবনে প্রেরণ করিব। তুমি আমারে অনুজ্ঞা প্রদান কর। হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণপুত্রের সেই বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, আচার্য্য! সত্বরে জলপূর্ণ কলস আনয়ন করুন। কৌরবহিতৈষী কৃপাচার্য্য আপনার পুত্রের আদেশ শ্রবণমাত্র জলপূর্ণ কলস লইয়া তাঁহার সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যদি আপনি আমার প্রিয়চিকীর্ষু হন, তাহা হইলে অচিরাৎ দ্রোণতনয়কে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করুন। ধৰ্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে, রাজা অনুজ্ঞা প্রদান করিলে ক্ষত্রিয়ধৰ্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণের যুদ্ধ করা দোষাবহ নহে। মহাবীর কৃপাচার্য্য কুরুরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বত্থামারে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সিংহনাদে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া কৃপাচার্য্য ও কৃতবৰ্ম্মার সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলে রাজা দুর্য্যোধন রুধিরাক্ত কলেবরে সেই স্থানেই সেই সৰ্ব্ব ভূতভয়াবহ ঘোর রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

শল্য পৰ্ব্ব সম্পূর্ণ।

ভূমিকা।

পুরাণ সংগ্রহের একাদশ খণ্ডে বীররসসার শল্য পর্ব্বের অবিকল অনুবাদ প্রচারিত হইল। অঙ্গরাজ কর্ণ সমরশায়ী হইলে কুরুপতি, মদ্রক দেশের অধিপতি শল্যকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। মহারাজ শল্য পাণ্ডবগণের মাতুল, কিন্তু কুরুক্ষেত্র সমর সজ্ঘটনের পূর্ব্বে তিনি দুর্য্যোধনকে সাহায্য দানে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; সুতরাং ভাগিনেয়দিগের স্নেহ ও আত্মীয়তায় উপেক্ষা করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ কৌরব পক্ষই অবলম্বন করেন। মদ্ররাজ কৌরবদিগের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নৈসর্গিক স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি পক্ষপাতে পারাঙ্মুখ হইতে পারেন নাই। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করাতে তিনি কর্ণের তেজোহ্রাস করিব বলিয়া ধর্ম্মরাজের সমক্ষে অঙ্গীকার করেন। মহারাজ শল্য মদ্ররাজ্যের রাজা ছিলেন। অদ্যাপিও ঐ দেশ ঐ নামে প্রখ্যাত আছে। *

মহর্ষি বেদব্যাস এই শল্য পর্ব্বে শল্যবধ, দুর্য্যোধনের দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ, বলদেবের তীর্থযাত্রা বৃত্তান্ত, ভীম ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ এবং দুর্য্যোধনের ঊরুভঙ্গ সবিস্তর কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। যে ক্ষত্রিয়ান্তক মহাসমর ভারতভূমিরে উচ্ছিন্ন প্রায় করে, যাহাতেই হিন্দুকুলের প্রতাপ-সূর্য্য অস্ত গমনোন্মুখ হয় এবং যাহা হইতেই ধরিত্রী বীরশূন্য হইয়া যায়, এই শল্য পর্ব্বেই সেই অষ্টাদশ দিবসব্যাপী সমরের উপসংহার হইয়াছে। সেই ঘোরতর সমরানল অষ্টাদশ দিবসের মধ্যে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ভস্মীভূত করত নির্ব্বাপিত হইলে বসুন্ধরা নরশোণিতলোলুপ নিশাচরীর উগ্র বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন।

---

* মাদরাস্ Madras.

মহাভারতের ভূতপূর্ব্ব পদ্যানুবাদক মৃত কাশীরাম দাস গদাপর্ব্ব নামে স্বতন্ত্র একটি পর্ব্ব কল্পনা করিয়াছেন। ঐ পর্ব্বে তিনি দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ ও বলদেবের তীর্থযাত্রা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু বস্তুত উহা তাঁহার ভ্রম মাত্র। গদাপর্ব্ব নামে স্বতন্ত্র একটি পর্ব্ব মূল মহাভারতে দৃষ্ট হয় না। শল্য পর্ব্বের শেষে গদাযুদ্ধ পর্ব্বাধ্যায়েই গদাযুদ্ধ, কুরুপতির উরু ভঙ্গ ও বলদেবের তীর্থযাত্রা কীর্ত্তিত হইয়াছে। কাশীরাম দাস মহাভারত অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া ভারতের গৌরব বৃদ্ধির সহিত উহার বিশৃঙ্খলতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তথাপি তাঁহারে বঙ্গদেশের হিতচিকীর্ষু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। দুরন্ত যবন রাজাদিগের অধিকার সময়ে হিন্দুশাস্ত্রানুশীলন উচ্ছিন্ন প্রায় হইলে তিনি ছন্দোবন্ধে মহাভারতের মর্ম্মার্থ প্রচার করিয়া হিন্দুসমাজে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তাঁহার প্রসাদে সহস্র সহস্র অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কথঞ্চিৎ ভারতের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন; এমন কি, কাশিদাসের অনুবাদ না থাকিলে এত দিনে মহাভারতও অন্যান্য পুরাণ ও উপপুরাণের ন্যায় হিন্দুসমাজে একান্ত বিরল প্রচার হইত।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

সারস্বতাশ্রম, ১৭৮৫।

মহাভারতীয় শল্য পর্ব্বের সূচিপত্র।

শল্য পর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

পুরাণ সংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত

সৌপ্তিক পর্ব্ব।

৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে
বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং কোং কর্ত্তৃক পুনঃ প্রকাশিত।

"যদি বিনা ব্যাঘাতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা থাকে,
তাহা হইলে মহাভারত গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করুন।"

ঋষিবাক্য।

সারস্বত যন্ত্র।

কলিকাতা—পাথুরিয়াঘাটা ব্রজদুলালের ষ্ট্রীট নং ৩।

সম্বৎ ১৯২৯।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মহাভারত

সৌপ্তিক পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য সায়ংকালে শোকসন্তপ্ত চিত্তে রণস্থল হইতে দক্ষিণাভিমুখে ধাবমান হইয়া শিবিরের অনতি দূরে গমন ও বাহন সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শঙ্কিত মনে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করত ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও পাণ্ডব-গণের বলবীর্য্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং অবি-লম্বেই জিগীষাপরবশ পাণ্ডবদিগের ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণে অনুসরণ ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া পুনরায় পূর্ব্বাভিমুখে ধাব-মান হইলেন! হে মহারাজ! ঐ সমস্ত মহারথগণ রাজা দুর্য্যোধনের দুর্দ্দশা দর্শনে একান্ত সন্তপ্ত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া-ছিলেন; এক্ষণে কিয়দ্দূর গমন করিয়া সাতিশয় পিপাসার্ত্ত হইয়া মুহূর্ত্ত কাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! ভীম অযুত নাগ তুল্য বলশালী মহাবীর দুর্য্যোধনকে বিনষ্ট করিয়া অতি আশ্চর্য্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। হায়! আমার আত্মজ বজ্রের ন্যায় দৃঢ় ও সকলের অবধ্য ছিল, কিন্তু পাণ্ডবগণ তাহারে নিপাতিত করিল। এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, মনুষ্য কোন ক্রমেই অদৃষ্ট অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। হা! আমার হৃদয় পাষাণের ন্যায নিতান্ত কঠিন; শত পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণেও উহা সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না। আমার মহিষী গান্ধারী স্থবিরা এবং আমিও নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়াছি, এক্ষণে জানি না, আমাদিগের ভাগ্যে কি রূপ দুর্দ্দশা ঘটিবে। আমি কিছুতেই পাণ্ডবদিগের রাজ্যে অবস্থান করিতে পারিব না। আমি স্বয়ং রাজা ও রাজার পিতা; আমি সমুদায় পৃথিবী ভোগ ও ভূপতিগণকে শাসন করিয়াছি; এক্ষণে কি রূপে আমার শত পুত্রঘাতী ভীমের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া দাসের ন্যায় বাস করিব। মহামতি বিদুর আমার পুত্র দুর্য্যোধনকে বিবিধ হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু সে তদ্বিষয়ে কর্ণপাতও করে নাই। এক্ষণে সেই মহাত্মার বাক্য উল্লঙ্ঘনের ফল পরিণত হইল। এক্ষণে আমি কোন ক্রমেই ভীমের কঠোর বাক্য শ্রবণে সমর্থ হইব না। হে সঞ্জয়! এক্ষণে দুরাত্মা ভীম অধর্ম্মযুদ্ধে দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিলে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য কি রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা কির্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দ্রোণতনয়প্রমুখ বীরত্রয় অনতিদূরে গমন করিয়া এক দ্রুমরাজিবিরাজিত লতাজালসমাচ্ছন্ন ভীষণ অরণ্য নিরীক্ষণ করিলেন। তখন তাঁহারা

মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম পূর্ব্বক অশ্বগণকে জল পান করাইয়া সেই বহুবিধ মৃগ, পক্ষী ও হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ, ফলপুষ্পোপশোভিত, নীলোৎপলসমলঙ্কৃত সলিল সম্পন্ন অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এক সহস্র শাখাসঙ্কুল বটবৃক্ষ তাঁহাদের নেত্রপথে নিপতিত হইল। বীরত্রয় তদ্দর্শনে সেই বৃক্ষের সমীপে সমুপস্থিত ও রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বগণের বন্ধন উন্মোচন পূর্ব্বক আচমন করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে রজনী সমুপস্থিত হইল। নভোমণ্ডল গ্রহনক্ষত্রকুলে সমলঙ্কৃত হইয়া বিচিত্র বসনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রজনীচরগণ স্বেচ্ছানুসারে গতায়াত ও কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। দিবাচরেরা নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল এবং ক্রব্যাদগণ যার পর নাই সন্তুষ্ট হইল। ঐ সময় কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য সেই বটবৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া দুঃখিত ও শোকাকুলিত চিত্তে কুরুপাণ্ডবের ক্ষয় বৃত্তান্ত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অস্ত্র শস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত ও একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং অচিরাৎ নিদ্রাবেশ হওয়াতে সেই বৃক্ষতলেই শয়ন করিলেন। দুঃখভোগে অনভ্যস্ত কৃপ ও কৃতবর্ম্মা অনাথের ন্যায় সেই ধরাতলে শয়ন করিবামাত্র নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। মহাবীর দ্রোণতনয় পাণ্ডবদিগের উপর নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন; সুতরাং একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াও নিদ্রিত হইলেন না। তিনি জাগরিতাবস্থায় থাকিয়া বনের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে উহার মধ্যে একটী সুদীর্ঘ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ নিরীক্ষণ

করিলেন। ঐ বৃক্ষের শাখায় অসংখ্য বায়স স্ব স্ব আবাস স্থানে শয়ন করিয়া সুখে যামিনী যাপন করিতেছিল। ঐ সময় এক গরুড়ের ন্যায় বেগবান্ পিঙ্গলবর্ণ মহাকায় উলূক তথায় আগমন করিল। উহার মুখ ও নখর সুদীর্ঘ। পেচক ধীরে ধীরে সেই ন্যগ্রোধ বৃক্ষের শাখায় নিপতিত হইয়া কাকদিগের নিকট গমন পূর্ব্বক কাহারও পক্ষচ্ছেদ, কাহারও কাহারও মস্তক ছেদন এবং কাহারও কাহারও পদ ভঙ্গ করিয়া তত্রত্য বায়সকুল নিঃশেষিত প্রায় করিল। কাককুলের কলেবরে ঐ বৃক্ষতল একেবারে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। বায়সান্তক উলূক এইরূপে বৈর নির্যাতন করিয়া মহা আহ্লাদিত হইল।

মহাবীর অশ্বত্থামা উলূককে এইরূপে রজনীযোগে কৃতকার্য্য হইতে দেখিয়া সেই রূপে বৈর নির্যাতন করিবার মানসে মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই পেচক আমারে শত্রু বিনাশ করিবার উপদেশ প্রদান করিল। এক্ষণে অরাতি-বিনাশের উপযুক্ত সময়ও উপস্থিত হইয়াছে। আজি আমি দুর্য্যোধনের নিকট পাণ্ডবদিগের বিনাশ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। কিন্তু উহারা বিজয়ী, বলবান্ এবং অস্ত্র শস্ত্র ও উৎসাহ শক্তি সম্পন্ন, সুতরাং সম্মুখ সংগ্রামে কখনই উহাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইব না। এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিলে বোধ হয় প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু ছদ্মভাব অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধি ও শত্রুক্ষয় করিতে পারিব। পণ্ডিত ব্যক্তিরা সন্দিগ্ধ বিষয় অপেক্ষা অসন্দিগ্ধ বিষয়েই হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর ক্ষত্রধর্ম্ম অবলম্বন করিলে লোকনিন্দিত অতি গর্হিত

কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। বিশেষত নীচাশয় পাণ্ডবগণ পদে পদে শঠতা পরিপূর্ণ অতি কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। তত্ত্বদর্শী ধার্ম্মিকগণও কহিয়া গিয়াছেন যে, শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ পরিশ্রান্ত, শস্ত্র বিদীর্ণ, নায়কহীন, অর্দ্ধ রাত্রি সময়ে নিদ্রিত এবং আহার, প্রস্থান বা প্রবেশে প্রবৃত্ত হইলেও তাহাদিগকে বিনাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

প্রবল প্রতাপশালী দ্রোণতনয় এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই রাত্রিতে নিদ্রাভিভূত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া মাতুল কৃপাচার্য্য ও ভোজরাজ কৃতবর্ম্মারে জাগরিত করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অশ্বত্থামার মন্ত্রণা শ্রবণে লজ্জিত হইয়া কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না। তখন মহাবীর দ্রোণপুত্র মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বাষ্পাকুল নয়নে কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, মাতুল! যাহার জন্য আমরা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, নীচাশয় ভীমসেন সেই মহাবল পরাক্রান্ত একাদশ চমূপতি অদ্বিতীয় বীর কুরুরাজকে নিহত করিয়া তাঁহার মস্তকে পদার্পণ পূর্ব্বক অতি নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। ঐ শুনুন, পাঞ্চালগণ সিংহনাদ, শঙ্খধ্বনি ও দুন্দুভিনিঃস্বন করিয়া মহা আহ্লাদে হাস্য পরিহাস করিতেছে। শঙ্খধ্বনি মিশ্রিত তুমুল বাদ্যশব্দ পবনপরিচালিত হইয়া দশ দিক্ পরিপূর্ণ করিয়াছে। পূর্ব্ব দিকে অশ্বগণের হ্রেষারব, গজযূথের বৃংহিতধ্বনি, শূরগণের সিংহনাদ, রথ সমুদায়ের লোমহর্ষণ চক্রনির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইতেছে। কালের কি বিচিত্র গতি! পাণ্ডবগণ কৌরব পক্ষীয় শত

মাতঙ্গতুল্য বলশালী সর্ব্বাস্ত্রবিদ্ বীরগণকেও বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে সমুদায় কৌরব সৈন্যই উহাদের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে; কেবল আমরা তিন জন অবশিষ্ট রহিয়াছি। এক্ষণে যদি মোহ বশত আপনাদিগের বুদ্ধিভ্রংশ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে অতঃপর আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তখন কৃপাচার্য্য কহিলেন, হে বীর! আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্যেরা দৈব ও পুরুষকারসাধ্য কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া আছে। দৈব ও পুরুষকার অপেক্ষা আর কিছুই বলবান্ নাই। একমাত্র দৈব বা একমাত্র পুরুষকার প্রভাবে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। ঐ উভয়ের একত্র সমাবেশ না হইলে সিদ্ধিলাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। কি উৎকৃষ্ট, কি অপকৃষ্ট, সমস্ত কার্য্যই দৈব ও পুরষকার সাপেক্ষ। পর্জ্জন্য পর্ব্বতোপরি সলিল বর্ষণ করিয়া কোন ফল উৎপাদনে সমর্থ হয় না; কিন্তু কৃষ্ট ক্ষেত্রে বারি বর্ষণ করিলে প্রচুর ফল উৎপন্ন করিতে পারে। দৈবহীন পুরুষকার আর পুরুষকারশূন্য দৈব উভয়ই নিতান্ত নিষ্ফল। দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই আনুকূল্য থাকিলে মনুষ্যের অবশ্যই সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ক্ষেত্র বারিধারা সংসিক্ত ও সম্যক্ কর্ষিত হইলে তাহাতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। অনেক স্থানে দৈব পুরুষকারের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই ফল প্রদান করে, কিন্তু বিবেচক লোকেরা দৈববল অবলম্বন পূর্ব্বক পুরুষকারেই মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, মনুষ্যের

সমস্ত কার্য্যই দৈব ও পুরুষকার সাপেক্ষ, সন্দেহ নাই। পুরুষকার সহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে উহা দৈব বলযোগে সুসিদ্ধ হয় এবং সেই দৈব বল প্রভাবেই কর্ম্মকর্ত্তা ফল লাভ করিয়া থাকে। মনুষ্য দৈব বলশূন্য পুরুষকার প্রকাশ করিলে তাহা নিতান্ত নিষ্ফল হয়। আর অলস ও নির্ব্বোধেরা পুরুষকারে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু তাহা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মতে যুক্তিসঙ্গত নহে। কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহা প্রায় নিষ্ফল হয় না। কিন্তু কার্য্যানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইলে নিশ্চয়ই অতিশয় দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যাহা হউক, যদি কেহ কোন কার্য্য অনুষ্ঠান না করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে তাহার ফল ভোগ করে আর যদি কেহ কোন কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াও তাহার ফল ভোগে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে সেই উভয়বিধ ব্যক্তিকেই নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই। কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি অক্লেশে কালাতিপাত করিতে পারে, কিন্তু অলস কিছুতেই সুখ লাভে সমর্থ হয় না। এই জীবলোকে সুনিপুণ ব্যক্তিরা প্রায়ই হিতৈষী হইয়া থাকে। কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফল ভোগে সমর্থ হউক বা না হউক, কিছুতেই নিন্দনীয় হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া ফল লাভ করে, সে নিতান্ত নিন্দনীয় ও সকলেরই বিদ্বেষভাজন। এই নিমিত্তই বুদ্ধিমান্ লোকেরা কহিয়া থাকেন যে, যে ব্যক্তি পুরুষকারকে অনাদর করে, সে আপনার অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে।

দৈব ও পুরুষকার ব্যতীত কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। যদি পুরুষকার সম্পন্ন ব্যক্তি দৈববল অবলম্বন করিয়া কোন

কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহার কার্য্য অবশ্যই সফল হয়। সকলেরই বৃদ্ধ লোকদিগের সহবাস এবং তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ ও উপদিষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অভ্যুদয় কালে সর্ব্বদা বৃদ্ধদিগকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবে। বৃদ্ধেরা অলব্ধ বস্তু লাভ ও কার্য্য সিদ্ধির মূল কারণ। যে ব্যক্তি বৃদ্ধের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরুষকার প্রদর্শন করে, সেই অচিরাৎ ফল লাভে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি ক্রোধ, ভয় ও লোভপরতন্ত্র হইয়া কাহারও সহিত মন্ত্রণা না করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, সে অচিরাৎ শ্রীভ্রষ্ট হয়। দেখ, অদূরদর্শী লুব্ধপ্রকৃতি দুর্য্যোধন হিতবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে অনাদর প্রদর্শন ও অসাধু লোকের পরামর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদিগের কর্ত্তৃক বারংবার নিবারিত হইয়াও গুণশালী পাণ্ডবগণের সহিত বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; সেই নিমিত্তই এক্ষণে পরিতাপিত হইতেছে। আমরা সেই পাপাত্মার অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছি বলিয়া আমাদিগের এইরূপ ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা সমুপস্থিত হইয়াছে। আমি ঐ দুরাত্মার নিমিত্তই দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। এক্ষণে দুঃখপ্রভাবে আমার বুদ্ধি নিতান্ত আকুল হওয়াতে আমি কোন ক্রমেই সৎ বিবেচনা করিতে সমর্থ হইতেছি না। মনুষ্য মোহান্ধ হইলে সুহৃদ্ ব্যক্তিকে সৎ পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবে। তৎকালে সেই সুহৃদই তাহার বুদ্ধি, বিনয় ও শ্রেয়োলাভের একমাত্র কারণ; সুতরাং তাহার বাক্যানুসারে কার্য্যানুষ্ঠানই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব চল, আমরা রাজা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুরের নিকট গমন পূর্ব্বক এই বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। তাঁহারা বিবেচনা

পূর্ব্বক যাহা হিতকর বলিয়া অবধারণ করিবেন, আমরা তাহাই করিব। কার্য্য আরম্ভ না করিলে কদাচ ফল লাভ হয় না; কিন্তু পৌরুষ প্রকাশ পূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করিলেও যদি তাহা নিষ্ফল হয়, তবে দৈবকেই তাহার প্রতিবন্ধক বলিতে হইবে সন্দেহ নাই।

তৃতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্যের সেই ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণে শোকানলে দগ্ধ হইয়া ক্রূরভাবে তাঁহারে ও কৃতবর্ম্মারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরদ্বয় ! ব্যক্তিমাত্রেরই বুদ্ধিবৃত্তি পৃথক্ পৃথক্। সকলেই অন্য অপেক্ষা আপনারে সমধিক বুদ্ধিমান্ জ্ঞান করিয়া নিরন্তর আত্মবুদ্ধির প্রশংসা ও পরবুদ্ধির নিন্দা করে। এক এক বিষয়ে যাহাদের বুদ্ধির ঐক্য হয়, অন্য অন্য বিষয়ে তাহাদিগেরই বুদ্ধি পরস্পর নিতান্ত বিপরীত হইয়া উঠে। মনুষ্যগণের চিত্তবৈচিত্র্যই বুদ্ধি বৈচিত্র্যের কারণ। সুবিজ্ঞ বৈদ্য যেমন ব্যাধি নির্ণয় করিয়া রোগ শান্তির নিমিত্ত বুদ্ধি প্রভাবে যথাবিধি ঔষধ নির্ণয় করেন, তদ্রূপ অন্যান্য মানবগণও স্বীয় স্বীয় কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত যথোপযুক্ত বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। অনেক মনুষ্যের বুদ্ধির ঐক্য হওয়া দূরে থাকুক, এক ব্যক্তির বুদ্ধিও সকল সময়ে সমান থাকে না। দেখ, মনুষ্য যৌবন কালে যে বুদ্ধি প্রভাবে বিমোহিত হয়, প্রৌঢ়াবস্থায় তাহার আর সে বুদ্ধি থাকে না এবং প্রৌঢ়াবস্থায় যে বুদ্ধির প্রাদুর্ভাব হয়, বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হইলে সে বুদ্ধি একবারে তিরোহিত হইয়া যায়। হে ভোজরাজ !

বিষম দুঃখ বা অধিক সম্পদের সময় মনুষ্যের বুদ্ধি বিকৃত হইয়া থাকে। মনুষ্যমাত্রেই আপনার বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য নিশ্চয় করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং বুদ্ধিকেই কার্য্যের উদ্যোগকারিণী বলিতে হইবে। লোকে মারণাদি কার্য্য অতি উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়াই প্রীত মনে সেই সকল নিন্দনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। ফলত সকল লোকেই স্ব স্ব বুদ্ধিপ্রভাবে বিবিধ কার্য্য নির্ণয় করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করে।

আজি বিষম দুঃখপ্রভাবে আমার যে রূপ বুদ্ধি উপস্থিত, তাহা আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিলাম। আমি স্থির করিয়াছি যে, ঐ রূপ কার্য্য করিলেই আমার শোক বিনষ্ট হইবে। দেখ, প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাগণের সৃষ্টি ও তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্ণয় করিয়া পৃথক্ পৃথক্ বর্ণে পৃথক্ পৃথক্ গুণ নিযোজিত করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণে বেদ, ক্ষত্রিয়ে তেজ, বৈশ্যে দক্ষতা ও শূদ্রে সর্ব্ব বর্ণের অনুকূলতা প্রদান করিয়াছেন। অতএব অদান্ত ব্রাহ্মণ, নিস্তেজ ক্ষত্রিয়, অদক্ষ বৈশ্য ও প্রতিকূলাচারী শূদ্র সকলের নিকটই অসাধু ও নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। আমি সুপূজিত ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু ভাগ্যদোষে আমারে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে হইয়াছে। যদি আমি ক্ষত্রধর্ম্ম অবগত হইয়া ব্রাহ্মণধর্ম্ম আশ্রয় পূর্ব্বক শান্ত ভাব অবলম্বন করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমারে নিন্দনীয় হইতে হইবে। আমি দিব্যাস্ত্র ও দিব্য শরাসন গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং পিতৃবধের প্রতিকার না করিলে জনসমাজে কি রূপে আমার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইবে। অতএব আজি আমি নিশ্চয়ই ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে

পিতা ও রাজা দুর্য্যোধনের পদবীতে পদার্পণ করিব। আজি ব্যায়ামপরিশ্রান্ত পাঞ্চালগণ জয় লাভে প্রফুল্ল হইয়া কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশ্বস্ত চিত্তে নিদ্রাগত হইলে আমি রাত্রি-যোগে শিবিরাভ্যন্তরে গমন পূর্ব্বক দেবরাজ যেমন দানবদল দলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাহাদিগকে সংহার করিব। আজি ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণ অনলদগ্ধ অরণ্যের ন্যায় বিনষ্ট হইবে। আজি আমি পশুসূদন পিনাকপাণি রুদ্রের ন্যায় পাঞ্চালগণ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের ও পাণ্ডবগণের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক শান্তি লাভ করিব। আজি আমি পাঞ্চাল-গণের শরীরে ভূমণ্ডল পরিবৃত করিয়া পিতার ঋণ পরিশোধ করিব। আজি পাঞ্চালগণ দুর্য্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম ও আমার পিতার পথে পদার্পণ করিবেন। আজি আমি পশুহন্তা শিবের ন্যায় রজনীযোগে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিয়া নিশিত খড়্গা-ঘাতে পাঞ্চালরাজ ও পাণ্ডবগণের নিদ্রিত সন্তান সন্ততির ও তৎপক্ষীয় সৈন্য সমুদায়ের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক কৃতকার্য্য ও সুখী হইব।

চতুর্থ অধ্যায়।

তখন কৃপাচার্য্য কহিলেন, বৎস! আজি ভাগ্যক্রমে তোমার বৈরনির্যাতনে বুদ্ধি হইয়াছে। স্বয়ং পুরন্দরও তোমার নিবারণে সমর্থ নহেন। এক্ষণে তুমি বর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই রাত্রি বিশ্রাম কর, কল্য প্রভাতে যুদ্ধযাত্রা করিবে। আমিও কৃতবর্ম্মার সমভিব্যাহারে বর্ম্ম ধারণ ও রথারোহণ পূর্ব্বক তোমার অনুগমন করিব। তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই পাঞ্চালগণ ও তাহাদের অনুচরগণের বধ সাধনে সমর্থ

হইবে। তোমার বহু দিন ক্রমাগত জাগরণ হইতেছে ; অতএব রাত্রিতে নিদ্রাসুখ অনুভব কর ; তাহা হইলে বিশ্রান্ত ও স্থিরচিত্ত হইয়া নিঃসন্দেহই অরাতিগণকে বিনাশ করিতে পারিবে। আমি তোমার সমভিব্যাহারে থাকিলে এবং কৃতবর্ম্মা তোমারে রক্ষা করিলে অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও তোমারে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না। তোমার ও আমার নিকট অনেক দিব্যাস্ত্র বিদ্যমান আছে, আর মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মাও রণপণ্ডিত ; অতএব আজি আমরা নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া শ্রমহীন হইলে কল্য প্রাতঃকালে একত্র সমবেত হইয়া সমস্ত শত্রু সংহার পূর্ব্বক যার পর নাই প্রীতি প্রাপ্ত হইব। হে দ্রোণতনয়! আজি তুমি নিরুদ্বেগে নিদ্রিত হইয়া যামিনী যাপন কর। কল্য প্রভাতে অরাতিগণের শিবিরমধ্যে প্রবেশ ও স্বীয় নামোচ্চারণ পূর্ব্বক শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া সমস্ত মহাসুরঘাতী সুররাজের ন্যায় পরম সুখে বিহার করিতে পারিবে। পূর্ব্বে মহাত্মা বিষ্ণু যেমন দৈত্যসেনা পরাজয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও পাঞ্চাল সৈন্যগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে। কি আমি ও কৃতবর্ম্মা, আমরা পাণ্ডবগণকে পরাজয় না করিয়া কখনই সমর হইতে নিবৃত্ত হইব না। হয় আমরা পাণ্ডবগণের সহিত পাঞ্চালদিগকে বিনাশ করিব, না হয় তাহাদিগের হস্তে নিহত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইব। ফলত আমি সত্য কহিতেছি, কল্য প্রভাতে কৃতবর্ম্মার সহিত সর্ব্বপ্রকারে তোমার সহায়তা করিব।

হে মহারাজ! মহাত্মা কৃপাচার্য্য এইরূপ হিত কথা

কহিলে মহাবীর অশ্বত্থামা রোষারুণ নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, মাতুল! আতুর, অমর্ষিত, চিন্তাব্যাপৃত ও কামুক ব্যক্তিরা কখনই নিদ্রাসুখ অনুভবে সমর্থ হয় না। আজি অমর্ষ প্রভাবে আমার নিদ্রা বিচ্ছেদ হইয়াছে। দেখুন, ইহলোকে পিতৃবধ স্মরণ অপেক্ষা আর কি অধিক কষ্টকর হইতে পারে! পিতৃবধ স্মরণেই অহোরাত্র আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, কিছুতেই তাহার শান্তি হইতেছে না। পাপাত্মারা যেরূপে আমার পিতারে নিহত করিয়াছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই। তাদৃশ পিতৃবধ বৃত্তান্ত শ্রবণে মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি মুহূর্ত্তকালও জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়? এক্ষণে সমরাঙ্গনে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ না করিয়া কোন ক্রমেই আমার জীবন ধারণে বাসনা হইতেছে না। ঐ দুরাত্মা আমার পিতারে বিনাশ করিয়াছে বলিয়া তাহারে এবং তাহার সমভিব্যাহারীদিগকে বিনাশ করিব; আর রাজা দুর্য্যোধন ভগ্নোরু ও সমরাঙ্গনে নিপতিত হইয়া আমার সমক্ষে যেরূপ বিলাপ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া কোন্ পাষাণহৃদয়ের হৃদয় বিদীর্ণ না হয়? কোন্ নির্দ্দয় ব্যক্তি বাষ্পবেগ সম্বরণ করিতে পারে? আমি বিদ্যমান থাকিতে মিত্রপক্ষের এরূপ পরাজয় হওয়াতে আমার শোকসাগর সমুচ্ছলিত হইতেছে। আমি পাঞ্চালগণের বিনাশ সাধনে একাগ্রচিত্ত হইয়াছি; অতএব আজি নিদ্রা বা সুখানুভবের সম্ভাবনা কি? আমার বোধ হয়, বাসুদেব ও অর্জ্জুন পাণ্ডবপক্ষীয়দিগকে রক্ষা করিলে ইন্দ্রও যে তাহাদিগের পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হন না, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি,

তথাপি কোন রূপেই ক্রোধবেগ সম্বরণে সমর্থ হইতেছি না। এক্ষণে আমারে এই ক্রোধ হইতে মুক্ত করে, এরূপ কোন লোকও নেত্রগোচর হইতেছে না ; সুতরাং আমি যাহা স্থির করিয়াছি, তাহাই আমার পক্ষে শ্রেয়। দূতমুখে মিত্রপক্ষের পরাভব ও পাণ্ডবগণের জয়লাভ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবধি আমার হৃদয় ক্রোধানলে দগ্ধ হইতেছে; অতএব আজি রাত্রিতেই নিদ্রিত শত্রুগণকে বিনাশ পূর্ব্বক সুস্থচিত্ত হইয়া বিশ্রাম ও নিদ্রাসুখ অনুভব করিব।

পঞ্চম অধ্যায়।

তখন কৃপাচার্য্য কহিলেন, বুদ্ধিহীন ব্যক্তি সতত শুশ্রূষা পরতন্ত্র ও জিতেন্দ্রিয় হইলেও সুচারু রূপে ধর্ম্মার্থ জ্ঞাপন অবগত হইতে পারে না। আর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও বিনয় শিক্ষা না করিলে ধর্ম্মার্থ নির্ণয়ে অসমর্থ হয়। দর্ব্বী যেমন নিয়ত সূপে নিমগ্ন থাকিয়াও তাহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত হয়, তদ্রূপ জড় ব্যক্তি সর্ব্বদা পণ্ডিতের উপাসনা করিয়াও ধর্ম্মজ্ঞ হইতে পারে না ; কিন্তু জিহ্বা যেমন স্পর্শমাত্রেই সূপরসের আস্বাদগ্রহণ করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অতি অল্প ক্ষণ পণ্ডিতের উপাসনা করিয়াই ধর্ম্মের মর্ম্মগ্রহ করিতে পারেন। গুরুশুশ্রূষাতৎপর বুদ্ধিমান্ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা অচিরাৎ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হন, তাঁহারা কদাচ সর্ব্বসম্মত বিষয় লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হন না। দুর্ব্বিনীত পাপাত্মা লোক সজ্জনের কল্যাণকর উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হয়। সুহৃদগণ পাপ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলে যাহারা তাঁহাদের বাক্যানুসারে পাপানুষ্ঠানে বিরত হয়, তাহারা সম্পদভাজন

হইতে পারে ; আর যাহারা সুহৃদের বাক্যে উপেক্ষা করিয়া পাপ কার্য্যে বিরত না হয়, তাহারা নিশ্চয়ই শ্রীভ্রষ্ট হয়। লোকে ক্ষিপ্ত ব্যক্তিরে যেমন বিবিধ বাক্য দ্বারা শান্ত করে, তদ্রূপ বন্ধুগণ বিবিধ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক আত্মীয়কে পাপ-কার্য্যে পরাঙ্মুখ করেন। যাহারা সুহৃদ্ বাক্যে উপেক্ষা করিয়া পাপপরাঙ্মুখ না হয়, তাহাদিগকে অবশ্যই অবসন্ন হইতে হয়। প্রাজ্ঞ লোকেরা বিজ্ঞ সুহৃদ্‌কে পাপনিরত দেখিলে যথা-শক্তি বারংবার উপদেশ প্রদান করেন। অতএব হে দ্রোণ-তনয়! তুমি কল্যাণকর বিষয়ে মনোনিবেশ ও আত্মদমন করিয়া আমার বাক্য রক্ষা কর ; নচেৎ নিশ্চয়ই তোমারে অনুতাপ করিতে হইবে। প্রসুপ্ত, ন্যস্তশস্ত্র, রথহীন, বাহন বিহীন, শরণাগত ও মুক্তকেশ ব্যক্তিদিগকে বধ করা নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ। পাঞ্চালগণ আজি কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃত ব্যক্তিদিগের ন্যায় বিচেতন হইয়া বিশ্বস্ত চিত্তে নিদ্রাগত হইবে। যে পামর সেই অবস্থায় তাহাদিগের বিদ্রোহাচরণ করিবে, তাহারে অগাধ নরকে মগ্ন হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি ইহলোকে অস্ত্রবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। অনুমাত্র পাপও তোমারে কখন স্পর্শ করিতে পারে নাই। অতএব কল্য সূর্য্যোদয় হইলে প্রকাশ্য যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করিও। তুমি গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে উহা শুক্ল বস্ত্রে শোণিতপাতের ন্যায় নিতান্ত অপ্রীতিকর হইবে।

তখন অশ্বত্থামা কহিলেন, মাতুল! আপনি যাহা কহিলেন, উহা যথার্থ বটে ; কিন্তু পূর্ব্বে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মের

সেতু শতধা বিদলিত হইয়াছে। দেখুন, আমার পিতা অস্ত্র ত্যাগ করিলে দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন ভূপতিগণের ও আপনাদিগের সমক্ষেই তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়াছে। মহাবীর কর্ণের রথচক্র ভূতলে পোথিত হইলে অর্জ্জুন সেই বিপদ্‌কালে সূতপুত্রকে নিহত করিয়াছে এবং শিখণ্ডীরে অগ্রসর করিয়া ন্যস্তশস্ত্র নিরায়ুধ ভীষ্মদেবের বিনাশে কৃতকার্য্য হইয়াছে। সাত্যকি প্রায়োপবিষ্ট মহাধনুর্দ্ধর ভূরিশ্রবারে এবং ভীমসেন অন্যায় গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করিয়াছে। আজি দূতমুখে ভগ্নোরু রাজা দুর্য্যোধনের করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হে মাতুল! পাপাত্মা পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ এইরূপে বারংবার ধর্ম্মসেতু ভগ্ন করিয়াছে; আপনি কি নিমিত্ত সেই পামরদিগের নিন্দা করেন না। আমি এই রজনীতে পিতৃহন্তাদিগকে সুপ্তাবস্থায় নিপাতিত করিব ইহাতে যদি আমার কীট অথবা পতঙ্গ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়। এক্ষণে আমি অভীষ্ট সাধনে নিতান্ত তৎপর হইয়াছি। এক্ষণে আমার নিদ্রা ও সুখ বাসনা কোথায়? আজি আমারে এই অধ্যবসায় হইতে নিরস্ত করিতে পারে, এরূপ লোক ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করে নাই, করিবেও না।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! প্রতাপান্বিত অশ্বত্থামা এই কথা বলিয়া রথে অশ্ব সংযোজন পূর্ব্বক বিপক্ষগণের শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহাত্মা কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য তদ্দর্শনে তাঁহারে কহিলেন, হে মহাবীর! তুমি কি অভিপ্রায়ে রথ যোজন করিলে সত্য করিয়া বল। আমরা তোমার দুঃখে দুঃখিত ও সুখে সুখী হইয়া থাকি, অতএব আমাদের প্রতি

কোন আশঙ্কা করিও না। তখন অশ্বত্থামা পিতৃবধ বৃত্তান্ত স্মরণ পূর্ব্বক কোপে কম্পিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন নিশিত শরনিকরে সহস্র যোদ্ধার প্রাণ সংহার করিয়া আমার অস্ত্র-ত্যাগী পিতারে নিপাতিত করিয়াছে। আজি আমি সেই বর্ম্ম-বিহীন পাপপরায়ণ দ্রুপদপুত্রকে নিহত করিব। দুরাত্মা ধৃষ্ট-দ্যুম্ন যাহাতে আমার হস্তে পশুর ন্যায় নিহত হইয়া শস্ত্র-বিজিত লোকে গমন করিতে না পারে, তাহাই আমার উদ্দেশ্য। তোমরা বর্ম্ম ধারণ এবং কার্ম্মুক ও খড়গ গ্রহণ পূর্ব্বক আমার সহিত আগমন কর। দ্রোণপুত্র এই বলিয়া বিপক্ষগণের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কৃপাচার্য্য এবং কৃতবর্ম্মাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তৎকালে সেই বীরত্রয়কে যজ্ঞস্থানসমিদ্ধ হুতাশনত্রয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর তাঁহারা সেই সুপ্ত জনপূর্ণ শিবির সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। মহারথ অশ্বত্থামা কৃপা-চার্য্য ও কৃতবর্ম্মারে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক শিবিরদ্বারে গমন করিয়া রথবেগ সম্বরণ করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর কৃতবর্ম্মা ও কৃপা-চার্য্য অশ্বত্থামারে দ্বারদেশে অবস্থিত অবলোকন করিয়া কি করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে মহারথ অশ্বত্থামা ক্রোধভরে শিবিরদ্বারে আগমন করিয়া তথায় চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভা সম্পন্ন এক মহাকায় পুরুষকে অবলোকন করি-

লেন। তাঁহার বদনমণ্ডল বিচিত্র সহস্র নেত্রে সমলঙ্কৃত; বাহু সকল সুদীর্ঘ, স্থূল ও নাগাঙ্গদ বিভূষিত এবং আস্যদেশ ব্যাদিত, দংষ্ট্রাকরাল ও অগ্নিশিখায় প্রদীপ্ত; তাঁহার পরিধান শোণিতার্দ্র ব্যাঘ্রচর্ম্ম, উত্তরীয় কৃষ্ণাজিন। সেই নাগযজ্ঞোপবীতধারী ভীষণদর্শন মহাপুরুষের আকার ও বেশ বর্ণনা করা নিতান্ত দুষ্কর। তাঁহারে দেখিলে পর্ব্বত সকলও বিদীর্ণ হইয়া যায়। তৎকালে সেই দিব্য পুরুষের মুখ, নাসিকা কর্ণযুগল ও সহস্র নেত্র হইতে তেজোরাজি নির্গত হইতেছিল। সেই তেজঃপুঞ্জ হইতে শঙ্খচক্রগদাধারী অসংখ্য হৃষীকেশ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিলেন।

মহারথ অশ্বত্থামা সেই সর্ব্বভূত ভয়ঙ্কর অদ্ভুতাকার মহাপুরুষকে অবলোকন করিয়াও কিছুমাত্র ভীত না হইয়া তাঁহার প্রতি দিব্যাস্ত্রজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাকায় পুরুষও বড়বানল যেমন সমুদ্রের সলিলপ্রবাহ গ্রাস করিয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রোণপুত্র নিক্ষিপ্ত শরনিকর গ্রাস করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা আপনার দিব্যাস্ত্রজাল নিতান্ত নিষ্ফল হইল দেখিয়া তাঁহার প্রতি এক প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় রথশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। প্রলয়কালে মহোল্কা যেমন সূর্য্যদেবকে আহত করিয়া নভোমণ্ডল হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই প্রদীপ্ত রথশক্তি মহাপুরুষকে আহত করিয়া বিদীর্ণ ও নিপতিত হইল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা এক আকাশ সদৃশ নীলবর্ণ স্থবর্ণমুষ্টি সমলঙ্কৃত খড়্গ বিবরনিঃসারিত ভীষণ ভুজঙ্গমের ন্যায় কোষ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। খড়্গ দিব্য পুরুষের দেহে নিপ-

তিত হইয়া গর্ত্তমধ্যে লুক্কায়িত নকুলের ন্যায় তিরোহিত হইল। মহাবীর অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি এক ইন্দ্রধ্বজ সদৃশ প্রজ্বলিত গদা নিক্ষেপ করিলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র ক্ষয় হইলে মহাবীর অশ্বত্থামা ইতস্তত দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দেখিলেন, সেই মহাপুরুষের তেজোরাশি বিনির্গত অসংখ্য হৃষীকেশ এককালে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়াছেন। তিনি সেই অদ্ভুত ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃপাচার্য্যের বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক সন্তপ্ত চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তি সুহৃদের হিতকর বাক্য অপ্রিয় বোধে অনাদর করে, তাহারে আমার ন্যায় বিপদসাগরে নিমগ্ন হইয়া শোক প্রকাশ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি শাস্ত্রসম্মত পথ অতিক্রম করিয়া শত্রু সংহারের অভিলাষ করে, তাহারে ধর্ম্মপথ পরিভ্রষ্ট হইয়া কুপথে প্রতিহত হইতে হয়। বৃদ্ধ লোকে সর্ব্বদা এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন যে, গো, ব্রাহ্মণ, নৃপ, স্ত্রী, সখা, মাতা, গুরু এবং মৃতপ্রায়, জড়, অন্ধ, নিদ্রিত, ভীত, মদমত্ত, উন্মত্ত ও অনবহিত ব্যক্তিদিগের প্রতি কদাচ শস্ত্র প্রহার করিবে না। আমি সেই শাস্ত্রবিহিত সনাতন পথ অতিক্রম পূর্ব্বক কুপথে পদার্পণ করিয়া এই ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়াছি। বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মতে কোন মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অশক্তি নিবন্ধন ভীত হইয়া তাহা হইতে বিরত হওয়াই ঘোরতর বিপদের বিষয়। দৈব অপেক্ষা পুরুষকার কদাচ গুরুতর নহে। যদি কেহ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া

দুর্দ্দৈববশত উহা সিদ্ধ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহারে ধর্ম্মপথপরিভ্রষ্ট ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। যদি কোন ব্যক্তি অগ্রে প্রতিজ্ঞা সহকারে কোন কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া পশ্চাৎ ভয় প্রযুক্ত তাহা হইতে বিরত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির অগ্রে ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করা নিতান্ত অজ্ঞতার কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে আমি অসৎ কার্য্য সংসাধনে উদ্যত হইয়াছি বলিয়া আমার এই মহৎ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। এই যে মহাপুরুষ উদ্যত দৈব দণ্ডের ন্যায় এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া আমার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছেন, আমি বারংবার চিন্তা করিয়াও ইহাঁরে বিদিত হইতে সমর্থ হইতেছি না; বোধ হয়, ইনি আমার অধর্ম্মে প্রবৃত্ত কলুষিত বুদ্ধির ভয়ঙ্কর ফল স্বরূপ। আমি কদাচ সমরে পরাঙ্মুখ হই নাই, এক্ষণে কেবল দৈবই আমারে সমরবিমুখ করিলেন, সন্দেহ নাই। অতঃপর দৈববল প্রাপ্ত না হইলে আমি কদাচ এই কার্য্য সাধনে সমর্থ হইব না। অতএব এক্ষণে দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হই, তিনিই আমার এই দুর্দ্দৈব শান্তি করিয়া দিবেন। ভগবান্ উমাপতি তপ ও বিক্রম প্রভাবে সমস্ত দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছেন; অতএব তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

সপ্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! আচার্য্যতনয় অশ্বত্থামা এইরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভগবান্ ভবানীপতিরে প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে দেবেশ! আমি অতি ক্ষুদ্রাশয়। এক্ষণে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে আত্মোপহার প্রদান পূর্ব্বক তোমার

পূজা করিব। হে দেব! তুমি উগ্র, স্থাণু, শিব, রুদ্র, সর্ব্ব, ঈশান ও ঈশ্বর; তুমি গিরিশ, বরদ ও ভবভাবন; তুমি শিতিকণ্ঠ, অজ, ও শুক্র; তুমি দক্ষযজ্ঞনাশক হর; তুমি বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ ও বহুরূপী; তুমি উমাপতি ও মহাগণপতি; তুমি শ্মশানবাসী, খট্টাঙ্গধারী; তুমি জটিল; তুমি স্তুত, স্তুত্য ও স্তূয়মান; তুমি অমোঘ, তুমি শক্র, তুমি কৃত্তিবাসা, বিলোহিত, অসহ্য ও দুর্নিবার; তুমি ব্রহ্মস্রষ্টা, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মচারী; তুমি ব্রতধারী, তপস্বী ও তাপসগণের গতি; তুমি অনন্ত, পারিষদপ্রিয়, ত্রিলোচন, ধনাধ্যক্ষ ও ক্ষিতিমুখ; তুমি পার্ব্বতীর হৃদয়বল্লভ ও স্কন্দের পিতা; তুমি পিঙ্গ, বৃষবাহন ও সূক্ষ্ম বাসধারী; তুমি পার্ব্বতীর ভূষণ ও তাঁহাতে নিরত; তুমি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর; তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই; তুমি অস্ত্রশস্ত্র বিশারদ; তুমি দিগন্ত ও দেশরক্ষক; তুমি চন্দ্রমৌলি ও হিরণ্যকবচধারী; অতএব আমি একাগ্রচিত্তে তোমার শরণাগত হইলাম। যদি আমি আসন্নবর্ত্তী বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইতে পারি, তাহা হইলে তোমারে স্বীয় শরীরস্থ পঞ্চ ভূত উপহার প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিব।

হে মহারাজ! মহাত্মা অশ্বত্থামা এইরূপ স্তব করিলে তাঁহার সম্মুখে এক কাঞ্চনময় বেদী সহসা প্রাদুর্ভূত হইল। ভগবান্ হুতাশন স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া সেই বেদীমধ্যে বিরাজমান হইলেন। বিচিত্র অঙ্গদধারী উদ্যতবাহু অসংখ্য করচরণ সম্পন্ন বহু মস্তক শোভিত উজ্জ্বলবদন উজ্জ্বলনেত্র পর্ব্বতাকার মহাগণ সকল

তথায় উপস্থিত হইল। তাহাদিগের আকার কুকুর, বরাহ ও উষ্ট্রের ন্যায়; মুখ অশ্ব, শৃগাল, ভল্লূক, মার্জ্জার, ব্যাঘ্র, দ্বীপি, বায়স, বানর, শুক, অজগর, হংস, সারস, চাস, কূর্ম্ম, নক্র, শিশুমার, পারাবত, তিমি, নকুল, বক, মহামকর, শ্যেন, মেষ ও ছাগের ন্যায়; তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সহস্রলোচন, কাহার কাহারও উদর অতি বৃহৎ ও অঙ্গ কৃশ, কেহ কেহ মস্তক বিহীন, কেহ কেহ দীপ্তনেত্র ও দীপ্ত জিহ্বা সম্পন্ন এবং কাহারও কেশ, কাহারও কর্ণ ও কাহারও বা গাত্রলোম তাম্রবর্ণ। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ শঙ্খের ন্যায় ধবল। কেহ কেহ শঙ্খমাল্যধারী এবং কেহ কেহ শঙ্খশব্দের ন্যায় অতি গভীর কণ্ঠস্বর সম্পন্ন, কেহ কেহ জটাভারধারী, কেহ কেহ পঞ্চশিখা সম্পন্ন, কেহ কেহ মুণ্ডিতমুণ্ড, কাহারও কাহারও চারি দন্ত, কাহারও কাহারও চারি জিহ্বা, কাহারও কাহারও উদর অতিকৃশ, কাহারও কাহারও কর্ণ গর্দ্দভের ন্যায়, কেহ কেহ কিরীট ও উষ্ণীষধারী, কেহ কেহ মুঞ্জ-মেখলা সমলঙ্কৃত, কেহ সর্পকিরীট শোভিত, কেহ কেহ সর্পাঙ্গদধারী, কেহ কেহ বিবিধ ভূষণে বিভূষিত, কাহারও কাহারও কেশকলাপ কুঞ্চিত এবং কাহারও কাহারও মস্তক পদ্ম ও উৎপলে সুশোভিত। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ শতঘ্নী, কেহ কেহ বজ্র, কেহ কেহ মুষল, কেহ কেহ ভূষণ্ডী, কেহ কেহ পাশ, কেহ কেহ দণ্ড, কেহ কেহ ধ্বজ, কেহ কেহ পতাকা, কেহ কেহ ঘণ্টা, কেহ কেহ পরশু, কেহ কেহ লগুড়, কেহ কেহ স্থূণা, কেহ কেহ খড়্গ এবং কেহ কেহ বা শরপরিপূর্ণ তূণীর ধারণ করিয়াছে। কাহারও কাহারও

কলেবর পঙ্কলিপ্ত, কেহ কেহ শুক্লাধর ও শুক্ল মাল্যধারী এবং কেহ কেহ নীল ও কেহ কেহ পিঙ্গল বর্ণ।

ঐ সময় তাহারা হৃষ্টান্তঃকরণে ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, ঝর্ঝর, আনক ও গোমুখ প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাদিত করিতে লাগিল। কেহ কেহ গান, কেহ কেহ নৃত্য এবং কেহ কেহ লঙ্ঘন ও কেহ কেহ লম্ফ প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ মহাবেগে ধাবমান হইল; উহাদের কেশকলাপ বায়ুবেগে উড্ডীন হইতে লাগিল; কেহ কেহ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বারংবার গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সমস্ত দুর্ব্বিষহ বিক্রম সম্পন্ন নানারাগ রঞ্জিত বসনধারী রত্নখচিত অঙ্গদ সমলঙ্কৃত শত্রুনাশক ঘোররূপ মাংসভোজী বসাশোণিতপায়ী পরিচারকগণমধ্যে কেহ কেহ চূড়া সম্পন্ন, কেহ কেহ অতিশয় হ্রস্ব, কেহ কেহ অতিশয় দীর্ঘ, কাহার কাহারও উদর পিঠরের ন্যায়, কাহার কাহার ওষ্ঠ লম্বিত, কাহার কাহারও মেঢ্র ও অণ্ড অতি বৃহৎ। উহারা চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্রপরিপূর্ণ নভোমণ্ডল ভূমণ্ডলে আনয়ন এবং চতুর্ব্বিধ লোক সকলকে বিনাশ করিতে সমর্থ। উহারা প্রতিনিয়ত নির্ভয়ে ভবানীপতির ভ্রুভঙ্গি সহ্য করিয়া থাকে। উহারা নিরন্তর স্বেচ্ছাচার পরায়ণ এবং ত্রৈলোক্যের ঈশ্বরেরও ঈশ্বর। উহারা হিংসাদ্বেষ শূন্য হইয়া সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করে। ঐ সকল বাক্যবিন্যাসবিশারদ পারিষদগণ অষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও গর্ব্বিত হয় নাই। ভগবান্ শূলপাণি উহাদের কার্য্য দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া থাকেন এবং উহাদের কর্ত্তৃক কায়মনোবাক্যে আরাধিত হইয়া ঔরস পুত্রের ন্যায়

উহাদিগকে রক্ষা করেন। উহারা রুদ্রের একান্ত ভক্ত। উহারা চতুর্ব্বিধ সোমরস এবং রোষাবিষ্ট চিত্তে রাক্ষসদিগের শোণিত ও বসা পান করিয়া থাকে। উহারা বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা ও ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা ভগবান্ শশিশেখরকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার সলোকতা লাভ করিয়াছে। কালত্রয়ের অধিপতি রুদ্রদেব ও দেবী পার্ব্বতী ঐ সমস্ত আত্মানুরূপ পারিষদের সহিত একত্র ভোজন করিয়া থাকেন।

অনন্তর ঐ সমস্ত ভূত বিবিধ বাদিত্র বাদন, মুহুর্ম্মুহু গর্জ্জন, আক্রোশ প্রকাশ ও সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তেজ দর্শন ও মহিমা বর্ণন করিবার মানসে স্ব স্ব প্রভাজাল বিস্তার করিয়া মহাদেবকে স্তব করিতে করিতে দ্রোণপুত্রের প্রতি ধাবমান হইল। সেই ভীমদর্শন ভূতগণকে নিরীক্ষণ করিলে ত্রিলোকস্থ সমস্ত ব্যক্তিরই ভয় জন্মে, কিন্তু মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা তাহাদিগকে দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত না হইয়া ভগবান্ শঙ্করকে আপনার দেহ উপহার প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। তৎকালে তাঁহার কার্ম্মুক সমিধ, শানিত শরনিকর পবিত্র ও আত্মা হবিঃস্বরূপ হইল। অনন্তর তিনি রৌদ্রকর্ম্মা রুদ্রদেবকে সৌম্য মন্ত্রে আপনার দেহ উপহার প্রদান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। হে ভগবন্! আমি আঙ্গিরসকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, অদ্য এই বিপদ্কালে তোমার প্রতি ভক্তিভাবে সমাধিবলে হুতাশনে আত্মদেহ আহুতি প্রদান করিতেছি, তুমি এই উপহার প্রতিগ্রহ কর। সমস্ত ভূত তোমাতেই বিদ্যমান আছে এবং তুমিও সর্ব্বভূতে বিরাজমান রহিয়াছ; প্রধান প্রধান গুণ সমুদায় তোমাতেই

অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে আমি শত্রুপরাজয়ে অসমর্থ হইয়া তোমার নিকট হবিঃস্বরূপ অবস্থান করিতেছি, তুমি আমারে প্রতিগ্রহ কর। মহাবীর অশ্বত্থামা এই বলিয়া সেই প্রদীপ্ত পাবকযুক্ত বেদীতে আরোহণ পূর্ব্বক হুতাশনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন ভগবান্ রুদ্র তাঁহারে হুতাশনমধ্যে প্রবিষ্ট, নিশ্চেষ্ট ও ঊর্দ্ধবাহু নিরীক্ষণ করিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, হে বীর! মহাত্মা কৃষ্ণ সত্য, শৌচ, আর্জব, দান, তপ, নিয়ম, ক্ষমা, ধৃতি, বুদ্ধি ও বাক্যে আমার আরাধনা করিয়াছেন; সুতরাং কৃষ্ণ অপেক্ষা আমার আর কেহই প্রিয়তম নাই। সেই কৃষ্ণের সম্মান রক্ষা ও তোমার বলবীর্য্য পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি পাঞ্চালগণকে সুরক্ষিত করিয়া মায়াবল বিস্তার করিয়াছিলাম; কিন্তু পাঞ্চালেরা কালগ্রস্ত হইয়াছে, আজি তাহাদিগের জীবন রক্ষা হইবে না। ভূতভাবন ভগবান্ ভবানিপতি এই বলিয়া অশ্বত্থামারে এক সুনির্ম্মল খড়্গ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা পুনরায় শঙ্করের তেজঃপ্রভাবে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উদ্ভাসিত হইয়া যুদ্ধার্থে মহাবেগে শিবিরে ধাবমান হইলেন। ভূত ও রাক্ষসগণ সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় দ্রোণতনয়কে শত্রুশিবিরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অদৃশ্য ভাবে তাঁহার উভয় পার্শ্বে গমন করিতে লাগিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! মহারথ অশ্বত্থামা শিবিরে প্রবেশ করিলে কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য কি কার্য্য করিলেন? তাঁহারা কি ভয় ব্যাকুল বা সামান্য রক্ষকগণ কর্ত্তৃক অলক্ষিত

ভাবে নিবারিত হইয়া পলায়ন করিলেন অথবা শিবির ভেদ এবং সোমক ও পাণ্ডবগণকে সংহার পূর্ব্বক পাঞ্চালদিগের হস্তে নিহত হইয়া দুর্য্যোধনের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন ?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! মহাত্মা দ্রোণপুত্র শিবির প্রবেশে সমুদ্যত হইলে মহারথ কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য দ্বারদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা তাঁহাদিগকে তথায় অবস্থিত দেখিয়া আনন্দিত চিত্তে মৃদু স্বরে কহিলেন, হে বীরদ্বয়। আপনারা যত্ন করিলে নিদ্রাগত হতাবশিষ্ট বিপক্ষপক্ষীয় যোধগণের কথা দূরে থাকুক, সমুদায় ক্ষত্রিয়কুল সংহার করিতে পারেন। আমি এক্ষণে শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়া কৃতান্তের ন্যায় পরিভ্রমণ করিব। যেন এ স্থানে কোন ব্যক্তি আপনাদের নিকট পরিত্রাণ না পায়, আমার এইমাত্র প্রার্থনা। মহাবাহু দ্রোণকুমার এই বলিয়া গম্য দ্বার পরিহার পূর্ব্বক অন্য স্থান দিয়া নির্ভয় চিত্তে পাণ্ডবগণের শিবিরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ধৃষ্টদ্যুম্নের শয়নাগার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় সমরপরিশ্রান্ত পাঞ্চালগণ বিশ্বস্ত চিত্তে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে আহ্লাদিত চিত্তে দ্রুপদপুত্রের শয়ন গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহারে দিব্যাস্তরণ সমাবৃত সুগন্ধি মাল্য পরিশোভিত বিচিত্র ক্ষৌমমণ্ডিত শয়নীয়ে অকুতোভয়ে নিদ্রাগত দেখিয়া পদাঘাত দ্বারা প্রবোধিত করিলেন। সমরদুর্ম্মদ ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামার পদপ্রহারে জাগরিত ও উত্থিত হইয়া তাঁহারে দ্রোণপুত্র বলিয়া জানিতে পারিলেন। তখন মহাবল অশ্বত্থামা দ্রুপদতনয়কে শয্যা

হইতে সমুত্থিত দেখিয়া দুই হস্তে তাঁহার কেশ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহারে ধরাতলে নিষ্পেষিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণপুত্রের প্রভাবে এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া নিদ্রা ও ভয় প্রযুক্ত প্রতিবিধানের কোন উপায়ই করিতে পারিলেন না। অশ্বত্থামা চরণ দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠ-দেশ আক্রমণ করিয়া তাঁহারে পশুর ন্যায় নিধন করিতে সমুদ্যত হইলেন। তখন দ্রুপদকুমার নখর প্রহারে দ্রোণ-পুত্রের কলেবর ক্ষত বিক্ষত করিয়া অস্পষ্ট স্বরে কহিলেন, আচার্য্যপুত্র! অস্ত্রপ্রহার দ্বারা অবিলম্বে আমারে সংহার কর, তাহা হইলে আমি তোমার প্রসাদে পবিত্র লোকে গমন করিতে পারিব। মহাবীর অশ্বত্থামা দ্রুপদতনয়ের সেই অব্যক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,রে কুলাঙ্গার! আচার্য্যহন্তাদিগের কোন লোকেই গমনে অধিকার নাই; অতএব তোর উপর শস্ত্র নিক্ষেপ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কোপান্বিত দ্রোণপুত্র এই বলিয়া সিংহ যেমন মদমত্ত মাতঙ্গের মর্ম্ম পীড়ন করে, তদ্রূপ সুদারুণ পদাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্নের মর্ম্ম পীড়ন করিতে লাগিলেন। তখন তত্রত্য মহিলাগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষক সকল তাঁহার আর্ত্তনাদে জাগরিত হইয়া তাঁহারে ভূতোপহত জ্ঞান করিয়া ভয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতেও সমর্থ হইল না। মহাবীর অশ্বত্থামা এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক সিংহনাদে দশ দিক্ পরিপূরিত করত অন্যান্য শত্রু সংহারার্থ গমন করিতে লাগিলেন।

মহারথ দ্রোণপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের গৃহ হইতে বহির্গত হইলে যাবতীয় মহিলা ও রক্ষকগণের ভীষণ ক্রন্দন কোলাহল সমু-

স্থিত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্নের পত্নীগণ স্বামীরে নিহত দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রোদনশব্দে অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ সহসা জাগরিত হইয়া বর্ম্মধারণ পূর্ব্বক কোলাহলের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রমণীগণ ভয়বিহ্বল চিত্তে কাতর স্বরে কহিতে লাগিলেন। তোমরা সত্বরে আগমন কর। ঐ দেখ, একজন পুরুষ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। ঐ ব্যক্তি মনুষ্য কি নিশাচর, তাহা আমরা কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। তখন শিবিরস্থ প্রধান প্রধান যোধগণ সহসা অশ্বত্থামারে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর দ্রোণকুমার রুদ্রাস্ত্র দ্বারা সেই সমাগত বীরগণকে নিপাতিত করিয়া অনতিদূরে নিদ্রিত উত্তমৌজারে অবলোকন পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং অচিরাৎ পাদ দ্বারা তাঁহার কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থল আক্রমণ করিয়া তাঁহারে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর যুধামন্যু উত্তমৌজারে রাক্ষসহস্তে নিহত বিবেচনা করিয়া সত্বরে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে অশ্বত্থামার হৃদয়ে আঘাত করিলেন। তখন দ্রোণপুত্র বেগে ধাবমান হইয়া তাঁহারে ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক পশুর ন্যায় সংহার করিয়া ফেলিলেন।

যুধামন্যু নিহত হইলে মহাবীর অশ্বত্থামা ইতস্তত শয়ান মহারথগণের প্রতি ধাবমান হইয়া খড়্গাঘাতে যজ্ঞস্থলে বিকম্পিত পশুগণের ন্যায় একে একে তাহাদের প্রাণ সংহার করিলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে শিবিরমধ্যস্থ ন্যস্তশস্ত্র পরিশ্রান্ত যোধগণকে সমুদায় হস্তী অশ্বের সহিত নিপাতিত করিয়া রুধিরাক্ত কলেবরে কালান্তক যমের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

সেই করাল করবালধারী মহাবীরের গাত্রে অসিবিচ্ছিন্ন ইতস্তত সঞ্চরিত বীরগণের শোণিতধারা সংলগ্ন হওয়াতে তাঁহারে অতি ভীষণ অপূর্ব্ব প্রাণী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সমরে অগ্রসর যোধগণ অশ্বত্থামার অলৌকিক রূপ দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অনেকে তাঁহারে রাক্ষস বিবেচনা করিয়া নেত্র নিমীলিত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে মহাবীর অশ্বত্থামা সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শিবিরে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও অবশিষ্ট সোমকগণকে অবলোকন করিলেন। শরাসনধারী মহারথ দ্রৌপদীতনয়গণ সমর কোলাহলে জাগরিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ পূর্ব্বক অশ্বত্থামারে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। প্রভদ্রকগণ ও মহাবীর শিখণ্ডী তাঁহাদিগের সমরশব্দে প্রবোধিত হইয়া শরজালে দ্রোণপুত্রকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সমরপরাক্রান্ত মহারথ অশ্বত্থামা সেই শরজালবর্ষী বীরগণকে দর্শন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং পিতৃবধ বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া সরোষ নয়নে সহস্র চন্দ্র পরিশোভিত চর্ম্ম ও সুবর্ণমণ্ডিত দিব্য খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্রৌপদী-তনয়গণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে প্রতি-বিন্ধ্যের কুক্ষিদেশ ছেদন করিলে ঐ মহাবীর নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিলেন। তখন প্রতাপশালী সুতসোম প্রাস দ্বারা অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিয়া খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাত্মা দ্রোণপুত্র তদ্দর্শনে ক্রোধ-

ভরে সুতসোমের অসি সমবেত বাহু ছেদন করিয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে খড়্গাঘাত করিলেন। মহাবীর সুতসোম সেই আঘাতে ব্যথিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন নকুলপুত্র মহাবল শতানীক বাহুবলে অশ্বত্থামার হৃদয়ে রথ-চক্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দ্রোণকুমার নকুলনন্দনের প্রহারে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারে ভূতলে নিপাতন পূর্ব্বক তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর শ্রুত-কর্ম্মা পরিঘ ধারণ পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইয়া অশ্বত্থামার মধ্যদেশে আঘাত করিলেন। আচার্য্যপুত্র তদ্দর্শনে করাল করবাল দ্বারা তাঁহার আস্যদেশ ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগি-লেন। মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা আচার্য্যতনয়ের খড়্গাঘাতে বিকৃত-মুখ ও নিহত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন মহা-রথ শ্রুতকীর্ত্তি অশ্বত্থামার প্রতি অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দ্রোণপুত্র চর্ম্ম দ্বারা শ্রুতকীর্ত্তির সেই শরবর্ষণ নিবারণ করিয়া তাঁহার কুণ্ডলসম্বলিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ভীষ্মনিহন্তা শিখণ্ডী প্রভদ্রকগণের সহিত মিলিত হইয়া মহাবীর অশ্বত্থামারে বিবিধ অস্ত্রে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার ললাটে এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণকুমার তদ্দর্শনে কোপান্বিত হইয়া খড়্গ দ্বারা শিখণ্ডীরে দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেম। দ্রুপদতনয় নিহত হইলে অসি-মার্গবিশারদ মহাবীর অশ্বত্থামা ক্রোধভরে ধাবমান হইয়া যাবতীয় প্রভদ্রক, বিরাট রাজার হতাবশিষ্ট সৈন্য সমুদায়, দ্রুপদের পুত্র পৌত্র ও সুহৃদ্গণ এবং অন্যান্য বীরগণকেও

ছেদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণ দেখিলেন যে, রক্তবদনা লোহিতনয়না রক্তমাল্যানুলেপনা রক্তবস্ত্রধারিণী কৃষ্ণবর্ণা কালরাত্রি অসংখ্য অশ্ব কুঞ্জর ও ন্যস্ত-শস্ত্র মুক্তকেশ মহারথদিগকেও ভীষণ পাশে বদ্ধ করিয়া প্রস্থানে সমুদ্যত হইয়াছেন। হে মহারাজ! কুরুপাণ্ডবের ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হওয়া অবধি পাণ্ডব পক্ষীয় যোধ-গণ প্রতিরাত্রিতেই স্বপ্নে দেখিতেন যে, ঐ করালবদনা কামিনী তাঁহাদিগকে লইয়া গমন করিতেছেন এবং মহারথ দ্রোণ-তনয় তাঁহাদের সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এইরূপে মহাবীর দ্রোণকুমার সেই দৈবোপহত প্রাণি-গণকে সিংহনাদে বিত্রাসিত ও নিপাতিত করিলেন। বীরগণ তৎকালে পূর্ব্বকালীন স্বপ্নদর্শন স্মরণ করিয়া উহা দৈবপীড়ন বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। অনন্তর পাণ্ডবশিবিরস্থ সহস্র সহস্র ধনুর্দ্ধর বীর সেই শব্দে জাগরিত হইয়া উঠিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় কাহারও চরণদ্বয় ছেদন, কাহারও জঘন বিদারণ এবং কাহারও বা পার্শ্ব-দেশ ভেদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কেহ কেহ গজ ও কেহ অশ্বদ্বারা উন্মথিত হইল এবং অনেকে নিতান্ত পেষিত হইয়া আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এইরূপে সেই সমস্ত নিপতিত বীরগণে রণভূমি পরিপূর্ণ হইলে, ঐ বীর কে, কোন্ জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কাহার কণ্ঠস্বর শ্রুতি-গোচর হইতেছে, এইরূপ নানা প্রকার ক্রন্দন ধ্বনি সমুত্থিত হইল। ঐ সময় দ্রোণনন্দন অন্তকের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক শস্ত্রহীন কবচশূন্য পাণ্ডবসৈন্য ও সৃঞ্জয়গণকে যমালয়ে

প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে অনেকে অশ্বত্থামার শস্ত্রপাতে নিতান্ত ভীত হইয়া দ্রুত বেগে পলায়ন করত নিদ্রাবেশ প্রভাবে বিসংজ্ঞ ও নিপতিত হইল। অনেকে মোহ যুক্ত ও উরুস্তম্ভে অভিভূত হইয়া পড়িল এবং অনেকে নিতান্ত ভীত ও একান্ত অবসন্ন হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা সেই ভীম নিস্বন সম্পন্ন রথে পুনরায় আরোহণ পূর্ব্বক ধনুর্দ্ধারণ করিয়া শরনিকরে অনেকানেক বীরকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। কতকগুলি বীর উত্থিত এবং কতকগুলি তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইতেছিল, তিনি তাহাদিগকে দূর হইতে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিলেন। তৎপরে তিনি রথচক্র দ্বারা অনেককে প্রমথিত করিয়া অবশিষ্ট শত্রুগণের প্রতি শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন এবং অব্যবহিত পরেই বিচিত্র চর্ম্ম ও আকাশের ন্যায় শ্যামল অসি গ্রহণ করিয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দ্রোণতনয় মত্ত মাতঙ্গ যেমন অতি বিস্তীর্ণ হ্রদ আলোড়িত করে, তদ্রূপ সেই শত্রুশিবির বিক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময় নিদ্রায় একান্ত কাতর অনেক যোদ্ধা সেই তুমুল সংগ্রাম শব্দে নিতান্ত ভীত ও উত্থিত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইল। তন্মধ্যে কেহ কেহ অতি কর্কশ স্বরে চিৎকার ও কেহ কেহ অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিতে লাগিল। তৎকালে অনেকে অস্ত্র শস্ত্র ও বসন প্রাপ্ত হইল না। অনেকের কেশ আলুলিভ হইয়া গেল। কেহই কাহারে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইল না। কেহ কেহ গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত

হইয়া নিপতিত হইল। কেহ কেহ ইতস্তত ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। হস্তী ও অশ্বেরা বন্ধন ছেদন করিয়া বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং কতকগুলি দলবদ্ধ হইয়া ধাবমান হইল। কতকগুলি মনুষ্য নিতান্ত ভীত হইয়া ভূতলে বিলীন হওয়াতে হস্তী ও অশ্বগণ তাহাদিগকে চরণ দ্বারা নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিল।

এইরূপে সেই রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিলে রাক্ষসগণ হৃষ্ট মনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সেই সিংহনাদ শব্দে দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। হস্তী ও অশ্বগণ সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণে বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক শিবির-স্থিত ব্যক্তিদিগকে বিমর্দ্দিত করত ইতস্তত ধাবমান হইল। তখন উহাদিগের চরণসমুত্থিত ধূলিজালে সেই রজনীযোগে শিবিরমধ্যে অন্ধকার দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন সকলেই জ্ঞান শূন্য হইয়া কে পিতা, কে পুত্র, কে ভ্রাতা, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। হস্তী হস্তিযূথকে ও অশ্ব অশ্বগণকে অতিক্রম করিয়া তাড়িত, সমাহত, ভূতলে পাতিত ও মর্দ্দিত করিতে লাগিল। ঐ সময় সুপ্তোত্থিত অন্ধকারাচ্ছন্ন জ্ঞান শূন্য মনুষ্যগণ কালপ্রেরিত হইয়াই যেন আত্মপক্ষ বিনাশে প্রবৃত্ত হইল। তখন দ্বারপালেরা দ্বারদেশ ও শিবির রক্ষকেরা শিবির পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে প্রাণপণে পলায়ন করিতে লাগিল। তৎকালে কেহই কাহারে চিনিতে পারিল না। সকলেই বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করত গোত্র ও নামোচ্চারণ করিয়া হা তাত! হা পুত্র! বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। অনেকে হাহাকার

শব্দ করিতে করিতে ভূতলে শয়ান হইল। মহাবীর অশ্বত্থামা তদ্দর্শনে পলায়মান ব্যক্তিদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় অনেক ক্ষত্রিয় প্রাণ রক্ষার্থে ভয়ে শিবির হইতে পলায়নে উদ্যত হইল। ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা ও মহাবীর কৃপাচার্য্য দ্বারদেশেই তাহাদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। অনেকে অস্ত্র শস্ত্র ও কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আলুলায়িত কেশে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। কৃপ ও কৃতবর্ম্মা তথাপি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন না। ঐ সময় তাঁহারা উভয়ে দ্রোণপুত্রের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া শিবিরের তিন স্থানে অগ্নি প্রদান করিলেন। অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়াতে শিবির আলোকময় হইলে আচার্য্যতনয় অশ্বত্থামা করে করবারি ধারণ পূর্ব্বক বিচরণ করত যাহারা তাঁহার অভিমুখে আগমন ও যাহারা ভয়ে পলায়ন করিতেছিল, তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার খড়্গাঘাতে অনেকে দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। দীর্ঘকলেবর হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ চীৎকার করিয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদের কলেবরে পৃথিবী এককালে সমাকীর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে অসংখ্য মনুষ্য নিহত হইলে বহুসংখ্যক কবন্ধ সমুত্থিত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কোন কোন বীরের আয়ুধ ও অঙ্গদযুক্ত বাহু, কাহারও মস্তক, কাহারও করিশুণ্ড সদৃশ ঊরু, কাহারও পাদ, কাহারও পৃষ্ঠ, কাহারও পার্শ্ব, কাহারও মধ্যদেশ ও কাহারও কর্ণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং কাহার কাহারও স্কন্ধদেশে আঘাত করিয়া তাহার

মস্তক শরীরমধ্যে প্রবেশিত করিয়া দিলেন। তৎকালে তাঁহার প্রভাবে অনেকেই সমরপরাঙ্মুখ হইল।

মহাবীর অশ্বত্থামা এইরূপে অসংখ্য মনুষ্য সংহার পূর্ব্বক বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় রজনী ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। অনেকে দ্রোণতনয়ের হস্তে নিহত ও অনেকে দৃঢ়তর সমাহত হইয়া সেই মৃত হস্তী, অশ্ব ও রথসঙ্কুল, যক্ষরাক্ষস সমাকীর্ণ সমরস্থলে নিপতিত হইল। অসংখ্য লোক পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রের নিমিত্ত আক্ষেপ করিতে লাগিল। ঐ সময় কেহ কেহ কহিল, ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যে কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয় নাই, আজি দুরাত্মা রাক্ষসগণ সেই কার্য্য সংসাধন করিল। পাণ্ডবগণ এখানে উপস্থিত না থাকাতেই আমাদিগের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। বাসুদেবপরিরক্ষিত ধনঞ্জয়কে কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ, কি রাক্ষস, কেহই পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। ঐ মহাবীর ব্রাহ্মণপ্রিয়, সত্যবাদী, দান্ত ও পরম দয়ালু। শত্রুপক্ষ নিদ্রিত, প্রমত্ত, ন্যস্তশস্ত্র, বদ্ধাঞ্জলি, ধাবমান বা মুক্তকেশ হইলে তিনি কখনই তাহাদিগকে বিনাশ করেন না। হায়! আজি দুরাত্মা রাক্ষসগণ কি ঘোরতর নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল! হে মহারাজ! অসংখ্য লোক এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে ভূতলশায়ী হইল।

অনন্তর মুহূর্ত্তকাল মধ্যে মনুষ্য ও অন্যান্য জীবগণের তুমুল কোলাহল তিরোহিত হইয়া গেল। বসুন্ধরা শোণিতসিক্ত হওয়াতে সেই ঘোরতর রজোরাশি এককালে অদৃশ্য

হইল। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা, পশুপতি যেমন পশু বিনাশ করেন, তদ্রূপ কি শয়ান, কি ধাবমান, কি যুধ্যমান, সকলকেই সংহার করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অনেকে হুতাশনে দগ্ধ ও অশ্বত্থামার আঘাতে নিপীড়িত হইয়া পরস্পরকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর দ্রোণতনয় এইরূপে অর্দ্ধ রাত্রমধ্যে পাণ্ডবদিগের সমুদায় সৈন্য শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ নিহত হওয়াতে ঐ রাত্রিতে রাক্ষস ও পিশাচগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাহারা পুত্রকলত্র সমভিব্যাহারে তথায় সমাগত হইয়া শোণিত পান, মাংস ভক্ষণ এবং মেদ, মজ্জা, অস্থি ও বসা আস্বাদন পূর্ব্বক ইহা অতি উপাদেয়, ইহা অতি পবিত্র, ইহা অতি সুস্বাদু এই বলিয়া মহা আহ্লাদে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ বসাপানে পরিতৃপ্ত হইয়া ধাবমান হইল। ঐ সমুদায় মাংসজীবী দেখিতে অতি ভয়ানক। উহাদিগের বর্ণ পিঙ্গল, দন্ত পর্ব্বতাকার, কেশ জটিল, জঙ্ঘা সুদীর্ঘ, উদর বৃহৎ, অঙ্গুলি পশ্চাৎ ভাগে নিহিত, কণ্ঠস্বর অতি ভয়ানক, শরীর ঘণ্টাজালে জড়িত এবং কণ্ঠা নীলবর্ণ। উহারা নিতান্ত নিষ্ঠুর ও নির্ঘৃণ। উহাদের মধ্যে অনেকেরই পাঁচ চরণ। হে মহারাজ! এইরূপ নানা প্রকার বদনযুক্ত অতি বিকটাকার অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ রাক্ষস তথায় সমুপস্থিত হইয়াছিল। ঐ সময় অসংখ্য ভূতও তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইল।

অনন্তর প্রত্যূষ সময়ে রুধিরাক্তকলেবর মহাবীর অশ্বত্থামা শিবির হইতে প্রতিগমন করিবার বাসনা করিলেন।

ঐ সময় তাঁহার খড়্গমুষ্টি একবারে করতলে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল। তিনি অতি দুর্গম পথে পদার্পণ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া কল্পান্তকালীন অনলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিলেম। তৎকালে তাঁহার পিতৃবিনাশ-জনিত দুঃখ অন্তর্হিত হইয়াছিল। অনন্তর তিনি রজনীযোগে লোক সকল নিদ্রিত হইলে শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক উহা যেরূপ নিঃশব্দ দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে তত্রত্য যাবতীয় লোক বিনষ্ট হওয়াতে উহা তদ্রূপ নিঃশব্দ দেখিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন এবং অচিরাৎ কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত কীর্ত্তন করিলেন। তখন তাঁহারাও আমরা অসংখ্য পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়কে উৎসন্ন করিয়াছি বলিয়া অশ্বত্থামার প্রীতি উৎপাদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা তিন জনই করতালি প্রদান পূর্ব্বক মহা হর্ষধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই রজনী নিদ্রিত ও অনবহিত পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের পক্ষে অতি ভয়ানক হইয়াছিল। কালের গতি অতিক্রম করা সুকঠিন। দেখুন, যাহারা আমাদিগের অসংখ্য বল নিহত করিয়াছিল, তাহারাই আবার এক্ষণে নিহত হইল। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহারথ অশ্বত্থামা প্রতিনিয়তই আমার পুত্রের জয় লাভের নিমিত্ত যত্নবান্ ছিলেন। তিনি কি কারণে পূর্ব্বেই ঐরূপ পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক পাণ্ডবসৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হন নাই। এক্ষণে নীচাশয় দুর্য্যোধন নিপাতিত হইলেই বা তিনি কি কারণে ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে মহাবীর অশ্বত্থামা অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন বাসুদেব, সাত্যকি ও পাণ্ডবগণের ভয়ে ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হন নাই। এক্ষণে তাঁহারা তথায় উপস্থিত না থাকাতে বিশেষত রাত্রিকালে সকলেই নিঃশঙ্ক চিত্তে নিদ্রিত হওয়াতেই তিনি আপনার অভিলষিত কার্য্য সংসাধনে সমর্থ হইলেন। বাসুদেব ও সাত্যকি সমবেত পাণ্ডবগণের সমক্ষে অন্যের কথা দূরে থাকুক দেবরাজ ইন্দ্রও পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ করিতে পারেন না। এইরূপে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনাশ পূর্ব্বক পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া পরম সৌভাগ্য পরম সৌভাগ্য বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর দ্রোণতনয় মহা আহ্লাদে কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মারে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, আমি দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং হতাবশিষ্ট পাঞ্চাল, সোমক ও মৎস্যগণকে নিহত করিয়াছি। এক্ষণে আমরা কৃতকার্য্য হইলাম। অতএব আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। অচিরাৎ কুরুরাজের সমীপে গমন পূর্ব্বক যদি তিনি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারে এই সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করা কর্ত্তব্য।

নবম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই তিন মহারথ দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিয়া রণনিপতিত রাজা দুর্য্যোধনের নিকট আগমন ও রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক দেখিলেন কুরুরাজ বিচেতনপ্রায় হইয়া অনবরত রুধির বমন

করিতেছেন এবং তাঁহার জীবন অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। বৃক প্রভৃতি ঘোরদর্শন শ্বাপদগণ তাঁহারে ভক্ষণ করিবার অভিলাষে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তিনি গাঢ়তর বেদনায় নিতান্ত কাতর ও ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া অতি কষ্টে উহাদিগকে নিবারণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে সেই হতাবশিষ্ট বীরত্রয় নিতান্ত শোকাকুল হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। কুরুরাজ সেই রুধিরোক্ষিত তিন মহারথ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া হুতাশনত্রয় পরিশোভিত যজ্ঞবেদীর ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর সেই বীরত্রয় কুরুরাজকে ধরাশয্যায় শয়ান দেখিয়া দুর্ব্বিসহ দুঃখে অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং হস্ত দ্বারা দুর্য্যোধনের মুখমণ্ডল হইতে রুধিরধারা মোচন করিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করত কহিলেন, হায়! দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই। কুরুরাজ দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি ছিলেন, এক্ষণে উনি নিহত হইয়া রুধিরলিপ্ত কলেবরে ধরাতলে শয়ন করিয়া আছেন। এই গদাপ্রিয় মহাবীরের সমীপে সুবর্ণজালজড়িত ভীষণ গদা নিপতিত রহিয়াছে। ইনি কোন যুদ্ধেই গদা পরিত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে প্রিয়তমা ভার্য্যা যেমন হর্ম্ম্যতলে নিদ্রিত ভর্ত্তার সহিত একত্র অবস্থান করে, তদ্রূপ এই গদা কুরুরাজের সহিত অবস্থান করিতেছে। উহা এই স্বর্গারোহণকালেও ইহাঁরে পরিত্যাগ করিতেছে না। হায়! কালের কি বিচিত্র গতি! যিনি সমস্ত ভূপালগণের শ্রেষ্ঠ, আজি তিনি সমরে নিপতিত হইয়া রজোরাশি গ্রাস করিতেছেন। যিনি বহুসংখ্য

শত্রুকে নিহত করিয়া ভূতলশায়ী করিয়াছিলেন আজি তিনি বিপক্ষের বলবীর্য্যে বিনষ্ট হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিয়াছেন। অসংখ্য ভূপতি ভীত মনে যাঁহার চরণে প্রণত হইতেন, আজি তিনি সমরশায়ী হইয়া শৃগাল কুক্কুরে পরিবৃত রহিয়াছেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ অর্থের নিমিত্ত যাঁহার নিকট সতত প্রার্থনা করিতেন, আজি মাংসাশী জন্তুগণ মাংস লাভার্থে সেই মহাবীরের উপাসনা করিতেছে।

অনন্তর মহারথ অশ্বত্থামা কুরুরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক অতি করুণস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করত কহিলেন, মহারাজ! লোকে তোমারে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তুমি হলধারী বলদেবের প্রিয় শিষ্য ও যুদ্ধে ধনাধিপতি কুবেরের অনুরূপ। দুরাত্মা ভীম রণস্থলে কিরূপে তোমার রন্ধ্র প্রাপ্ত হইল? কালকে অতিক্রম করা নিতান্ত সুকঠিন। ভীম তোমারে সংহার করিয়াছে ইহাও আমাদিগের দেখিতে হইল! সেই পাপাত্মা মূর্খ ছলপ্রকাশ পূর্ব্বক তোমার বিনাশে কৃতকার্য্য হইয়াছে। ঐ দুরাচার ধর্ম্মযুদ্ধে তোমারে আহ্বান করিয়া অধর্ম্মানুসারে গদাঘাতে তোমার উরুদ্বয় ভগ্ন করিয়াছে। সে যখন তোমারে অধর্ম্মযুদ্ধে নিপাতিত করিয়া তোমার মস্তকে পদাঘাত করে, তৎকালে কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিল। অতএব তাহাদিগকে ধিক্। যত দিন এই জীবলোক বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন বৃকোদর যে শঠতাচরণ পূর্ব্বক তোমারে সংহার করিয়াছে, সকলেই তাহার এই অপযশ ঘোষণা করিবে, সন্দেহ নাই। মহাবল বলদেব সর্ব্বদা সভামধ্যে শ্লাঘা করিয়া

থাকেন যে, কুরুরাজ দুর্য্যোধন আমার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন, তাঁহা অপেক্ষা গদাযুদ্ধে আর কেহই উৎকৃষ্ট নাই।

হে মহারাজ! মহর্ষিগণ ক্ষত্রিয়দিগের যাহা প্রশস্ত গতি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তুমি সমরে পরাঙ্মুখ ও নিহত হইয়া সেই গতি লাভ করিলে। অতএব তোমার নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র অনুতাপ হইতেছে না। কেবল তোমার বৃদ্ধ জনক জননী দারুণ পুত্রশোক প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া আমি তাঁহাদিগের নিমিত্তই সন্তপ্ত হইতেছি। তাঁহারা অতঃপর ভিক্ষুক হইয়া শোকাকুলিত চিত্তে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিবেন, সন্দেহ নাই। যদুকুলোদ্ভব কৃষ্ণ ও দুর্ম্মতি অর্জ্জুনকে ধিক্! উহারা আপনাদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া অভিমান করে; কিন্তু তোমারে অধর্ম্মযুদ্ধে নিহত দেখিয়াও অনায়াসে উপেক্ষা প্রদর্শন করিল। অন্যান্য ভূপালগণ দুর্য্যোধন কিরূপে নিহত হইয়াছেন এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে নির্লজ্জ পাণ্ডবগণ কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে। হে কুরুরাজ! তুমি সমরে পরাঙ্মুখ না হইয়া যে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে এই নিমিত্ত তোমারে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এক্ষণে বন্ধুবান্ধব বিহীনা হতপুত্রা গান্ধারী ও প্রজ্ঞাচক্ষু অন্ধরাজের কি গতি হইবে! ভোজরাজ কৃতবর্ম্মারে, মহারথ কৃপাচার্য্যকে ও আমারে ধিক্! আমরা প্রজারক্ষক সর্ব্বকামপ্রদ ভূপতিরে অগ্রসর করিয়া স্বর্গারোহণ করিতে পারিলাম না। পূর্ব্বে আমরা মহাবীর কৃপাচার্য্যের, আপনার ও আমার পিতার বীর্য্য প্রভাবে বন্ধু-বান্ধব সমভিব্যাহারে রত্নময় বিবিধ গৃহে অবস্থান ও ভূরিদক্ষিণ প্রভূত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি; আমরা কাহার শরণাপন্ন

হইব। আপনি সমুদায় ভূপতিরে অগ্রসর করিয়া পরলোকে যাত্রা করিলেন, কেবল আমরা তিন জন আপনার অনুগমন করিতে পারিলাম না। এই নিমিত্তই নিতান্ত তাপিত হই-তেছি। এক্ষণে আমাদিগকে স্বর্গহীন অর্থবিহীন হইয়া চিরকাল আপনার স্থকৃত স্মরণ করিতে হইবে। আমরা জীবিত থাকিয়া আপনার কি হিতানুষ্ঠান করিব। এক্ষণে আপনি এই আশ্রিত-গণকে পরিত্যাগ করাতে ইহাদের সুখ, শান্তি একবারেই উচ্ছিন্ন হইল। অতঃপর এই হতভাগ্যদিগকে অতিকষ্টে ভূম-ণ্ডলে পর্য্যটন করিতে হইবে। হে মহারাজ! আপনি স্বর্গা-রোহণ পূর্ব্বক আমার বচনানুসারে মহারথগণকে যথোপযুক্ত পূজা করিয়া সর্ব্বাগ্রে আমার পিতা ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য আচার্য্যকে কহিবেন যে, আজি অশ্বত্থামা দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিয়াছে। পিতারে এই কথা বলিয়া মহারথ বাহ্লীক, সিন্ধু-রাজ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা ও অন্যান্য ভূপালগণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন।

হে মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা ভগ্নোরু বিচেতন দুর্য্যো-ধনকে এই কথা কহিয়া পুনরায় তাঁহারে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহি-লেন, কুরুরাজ! যদি জীবিত থাকেন, তবে এই শ্রুতিসুখকর বাক্য শ্রবণ করুন। এক্ষণে পাণ্ডবপক্ষে পঞ্চ পাণ্ডব, বাসুদেব ও সাত্যকি এই সাত জন এবং আমাদের পক্ষে আমরা তিন জন, সমুদায়ে উভয়পক্ষে আমরা দশজনমাত্র জীবিত রহিয়াছি। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র সমুদায়, পাঞ্চালগণ ও অবশিষ্ট মৎস্যগণ আমার হস্তে নিহত হইয়াছে। আমি এই রাত্রিযোগে শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক পাপাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পশুর

ন্যায় সংহার ও পাণ্ডবগণের সমুদায় বাহন, সৈন্য ও পুত্রগণকে বিনাশ পূর্ব্বক বৈরনির্যাতন করিয়াছি। হে মহারাজ! কুরুরাজ দুর্য্যোধন দ্রোণপুত্রের মুখে সেই প্রীতিকর সমাচার শ্রবণে সংজ্ঞালাভ করিয়া কহিলেন, হে বীর! মহাবাহু ভীষ্মদেব, কর্ণ ও তোমার পিতা দ্রোণাচার্য্য যে কার্য্য সংসাধনে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তুমি কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া তাহা সম্পাদন করিয়াছ। নীচাশয় পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীর সহিত নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আজি আমি আপনারে ইন্দ্রতুল্য জ্ঞান করিতেছি; এক্ষণে তোমাদিগের মঙ্গল হউক; পুনরায় স্বর্গে আমার সহিত মিলন হইবে। কুরুরাজ এই কথা বলিয়া সেই বীরত্রয়কে আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুবিয়োগ দুঃখ বিস্মৃত হইয়া স্বর্গে সমারূঢ় হইলেন। তাঁহার দেহমাত্র ভূতলে নিপতিত রহিল। হে মহারাজ! এইরূপে কুরুপতি মহাবীর দুর্য্যোধন সমরে ঘোরতর পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক শত্রুহস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সেই বীরত্রয় কুরুরাজকে আলিঙ্গন ও সস্নেহ নয়নে বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া স্ব স্ব রথে আরোহণ পূর্ব্বক শোকসন্তপ্ত চিত্তে সেই প্রত্যূষ সময়ে নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহারাজ! আপনার কুমন্ত্রণাই এই কুরু-পাণ্ডব সৈন্যক্ষয়ের মূলীভূত কারণ। আজি আপনার পুত্র স্বর্গারোহণ করিলে আমার ঋষিপ্রদত্ত দিব্যদর্শিত্ব বিনষ্ট হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপে প্রিয়পুত্র দুর্য্যোধনের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিতান্ত চিন্তাকুল হইলেন।

ঐষীক পর্ব্বাধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এ দিকে রজনী প্রভাত হইবামাত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া ঐ রাত্রির সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করত কহিল, মহারাজ! দ্রুপদতনয়গণ ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র রাত্রিকালে বিশ্বস্ত চিত্তে শিবির মধ্যে নিদ্রিত ছিলেন, দুরাত্মা কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা সেই সুযোগে তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়াছে। ঐ দুরাত্মাদিগের প্রাস, শক্তি ও পরশু প্রভাবে আমাদের অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য এককালে নিঃশেষিত হইয়াছে। কুঠারনিকৃত্ত মহাবনের ন্যায় আপনার বিপুল বল বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলে ভীষণ তুমুল শব্দ শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। দুরাত্মারা আপনার শিবিরস্থ সমুদায় প্রাণীর প্রাণসংহার করিয়াছে, কেবল আমি একাকী অনবহিত কৃতবর্ম্মার হস্ত হইতে অতি কষ্টে মুক্তিলাভ করিয়াছি।

হে জনমেজয়! কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির দূতমুখে সেই অমঙ্গল বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব তৎক্ষণাৎ তাঁহারে ধারণ করিলেন।

তখন ধর্ম্মরাজ অতিকষ্টে সংজ্ঞালাভ করিয়া শোকাকুল বাক্যে বিলাপ করত কহিলেন, হায়! আমরা যে শত্রুগণকে পরাজয় করিলাম, আবার তাহাদিগের হস্তেই আমাদিগকে পরাজিত হইতে হইল। কার্য্যগতি দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরও নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। আমরা বিপক্ষগণের গুরু, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, বয়স্য ও অমাত্য প্রভৃতি সকলকে পরাজয় ও বিনাশ করিয়া পরিশেষে পরাজিত হইলাম। দৈব প্রভাবে অনর্থ অর্থের ন্যায় এবং অর্থ অনর্থের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। এক্ষণে আমাদিগের এই জয়লাভ পরাজয় তুল্য এবং বিপক্ষদিগের পরাজয় জয়ের তুল্য হইয়াছে। যে জয়দ্বারা বিপদগ্রস্তের ন্যায় অনুতাপ করিতে হয়, সে জয় কখনই জয় নহে; উহা পরাজয় স্বরূপ। হায়! আমরা যাহাদিগের নিমিত্ত বন্ধু বান্ধব বিনাশ করিয়া পাপাচরণ করিলাম, নির্জ্জিত ব্যক্তিগণ আবার সেই জয়লাভ-প্রহৃষ্ট পুত্রগণকেই বিনষ্ট করিল। দেখ, কর্ণি ও নালীক যাহার দংষ্ট্রা, খড়্গ যাহার জিহ্বা, কার্ম্মুক যাহার ব্যাদিত বদন ও জ্যানিস্বন যাহার গর্জ্জন স্বরূপ প্রতীয়মান হইত, সেই সিংহ স্বরূপ সমরোৎসাহী ক্রোধাবিষ্ট কর্ণের হস্ত হইতে যাহারা পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল, তাহারাই আজি প্রমাদ বশত নিহত হইল। যাহারা বায়ুবেগগামী তুরঙ্গ সংযোজিত রথে সমারূঢ় বিচিত্র শরশরাসন সম্পন্ন সমরদুর্ম্মদ দ্রোণ-চার্য্যের নিকট মুক্তি লাভ করিয়াছিল, আজি সেই রাজপুত্র-গণই প্রমাদ প্রযুক্ত কালকবলে প্রবেশ করিল! অতএব মর্ত্ত্য লোকে প্রমাদই মনুষ্যের নিধনের প্রধান কারণ। অন-বহিত ব্যক্তি অচিরাৎ অর্থভ্রষ্ট ও অনর্থগ্রস্ত হয় এবং কদাচ

বিদ্যা, তপস্যা, শ্রী ও কীর্ত্তিলাভে সমর্থ হয় না। দেখ, দেবরাজ ইন্দ্র অবহিত হইয়াই সমস্ত শত্রু বিনাশ পূর্ব্বক সুখে ইন্দ্রত্ব ভোগ করিতেছেন। সমৃদ্ধি সম্পন্ন বণিকেরা যেমন সাবধানে সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে প্রমাদ প্রযুক্ত সামান্য নদীমধ্যে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ শিবিরস্থ রাজবংশীয় মহেন্দ্র তুল্য বীরগণ মহারথদিগের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া অনবধান বশত ক্ষুদ্র অরাতিহস্তে নিহত হইল। তাহারা নিদ্রিতাবস্থায় শত্রুহস্তে নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে, সন্দেহ নাই। হায়! এক্ষণে প্রিয়তমা দ্রৌপদী বৃদ্ধ পিতা এবং ভ্রাতা ও পুত্রগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র জ্ঞানশূন্য ও ভূতলে নিপতিত হইয়া শোকানলে দগ্ধ হইবে। হায়! আজি তাহার কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল।

রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ বিলাপ করিয়া নকুলকে কহিলেন, মাদ্রীতনয়! তুমি অবিলম্বে মন্দভাগিনী দ্রৌপদীরে তাহার মাতৃকুলের সহিত এই স্থানে উপনীত কর। তখন ধর্ম্মাত্মা নকুল যুধিষ্ঠিরের বচনানুসারে রথারোহণ পূর্ব্বক দেবী পাঞ্চালী ও পাঞ্চালরাজের মহিষীগণকে আনয়নার্থ প্রস্থান করিলেন। মাদ্রীতনয় প্রস্থান করিলে রাজা যুধিষ্ঠির শোকার্দ্দিত চিত্তে সুহৃদ্গণ সমভিব্যাহারে রোদন করিতে করিতে সেই ভূতগণ সমাকীর্ণ শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পুত্রগণ ও বন্ধু বান্ধব সমুদায় রুধিরাক্ত কলেবরে ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। তাহাদিগের দেহ ছিন্ন ভিন্ন এবং কলেবর হইতে মস্তক পৃথক্কৃত হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ তাহাদের সেই দুরবস্থা দর্শনে যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়া উচ্চ স্বরে রোদন

করিতে করিতে অচেতন ও অনুচরগণের সহিত ভূতলে নিপতিত হইলেন।

একাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে পুত্র, পৌত্র ও সুহৃদ্‌গণকে সমরে নিহত দেখিয়া শোক দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইলেন। তাঁহাদের রূপলাবণ্য ও গুণগ্রাম স্মরণে তাঁহার শোকসাগর এককালে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তখন তত্রত্য সুহৃদ্‌গণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অশ্রুপূর্ণনেত্র কম্পিতকলেবর বিচেতনপ্রায় ধর্ম্মরাজকে বিবিধ প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাত্মা নকুল রোরুদ্যমানা দ্রৌপদীর সহিত সূর্য্য সদৃশ সমুজ্জ্বল রথে আরূঢ় হইয়া তথায় আগমন করিলেন। কমলনয়না পাঞ্চালী শিবির সন্নিধানে পুত্রগণের নিধন বৃত্তান্ত শ্রবণমাত্র বায়ুতাড়িত কদলীর ন্যায় বিকম্পিত কলেবরে শোকাকুলিত চিত্তে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন পূর্ব্বক সহসা ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার মুখকমল তিমিরাবৃত সূর্য্যের ন্যায় মলিন হইয়া গেল। ক্রোধপরায়ণ বৃকোদর প্রিয়তমারে ধূলিধূসরিত দেখিয়া বাহুপ্রসারণ পূর্ব্বক ধারণ করিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পুত্রশোকার্ত্তা দ্রৌপদী ভীমসেন কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া অন্যান্য পাণ্ডবগণ সমক্ষে ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে পুত্রগণকে কালকবলে নিক্ষেপ করিয়া কি সুখে রাজ্য সম্ভোগ করিবেন? সমুদায় পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াই কি একবারে মত্তমাতঙ্গগামী সুভদ্রাতনয় অভিমন্যুরে বিস্মৃত হইলেন? আপনি শিবিরমধ্যে বীরবরাগ্রগণ্য পুত্রগণের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ

করিয়া কি রূপে সুস্থির রহিয়াছেন ? পাপপরায়ণ নৃশংস অশ্বত্থামা সুখপ্রসুপ্ত বীরগণকে নিহত করিয়াছে শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। যদি আপনি আজি সেই পামরের জীবন সংহার না করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই এই স্থানে প্রায়োপবেশন করিব। অতএব অবিলম্বে দুরাত্মা দ্রোণতনয়কে উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করুন। যশস্বিনী কৃষ্ণা এই বলিয়া ধর্ম্মরাজের সমীপে প্রায়োপবেশন করিলেন।

পরম ধার্ম্মিক রাজা যুধিষ্ঠির প্রিয় মহিষী পাঞ্চালীরে প্রায়োপবিষ্ট দেখিয়া কহিলেন, যাজ্ঞসেনি ! তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত আছ। তোমার পুত্র ও ভ্রাতৃগণ ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইয়াছে ; অতএব তাহাদের নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না। আর দ্রোণপুত্রও এ স্থান হইতে অতি দূরবর্ত্তী দুর্গম অরণ্যে পলায়ন করিয়াছে ; অতএব তুমি কি রূপে তাহার সমরমৃত্যু অবগত হইতে সমর্থ হইবে ?

দ্রৌপদী কহিলেন, মহারাজ ! শুনিয়াছি, দ্রোণপুত্রের মস্তকে একটি সহজমণি আছে, যদি আপনি ঐ পাপাত্মারে নিপাতিত করিয়া তাহার সেই মণি আহরণ করেন, তাহা হইলে উহা আপনার মস্তকে রাখিয়া আমি কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতে পারি। চারুদর্শনা যাজ্ঞসেনী ধর্ম্মরাজকে এই কথা কহিয়া ভীমসেনের নিকট আগমন পূর্ব্বক কাতর স্বরে কহিলেন, হে নাথ ! ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণ করিয়া আমারে পরিত্রাণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য ; অতএব সুররাজ যেমন শম্বরকে নিহত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি পাপাত্মা অশ্বত্থামারে

নিপাতিত কর। ইহলোকে তোমার তুল্য পরাক্রান্ত পুরুষ আর কে আছে? তুমি যে বারণাবত নগরে বিষম বিপন্ন পাণ্ডবগণের একমাত্র আশ্রয় হইয়াছিলে; হিড়িম্ব নিশাচরের হস্ত হইতে যে ভ্রাতৃগণ ও মাতাকে রক্ষা করিয়াছিলে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আর সুররাজ পুরন্দর যেমন নহুষের হস্ত হইতে শচীরে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি বিরাট নগরে দুরাত্মা কীচকের হস্ত হইতে আমারে পরিত্রাণ করিয়াছ। হে বীর! তুমি পূর্ব্বে যেমন এই সকল মহৎকার্য্য সাধন করিয়াছিলে, তদ্রূপ এক্ষণে দুরাত্মা অশ্বত্থামারে সংহার করিয়া সুস্থশরীর হও।

হে মহারাজ! পুত্রশোকার্ত্তা পাঞ্চালী এইরূপ বিলাপ করিলে মহাবীর বৃকোদর উহা সহ্য করিতে না পারিয়া কার্ম্মুকহস্তে কাঞ্চনভূষিত মহারথে আরোহণ পূর্ব্বক নকুলকে সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দ্রোণপুত্রের বিনাশ বাসনায় সশর শরাসন বিস্ফারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অশ্বগণ নকুল কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বায়ুবেগে ধাবমান হইল। এইরূপে ভীমপরাক্রম ভীমসেন শিবির হইতে বহির্গত হইয়া দ্রোণপুত্রের রথচক্রচিহ্ন দর্শন পূর্ব্বক সেই চিহ্নের অনুসরণ ক্রমে তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! সমরদুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ভীমসেন অশ্বত্থামার নিধনার্থ ধাবমান হইলে যদুকুলতিলক বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! আপনার ভ্রাতা ভীমসেন পুত্রশোকসন্তপ্ত হইয়া একাকীই অশ্বত্থামার বিনাশ বাসনায় গমন

করিতেছেন। অন্যান্য ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা ভীমসেন আপনার সমধিক প্রিয়। আপনি আজি তাহারে বিপদসাগরে পতনোন্মুখ দেখিয়া কি রূপে নিশ্চিন্ত রহিলেন? ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য স্বীয় পুত্রকে ব্রহ্মশির নামে যে অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, উহা সমুদায় পৃথিবী দগ্ধ করিতে সমর্থ। আচার্য্য প্রথমে ঐ অস্ত্র প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে প্রদান করাতে তাঁহার একমাত্র পুত্র অশ্বত্থামা কোপাবিষ্ট হইয়া পিতার নিকট ঐ অস্ত্র প্রার্থনা করেন। সর্ব্বধর্ম্মবিশারদ দ্রোণাচার্য্য পুত্রকে দুঃশীল ও চঞ্চল বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন, তন্নিমিত্ত অনতি-সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহারে সেই অস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! ঘোরতর বিপদকালেও কাহারও বিশেষত মনুষ্যের প্রতি এই অস্ত্র পরিত্যাগ করিও না। আচার্য্য পুত্রকে এইরূপে অস্ত্র ও উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, পুত্র! তুমি কখনই সাধু জনাশ্রিত পথে অবস্থান করিতে পারিবে না। তখন অশ্বত্থামা পিতার সেই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণে এককালে মঙ্গল লাভে হতাশ্বাস হইয়া শোকাকুলিত চিত্তে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আপনি যৎকালে বনবাসী হইয়াছিলেন, সেই সময় দ্রোণপুত্র দ্বারকায় আগমন পূর্ব্বক কিয়দ্দিন তথায় অবস্থান করেন। বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ তাঁহারে প্রতিনিয়ত পূজা করিতেন। এক দিন আমি একাকী অবস্থান করিতেছি, এমন সময়ে দ্রোণকুমার আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, বাসুদেব! আমার পিতা অতি কঠোর তপস্যা করিয়া মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট ব্রহ্মশির নামে যে দেবগন্ধর্ব্বপূজিত অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমার

নিকট সেই অস্ত্র বিদ্যমান আছে। আপনি উহা গ্রহণ করিয়া আমারে আপনার অরাতিঘাতন চক্র প্রদান করুন। অশ্বত্থামা এইরূপে অস্ত্র প্রার্থনা পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিবিধ অনুনয় বিনয় করিলে আমি প্রীত হইয়া কহিলাম, ব্রহ্মন্! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, উরগ ও পতগগণ একত্র মিলিত হইলে বল-বীর্য্যে আমার শতাংশের একাংশও হইবে না। অতএব তোমার অস্ত্রে আমার প্রয়োজন নাই। আমার এই শরাসন, শক্তি, চক্র ও গদা বিদ্যমান আছে। এই সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে যাহা তুমি সমরে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবে, তাহা প্রার্থনা কর; আমি অবশ্যই তোমারে প্রদান করিব। দ্রোণপুত্র আমার বাক্য শ্রবণে গর্ব্ব পূর্ব্বক এই বজ্রতুল্য লৌহময় সহস্র কোটি সম্পন্ন চক্র প্রার্থনা করিল। আমিও তাঁহারে অচিরাৎ চক্র গ্রহণ করিতে অনুজ্ঞা করিলাম। তখন দ্রোণকুমার সহসা উত্থিত হইয়া বাম হস্তে চক্র ধারণ করিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই স্থানান্তরিত করিতে পারিলেন না। তৎপরে তিনি উহা দক্ষিণ করে ধারণ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কৃত-কার্য্য হইলেন না। পরিশেষে তিনি সম্পূর্ণ আয়াস ও যত্ন সহকারে কোন ক্রমে চক্র সঞ্চালিত করিতে না পারিয়া দুঃখিত মনে চক্র গ্রহণ প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিলেন। তখন আমি তাঁহারে নিতান্ত উদ্বিগ্ন দেখিয়া কহিলাম, আচার্য্যপুত্র! যে মহাবীর সমুদায় মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে সাক্ষাৎ দেবাদিদেব মহাদেবকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরিতুষ্ট করিয়াছে, পৃথিবী মধ্যে যাহার তুল্য প্রিয় পাত্র আমার আর কেহই নাই, আমি যাহারে পুত্র কলত্র প্রভৃতি সমুদায়ই প্রদান করিতে পারি, সেই পরম

সুহৃৎ শ্বেতাশ্ব কপিধ্বজ অর্জ্জুন কদাপি এই চক্র প্রার্থনা করে নাই। আমি হিমালয়ের পার্শ্বে দ্বাদশ বৎসর কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিয়া যাহারে পুত্ত্রত্বে লাভ করিয়াছি, যে বীর আমার তুল্য ব্রতচারিণী রুক্মিণীর গর্ব্ভে সনৎ কুমারের অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেই প্রিয় পুত্ত্র প্রদ্যুম্নও কখন এই দিব্য চক্র প্রার্থনা করে নাই। আর মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব, গদ ও শাম্ব প্রভৃতি দ্বারকানিবাসী বৃষ্ণিবংশীয় মহারথগণও কখন এই চক্র গ্রহণ করিবার বাসনা করেন নাই। তুমি কোন্ সাহসে ইহা প্রার্থনা করিলে ? তোমার পিতা ভরতবংশীয়-দিগের আচার্য্য, তুমিও সমুদায় যাদবগণের মান্য। অতএব এরূপ গর্হিত প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হওয়া তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে এই চক্র লইয়া কাহার সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা করিয়াছিলে ?

তখন দ্রোণপুত্ত্র কহিলেন, হে প্রভো ! আমি আপনার পূজা করিয়া আপনারই সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বভূতের অপরাজেয় হইব এই অভিপ্রায়ে এই দেবদানব পূজিত চক্র প্রার্থনা করিয়াছিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন, আমি চক্রলাভে কৃতকার্য্য না হইয়াও শিবের সহিত যুদ্ধে গমন করি। তুমি এই যে ভীষণ চক্রধারণ করিয়াছ, ইহা আর কাহারও ধারণ করিবার ক্ষমতা নাই। মহাবীর অশ্বত্থামা এই বলিয়া রথ, অশ্ব ও বিবিধ ধনরত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক যথাসময়ে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। হে মহারাজ! ঐ মহাবীর নিতান্ত রোষ-পরায়ণ ও বিশেষত ব্রহ্মশির অস্ত্র অবগত আছেন ; অতএব এক্ষণে তাঁহার হস্ত হইতে বৃকোদরকে রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হে জনমেজয়! ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য যদুনন্দন বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিয়া সর্ব্বায়ুধ সম্পন্ন সূর্য্যসঙ্কাশ রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথের ধুরকাষ্ঠের দক্ষিণে শৈব্য, বামে সুগ্রীব এবং উহার উভয় পার্শ্বে মেঘপুষ্প ও বলাহক নামে কাম্বোজ দেশীয় সুবর্ণমালাভূষিত অশ্ব সংযোজিত ছিল। উহাতে বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত রত্নখচিত দিব্য ধ্বজযষ্টি মূর্ত্তিমতী মায়ার ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ ধ্বজদণ্ডে প্রভাপুঞ্জোদ্ভাসিত পতগরাজ গরুড় অবস্থান করাতে উহার অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন সেই গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ ও বাসুদেবের উভয় পার্শ্বে অবস্থান পূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। তখন মহামতি বাসুদেব অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিলে অশ্বগণ মহাবেগে ধাবমান হইল। বিহঙ্গকুলের গমন কালে নভোমণ্ডলে যেরূপ শব্দ হইয়া থাকে, অশ্বগণের গমনবেগে অবনিমণ্ডলে সেইরূপ ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। উহারা কিয়ৎক্ষণ মধ্যে ভীমের সন্নিহিত হইল। তখন বাসুদেবপ্রমুখ বীরত্রয় শত্রুবিনাশে সমুদ্যত ক্রোধোদ্ধত মহাবীর বৃকোদরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন তাঁহাদের বাক্যে অনাদর প্রকাশ পূর্ব্বক দ্রৌপদীতনয়নিহন্তা দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামারে লক্ষ্য করিয়া ভাগীরথীতীরে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অন্যান্য ঋষিগণের সহিত তথায় অবস্থান করিতেছেন এবং

অস্ত্র প্রভাবে আমাদিগের সকলকে ভস্মাবশেষ করিবে। অতএব যাহাতে আমাদিগের ও লোকের মঙ্গল হয়, আপনারা তাহার মন্ত্রণা করুন। মহাত্মা ধনঞ্জয় এই বলিয়া স্বীয় অস্ত্র প্রতিসংহৃত করিলেন। ঐ অস্ত্র প্রতিসংহার করা দেবগণেরও অসাধ্য। অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও উহার প্রতিসংহারে সমর্থ নহেন। ঐ দিব্যাস্ত্র ব্রহ্মতেজ দ্বারা বিনির্ম্মিত। ব্রহ্মচারী ভিন্ন অন্য ব্যক্তি উহা প্রয়োগ করিলে আর প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হয় না। ব্রহ্মচর্য্য বিহীন অশিক্ষিত ব্যক্তি ঐ অস্ত্রের প্রতিসংহারের চেষ্টা করিলে উহা তৎক্ষণাৎ তাহারই মস্তক ছেদন করে। মহাবীর ধনঞ্জয় সত্যব্রতপরায়ণ, ব্রহ্মচারী ও গুরুশুশ্রূষাপরতন্ত্র ছিলেন বলিয়াই সেই অস্ত্রের প্রতিসংহারে সমর্থ হইলেন। তিনি ইতি পূর্ব্বে ঘোরতর বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও কখন ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করেন নাই।

হে মহারাজ! ঐ সময় দ্রোণতনয় মহাবীর অশ্বত্থামা সেই ঋষিদ্বয়কে পুরোবর্ত্তী অবলোকন করিয়া কোন ক্রমেই স্বীয় ঘোরতর অস্ত্রের প্রতিসংহারে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি অতিদীন মনে দ্বৈপায়নকে কহিলেন, মুনিসত্তম! আমি ভীমসেনের ভয়ে ভীত ও নিতান্ত বিপন্ন হইয়াই প্রাণ রক্ষার্থে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি। ভীমসেন সমরাঙ্গনে দুর্য্যোধনের বিনাশার্থ কপট ব্যবহার দ্বারা অতি অধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। আমি সেই কারণে পৃথিবী পাণ্ডবশূন্য করিব বলিয়া এই দুরাসদ দিব্যাস্ত্রে ব্রহ্মতেজ নিহিত করিয়া ইহা প্রয়োগ করিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে ইহার প্রতিসংহারে সমর্থ হইতেছি না। হে ব্রহ্মন্! আমি রাগোন্মত্ত হইয়া পাণ্ডব

দিগের বিনাশার্থ অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অতি কুকর্ম্ম করিয়াছি, সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই অস্ত্র নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবে।

তখন বেদব্যাস কহিলেন, বৎস! মহাত্মা অর্জ্জুন ব্রহ্মশির অস্ত্র বিদিত থাকিয়াও কদাচ তোমার বিনাশের নিমিত্ত রোষভরে উহা পরিত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে কেবল তোমার অস্ত্র নিবারণের নিমিত্তই ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অচিরাৎ উহার প্রতিসংহারও করিয়াছেন। ঐ মহাত্মা তোমার পিতার নিকট ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াও কদাচ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হন নাই। মহাবীর অর্জ্জুন ধৈর্য্যশালী, সাধু ও সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ; তুমি কি নিমিত্ত তাঁহারে তাঁহার ভ্রাতা ও বন্ধুগণের সহিত বিনাশ করিতে বাসনা করিয়াছ। যে রাজ্যে দিব্যাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র নিরাকৃত হয়, সে রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। এই জন্য মহাবীর অর্জ্জুন ক্ষমতাপন্ন হইয়াও প্রজাগণের হিতার্থ তোমার অস্ত্র বিনষ্ট করিলেন না। হে দ্রোণতনয়! এক্ষণে আপনারে, পাণ্ডবগণকে ও তাঁহাদের রাজ্য রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তুমি অবিলম্বে দিব্যাস্ত্র প্রতিসংহার পূর্ব্বক ক্রোধশূন্য হও। পাণ্ডবগণও নিরাপদ হউক। রাজর্ষি যুধিষ্ঠির কথনই অধর্ম্মানুসারে বিজয় বাসনা করেন না। এক্ষণে তুমি পাণ্ডবগণকে স্বীয় মস্তকস্থিত মণি প্রদান কর। উহাঁরা সেই মণি গ্রহণ করিয়া তোমার প্রাণ দান করিবেন।

তখন অশ্বত্থামা কহিলেন, মহর্ষে! পাণ্ডব ও কৌরবগণের যে সকল ধনরত্ন আছে, তৎসমুদায় অপেক্ষা আমার এই মণি

শ্রেষ্ঠ। ইহা ধারণ করিলে অস্ত্রভয়, ব্যাধিভয় ও ক্ষুধা এককালে তিরোহিত হইয়া যায় এবং দেব, দানব, পন্নগ, রাক্ষস ও তস্কর হইতে শঙ্কার লেশমাত্র থাকে না। অতএব এই মণি কোন রূপেই পরিত্যাগ করিবার উপযুক্ত নয়, কিন্তু আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহাও আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এক্ষণে এই মণি বিদ্যমান আছে, আমিও উপস্থিত রহিয়াছি। আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন; কিন্তু এই অমোঘ ঈষীকাস্ত্র পাণ্ডবতনয়দিগের মহিলাগণের গর্ব্ভস্থ সন্তান সন্ততির উপর নিপতিত হইবে। আমি কোন ক্রমেই এই অস্ত্র প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হইতেছি না।

তখন বেদব্যাস কহিলেন, হে দ্রোণপুত্র! এক্ষণে পাণ্ডবতনয়দিগের কামিনীগণের গর্ব্ভে অস্ত্র নিক্ষেপ করাই তোমার কর্ত্তব্য। আর অন্য ইচ্ছা করিও না। মহাত্মা বেদব্যাস এই কথা কহিলে দ্রোণতনয় পাণ্ডবতনয়দিগের মহিলাগণের গর্ব্ভ উদ্দেশ করিয়া সেই দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

অনন্তর মহামতি বাসুদেব পাপাত্মা অশ্বত্থামা পাণ্ডবকামিনীগণের গর্ব্ভে ঈষীকাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন অবগত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহারে কহিলেন, দ্রোণতনয়! পূর্ব্বে এক ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ বিরাট নগরে বিরাটদুহিতা অর্জ্জুনের পুত্রবধূ উত্তরারে কহিয়াছিলেন যে, রাজকুমারি! কৌরববংশ উৎসন্ন প্রায় হইলে তোমার গর্ব্ভে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে। কৌরব বংশের পরিক্ষীণাবস্থায় ঐ পুত্রের জন্ম হইবে বলিয়া উহার নাম পরিক্ষিৎ হইবে। হে আচার্য্যতনয়! সেই

সাধু ব্রাহ্মণ যাহা কহিয়া গিয়াছেন, তাহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। অতএব নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণের পরিক্ষিৎ নামে এক বংশধর পুত্র উৎপন্ন হইবে।

তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কৃষ্ণের মুখে সেই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে কহিলেন, কেশব! তুমি পাণ্ডবগণের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন পূর্ব্বক যাহা কহিলে, তাহা কদাচ সফল হইবে না। আমি যাহা কহিয়াছি তাহাই ঘটিবে। দেখ, তুমি বিরাটদুহিতার গর্ভ রক্ষা করিবার বাসনা করিতেছ; কিন্তু আমার এই অস্ত্র অচিরাৎ তাহাতে নিপতিত হইবে। বাসুদেব কহিলেন, দ্রোণতনয়! তোমার দিব্যাস্ত্র কদাচ ব্যর্থ হইবে না। কিন্তু সেই গর্ভস্থ বালক মৃত ও পুনরায় জীবিত হইয়া সুদীর্ঘকাল বসুন্ধরা অধিকার করিবে। হে দ্রোণাত্মজ! মনীষিগণ তোমারে পাপপরায়ণ কাপুরুষ বলিয়া অবগত আছেন। তুমি বালকঘাতী, অতএব তোমারে এক্ষণে অবশ্যই এই পাপ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। তুমি অসহায় হইয়া মৌন ভাবে তিন সহস্র বৎসর নির্জ্জন প্রদেশে পর্য্যটন করিবে; কদাচ লোকালয়ে অবস্থান করিতে পারিবে না। তোমারে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিগ্রস্ত ও পূয়শোণিতগন্ধ সম্পন্ন হইয়া নিরন্তর দুর্গম অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতে হইবে। আর পাণ্ডবকুলতিলক পরিক্ষিৎ ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইয়া বেদাধ্যয়ন ও কৃপাচার্য্য হইতে অস্ত্র শস্ত্র সমুদায় শিক্ষা করিয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে ষষ্টি বৎসর পৃথিবী পালন করিবে। হে নির্ব্বোধ! তোমার সমক্ষেই পরিক্ষিত কুরুকুলে রাজপদবী প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে তুমি তাহারে অস্ত্রানলে দগ্ধ করিলেও আমি পুনরায়

তাহার জীবন প্রদান করিব। আজি তুমি আমার তপস্যা ও সত্যের পরাক্রম অবলোকন কর।

তখন ব্যাসদেব কহিলেন, হে দ্রোণাত্মজ! তুমি যখন আমাদিগকে অনাদর করিয়া এই নিদারুণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে এবং যখন তুমি ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, তখন বাসুদেব যাহা কহিলেন, তাহা তোমারে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা ব্যাসদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে তপোধন! আমি এই জীবলোকে আপনারই সহিত বাস করিব, তাহা হইলেই আপনার ও বাসুদেবের বাক্য সত্য হইবে। অশ্বত্থামা এই বলিয়া পাণ্ডবগণকে সেই মণি প্রদান পূর্ব্বক বিষণ্ণ মনে সর্ব্বসমক্ষে বনে প্রস্থান করিলেন। পাণ্ডবেরাও সেই মণি গ্রহণ পূর্ব্বক বাসুদেব, ব্যাস ও নারদকে সম্মান করিয়া সত্বরে কৃষ্ণের সহিত বায়ুবেগগামী অশ্বসংযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক প্রায়োপবিষ্টা কৃষ্ণার নিকট ধাবমান হইলেন।

তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ মধ্যে শিবিরে গমন পূর্ব্বক সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, দ্রৌপদী শোকাকুলিত চিত্তে নিরানন্দে অবস্থান করিতেছেন। তখন পাণ্ডবগণ বাসুদেবের সহিত নিতান্ত দুঃখিত মনে দ্রৌপদী সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর মহাবীর বৃকোদর রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে দ্রৌপদীরে অশ্বত্থামার শিরোমণি প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলে, তোমার পুত্রহন্তারে পরাজয়

করিয়া এই তাহা আনয়ন করিয়াছি; এক্ষণে তুমি উত্থিত হইয়া ইহা গ্রহণ এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম স্মরণ পূর্ব্বক শোক পরিত্যাগ কর। ধর্ম্মরাজ সন্ধিস্থাপনের বাসনা করিলে বাসুদেব যখন দুর্য্যোধন সন্নিধানে গমন করেন, তৎকালে তুমি তাঁহারে কহিয়াছিলে, মধুসূদন! ধর্ম্মরাজ শান্তিস্থাপনের ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব বোধ হয়, আমার পতি, পুত্র ও ভ্রাতৃগণ কেহই নাই এবং তুমিও বিনষ্ট হইয়াছ। হে দ্রৌপদি! তুমি তৎকালে যে সকল ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুরূপ অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলে; এক্ষণে তৎসমুদায় স্মরণ কর। আমি আমাদিগের রাজ্যলাভের কণ্টক স্বরূপ দুরাত্মা দুর্য্যোধনের বিনাশ সাধন এবং জীবিতাবস্থায় দুঃশাসনের শোণিত পান করিয়াছি। এক্ষণে আমাদিগের বৈরানল এককালে নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমাদিগকে আর কেহ কোন অংশেই নিন্দা করিতে সমর্থ হইবে না। আমি অশ্বত্থামারে পরাজয় পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ও গুরু বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। তাহার সমগ্র যশ অপহৃত হইয়াছে; এক্ষণে কেবল কলেবরমাত্র অবশিষ্ট আছে এবং সে মণিবিযোজিত ও আয়ুধভ্রষ্ট হইয়া দীনহীনের ন্যায় বিচরণ করিতেছে।

হে মহারাজ! মনস্বিনী দ্রৌপদী বৃকোদরের মুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নাথ! আমার মনোরথ সফল হইল। দেখ, গুরুপুত্রও আমার গুরু; অতএব তিনি যে মণি ধারণ করিতেন, এক্ষণে ধর্ম্মরাজ উহা স্বীয় মস্তকে ধারণ করুন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ দ্রৌপদীর অনুরোধে সেই মণি গ্রহণ পূর্ব্বক গুরুর উচ্ছিষ্ট জ্ঞান করিয়া মস্তকে ধারণ

করিলেন। মণি ধর্ম্মরাজের মস্তকে সন্নিহিত হইলে চন্দ্রমণ্ডল মণ্ডিত পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা হইল। তদ্দর্শনে পুত্রশোকাতুরা দ্রৌপদী অবিলম্বে গাত্রোত্থান করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির দ্রোণপুত্র প্রভৃতি বীরত্রয়ের হস্তে স্বীয় সমস্ত সৈন্য ও পুত্রগণের নিধন নিবন্ধন নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া বাসুদেবকে কহিলেন, মধুসূদন! পাপাত্মা নরাধম অশ্বত্থামা কি রূপে আমার মহারথ পুত্রগণকে নিপাতিত করিল এবং কৃতাস্ত্র মহাবল পরাক্রান্ত দ্রুপদতনয়-গণ লক্ষ বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিত, তাহারা কি নিমিত্ত দ্রোণপুত্র কর্ত্তৃক নিহত হইল। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে দ্রোণাচার্য্যও তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারেন নাই; এক্ষণে সেই বীর কি কারণে অশ্বত্থামার হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিল। ফলত অশ্বত্থামা এমন কি উপায় অবলম্বন করিয়া একাকী আমার পক্ষীয় সমুদায় বীরের প্রাণ সংহার করিলেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, মহারাজ! দ্রোণকুমার নিশ্চয়ই দেব-দেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিল এবং তাঁহারই প্রসাদে একাকী সমুদায় বীরকে নিপাতিত করিয়াছে। ভগবান্ রুদ্র প্রসন্ন হইলে বলবীর্য্যের কথা দূরে থাকুক, অমরত্ব পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারেন। তাঁহার প্রভাবে লোকে ইন্দ্রকেও নিপীড়িত করিতে সমর্থ হয়। আমি দেবদেব মহাদেবকে ও তাঁহার পুরাতন কার্য্য সমুদায় বিশেষরূপে বিদিত আছি। তিনিই সর্ব্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্তস্বরূপ। তাঁহার প্রভাবে

এই জগতের সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে। পূর্ব্বে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা লোক উৎপন্ন করিবার মানসে ভগবান্ রুদ্রকে কহিলেন, তুমি অচিরাৎ ভূতগণের সৃষ্টি কর। ভগবান্ দেব-দেব তাঁহার বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং সর্ব্বাগ্রে প্রজার সৃষ্টি করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সলিলে প্রবেশ পূর্ব্বক দীর্ঘ কাল তপস্যা করিতে লাগিলেন। বিধাতা তাঁহার নিমিত্ত বহু কাল প্রতীক্ষা করিয়া পরিশেষে ভূতসৃষ্টির নিমিত্ত আর এক জন অমরের সৃষ্টি করি-লেন। তিনি ভগবান্ রুদ্রকে জলমগ্ন দেখিয়া পিতারে কহি-লেন, ভগবন্! যদি অন্য কেহ আমার অগ্রজ না থাকেন, তাহা হইলে আমি প্রজাগণের সৃষ্টি করিতে পারি। তখন কমলযোনি কহিলেন, বৎস! এক্ষণে তোমার অগ্রজ কেহই নাই। মহাদেব জলমগ্ন হইয়াছেন। অতএব তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে আত্মকার্য্য নির্ব্বাহ কর। তখন অমর ব্রহ্মার বাক্যানু-সারে সমুদায় ভূত ও দক্ষাদি সপ্ত প্রজাপতির সৃষ্টি করি-লেন। ঐ সমুদায় প্রজাপতি হইতেই এই চতুর্ব্বিধ প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। অনন্তর প্রজাগণ নিতান্ত ক্ষুধাতুর হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তারে ভক্ষণ করিবার মানসে তাঁহার নিকট সহসা ধাব-মান হইল। তখন তিনি ভীত চিত্তে লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! প্রজাগণের আহার নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আমারে পরিত্রাণ করুন। ব্রহ্মা তাঁহার বাক্য শ্রবণে প্রজাগণের আহারার্থ ওষধি প্রভৃতি স্থাবর পদার্থ সমু-দায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহারই নিয়মানুসারে দুর্ব্বল প্রাণিগণ বলবান্ দিগের আহারার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তখন

প্রজাগণ আপনাদিগের ভক্ষ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে প্রস্থান করিল এবং সকলেই স্ব স্ব জাতিতে অনুরক্ত হইয়া জীবসংখ্যা পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! প্রজাগণ এইরূপে পরিবর্দ্ধিত ও লোকগুরু ব্রহ্মা পরিতুষ্ট হইলে ভগবান্ মহাদেব সলিল হইতে সমুত্থিত হইলেন এবং ঐ সমস্ত তেজঃপরিবর্দ্ধিত অসংখ্য প্রজা দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া স্বীয় লিঙ্গ ভূতলে প্রবেশিত করিলেন। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা বিবিধ বাক্যে তাঁহারে সান্ত্বনা করত কহিলেন, মহাদেব! তুমি এত দীর্ঘ কাল সলিলমধ্যে অবস্থান করিয়া কি কার্য্য করিলে; আর কি নিমিত্তই বা এক্ষণে আপনার লিঙ্গ ভূতলে প্রবেশিত করিয়াছ? তখন মহাদেব কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহারে কহিলেন, বিধাত! আমার অগোচরে আর এক জন এই সমস্ত প্রজার সৃষ্টি করিয়াছে। অতএব আমার এই লিঙ্গে আর প্রয়োজন কি? আমি জলমধ্যে তপস্যা করিয়া প্রজাগণের নিমিত্ত অন্ন সৃষ্টি করিয়াছি। প্রজাদিগের ন্যায় ওষধি সমুদায়ও পরিবর্দ্ধিত হইবে। ভগবান্ রুদ্র এই বলিয়া ক্রোধভরে তপঃসাধনার্থ মুঞ্জবান্ পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অনন্তর দেবযুগ অতীত হইলে দেবগণ বেদবিধানানুসারে যজ্ঞ করিবার মানসে হবিঃ প্রভৃতি উপকরণ সামগ্রী সমুদায় আহরণ করিলেন। তাঁহারা যজ্ঞভাগ কল্পনা সময়ে ভগবান্ ভূতভাবনকে বিশেষরূপ বিদিত ছিলেন না বলিয়া তাঁহার ভাগ নির্দ্দেশ করেন নাই, কেবল আপনাদিগেরই ভাগ কল্পিত করিয়াছিলেন। তখন কৃত্তিবাসা ভূতপতি স্বীয় ভাগ কল্পনা

না হওয়াতে প্রথমেই যজ্ঞনাশক শরাসনের সৃষ্টি করিতে অভিলাষ করিলেন। হে মহারাজ! লোকযজ্ঞ, ক্রিয়াযজ্ঞ, গৃহযজ্ঞ ও পঞ্চভূতযজ্ঞ এই চারি যজ্ঞ দ্বারা সমুদায় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। মহাত্মা মহেশ্বর ঐ সমুদায় যজ্ঞের মধ্যে লোকযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ দ্বারা পাঁচ কিষ্কু পরিমাণ এক শরাসন নির্ম্মাণ করিলেন। বষট্‌কার ঐ শরাসনের জ্যা হইল এবং চারি যজ্ঞাঙ্গ উহার দৃঢ়তা সম্পাদন করিল। তখন ভগবান্ মহাদেব ক্রোধ ভরে সেই কার্ম্মুকগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচারিবেশে দেবগণের যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন। তাঁহারে ধনুষ্পাণি অবলোকন করিয়া বসুন্ধরা নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। পর্ব্বত সকল কম্পিত হইতে লাগিল; সমীরণ স্থির হইলেন; হুতাশনও আর পূর্ব্ববৎ প্রজ্বলিত হইলেন না; অন্তরীক্ষমধ্যে নক্ষত্রমণ্ডল ভীত হইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল; দিবাকরের আর সেরূপ জ্যোতি রহিল না; চন্দ্রমণ্ডল একবারে শোভা বিহীন হইল এবং ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তখন দেবগণ নিতান্ত ভয়াভিভূত হইয়া বিষয়জ্ঞান শূন্য হইলেন এবং তাঁহাদের যজ্ঞেরও শোভা তিরোহিত হইয়া গেল। অনন্তর মহাদেব অতি ভীষণ শর দ্বারা সেই যজ্ঞকে বিদ্ধ করিলেন। যজ্ঞ বাণবিদ্ধ হইয়া মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক পাবকের সহিত তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিতে লাগিল। মহেশ্বরও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

এইরূপে যজ্ঞ তথা হইতে প্রস্থান করিলে দেবতাদিগের

আর কিছুমাত্র স্থান রহিল না। তখন ভগবান্ বিরূপাক্ষ চাপ-কোটি দ্বারা সূর্য্যের ভুজযুগল, ভগের নয়নদ্বয় এবং পূষার দন্তপংক্তি বিনষ্ট করিলেন। তখন দেবগণ ও যজ্ঞাঙ্গ সমুদায় ভীত চিত্তে তথা হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ ঘূর্ণায়মান হইয়া তথায় মৃতবৎ নিপতিত রহিলেন। মহাত্মা মহাদেব এইরূপে সকলকে বিদ্রাবিত করিয়া হাস্য বদনে শরাসন দ্বারা দেবগণের গতি রোধ করিলেন। ঐ সময় দেবগণের বাক্যে সহসা সেই শরাসনের জ্যা ছিন্ন হইয়া গেল। তখন দেবগণ দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবকে শরাসন বিহীন দেখিয়া যজ্ঞের সহিত তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া শরণাগত হইলেন। তদ্দর্শনে ভগবান্ ভূতপতি প্রসন্ন হইয়া জলাশয়ে স্বীয় ক্রোধ সংস্থাপন করিলেন। সেই ক্রোধ অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া সলিল শোষণ করিতে লাগিল। অনন্তর মহাদেব সূর্য্যকে ভুজযুগলদ্বয় ও পূষারে তাঁহার দন্তপংক্তি প্রদান করিয়া যজ্ঞ করিতে আদেশ করিলেন। তখন সমুদায় জগৎ সুস্থ হইল। দেবগণ সমস্ত হবনীয় দ্রব্যে মহেশ্বরের ভাগ কল্পনা করিলেন।

হে ধর্ম্মনন্দন! এইরূপে দেবাদিদেব মহাদেব ক্রুদ্ধ হওয়াতে সকলেই অসুস্থ হইয়াছিল এবং তিনি প্রসন্ন হওয়াতে সমুদায় সুস্থ হইল। এক্ষণে সেই মহাবীর্য্যশালী ভগবান্ ভূতনাথ অশ্বত্থামার প্রতি প্রসন্ন হওয়াতেই সে আপনার মহারথ পুত্ত্রগণ এবং অনুচর সমবেত মহাবলশালী পাঞ্চাল-গণকে নিহত করিয়াছে। অশ্বত্থামার প্রভাবে কখনই এরূপ ঘটে নাই, কেবল মহাদেব প্রসাদেই এইরূপ ঘটনা

উপস্থিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে কার্য্যান্তর সাধনের চেষ্টা করুন।

ঐষীক পর্ব্ব সমাপ্ত।

সৌপ্তিক পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

ভূমিকা।

পুরাণসংগ্রহের দ্বাদশ খণ্ডে সৌপ্তিক পর্ব্ব প্রকাশিত হইল। ঐষীক পর্ব্ব এই পর্ব্বের অন্তর্গত। মহর্ষি বেদব্যাস এই সৌপ্তিক পর্ব্বে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার হস্তে জয়লাভপ্রহৃষ্ট সুখপ্রসুপ্ত পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণের বিনাশ, দুর্য্যোধনের প্রাণত্যাগ, পুত্রশোকার্দ্দিতা দ্রুপদতনয়ার উত্তেজনায় পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক অশ্বত্থামার অপমান ও মণি গ্রহণ এবং দ্রোণপুত্র কর্ত্তৃক ঈষিকাস্ত্র পরিত্যাগ ও অর্জ্জুনের অস্ত্রপ্রভাবে উহার নিবারণ সবিস্তরে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ভীমসেনের ভীষণ গদাঘাতে কুরুরাজ দুর্য্যোধনের ঊরুভঙ্গ হইলে হতাবশিষ্ট পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ আপনাদের শিবির মধ্যে নিশ্চিন্ত চিত্তে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছিলেন; পঞ্চ পাণ্ডব, সাত্যকি ও বাসুদেব মঙ্গলানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত ঐ রাত্রি শিবিরে অবস্থান করেন নাই; দ্রোণপুত্র এই সুযোগ পাইয়া পিতৃবধজনিত বৈরনির্যাতন মানসে কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সমভিব্যাহারে শিবিরদ্বারে আগমন ও ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির প্রসাদ লাভ করিয়া শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাঞ্চালগণ, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও অন্যান্য অসংখ্য বীরের প্রাণ সংহার করেন। অশ্বত্থামা এইরূপে পাণ্ডব পক্ষীয় অবশিষ্ট যোধগণকে বিনাশ করিয়া সমরাঙ্গনশায়ী ভগ্নোরু মৃতপ্রায় দুর্য্যোধনের নিকট গমন ও আপনার বৈরনির্যাতন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলে ক্ষণৈক পরেই রুধির বমন করিতে করিতে কুরুরাজের প্রাণ বিয়োগ হয়।

আমার ভূতপূর্ব্ব সহযোগী কাশীরাম দাস স্বীয় সঙ্কলিত সৌপ্তিক পর্ব্বে কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, কুরুরাজ দ্রোণপুত্রপ্রদত্ত দ্রৌপদীতনয়গণের মস্তক সকল গ্রহণ পূর্ব্বক পঞ্চ পাণ্ডবের মস্তক বোধ করিয়া প্রথমত একান্ত প্রহৃষ্ট এবং তৎক্ষণাৎ মস্তক সকল চূর্ণ করিতে করিতে তৎসমুদায় পাণ্ডবতনয় দিগের মস্তক বিবেচনা করিয়া যাহার পর নাই বিষণ্ণ হইয়াছিলেন। সেই এক কালীন হর্ষ বিষাদেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়; কিন্তু ব্যাসকৃত মূল মহাভারতে দ্রৌপদীতনয়গণের মস্তক চূর্ণ বা দুর্য্যোধনের হর্ষবিষাদের নাম গন্ধও নাই; পাঠকগণ এই মহাভারত পাঠ করিলেই তাহা অবগত হইতে পারিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

সারস্বতাশ্রম, ১৭৮৫ শক।

মহাভারতীয় সৌপ্তিক পর্ব্বের সূচিপত্র।

সৌপ্তিক পর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

১১শ পর্ব্ব । ৫৬শ সংখ্যা ।

পুরাণ সংগ্রহ ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত

স্ত্রী পর্ব্ব ।

৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে
বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত ।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং কোং কর্ত্তৃক পুনঃ প্রকাশিত ।

" সংসারের সমস্ত ব্যাপারই এই মহাভারতের অন্তর্গত,
ইহাতে যাহা নাই, তাহা আর কুত্রাপি দেখা যায় না ।"

ঋষিবাক্য ।

সারস্বত যন্ত্র ।

কলিকাতা—পাথুরিয়াঘাটা ব্রজদুলালের ষ্ট্রীট নং ৩ ।

সম্বৎ ১৯২১ ।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পুরাণ সংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত

স্ত্রী পর্ব্ব।

৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে
বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং কোং কর্ত্তৃক পুনঃ প্রকাশিত।

"সংসারের সমস্ত ব্যাপারই এই মহাভারতের অন্তর্গত,
ইহাতে যাহা নাই, তাহা আর কুত্রাপি দেখা যায় না।"

ঋষিবাক্য।

সারস্বত যন্ত্র।

কলিকাতা—পাথুরিয়াঘাটা ব্রজদুলালের ষ্ট্রীট নং ৩।

সম্বৎ ১৯২৯।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মহাভারত

স্ত্রী পর্ব্ব।

জলপ্রাদানিক পর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! কুরুরাজ দুর্য্যোধন ও উভয় পক্ষের সমুদায় সৈন্যসামন্ত নিহত হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও কৃপ প্রভৃতি মহারথত্রয় কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন? আমি অশ্বত্থামার কার্য্য শ্রবণ করিলাম। অতঃপর সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা কহিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অন্ধরাজের শত পুত্র নিহত হওয়াতে তিনি পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া মূকের ন্যায় বাক্যালাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্তাকুল চিত্তে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা সঞ্জয় তাঁহারে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! শোক পরিত্যাগ করুন, শোক করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এক্ষণে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিহত হইয়াছে। বসুমতী জনশূন্য

হইয়াছেন। যে সকল ভূপাল দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থ নানা দেশ হইতে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার সহিত প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর আপনি পুত্র, পৌত্র, সুহৃদ্, জ্ঞাতি, গুরু ও পিতৃগণের যথাবিহিত প্রেতকার্য্য নির্ব্বাহ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুত্রশোকার্দ্দিত রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের সেই করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাতাহত দ্রুমের ন্যায় সহসা ভূতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, সঞ্জয়! আমার পুত্র, অমাত্য ও সুহৃদ্গণ নিহত হইয়াছে। অতঃপর চিরকালই আমারে দীন হীনের ন্যায় এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে হইবে। এক্ষণে বন্ধুবিহীন হইয়া জরাজীর্ণ পক্ষহীন বিহঙ্গমের ন্যায় আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন কি? দিবাকর যেমন রশ্মিহীন হইলে নিতান্ত শোভাশূন্য হন, তদ্রূপ আমিও রাজ্যহীন, নেত্রহীন ও বন্ধুবিহীন হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইলাম। পূর্ব্বে পরশুরাম, দেবর্ষি নারদ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের হিতবাক্য শ্রবণ করি নাই এবং বাসুদেব সভামধ্যে হিতোপদেশ প্রদান ও ভীষ্মদেব ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে আমি তৎকালে বধিরের ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই অপরাধেই এই অনুতাপ করিতে হইল। হায়! বৃষভতুল্য মহাবীর দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও সূর্য্যতুল্য মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি যে, আমারে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইল। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমি পূর্ব্ব জন্মে কোন না কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম, নচেৎ বিধাতা কেন আমারে এরূপ দুঃখভাগী করিবেন। দৈব প্রতি-

কূল হওয়াতেই আমারে এই বৃদ্ধাবস্থায় সমুদায় বন্ধু বান্ধবের বিনাশ দেখিতে হইল। পৃথিবীতে আমার তুল্য হতভাগ্য আর কেহই নাই। অতএব আজিই পাণ্ডবগণ আমারে ব্রহ্মলোক গমনের সুদীর্ঘ পথ আশ্রয় করিতে দর্শন করুক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন মহামতি সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে নিতান্ত শোকার্দ্দিত দেখিয়া সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, নরনাথ! আপনি বৃদ্ধগণের মুখে সমুদায় বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছেন। সৃঞ্জয় পুত্রশোকার্ত্ত হইলে মুনিগণ তাঁহারে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও আপনার অবিদিত নাই; অতএব শোক পরিত্যাগ করুন। দুর্য্যোধন যৌবনমদে মত্ত হইলে আপনি অর্থলালসায় সুহৃদ্‌গণের বাক্য গ্রহণ করেন নাই, নিরন্তর কেবল দুঃশীলগণের বাক্যানুরূপ কার্য্য করিতেন। এক্ষণে তাহারই ফল ভোগ করিতে হইতেছে। আপনার বুদ্ধি অসিস্বরূপ হইয়া আপনারেই ছেদন করিতেছে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন নিতান্ত ক্রূর, অহঙ্কারী, অল্পবুদ্ধি ও অসন্তুষ্ট ছিল। সে দুরাত্মা দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, চিত্রসেন ও মদ্ররাজ শল্যের মন্ত্রণার বশবর্ত্তী হইয়া কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মদেব, গান্ধারী, বিদুর, দ্রোণ, কৃপ, বাসুদেব এবং ব্যাস ও নারদ প্রভৃতি ঋষিগণের বাক্যে কর্ণপাতও করে নাই। সতত কেবল যুদ্ধবাসনাই প্রকাশ করিত। সেই নিমিত্তই সে রাজ্যের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে। আপনি বুদ্ধিমান্ ও সত্যবাদী। ভবাদৃশ ব্যক্তির শোক মোহের বশবর্ত্তী হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। দেখুন, আপনি ধর্ম্মের সমাদর না করিয়া কেবল যুদ্ধাভিলাষী ব্যক্তিদিগকেই প্রশংসা করিতেন, সেই

নিমিত্তই যাবতীয় ক্ষত্রিয় বিনষ্ট ও শত্রুদিগের যশ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। আপনি পূর্ব্বে উভয় পক্ষের মধ্যস্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রগণকে হিতোপদেশ প্রদান বা উভয় পক্ষে সমভাব প্রদর্শন করেন নাই। হে মহারাজ! যে কার্য্য করিলে শেষে অনুতাপ করিতে না হয়, সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই মনুষ্যের শ্রেয়ঃকল্প। আপনি পুত্রের প্রীতি সাধনার্থ তাহারই মতানুযায়ী কার্য্য করিয়াছিলেন। সেই নিমিত্তই আপনারে এক্ষণে অনুতাপ করিতে হইল। যে আপনার পতন বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া মধুলোভে পর্ব্বতে আরোহণ করে, তাহারে নিশ্চয়ই নিপতিত হইয়া আপনার ন্যায় অনুতাপ করিতে হয়। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। শোক অর্থলাভ, ফললাভ, প্রিয়লাভ ও মোক্ষলাভের প্রধান প্রতিবন্ধক। যে ব্যক্তি স্বয়ং অগ্নি উৎপাদন ও বস্ত্রে সংযোগ পূর্ব্বক দগ্ধ হইয়া দুঃখার্ত্ত হয়, তাহারে কখনই পণ্ডিত বলা যায় না। পূর্ব্বে আপনারা পিতা পুত্রে লোভরূপ ঘৃত ও বাক্যরূপ বায়ু দ্বারা পাণ্ডবরূপ ভীষণ হুতাশন প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। আপনার পুত্রগণ সেই সমিদ্ধ পাবকে শলভকুলের ন্যায় দগ্ধ হইয়াছে। অতএব তাহাদের নিমিত্ত আর শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আপনি অশ্রুজল দ্বারা মুখমণ্ডল প্লাবিত করিতেছেন, উহা কিন্তু নিতান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ। পণ্ডিতেরা কহেন যে, আত্মীয় ব্যক্তির শোকাশ্রু অনল স্বরূপ হইয়া মৃত ব্যক্তিদিগকে দগ্ধ করিয়া থাকে। অতএব আপনি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। মহামতি সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হে জনমেজয়! সঞ্জয়ের বাক্যাবসানে মহাত্মা বিদুর অমৃত-তুল্য বাক্যে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে পুলোকিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনি কি নিমিত্ত শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; অবিলম্বে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। কিছুই চিরস্থায়ী নহে। ক্ষয় স্তপের অন্ত, পতন উন্নতির অন্ত, বিয়োগ সংযোগের অন্ত এবং মৃত্যুই জীবনের অন্ত। কৃতান্ত বীর ও ভীরু উভয়কেই আকর্ষণ করেন। অতএব ক্ষত্রিয়গণ কি নিমিত্ত স্বধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইবেন? দেখুন, লোকে যুদ্ধ না করিয়াও মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় এবং যুদ্ধ করিয়াও জীবিত থাকে। ফলত কাল উপস্থিত হইলে কেহই তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। হে মহারাজ! প্রাণিগণের জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে অভাব থাকে, মধ্যে স্থিতি হয় এবং মৃত্যু হইলে পুনরায় অভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত দুঃখ করিবার তাৎপর্য্য কি? মনুষ্য নিতান্ত শোকাকুল হইলেও যখন মৃত ব্যক্তির অনুগমন করিতে বা স্বয়ং মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে সমর্থ হয় না তখন আপনি কি নিমিত্ত এইরূপ শোক প্রকাশ করিতেছেন। কৃতান্ত সকলকেই আত্মসাৎ করিয়া থাকেন। কেহই তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় নহে। তৃণাগ্র সমুদায় যেমন বায়ুবেগের বশীভূত হইয়া উড্ডীন হয়, তদ্রূপ প্রাণিগণ কৃতান্তের বশীভূত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। হে মহারাজ! সকলকেই সেই একমাত্র কৃতান্তের করাল কবলে নিপতিত হইতে হইবে। কাল সকলেরই অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইতেছে। অতএব মৃত

ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোকের সম্ভাবনা কি? এক্ষণে যদি শাস্ত্রযুক্তি আপনার গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে সংগ্রামনিহত বীরগণের নিমিত্ত আর শোক প্রকাশ করিবেন না। তাঁহারা সকলেই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন। ঐ সকল বীর স্বাধ্যায় সম্পন্ন ও ব্রতপরায়ণ; বিশেষত তাঁহারা যুদ্ধে সম্মুখীন হইয়া বিনষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের নিমিত্ত শোক করিবার প্রয়োজন কি। আর দেখুন, জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে ঐ সমস্ত বীরগণের দর্শন লাভ হয় নাই এবং এক্ষণেও পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন; আর তাঁহাদিগের সহিত আপনার ও আপনার সহিত তাঁহাদিগের আর কোন সম্পর্কই নাই। সুতরাং তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। হে মহারাজ! সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইলে স্বর্গলাভ এবং শত্রু বিনষ্ট করিলে যশোলাভ হইয়া থাকে। এই উভয়বিধ বিষয়ই বহুগুণাত্মক; সুতরাং যুদ্ধপ্রবৃত্তি কখনই নিষ্ফল হইবার নহে। যাঁহারা সমরে নিহত হন, তাঁহারা ইন্দ্রের নিকট আতিথ্য লাভ করেন। দেবরাজ রণনিহত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত অভীষ্ট লোক নির্দ্ধারিত করিয়া রাখেন, সন্দেহ নাই। বীরগণ সমরে প্রাণ ত্যাগ করিয়া যেমন অবিলম্বে স্বর্গ লাভ করেন, অন্যে প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান, তপঃসাধন ও বিদ্যানুশীলন দ্বারা সেরূপ করিতে সমর্থ হয় না। সেই সমস্ত মহাবীর বিপক্ষ বীরগণের দেহরূপ হুতাশনে শরনিকররূপ আহুতি প্রদান পূর্ব্বক অরাতিগণের শরবেগ সহ্য করিয়াছেন। হে মহারাজ! যুদ্ধ ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয়ের স্বর্গ লাভের সুলভ পথ আর কিছুই নাই। সেই সমস্ত মহাবল পরাক্রান্ত মহাত্মা

ক্ষত্রিয় উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা নিতান্ত অনুচিত। এক্ষণে আপনি শোক-বেগ সম্বরণ পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। শোকে অভিভূত হইয়া আপনার কার্য্য বিস্মৃত হইবেন না। এই জগতে সহস্র সহস্র লোকের মাতা পিতা ও পুত্র কলত্র বর্ত্তমান আছে, কিন্তু কেহই কাহারও নহে। এই সংসারে শোক ও ভয়ের অসংখ্য কারণ বিদ্যমান আছে; তৎসমুদায় প্রতিনিয়ত মূর্খ-কেই অভিভূত করিয়া থাকে, পণ্ডিতের সম্মুখীন হইতে কদাচ সমর্থ হয় না। হে মহারাজ! কাহারও উপর কালের প্রীতি বা অপ্রীতি নাই। কাল কাহারই প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করে না; সকলকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে। সকল প্রাণীই কাল প্রভাবে পরিবর্দ্ধিত ও বিনষ্ট হয়। সকলে নিদ্রিত হই-লেও একমাত্র কাল নিরন্তর জাগরিত থাকে। উহারে অতি-ক্রম করা নিতান্ত সুকঠিন। দেখুন, জীবন, যৌবন, রূপ, ধন, আরোগ্য ও প্রিয়সহবাস কিছুই চিরস্থায়ী নহে; বিবেচক লোকেরা এই ভাবিয়াই ঐ সমস্ত বিষয়ে কোন ক্রমেই লিপ্ত হন না। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি কি নিমিত্ত একাকী এই সাধারণভোগ্য দুঃখ ভোগ করিতেছেন? লোকে দুঃখ চিন্তা করিতে করিতে বরং স্বয়ং বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু অনুশোচন দ্বারা তাহার সেই দুঃখ কদাচ নিরাকৃত হয় না। দুঃখ চিন্তা না করাই দুঃখ নাশের প্রকৃত ঔষধ। নিরন্তর দুঃখ চিন্তা করিলে উহা কদাচ অপনীত হয় না, প্রত্যুত পরি-বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরা অনিষ্টাপাত ও ইষ্ট-বিয়োগ এই দুই কারণ বশত মনোদুঃখে নিরন্তর দগ্ধ হয়।

হে মহারাজ! শোক প্রকাশ করা ধর্ম্মানুশীলন, অর্থ চিন্তা বা সুখভোগ নহে। শোকাকুল হইলে লোকের কার্য্যক্ষতি ও ত্রিবর্গ নাশই হইয়া থাকে। মূর্খেরা বিশেষ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট হয়, কিন্তু পণ্ডিতেরা সেই অবস্থায় সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রজ্ঞাবলে মানসিক দুঃখ ও ঔষধ প্রভাবে দৈহিক দুঃখ অপনীত করিবেন। জ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য কাহারই দুঃখ দূরীকরণের তাদৃশ ক্ষমতা নাই। পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম মনুষ্য শয়ন করিলে তাহার পশ্চাৎ শয়ন, অবস্থান করিলে পশ্চাৎ অবস্থান ও ধাবমান হইলে উহা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া থাকে। মনুষ্য যে যে অবস্থায় যেরূপ শুভ বা অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই সেই অবস্থাতেই তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে এবং যে শরীরে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারে সেই শরীরে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। মনুষ্য আপনিই আপনার মিত্র, আপনিই আপনার শত্রু এবং আপনিই আপনার কৃত ও অকৃত কার্য্যের সাক্ষী স্বরূপ। শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সুখ ও পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে দুঃখ হইয়া থাকে। সকলেই আপনার কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করে। কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহই ফলভোগে সমর্থ হয় না। হে মহারাজ! ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা কখনই জ্ঞান বিরুদ্ধ বহু পাপজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না।

তৃতীয় অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহাত্মন্। তোমার পরম উপদেয় বাক্য শ্রবণে আমার শোক নিবারণ হইল। এক্ষণে আমি পুনরায়

তোমার মধুর বাক্য শ্রবণ করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। অতএব পণ্ডিতেরা অনিষ্টাপাত ও ইষ্টবিয়োগজনিত মানসিক দুঃখ হইতে কিরূপে মুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! যে যে উপায় দ্বারা মনোদুঃখ ও সুখ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, পণ্ডিতেরা সেই সেই উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক সুখদুঃখবর্জ্জিত হইয়া শান্তি লাভ করেন। আমরা যা কিছু চিন্তা করি, সকলই অনিত্য। মানবগণ কদলীবৃক্ষের ন্যায় নিতান্ত অসার পদার্থ। যখন বিদ্বান্, মূর্খ, ধনবান্ ও নির্দ্ধন সকলে একত্র হইয়া স্নায়ুপরিবৃত অস্থিময় মাংসশূন্য গাত্রে শ্মশানে শয়ন করিয়া থাকে, তৎকালে অপর লোকে কিরূপে তাহাদিগের কুল, রূপ ও গুণের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইবে? লোকে আপনার বুদ্ধির দোষেই পরস্পর লিপ্ত হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা মানবদিগের দেহকে গৃহ স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কালক্রমে সেই দেহ ধ্বংস হইয়া যায়। কিন্তু জীবাত্মার কোন কালেই বিনাশ নাই। লোকে যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন বস্ত্র পরিধান করে, জীবাত্মা তদ্রূপ এক দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য দেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন। প্রাণিগণ স্ব স্ব কার্য্য দ্বারাই ইহলোকে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ ও সুখ দুঃখ লাভ হয় বলিয়াই মনুষ্য অবশই হউক ও স্ববশই হউক, সততই কর্ম্মভার বহন করে। যেমন মৃণ্ময় ভাণ্ডের মধ্যে কতকগুলি কুলালচক্রে আরূঢ়, কতকগুলি কিঞ্চিৎ আকার সম্পন্ন, কতকগুলি সম্পূর্ণ গঠিত, কতকগুলি ছিন্ন, কতকগুলি

অবরোপ্য মান্, কতকগুলি অবতীর্ণ, কতকগুলি শুষ্ক, কতকগুলি অনলদগ্ধ, কতকগুলি অনল হইতে উদ্ধৃত ও কতকগুলি জনসমাজে ব্যবহৃত হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ প্রাণিগণের মধ্যে কেহ কেহ গর্ব্ভবাস কালে, কেহ কেহ প্রসবান্তে, কেহ কেহ একদিন পরে, কেহ কেহ এক পক্ষান্তে, কেহ কেহ এক মাসাবসানে, কেহ কেহ এক বৎসর বা দুই বৎসর পরে, কেহ কেহ যৌবনাবস্থায়, কেহ কেহ প্রৌঢ়াবস্থায় ও কেহ কেহ বৃদ্ধাবস্থায় দেহত্যাগ করিয়া থাকে। ভূতগণ জন্মান্তরীণ কার্য্য দ্বারা ইহলোকে জন্ম গ্রহণ বা মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। হে মহারাজ! যখন সংসারের এইরূপ গতি, তখন আপনি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছেন? প্রাণিগণ যেমন সলিলে ক্রীড়া করিতে করিতে এক বার নিমগ্ন ও এক বার উন্মগ্ন হয়, তদ্রূপ অল্পবুদ্ধি লোক স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে এই সংসারে ক্লেশ ও বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যে সকল বিজ্ঞলোক ইহলোকে প্রাণিগণের হিত চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগেরই পরম গতি লাভ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বাক্যবিশারদ! অতি দুর্জ্ঞেয় সংসারের গতি কি রূপে অবগত হওয়া যাইতে পারে, উহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে, তুমি যথার্থ রূপে উহা কীর্ত্তন কর।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! প্রাণীদিগের জন্মাবধি সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। জীব সর্ব্ব প্রথমে গর্ব্ভ মধ্যে গাঢ় রক্তে লীন থাকে। পরে পঞ্চম মাস অতীত হইলে

সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হইয়া মাংসশোণিতলিপ্ত অতি অপবিত্র স্থানে বাস করে। পরিশেষে বায়ু প্রভাবে ঊর্দ্ধপাদ ও অধঃশিরা হইয়া যোনিদ্বারে আগমন ও বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া তথা হইতে মুক্ত হয়। এইরূপে প্রাণী ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রমে ইন্দ্রিয় পাশে বদ্ধ হইতে থাকে। তখন অন্যান্য বিবিধ উপদ্রব তাহারে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। গ্রহ সমুদায় আমিষলোলুপ সারমেয়গণের ন্যায় তাহার সন্নিধানে সমাগত হয়। ব্যাধি সকল কর্ম্মদোষে তাহার শরীরে প্রবেশ করে এবং আর আর বিবিধ ব্যসন তাহারে নিপীড়িত করিতে থাকে। মনুষ্য বাল্য-কালে এই প্রকার বিবিধ ক্লেশে পরিক্লিষ্ট হইয়া কোন ক্রমেই তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ঐ সময় কাহারে সৎ কর্ম্ম আর কাহারেই বা অসৎ কর্ম্ম বলে, তাহা কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হয় না। তৎকালে তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি-রাই তাহারে রক্ষা করিয়া থাকে। ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ক্রমে যমলোক গমনের সময় সমুপস্থিত হইতেছে বলিয়া বোধ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু যমদূত তাহারে যথাকালে আক-র্ষণ পূর্ব্বক মৃত্যুমুখে নিপাতিত করে। সংসারের কি চমৎকার গতি! লোকে বারংবার আপনি আপনার বিনাশের কারণ হইয়াও আপনারে উপেক্ষা করে। ক্রোধ, লোভ ও ভয়ের বশীভূত হইয়া একবারে আত্মজ্ঞান রহিত হয় এবং কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রভাবে কুলহীনদিগকে ও ধনদর্পে দরিদ্রগণকে নিন্দা করিয়া থাকে। অনেকে অন্যের উপর দোষারোপ ও অন্যকে মূর্খ জ্ঞান করে; কিন্তু আপনার শাসন বা অপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। যখন প্রাজ্ঞ ও মূঢ়, ধনবান ও নির্দ্ধন এবং

মর্য্যাদাপন্ন ও মর্য্যাদাহীন সকলেই প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একত্র হইয়া অস্থিভূয়িষ্ঠ শিরাসংযুক্ত মাংসশূন্য কলেবরে শ্মশানে শয়ন করিয়া থাকে, তখন কেহ কোন প্রকার লক্ষণ দ্বারা তাহাদের কুল, রূপ ও গুণ অবগত হইতে পারে না। যখন সকলকেই সমভাবে ধরাতলে নিপতিত হইয়া দীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত হইতে হইবে, তখন বুদ্ধিহীন মানবগণ কি নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরকে বঞ্চনা করিতে বাসনা করে। হে মহারাজ! যে ব্যক্তি জন্মাবধি এই বাক্য শ্রবণ করে, তাহার অন্তে পরম গতি লাভ হয় এবং তাহার পক্ষে কোন পথই দুর্গম হয় না।

পঞ্চম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! যে বুদ্ধি প্রভাবে ধর্ম্মগহনে প্রবেশ করা যায়, সেই বুদ্ধির বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! আমি ভগবান্ ব্রহ্মারে নমস্কার করিয়া আপনার আদেশানুরূপ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহর্ষিগণ সংসারকে বনস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ ভ্রমণ করিতে করিতে এক দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐ বন সিংহ, ব্যাঘ্র, গজ ও নিশাচরগণে সমাকীর্ণ ও ভীষণ শব্দে পরিপূরিত। উহা এরূপ ভয়ানক যে, দর্শন করিবামাত্র কৃতান্তকেও একান্ত ভীত হইতে হয়। সেই ভীষণ অরণ্য দর্শন করিয়া দ্বিজবরের অন্তঃকরণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি কাহার শরণাপন্ন হইব এই ভাবিয়া দশ দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রাণভয়ে ধাবমান হইলেন। কিন্তু কোন ক্রমেই

সেই বনচরদিগকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে তিনি পর্য্যটন করিতে করিতে দেখিলেন যে, ঐ ভীষণ কানন বন্ধনজালে সমাবৃত ও শৈলের ন্যায় সমুন্নত পঞ্চশীর্ষ নাগগণে সমাকীর্ণ। এক বৃহৎকায় কামিনী বাহুদ্বয় দ্বারা ঐ অরণ্য আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে। ঐ কাননে সুদৃঢ় তৃণলতাদিমণ্ডিত একটা বৃহৎ কূপ বিদ্যমান ছিল। দ্বিজবর ভ্রমণ করিতে করিতে সেই লতাবিতানজড়িত গভীর কূপে নিপতিত ও লতাজালে লগ্ন হইয়া ঊর্দ্ধপাদে অধোমস্তকে বৃন্তসংলগ্ন পনসফলের ন্যায় লম্বমান রহিলেন। ব্রাহ্মণ যে কূপমধ্যে লম্বমান হইয়াই নিষ্কৃতি লাভ করিলেন এমন নহে, ঐ স্থানেও তাঁহার অন্য এক উপদ্রব উপস্থিত হইল। তিনি তথায় সেই অবস্থায় অবস্থান পূর্ব্বক দেখিলেন যে, একটা মহাসর্প ঐ কূপের অধোভাগে অবস্থিত রহিয়াছে এবং একটা ষড়্‌বক্ত্র দ্বাদশচরণ কৃষ্ণবর্ণ মদমত্ত মাতঙ্গ ক্রমে ক্রমে ঐ কূপমুখস্থিত বৃক্ষের সমীপে আগমন করিতেছে। ঐ বৃক্ষের প্রশাখায় নানারূপধারী ভয়ঙ্কর মধুকরগণ মধুক্রম আবৃত করিয়া নিরন্তর প্রাণিগণের প্রার্থনীয় ব্রহ্মারও লোভনীয় অতি উপাদেয় মধু পান করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং কতকগুলি কৃষ্ণসর্প ও শ্বেতবর্ণ মূষিক দশন দ্বারা ঐ পাদপ ছেদনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। হে মহারাজ! সেই বৃক্ষশাখা হইতে অনবরত মধুধারা নিঃসৃত হইতেছিল। ব্রাহ্মণ ঐ সঙ্কট সময়েও সতত সেই মধুধারা পান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তিলাভে সমর্থ হইলেন না। বরং উত্তরোত্তর তাঁহার অধিক লাভের প্রত্যাশা বলবতী হইতে লাগিল। তখন ঐ অবস্থাতেও

তাঁহার জীবনে কিছুমাত্র নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল না। হে মহারাজ! ঐ অরণ্যে প্রথমত হিংস্রজন্তুগণ, দ্বিতীয়ত সেই ঘোররূপা কামিনী, তৃতীয়ত কূপের অধঃস্থিত মহাসর্প, চতুর্থত কূপমুখস্থ বৃক্ষাভিমুখে ধাবমান মত্ত মাতঙ্গ, পঞ্চমত মূষিকদশনছিন্ন বৃক্ষের পতন ও ষষ্ঠত মুধুলুব্ধ মধুকরগণ হইতে বিষম শঙ্কা বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ স্বচ্ছন্দে সেই অরণ্যে কূপমধ্যে সেই অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন, কোন ক্রমেই জীবিতাশা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

তখন ধৃতরাষ্ট্র দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, হায়! সেই ব্রাহ্মণের তথায় অবস্থান করা নিতান্ত কষ্টকর হইল, সন্দেহ নাই। তিনি কি নিমিত্ত তথায় অবস্থান করিতে সম্মত হইলেন? তিনি যে স্থানে বাস করিতেছেন, সে স্থান কোথায় এবং তথা হইতে তাঁহার পরিত্রাণের উপায়ই বা কি, তাহা কীর্ত্তন কর। তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! মোক্ষধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতগণ পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যান সংসারের আদর্শ স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। মানবগণ উহা বিশেষ অবগত হইয়া সাবধানে অবস্থান করিতে পারিলে পরলোকে সুকৃত লাভে সমর্থ হয়। ইতিপূর্ব্বে আপনারে যে মহারণ্যের কথা কহিলাম, উহা মহাসংসার। উহাতে যে সকল হিংস্র জন্তু আছে, তাহারা ব্যাধি আর সেই বৃহৎকায় কামিনী রূপলাবণ্যবিনাশিনী জরা এবং সেই কূপ মানবগণের দেহ স্বরূপ। ঐ কূপের অধোভাগে

যে মহাসর্প বাস করিতেছে, সে মনুষ্যগণের সর্ব্বসংহার-কর্ত্তা, প্রাণীদিগের অন্তক কাল । ঐ কূপমধ্যে যে লতা সঞ্জাত হইয়াছে এবং যাহাতে সেই ব্রাহ্মণ লম্বমান রহিয়াছে, উহা মনুষ্যদিগের জীবিতাশা । যে ষড়ানন কুঞ্জর ঐ কূপমুখস্থিত বৃক্ষ সমীপে গমন করিতেছে, উহা সংবৎসর ; উহার ছয় মুখ ছয় ঋতু এবং দ্বাদশ চরণ দ্বাদশ মাস । যে সকল মূষিক ও পন্নগ ঐ বৃক্ষ ছেদন করিতেছে, উহারা প্রাণিগণের আয়ুক্ষয়-কর দিবা ও রাত্রি । আর যে সকল মধুকরের কথা উল্লেখ করিয়াছি, উহারা কাম । আর সেই বৃক্ষ হইতে যে মধুধারা নিঃসৃত হইতেছে, উহা কামরস । মানবগণ ঐ রসে সতত নিমগ্ন হইয়া থাকে । হে মহারাজ ! পণ্ডিতগণ সংসারকে এই রূপ স্থির করিয়া উহাতে বদ্ধ হন না ।

সপ্তম অধ্যায় ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহাত্মন্ ! তুমি স্বীয় তত্ত্বদর্শিতা প্রভাবে অদ্ভুত উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে । তোমার বাক্যামৃত পান করিতে পুনর্ব্বার কৌতূহল হইতেছে ।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ ! পণ্ডিতেরা যাহা শ্রবণ করিয়া সংসার হইতে মুক্ত হন, আমি পুনর্ব্বার সেই বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । লোকে যেমন অনেক পথ অতিক্রম করিতে হইলে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া স্থানে স্থানে অবস্থান করিয়া থাকে তদ্রূপ নির্ব্বোধ লোকেরা এই সংসার পর্য্যটন ক্রমে বারংবার গর্ভবাস আশ্রয় করে কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহা হইতে মুক্ত হন, এই নিমিত্ত শাস্ত্রবিৎ বিজ্ঞ লোকেরা এই সংসার গহনকে পথ বলিয়াও নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন ।

স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থই এই পথে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে; কেবল পণ্ডিতগণ উহাতে বিরত হইয়া আছেন। ঐ পথে হিংস্রজন্তুর ন্যায় শারীরিক ও মানসিক বিবিধ ব্যাধি সতত মনুষ্যগণকে আক্রমণ করে। যদি কেহ কোন ক্রমে ব্যাধি হস্ত হইতে বিমুক্ত হয়, তাহা হইলে জরা ক্রমে ক্রমে তাহারে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহার রূপ বিনাশ করিতে থাকে, কিন্তু মনুষ্য এরূপ নির্ব্বোধ যে, ঐ রূপ দুরবস্থাতেও কোন ক্রমে জীবিতবাসনা পরিত্যাগ করে না; সততই শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ প্রভৃতি বিবিধ ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে বিলিপ্ত থাকে। সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ ও দিবারাত্রি ক্রমে ক্রমে মনুষ্যগণের রূপ ও পরমায়ু ক্ষয় করিতে থাকে; কিন্তু ঐ নির্ব্বোধেরা উহাদিগকে কালের প্রতিনিধি বলিয়া অবগত হইতে পারে না। সকলে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রাণিগণের শরীরকে যমের রথ, জীবনকে ঐ রথের সারথি, ইন্দ্রিয়গণকে উহার অশ্ব ও কর্ম্ম বুদ্ধিরে ঐ অশ্বদিগের রশ্মি বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে ব্যক্তি সেই ধাবমান অশ্বগণকে বুদ্ধিরূপ প্রগ্রহ দ্বারা নিবৃত্ত না করিয়া তাহাদের অনুধাবন করে, তাহারে এই সংসারচক্রে চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে হয়। আর যাহারা ঐ অশ্বগণের সহিত ভ্রমণ করিয়াও মুগ্ধ না হয়, তাহাদিগকে এই সংসারে বারংবার ভ্রমণ করিতে হয় না।

হে মহারাজ! মানবগণকে এইরূপে সংসারচক্রে ভ্রমণ করিয়া বিবিধ দুঃখ ভোগ করিতে হয়; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সেই দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করা অবশ্য

কর্ত্তব্য। উহাতে উপেক্ষা করা কোন রূপেই বিধেয় নহে। উপেক্ষা করিলে উহা ক্রমে ক্রমে শতধা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহলোকে যিনি ক্রোধলোভে বিবর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয়, সন্তুষ্টচিত্ত ও সত্যবাদী, তিনিই শান্তি লাভে সমর্থ হন। আর যে ব্যক্তি নিতান্ত নির্ব্বোধ ও মুগ্ধ, সেই আপনার মত রাজ্য, সুহৃৎ ও পুত্র বিনাশে নিতান্ত কাতর হইয়া অনুতাপ ও দুঃখ ভোগ করে। সংযতচিত্ত সাধুব্যক্তিরা জ্ঞানরূপ মহৌষধি প্রয়োগ পূর্ব্বক দুঃখরূপ মহাব্যাধি নিরাকৃত করিয়া থাকেন। চিত্তস্থৈর্য্য দুঃখ বিমোচনের যেরূপ উৎকৃষ্ট উপায়, বিক্রম, অর্থ বা বন্ধুবান্ধব সেরূপ নহে। অতএব আপনি স্থিরচিত্ত হইয়া দুঃখ সংবরণ করুন। দম, দান ও অনবধানতা এই তিনটী ব্রহ্মার অশ্ব। যিনি শীলরূপ রশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ তিন অশ্বসংযুক্ত মানসরথে আরোহণ করিতে পারেন, তিনি শমন-ভয় পরিহার পূর্ব্বক অনায়াসে ব্রহ্মলোক গমনে সমর্থ হন। আর যিনি প্রাণিগণকে অভয় প্রদান করেন, তিনি অতি উৎ-কৃষ্ট বিষ্ণুলোকে গমন করেন। অভয়দানে যে রূপ ফল লাভ হয়, সহস্র যজ্ঞানুষ্ঠানে ও নিত্য উপবাসেও সেরূপ ফল লাভ হয় না। প্রাণিগণের মধ্যে আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু আর কিছুই নাই। কেহই মৃত্যু অভিলাষ করে না। অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে দয়া করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অসূক্ষ্মদর্শী ভ্রান্তবুদ্ধি মানবগণ মোহজালে জড়িত হইয়া অনবরত ভ্রমণ করিতে থাকে। আর সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মারা শাশ্বত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।

অষ্টম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুত্রশোকার্ত্ত রাজা ধৃত-

রাষ্ট্র বিদুরের বাক্য শ্রবণানন্তর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, বিদুর, সঞ্জয় এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধব ও দ্বারপালগণ তাঁহারে তদবস্থ অবলোকন করিয়া বহু ক্ষণ সুশীতল জলসেক, তালবৃন্ত বীজন ও গাত্রসংস্পর্শ দ্বারা পরম যত্ন সহকারে তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদন করিলেন। এইরূপে অন্ধরাজ বহু ক্ষণের পর সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক পুত্র-শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া বিলাপ করত ব্যাসদেবকে কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! মানবদেহ ধারণে ধিক্। মনুষ্য দেহ ধারণ করিলেই পুত্র, অর্থ ও জ্ঞাতিকুটুম্ব বিনাশের নিমিত্ত পদে পদে বিষাগ্নি সদৃশ বিবিধ দুঃখ উপস্থিত হইয়া শরীর দগ্ধ ও বুদ্ধি বিনষ্ট করিতে থাকে। দুঃখাগ্নিতে দেহ দগ্ধ হইলে লোকে অচিরাৎ মৃত্যু প্রার্থনা করে। এক্ষণে দুর্ভাগ্য বশতই আমার এইরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে; অতঃপর প্রাণপরিত্যাগ ব্যতীত এ দুঃখের আর নিষ্কৃতি দেখিতেছি না; অতএব আমি আজিই কলেবর পরিত্যাগ করিব। মহা-রাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় পিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে এই কথা কহিয়া শোকে নিতান্ত অভিভূত ও চিন্তায় একান্ত আকুল হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

তখন মহর্ষি বেদব্যাস শোকসন্তপ্ত স্বীয় পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের সেই বাক্য শ্রবণে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি তোমারে যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। তুমি সর্ব্ব-শাস্ত্রে বিশারদ, মেধাবী ও পরম ধার্ম্মিক। কোন বিষয়ই তোমার অবিদিত নাই। মর্ত্ত্যদিগের অনিত্যতা বিষয় বিশেষ অবগত আছ। যখন সমস্ত জীবলোক অনিত্য এবং জন্ম পরি-

গ্রহকারী ব্যক্তিমাত্রেরই মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তখন তুমি কি নিমিত্ত শোক করিতেছ ? দৈব তোমার সাক্ষাতেই দুর্য্যোধনকে নিমিত্ত করিয়া তোমাদের এই বিরোধ উৎপাদন করিয়াছেন। সুতরাং কৌরবকুলের ধ্বংস দৈবায়ত্ত ও অখণ্ডনীয় অতএব তুমি কি নিমিত্ত পরলোকগত বীরগণের নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ ? মহামতি বিদুর সন্ধি সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, লোকে চির কাল যত্ন করিলেও দৈব ও নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না।

হে বৎস! দেবগণ তোমাদের কুলক্ষয়ের নিমিত্ত যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা আমি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে সেই বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব। উহা শ্রবণ করিলেই তোমার মন স্থির হইবে। পূর্ব্বে আমি একদা পুরন্দরের সভায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সমস্ত দেবতা ও নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ তথায় উপস্থিত রহিয়াছেন। ঐ সময় বসুমতীও স্বকার্য্য সাধনের নিমিত্ত তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা পূর্ব্বে ব্রহ্মার নিকেতনে আমার নিমিত্ত যে কার্য্য সাধনে অঙ্গীকার করিয়াছিলে, অচিরাৎ তাহার অনুষ্ঠান কর। তখন সর্ব্বলোক-পূজনীয় বিষ্ণু বসুমতীর সেই কথা শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিলেন, বসুন্ধরে! ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন তোমার কার্য্যসাধন করিবে। সে ভূপতি হইলেই তুমি কৃতার্থ হইবে। ঐ দুরাত্মার কার্য্য সাধনার্থ অন্যান্য ভূপালগণ কুরুক্ষেত্রে সম-

বেত হইয়া দৃঢ়তর অস্ত্রাঘাতে পরস্পরের বধ সম্পাদন করিলেই তোমার ভারলাঘব হইবে। এক্ষণে অবিলম্বে স্বস্থানে গমন করিয়া লোকদিগকে ধারণ কর।

হে মহারাজ! তোমার পুত্র দুর্য্যোধন লোক সংহারের নিমিত্ত কলির অংশে গান্ধারীর গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করে। সে নিতান্ত অমর্ষপরায়ণ, চপলস্বভাব, ক্রুদ্ধ ও দুর্ব্বিনীত ছিল। দৈব প্রভাবে তাহার ভ্রাতৃগণও তৎসদৃশ হইয়া উঠিয়াছিল এবং শকুনি মাতুল ও কর্ণ পরম সখা হইয়াছিল। দুর্য্যোধনের ন্যায় অন্যান্য অনেক ভূপতিও লোক বিনাশের নিমিত্ত পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল। রাজা যেরূপ স্বভাবসম্পন্ন হন, প্রজারাও তদনুরূপ হইয়া থাকে। রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইলে অধর্ম্মও ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম হইয়া উঠে। স্বামীর গুণ দোষ প্রভাবে ভৃত্যের গুণ দোষ সমুৎপন্ন হয় সন্দেহ নাই। দুষ্ট রাজার দোষেই তোমার অন্যান্য তনয়গণ নিহত হইয়াছে। অতএব তাহাদিগের নিমিত্ত অনর্থক শোক করিবার প্রয়োজন নাই। তোমার পুত্রেরা নিতান্ত দুরাচার ছিল; তাহাদের দোষেই সমুদায় পৃথিবী উচ্ছিন্ন প্রায় হইয়াছে। এ বিষয়ে পাণ্ডবগণের অণুমাত্র অপরাধ নাই। পূর্ব্বে তত্ত্বদর্শী দেবর্ষি নারদ রাজসূয় যজ্ঞস্থলে যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন যে, মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগের কুলক্ষয় করিবে, অতএব এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর। ঐ সময় পাণ্ডবগণ নারদের সেই বাক্য শ্রবণে যাহার পর নাই শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। হে বৎস! এক্ষণে তোমার

নিকট এই সকল গুপ্ত কথা প্রকাশ করিলাম। অতঃপর তুমি দৈবকৃত বিড়ম্বনা অবগত হইয়া শোক পরিত্যাগ, প্রাণধারণে যত্ন ও পাণ্ডবগণের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন কর। আমি পূর্ব্বেই এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজসূয় যজ্ঞসময়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলাম। যুধিষ্ঠিরও আমার মুখে ঐ কথা শ্রবণ করিয়া কৌরবদিগের সহিত বিদ্রোহ ঘটনা না হইবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু দৈবের বলবত্ত্ব ও অখণ্ডনীয়তা প্রভাবে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কাহারই কৃতান্তের নিয়ম অতিক্রম করিবার ক্ষমতা নাই! তুমি ধার্ম্মিক, বুদ্ধিবিশারদ এবং প্রাণিগণের সদ্গতি ও দুর্গতির বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছ; তবে কি নিমিত্ত এক্ষণে মুগ্ধ হইতেছ? রাজা যুধিষ্ঠির তোমারে এরূপ শোকাভিভূত জানিতে পারিলে প্রাণ পরিত্যাগেও ক্ষান্ত হইবেন না। ধর্ম্মরাজ একান্ত ধীর। তিনি পশুপক্ষীর প্রতিও নিয়ত কৃপা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তোমার প্রতি তাঁহার দয়া না হইবার সম্ভাবনা কি? এক্ষণে তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা, দৈবের অখণ্ডনীয়তা অনুধ্যান ও পাণ্ডবগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া জীবন ধারণ কর; তাহা হইলে নিশ্চয়ই লোকসমাজে কীর্ত্তি লাভ, ধর্ম্মার্থের অনুশীলন ও দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবে। অতঃপর প্রজ্ঞারূপ জলসেচন দ্বারা প্রজ্বলিত পুত্রশোকানল নির্ব্বাপিত করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

হে জনমেজয়! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অমিততেজা বেদব্যাসের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন,

মহর্ষে! আমি গুরুতর শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছি। বারংবার মোহ উপস্থিত হওয়াতে আমার আত্মজ্ঞান তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আপনার মুখে নিগূঢ় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবগত হইলাম যে, আমার পুত্রগণ দৈবপ্রভাবেই নিহত হইয়াছে। অতএব আর আমি প্রাণ ত্যাগের বাসনা বা শোক প্রকাশ করিব না। মহারাজ! তখন মহর্ষি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

নবম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! ভগবান্ বেদব্যাস প্রস্থান করিলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কি করিলেন? আর ঐ সময় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ও কৃপ প্রভৃতি বীরত্রয় কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। আমি আপনার নিকট অশ্বত্থামার কার্য্য শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা কহিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সঞ্জয় দুর্য্যোধন ও তাঁহার সৈন্যগণের বিনাশে হতবুদ্ধি হইয়া ধৃতরাষ্ট্র সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! নানা দেশীয় ভূপালগণ কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়া আপনার পুত্রগণের সহিত পিতৃলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। দুর্য্যোধন বৈরতা উচ্ছিন্ন করিবার মানসে সমুদায় পৃথিবী উচ্ছিন্নপ্রায় করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি যথানিয়মে পুত্র, পৌত্র ও পিতৃগণের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করুন। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে এই রূপ

নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিচেতন ও মৃতকল্প হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা বিদুর তাঁহারে ভূতলশায়ী দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ! সমুদায় জীবকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে; অতএব আপনি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করুন। প্রাণিগণের জন্মের পূর্ব্বে অভাব, তৎপরে কিয়দ্দিন মাত্র স্থিতি এবং পরিশেষে নিধনানন্তর পুনরায় অভাব লক্ষিত হয়। অতএব তাহাদিগের নিমিত্ত শোক করা বিজ্ঞ লোকের কর্ত্তব্য নহে। শোক করিলে মৃত ব্যক্তিরে প্রাপ্ত বা স্বয়ং মৃত্যুমুখে নিপতিত হওয়া যায় না। তবে আপনি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছেন। দেখুন, লোকে সংগ্রামবিমুখ হইয়াও মৃত্যুগ্রস্ত হয় এবং যুদ্ধ করিয়াও জীবিত থাকে। কাল উপস্থিত হইলে কেহই তাহা অতিক্রম করিতে পারে না। কাল সমুদায় জীবকেই আকর্ষণ করে। কালের প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই নাই। তৃণরাশি যেমন বায়ুর বশীভূত হইয়া উড্‌ডীন হয়, প্রাণিগণও তদ্রূপ কালের বশীভূত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। ইহলোকস্থ সমুদায় জীবগণকেই এক স্থানে গমন করিতে হইবে। অতএব কালবশবর্ত্তী ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোককরা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আর আপনি যে সমস্ত মহাত্মার নিমিত্ত শোক করিতেছেন, বস্তুত তাঁহারা শোচ্য নহেন। তাঁহারা সমরে নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। বীরগণ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া যেরূপ সহজে স্বর্গ লাভ করেন, অন্যান্য লোকে প্রভূতদক্ষিণ বহুসংখ্যক যজ্ঞ, তপস্যা ও বিদ্যা প্রভাবে সেরূপ সহজে স্বর্গারোহণে সমর্থ হয় না। আপনার পক্ষীয় সমুদায় বীরই বেদ-

বেত্তা ও ব্রত পরায়ণ ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই সংগ্রাম-বিমুখ হন নাই। তাঁহারা বিপক্ষদিগের শরীরানলে শরাহুতি প্রদান ও অনায়াসে শত্রুনিক্ষিপ্ত শরনিকর গ্রহণ করিয়াছেন। তবে আপনি কি নিমিত্ত তাঁহাদের নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছেন? যুদ্ধই ক্ষত্রিয়দিগের স্বর্গলাভের উত্তম পথ। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সংগ্রাম অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে। আপনার পক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ পরম গতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা কখনই শোচনীয় নহেন। অতএব এক্ষণে আপনি স্বয়ং আশ্বাসিত হইয়া শোক সম্বরণ করুন। শোকাভিভূত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিরত হইবেন না।

দশম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাত্মা বিদুরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া যান সুসজ্জিত করিতে অনুজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় বিদুরকে কহিলেন, মহাত্মন্! তুমি গান্ধারী, কুন্তী ও অন্যান্য মহিলাগণকে অবিলম্বে আনয়ন কর। অন্ধরাজ বিদুরকে এই কথা বলিয়া শোকসন্তপ্ত চিত্তে যানে আরোহণ করিলেন। অনন্তর পুত্রশোকার্ত্তা গান্ধারী পতির আদেশানুসারে কুন্তী ও অন্যান্য অন্তঃপুরচারিণী দিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আগমন করিলেন। রোরুদ্যমানা রমণীগণ রাজার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বিদুর শোক সন্তপ্ত চিত্তে আর্ত্তস্বরে সেই রোরুদ্যমানা কুলকামিনীদিগকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক রথে সংস্থাপিত করিয়া পুর হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় কৌরবগণের প্রতিগৃহে আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল।

আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই শোকে নিতান্ত অভিভূত হইল। পূর্ব্বে দেবগণও যে রমণীগণের মুখাবলোকন করিতে পারেন নাই, এক্ষণে তাহারা অনাথা হইয়া সামান্য লোকের নেত্র-পথে নিপতিত হইতে লাগিল। আলোলিতকেশা একবস্ত্রা কামিনীগণ অলঙ্কার উন্মোচন পূর্ব্বক হরিণীগণ যেমন যূথপ-তির বিনাশে দুঃখার্ত্ত হইয়া শৈলগুহা হইতে বহির্গত হয় তদ্রূপ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং শোকাকুলিত চিত্তে অঙ্গনচারিণী ঘোটকীর ন্যায় ইতস্তত ধাবমান হইয়া পিতা-পুত্র ও ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগি-লেন। তাঁহাদিগকে দেখিবা মাত্র বোধ হয় যেন তাঁহারা যুগান্তকালীন লোক সংক্ষয়ের বিষয় প্রকাশ করিতেছেন। ঐ সময় তাঁহারা শোকে নিতান্ত হতজ্ঞান হইয়া কোন প্রকা-রেই কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে পারিলেন না। পূর্ব্বে যে কামিনী-গণ সখীজনের নিকটেও লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া থাকিতেন এক্ষণে শ্বশ্রূদিগের সমীপেই লজ্জা তরিত্যাগ পূর্ব্বক এক বস্ত্র পরিধান করিয়া রহিলেন। পূর্ব্বে যাঁহারা অল্প শোকের কারণ উপস্থিত হইলে পরস্পর পরস্পরকে আশ্বাস প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেন এক্ষণে তাঁহারা শোকে অধীর হইয়া পরস্প-রের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই রূপে সেই রোরুদ্যমানা রমণীগণে পরিবৃত হইয়া দুঃখিত মনে সমরাঙ্গনে যাত্রা করিলেন। শিল্পী, বণিক ও বেশ্যারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় মহিলা-গণের আর্ত্তনাদে ত্রিভুবন ব্যথিত হইয়া উঠিল। বীরগণ যুগান্তকালে প্রাণিগণের ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ

করিতে লাগিল এবং অনুরক্ত পুরবাসিগণ ব্যথিত হৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল।

একাদশ অধ্যায়।

অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পরিজনগণ এক ক্রোশমাত্র গমন করিলে মহারথ কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ বীরত্রয় জ্ঞানচক্ষু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে রোরুদ্যমান নিরীক্ষণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাষ্পগদ্গদ স্বরে কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র অতি দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়া অনুচরগণের সহিত ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। আমাদের অন্যান্য সমুদায় সৈন্যই বিনষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে কেবল আমরা তিন জন অবশিষ্ট আছি।

অনন্তর মহাবীর কৃপাচার্য্য পুত্রশোকার্ত্তা গান্ধারীরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজ্ঞি! তোমার পুত্রগণ যখন নির্ভীক চিত্তে বীর জনোচিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রুগণকে বিনাশ করিতে করিতে নিহত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তাহারা তেজঃপুঞ্জ কলেবর ধারণ করিয়া অমরগণের ন্যায় সুনির্ম্মল দিব্য লোকে পরিভ্রমণ করিতেছে। আমাদের পক্ষীয় বীরগণের মধ্যে কেহই সমরে পরাঙ্মুখ বা শত্রুগণের শরণাপন্ন হইয়া নিহত হয় নাই। প্রাচীন মহাত্মারা ক্ষত্রিয়গণের সমরমৃত্যুই উৎকৃষ্ট গতিলাভের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব তাহাদের নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আপনার পুত্রগণের অরাতি পাণ্ডবগণও সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও আমি আমরা তিন জন, দুরাত্মা

ভীমসেন অধর্ম্মানুসারে দুর্য্যোধনকে নিহত করিয়াছে শ্রবণ করিবামাত্র সেই রজনীতে শিবিরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক নিদ্রো-ভিভূত পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে বিনাশ করিয়াছি। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণ ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র আমাদের হস্তে নিহত হইয়াছে। আমরা এইরূপে তোমার পুত্রের শত্রুগণকে বিনাশ পূর্ব্বক পরিশেষে মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণ রোষভরে নিশ্চয়ই বৈর নির্যাতনার্থ সমাগত হইবে, বিবেচনা করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছি। পুরুষপ্রধান পাণ্ডবগণ পুত্র-দিগের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে উন্মত্তপ্রায় হইয়া আমাদিগকে সংহার করিবার চেষ্টা করিতেছে। অতঃপর আর এ স্থানে অবস্থান করিতে সাহস হইতেছে না। এক্ষণে আপনি শোক সম্বরণ করিয়া আমাদিগকে প্রস্থানে অনুমতি প্রদান করুন। মহারাজও আমাদিগকে গমনে অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক ধৈর্য্যা-বলম্বন করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা সন্দর্শন করুন।

হে জনমেজয়! অনন্তর মহাবীর কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বারংবার নিরী-ক্ষণ করিতে করিতে ভাগীরথীর অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া পরস্পর পর-স্পরকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক উদ্বিগ্ন চিত্তে তিন জনে তিন দিকে ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃপাচার্য্য হস্তিনাপুরে, কৃতবর্ম্মা স্বীয় রাজধানীতে এবং দ্রোণতনয় অশ্বত্থামা ব্যাসাশ্রমের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরত্রয় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে গমনে প্রবৃত্ত হইলেই

মহারথ পাণ্ডবগণ পথিমধ্যে অশ্বত্থামারে আক্রমণ করিয়া বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক পরাজিত করেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে মহাত্মা বাসুদেব, সাত্যকি, যুযুৎসু ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। দ্রৌপদীও দুঃখশোকাকুলিত চিত্তে পাঞ্চালমহিলাগণের সহিত ধর্ম্মরাজের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মনন্দন কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন পুত্রশোকপীড়িত বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহিলাগণে পরিবৃত হইয়া ভাগীরথীতীরাভিমুখে গমন করিতেছেন। কামিনীগণ কুররীর ন্যায় দুঃখিত মনে এই বলিয়া বিলাপ করিতেছেন, হা ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তোমার সে ধর্ম্মানুরাগিতা ও অনৃশংসতা কোথায় গেল! তুমি কিরূপে ভ্রাতা, গুরুপুত্র ও মিত্রগণকে বিনাশ করিলে! মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও জয়দ্রথকে সংহার করিয়া কি তোমার মন ব্যথিত হইতেছে না! এক্ষণে মহাবীর অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং গুরু ও ভ্রাতৃগণ বিরহে তোমার রাজ্যলাভ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবে।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই মহিলাগণের এইরূপ বিলাপ শ্রবণ করিতে করিতে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে অন্যান্য পাণ্ডবেরাও স্ব স্ব নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক অন্ধরাজের অভিবাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র অপ্রসন্ন মনে ধর্ম্মরাজকে আলিঙ্গন

ও সান্ত্বনা করিয়া স্বীয় দুষ্টাভিসন্ধি সম্পন্ন করিবার মানসে ভীমকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন তাঁহার শোকানল ক্রোধসমীরণে সন্ধুক্ষিত হইয়া ভীমসেন রূপ তৃণরাশি দগ্ধ করিবার অভিলাষ করিয়াছে। হে মহারাজ! অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বাসুদেব ইহার পূর্ব্বেই ভীমের উপর ধৃতরাষ্ট্রের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতিবিধানার্থ লৌহময় ভীম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি অন্ধরাজের ভাব দর্শনে তাঁহার অভিপ্রায় সবিশেষ অবগত হইয়া ভীমকে হস্ত দ্বারা অবরোধ পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রকে সেই লৌহময় ভীম প্রদান করিলেন। অযুত নাগতুল্য বলশালী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সেই লৌহময় ভীমকে প্রাপ্তিমাত্র ভুজ দ্বারা গ্রহণ করিয়া যথার্থ ভীম বোধে বল প্রকাশ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ভীমের লৌহময় প্রতিকৃতি চূর্ণ করিবামাত্র ধৃতরাষ্ট্রের বক্ষঃস্থল বিমথিত হইয়া গেল এবং আস্যদেশ হইতে অনবরত রুধিরপ্রবাহ নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি শোণিতসিক্ত কলেবরে পুষ্পিত পারিজাতের ন্যায় অচিরাৎ ভূতলে নিপতিত হইলেন। মহামতি সঞ্জয় তাঁহারে অবলম্বন পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকাকুলিত চিত্তে হা ভীম! হা ভীম! বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পুরুষপ্রধান বাসুদেব অন্ধরাজকে ক্রোধহীন ও ভীমবধে নিতান্ত কাতর দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ! আর শোক প্রকাশ করিবেন না। আপনি লৌহময় ভীমকে চূর্ণ করিয়াছেন; প্রকৃত ভীমকে বিনাশ করেন

নাই। আমি আপনারে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া ভীমকে মৃত্যুর দশনান্তর্গত বোধ করিয়া অগ্রেই অপসারিত করিয়াছিলাম। আপনার তুল্য বলশালী আর কেহই নাই। আপনি ভুজযুগল দ্বারা পরিগ্রহ করিলে কোন্ ব্যক্তি উহা সহ্য করিতে পারে। কৃতান্তের সন্নিহিত হইলে যেমন কেহ জীবিত সত্বে বিমুক্ত হইতে পারে না, তদ্রূপ আপনার বাহুযুগলের মধ্যগত হইলে কোন বীরই জীবিত লাভে সমর্থ হয় না। আমি সেই নিমিত্তই আপনার নিকট দুর্য্যোধননির্ম্মিত লৌহময় ভীমপ্রতিমূর্ত্তি প্রদান করিয়াছিলাম। হে মহারাজ! আপনার মন পুত্রশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত ও ধর্ম্মভাব শূন্য হইয়াছে, এই নিমিত্তই আপনি ভীমসেনকে বিনাশ করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। কিন্তু বস্তুত ভীমকে সংহার করা আপনার শ্রেয় নহে। দেখুন, আপনার পুত্রগণ কদাচ জীবিত থাকিতেন না। নচেৎ আমরা পূর্ব্বে শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়াও কি নিমিত্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না? অতএব এক্ষণে উহা বিশেষ রূপে অনুধ্যান করিয়া শোক পরিত্যাগ করুন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর পরিচারকগণ অন্ধরাজের গাত্রপ্রক্ষালনাদি শৌচক্রিয়া সম্পাদন করিলে বাসুদেব পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, নরনাথ! আপনি সমস্ত কার্য্যাকার্য্য বিবেচনায় সমর্থ ও বহুদর্শী এবং বেদ, পুরাণ ও রাজধর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। তবে কি নিমিত্ত স্বয়ং অপরাধ করিয়া ঈদৃশ কোপ প্রকাশ করিতেছেন? তৎকালে

আমি, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, বিদুর ও সঞ্জয় আমরা সকলে আপনারে কহিয়াছিলাম যে, পাণ্ডবগণ সমধিক বলবীর্য্যশালী; সুতরাং তাহাদের সহিত সন্ধিস্থাপনই অবশ্য কর্ত্তব্য। হে মহাত্মন্! আমরা ঐরূপে বারংবার আপনারে সন্ধিস্থাপনে অনুরোধ করিলেও আপনি সে সময় আমাদিগের বাক্য উল্লঙ্ঘন করিলেন; কোন ক্রমে তদনুরূপ কার্য্য করিলেন না। দেখুন, যে স্থিরবুদ্ধি মহীপাল স্বয়ং আপনার দোষ দর্শন ও দেশকাল বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন, তিনি মঙ্গল লাভে সমর্থ হন। আর যিনি হিতাহিত বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও তাহা গ্রহণ করেন না, তাঁহারে নিশ্চয়ই দুর্নীতি নিবন্ধন বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া শোক করিতে হয়। আপনি নিতান্ত চঞ্চলস্বভাব ও দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী ছিলেন বলিয়াই এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে কি নিমিত্ত ভীমসেনকে সংহার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? ভীমের অপরাধ কি? যে নীচাশয় স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক দ্রৌপদীরে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, মহাবীর বৃকোদর তাহারে বিনাশ করিয়া বৈর নির্যাতন করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি নিরপরাধে পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়া কি রূপ অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন, আর দুর্য্যোধনও উহাদের উপর কত অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা বিবেচনা করিয়া ক্রোধ সংবরণ করুন।

হে জনমেজয়! দেবকী পুত্র বাসুদেব এইরূপ কহিলে, ধৃতরাষ্ট্র তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাধব! তুমি যাহা যাহা কহিতেছ, তৎ সমুদায়ই সত্য, কিন্তু বলবান্ অপত্যস্নেহ আমারে ধৈর্য্যচ্যুত করিয়াছিল, সেই নিমিত্তই আমি

ভীমের অশুভানুষ্ঠানে বাসনা করিয়াছিলাম। তুমি ভাগ্য-ক্রমে সত্যপরাক্রম মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদরকে রক্ষা করাতে সে আমার ভুজপঞ্জরে নিপতিত হয় নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি একাগ্র চিত্ত হইয়াছি ; আমার শোকতাপ সমস্ত দূরীভূত হইয়াছে ; অতঃপর মহাবীর ভীমসেনকে কুশল প্রশ্ন ও সাদর সম্ভাষণ করিব। আমার তনয়গণ ও অন্যান্য ভূপতি সমুদায় নিহত হইয়াছে ; স্থতরাং এক্ষণে পাণ্ডুতনয়গণই আমার প্রীতি ও মঙ্গলের আস্পদ হইল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই কথা বলিয়া রোদন করিতে করিতে ভীমসেন, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

হে মহারাজ ! অনন্তর বাস্থদেব ও পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞা লইয়া গান্ধারীর নিকটে গমন করিলেন। পুত্র-শোকার্ত্তা পতিপরায়ণা গান্ধাররাজদুহিতা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অরাতিবিহীন অবগত হইয়া শাপ প্রদান করিতে অভিলাষ করিলেন। ঐ সময় দিব্যদৃষ্টি সর্ব্বভূতভাববেত্তা সত্যবতীপুত্র বেদব্যাস পাণ্ডবগণের প্রতি গান্ধারীর দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ভাগীরথীর বিমল জলে অবগাহন পূর্ব্বক মনোমারুত বেগে অচিরাৎ পুত্রবধূর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে শান্ত করিবার মানসে কহিলেন, বৎসে ! তুমি আমার বাক্যানু-সারে পাণ্ডবগণের প্রতি কোপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তিগুণ অবলম্বন কর। ইতি পূর্ব্বে তোমার পুত্র দুর্য্যোধন অরাতি-গণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া অষ্টাদশ দিবসই সময়ে

সময়ে তোমার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিয়াছিল, মাত ! আমি শত্রুগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আপনি আমার মঙ্গল প্রার্থনা করুন। তুমিও সেই সেই সময়ে তাহারে কহিয়াছিলে, বৎস ! যে খানে ধর্ম্ম, সেই খানেই জয়। হে কল্যাণি ! তুমি সমুদায় প্রাণীর হিতচেষ্টায় নিরত। তোমার বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে। মহাত্মা পাণ্ডবগণ তুমুল যুদ্ধে অসংখ্য নৃপতির প্রাণ সংহার পূর্ব্বক জয় লাভ করিয়া তোমার বাক্যের যাথার্থ্য সম্পাদন করিয়াছে। পূর্ব্বে তোমার অসাধারণ ক্ষমা গুণ ছিল; আজি তুমি কি নিমিত্ত সেই গুণ পরিত্যাগ করিতেছ। এক্ষণে অধর্ম্মকে পরাজয় করাই তোমার কর্ত্তব্য। যেখানে ধর্ম্ম সেই খানেই জয় হইয়া থাকে। অতএব তুমি স্বীয় ধর্ম্ম ও পূর্ব্বোক্ত বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক এক্ষণে কোপ সম্বরণ কর।

গান্ধারী কহিলেন, ভগবন্ ! পাণ্ডবগণের প্রতি আমার ঈর্ষা নাই। আর উহারা যে বিনষ্ট হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। কিন্তু পুত্রশোকে আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত বিহ্বল হইতেছে। কুন্তী যেমন পাণ্ডবগণকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ আমার এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রেরও তাহাদিগকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের অপরাধেই কুরুকুল ধ্বংস হইয়াছে। যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবেরও কিছুমাত্র অপরাধ নাই। কৌরবগণ দর্পপ্রভাবে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াই নিহত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমি কিছুমাত্র আক্ষেপ করি না। কিন্তু মহাত্মা ভীমসেন যে দুর্য্যোধনকে গদাযুদ্ধে আহ্বান পূর্ব্বক তাহারে

অপেক্ষাকৃত শিক্ষানিপুণ দেখিয়া বাসুদেবের সাক্ষাতে তাহার নাভির অধোদেশে গদাঘাত করিয়াছে, উহার সেই অধর্ম্মই আমার কোপানল প্রজ্বলিত করিতেছে। সংগ্রামস্থলে আপনার প্রাণ রক্ষার্থ সাধু জন সমুদ্দিষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কি বীর পুরুষের উচিত কার্য্য ?

পঞ্চদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন মহাবীর ভীমসেন গান্ধারীর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ভীত চিত্তে তাঁহারে অনুনয় সহকারে কহিতে লাগিলেন, মাত! আমি আত্মরক্ষা করিবার মানসে ভয় প্রযুক্ত যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, ধর্ম্ম্যই হউক আর অধর্ম্ম্যই হউক, আপনি তদ্বিষয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করুন। আমি অধর্ম্মানুসারেই আপনার আত্মজকে বিনাশ করিয়াছি। ধর্ম্মযুদ্ধে তাহারে সংহার করা নিতান্ত দুষ্কর এবং সে আমারে বিনাশ করিলেই রাজ্য গ্রহণ করিবে এই ভাবিয়াই আমি অধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মরাজকে পরাজয়, আমাদিগের সহিত সতত শঠতাচরণ এবং একবস্ত্রা রজস্বলা রাজকুমারী দ্রৌপদীর প্রতি বিবিধ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল। বিশেষত তাহারে আয়ত্ত না করিলে আমাদিগের এই সসাগরা বসুন্ধরা ভোগের কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না, এই নিমিত্তই আমি ঐ রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। হে আর্য্যে! যৎকালে সেই দুরাচার সভামধ্যে আমাদিগের প্রতি যথোচিত কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া দ্রৌপদীরে বাম উরু প্রদর্শন করিয়াছিল, আমরা তৎকালেই তাহারে বিনাশ করিতাম,

কেবল ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারেই এত দিন সময় প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম। হে আর্য্যে! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে ধর্ম্মরাজের অন্তঃকরণে বৈরানল সন্ধুক্ষিত করিয়া আমাদিগকে অরণ্যে প্রেরণ পূর্ব্বক বিস্তর ক্লেশ প্রদান করিয়াছে। আমি সেই নিমিত্তই ঐ রূপ অধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। এক্ষণে দুর্য্যোধন বিনষ্ট হওয়াতে বৈরানল এককালে নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় রাজ্য অধিকার করিয়াছেন এবং আমরাও রোষ শূন্য হইয়াছি।

তখন গান্ধারী বৃকোদরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভীম! তুমি বৈর নির্যাতন মানসে দুর্য্যোধনকে অধর্ম্মানুসারে নিহত করিয়া প্রশংসার কার্য্য কর নাই। আর বৃষসেন নকুলের অশ্ব বিনষ্ট করিলে তুমি যে দুঃশাসনের শোণিত পান করিয়াছিলে, তোমার সেই কার্য্যটি সাধুজনবিগর্হিত, ক্রূর ও অনার্য্য জনের সমুচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তখন ভীমসেন কহিলেন, আর্য্যে! আত্মীয়ের কথা দূরে থাকুক, অপরের ও রুধির পান করা অকর্ত্তব্য; বিশেষত ভ্রাতা আত্মার তুল্য, সুতরাং দুঃশাসনের রুধির পান আমার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত, তাহার সন্দেহ কি। কিন্তু বস্তুত আমি তাহার রুধির পান করি নাই, দুঃশাসনের শোণিত আমার অধর ওষ্ঠ অতিক্রম করিয়া উদরস্থ হয় নাই; কেবল তাহার শোণিতে আমার হস্তদ্বয় সংসিক্ত হইয়াছিল। এই বিষয় মহাবীর কর্ণ সম্যক্ অবগত ছিলেন। বৃষসেন নকুলের অশ্ব বিনাশ করিলে আপনার আত্মজগণ অতিশয় হৃষ্ট হইয়াছিল। আমি তৎকালে তাহাদিগের ত্রাসোৎপাদনের নিমিত্ত ঐ রূপ অনুষ্ঠান

করিয়াছিলাম। আর দেখুন, দ্রৌপদী দ্যূতে পরাজিত হইলে দুঃশাসন তাঁহার কেশাকর্ষণ করাতে আমি নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া তাহার রুধির পান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞা অদ্যাপি আমার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে। যদি আমি সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন না করিতাম, তাহা হইলে আমারে যাবজ্জীবন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিভ্রষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে হইত; এই নিমিত্তই আমি ঐ রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনি আমার প্রতি দোষারোপ করিবেন না। আপনার পুত্রগণ আমাদিগের নিকট বিলক্ষণ অপরাধী হইয়াছিল। পূর্ব্বে তাহাদিগকে শাসন না করিয়া এক্ষণে আমারে কি নিমিত্ত দোষী করিতেছেন?

তখন গান্ধারী কহিলেন, বৎস! তুমি আমাদিগের এক শত পুত্রের মধ্যে যে তোমাদের অল্প অপরাধ করিয়াছিল, এমন একটিরেও কি নিমিত্ত অবশিষ্ট রাখিলে না? সেই পুত্রই এই অন্ধদ্বয়ের যষ্টিস্বরূপ হইত। এক্ষণে আমরা বৃদ্ধ ও অন্ধ হইয়াছি, আমাদিগের রাজ্য ও অপহৃত হইয়াছে, এখন তুমিই আমাদিগের পুত্রস্বরূপ হইলে। যাহা হউক, যদি তুমি ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে, তাহা হইলে আমার এরূপ দুঃখ উপস্থিত হইত না।

হে মহারাজ! পুত্রপৌত্রবধপীড়িতা রাজমহিষী গান্ধারী এই বলিয়া ক্রোধান্বিত চিত্তে পুনরায় কহিলেন, এক্ষণে ধর্ম্মরাজ কোথায়? তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিত কলেবরে গান্ধাররাজতনয়ার সন্নিহিত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, দেবি! আমি আপনার পুত্রহন্তা, অতি নৃশংস

এবং আপনাদিগের রাজ্যনাশের একমাত্র হেতু; আপনি এক্ষণে আমারে অভিশাপ প্রদান করুন। আমি আপনার শাপ প্রদানের উপযুক্ত পাত্র। আর্য্যে! আমি মিত্রদ্রোহী ও মূঢ়। আমি যখন তাদৃশ সুহৃদ্গণকে বিনষ্ট করিয়াছি, তখন আমার রাজ্য, জীবন ও ধনে আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ দেহ অবনত করিয়া গান্ধারীর চরণে নিপতিত হইবার উপক্রম করিলেন। তখন দূরদর্শিনী গান্ধারী যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আবরণের মধ্য হইতে তাঁহার অঙ্গুলির অগ্রভাগ দর্শন করিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাত হইবামাত্র রাজা যুধিষ্ঠির কুনখী হইলেন। ঐ সময় অর্জ্জুন সেই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া বাসুদেবের পশ্চাৎ ভাগে গমন করিলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডবগণ সকলেই ভীত হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র মহিষী গান্ধারী ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক জননীর ন্যায় তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ গান্ধারীর অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক বীরপ্রসূতি জননী কুন্তীর নিকট গমন করিলেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী বহু দিন তনয়গণের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ না করিয়া অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহাদিগকে দেখিয়া বসনে মুখ আচ্ছাদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন এবং পুত্রগণকে অস্ত্র শস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত কলেবর দেখিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের গাত্রে বারংবার করস্পর্শ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। তৎপরে তিনি হতপুত্রা দ্রৌপদীরে ভূতলে

নিপতিত ও অনর্গল নির্গলিত অশ্রুজলে অভিষিক্ত দেখিয়া বিস্তর অনুতাপ করিলেন।

তখন দ্রৌপদী কুন্তীরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্যে! এক্ষণে অভিমন্যু ও আমার পুত্ত্রেরা কোথায় গেল! তাহারা বহু দিনের পর এখনও আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে না। আমি যখন পুত্ত্রহীন হইয়াছি, তখন আর আমার রাজ্যে প্রয়োজন কি? তখন বিশাললোচনা কুন্তী যাজ্ঞসেনীরে ভূতল হইতে উত্থাপিত করিয়া পুত্ত্রগণের সহিত আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যশস্বিনী গান্ধাররাজতনয়া স্বীয় পুত্ত্রবধূর সহিত তথায় আগমন করিয়া দ্রৌপদীরে কহিলেন, বৎসে! তুমি আর দুঃখ প্রকাশ করিও না; দেখ, আমিও শোকদুঃখে একান্ত আকুল হইয়াছি; এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, এই লোকক্ষয় কালকৃত ও অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্বে মহামতি বাসুদেব শান্তিস্থাপনের উদ্দেশে আগমন করিয়া কৃতকার্য্য না হওয়াতে মহাত্মা বিদুর যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা সত্যই হইল। এক্ষণে এই দুর্নিবার হত্যাকাণ্ড অতিক্রান্ত হইয়াছে; অতএব এ সময় আর শোক প্রকাশের আবশ্যকতা নাই। যাহারা সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, তাহাদের নিমিত্ত শোক করা অবিধেয়। আর দেখ, তুমি যে রূপ শোকে আকুল হইয়াছ, আমিও তদ্রূপ কাতর হইয়াছি; সুতরাং এক্ষণে কে আমাদিগকে আশ্বাসিত করিবে? বস্তুত আমারই দোষে এই কুলক্ষয় হইল।

জলপ্রাদানিক পর্ব্ব সমাপ্ত।

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্বাধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ব্রহ্মচারিণী পতিপরায়ণা গান্ধারী দ্রৌপদীরে এই কথা বলিয়া মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রদত্ত বরপ্রভাবে দিব্য চক্ষু দ্বারা সেই স্থানে থাকিয়াই কৌরবগণের রণভূমি দেখিতে পাইলেন। ঐ স্থান ভগ্ন রথ, অস্থি, কেশ ও শোণিতে সমাবৃত এবং নর, অশ্ব ও গজ সমুদায়ের রুধিরোক্ষিত মৃত দেহে পরিপূর্ণ ছিল। অসংখ্য অশ্ব, গজ ও নরনারীগণ ঐ স্থানে ভীষণ রবে চীৎকার করিতেছিল এবং শৃগাল, বক, কাকোল, কঙ্ক, কাক, গৃধ্র ও রাক্ষসগণ মহা আহ্লাদে ইতস্তত ধাবমান হইতেছিল। দিব্য জ্ঞানসম্পন্ন গান্ধারী দূর হইতে সেই রণস্থল অবলোকন করিয়া করুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ বেদব্যাসের অনুজ্ঞাক্রমে বাসুদেব ও বন্ধুবিহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রসর করিয়া কৌরব মহিলাগণ সমভিব্যাহারে সংগ্রাম ভূমিতে গমন করিলেন। অনাথা কৌরববনিতাগণ কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহাদের কাহারও ভ্রাতা, কাহারও পুত্র, কাহারও পিতা, কাহারও বা ভর্ত্তা প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূত-

লে শয়ান রহিয়াছেন। গোমায়ু, বল, বায়স, ভূত, পিশাচ ও রাক্ষসগণ পরমানন্দে সেই সমস্ত ব্যক্তিদিগের মাংস ভক্ষণ করিতেছে। কামিনীগণ এই রূপে সেই শ্মশানসদৃশ সমরভূমি নিরীক্ষণ করিয়া হাহাকার করিতে করিতে বিচিত্র যান হইতে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কেহ কেহ অদৃষ্টপূর্ব্ব ভীষণ ব্যাপার দর্শনে স্খলিতদেহ হইয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিলেন এবং কেহ কেহ নিতান্ত পরিশ্রম বশত বিচেতন হইয়া পড়িলেন। ঐ সময় পাঞ্চাল ও কৌরবকামিনীগণের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না।

তখন ধর্ম্মশীলা গান্ধারী দুঃখার্ত্ত নারীগণের রোদনশব্দে সমরভূমির চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ দেখিয়া পুণ্ডরীকলোচন মধুসূদনকে সম্বোধন পূর্ব্বক করুণ বচনে কহিলেন, বৎস! ঐ দেখ, আমার বধূগণ অনাথা হইয়া আলোলিত কেশে কুররীযূথের ন্যায় রোদন করিতে করিতে তোমার নিকট আগমন পূর্ব্বক স্ব স্ব পতি, পুত্র, পিতৃ ও ভ্রাতৃগণকে স্মরণ করিয়া তাহাদের মৃত দেহের নিকট ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, সমরাঙ্গন পুত্রহীনা বীরজননী ও পতিহীন বীরপত্নীগণে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তেজস্বী পুরুষব্যাঘ্র ভীষ্ম, কর্ণ, অভিমন্যু, দ্রোণ, দ্রুপদ ও শল্য প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। ঐ দেখ, সমরভূমি মহাবীরগণের কাঞ্চনময় কবচ, দিব্য মণি, অঙ্গদ, কেয়ূর, মাল্য, শক্তি, পরিঘ, সুতীক্ষ্ণ খড়্গ, শর ও শরাসন সমূহে সমলঙ্কৃত হইয়াছে। ক্রব্যাদগণ স্থানে স্থানে অবস্থান, ক্রীড়া ও শয়ন করিতেছে। হে মধুসূদন! সমরভূমির এইরূপ অবস্থা দেখিয়া

আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। কৌরব ও পাঞ্চালগণ নিহত হওয়াতে বোধ হইতেছে, এককালে পঞ্চ ভূত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, সুপর্ণ ও গৃধ্রগণ শোণিতসিক্ত সহস্র সহস্র বীরকে গ্রহণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতেছে। মহাবীর জয়দ্রথ, কর্ণ, দ্রোণ, ভীষ্ম ও অভিমন্যুর বিনাশ চিন্তা করিলে কাহার হৃদয় বিদীর্ণ না হয়! হায়! আজি ঐ সকল দুর্য্যোধনবশবর্ত্তী অমর্ষপরায়ণ অবধ্যকল্প বীরগণ নিহত ও শান্তভাবাপন্ন হইয়া গৃধ্র, কঙ্ক, বল, শ্যেন, কুক্কুর ও শৃগালগণের ভক্ষ্য হইয়াছেন। যাঁহারা পূর্ব্বে সুকোমল নির্ম্মল শয্যায় শয়ন করিতেন, আজি তাঁহারা নিহত হইয়া বিস্তৃত বসুধাতলে শয়ান রহিয়াছেন। যাঁহারা যথাসময়ে বন্দিগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিতেন, আজি তাঁহাদিগকে শিবাগণের বিবিধ অশুভ ধ্বনি শ্রবণ করিতে হইতেছে। পূর্ব্বে যাঁহারা অগুরুচন্দনে চর্চ্চিত হইয়া শয়ন করিতেন, আজি তাঁহারা ধূলিজালে ধূসরিত হইয়াছেন। গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়সগণ এক্ষণে উহাঁদিগের আভরণ হইয়াছে। ভয়ঙ্কর জম্বুকগণ বারংবার ভীষণ চীৎকার করত উহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। যুদ্ধাভিমানী নিহত বীরগণ নিশিত শর-নিকর, খড়্গ ও বিমল গদা ধারণ পূর্ব্বক জীবিতের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। বিচিত্র মাল্য সমলঙ্কৃত ঋষভতুল্য অসংখ্য বীর নিশাচরগণ কর্ত্তৃক ধরাতলে বিঘট্টিত হইতেছেন। পরিঘধারী সহস্র সহস্র মহাবীর প্রিয়তমার ন্যায় গদা আলিঙ্গন পূর্ব্বক শয়ান রহিয়াছেন। রাক্ষসগণ বর্ম্ম ও আয়ুধধারী অসংখ্য যোদ্ধাকে জীবিত বিবেচনা করিয়া ভয়ে আকর্ষণ করিতেছে না। রাক্ষসসমাকৃষ্ট বহুসংখ্যক বীর পুরুষের সুবর্ণময় বিচিত্র

হার চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। শৃগালেরা ভীত হইয়া নিহত বীরগণের কণ্ঠাবলম্বী হার আকর্ষণ করিতেছে। সুশিক্ষিত বন্দিগণ পূর্ব্বে উৎকৃষ্ট স্তুতিবাদ দ্বারা যাহাদিগকে আনন্দিত করিত, এক্ষণে রমণীগণ দুঃখ শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া তাহাদিগের নিকট করুণ স্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে। এই দেখ, কৌরব কামিনীগণের মনোহর বদনমণ্ডল নিতান্ত পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। উহারা অবিরল বাষ্পাকুললোচনে দুঃখিত মনে ইতস্তত গমন করিতেছে। উহাদিগের মুখমণ্ডল অনবরত রোদন ও রোষপ্রভাবে রক্তবর্ণ হইয়া রক্তোৎপলবনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহারা ভীষণ রোদনকোলাহল প্রভাবে পরস্পরের অপরিস্ফুট বিলাপশব্দ শ্রবণ করিয়া তাহার অর্থগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছে না। অনেকে বারংবার বিলাপ ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখে নিস্পন্দ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। অনেকে ভর্ত্তৃগণের মৃত দেহ দর্শন করিয়া মুক্তকণ্ঠে বিলাপ ও শিরে করাঘাত করিতেছে। এই দেখ, বীরগণের ছিন্ন মস্তক, হস্ত ও স্তূপাকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রণভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। মহিলাগণ বীরগণের মস্তকশূন্য দেহ ও দেহশূন্য মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বিমোহিত হইতেছে। কোন কোন কামিনী এক বীরের দেহে অন্য বীরের মস্তক যোজনা করিয়া হায়! কাহার মস্তক কাহার দেহে যোজিত করিলাম বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। কেহ কেহ বীরগণের দেহে শরসংছিন্ন বাহু, উরু ও চরণ সংযোজিত করিযা দুঃখিত মনে বারংবার মূর্চ্ছিত হইতেছে। কতগুলি নারী পশুপক্ষীর নখদন্তাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ছিন্নমস্তক

ভর্ত্তৃগণকে সন্দর্শন করিয়াও আপনার পতি বলিয়া জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইতেছে না ! কেহ কেহ ভর্ত্তা, ভ্রাতা, পিতা ও পুত্র-দিগকে শত্রুগণের হস্তে নিহত দেখিয়া বারংবার শিরে করাঘাত করিতেছে। সখড়্গ বাহু, কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ও মাংস-শোণিত সঞ্জাত কর্দ্দমে রণভূমি নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। দেখ, যে কামিনীগণ পূর্ব্বে দুঃখের লেশমাত্রও জানিত না, এক্ষণে তাহারা ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রগণের হতদেহে রণস্থল সমাচ্ছন্ন দেখিয়া এককালে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতেছে। হে কেশব ! আমার দীর্ঘকেশী পুত্রবধূগণ যে এক্ষণে এইরূপ মলিন ভাব অবলম্বন করিয়াছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে ! যখন আমারে পুত্র, পৌত্র ও ভ্রাতৃগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিতে হইল, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, আমি পূর্ব্ব জন্মে ঘোরতর পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলাম। অন্ধরাজমহিষী এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে রণনিহত দুর্য্যোধনকে অবলোকন করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

হে মহারাজ ! তখন গান্ধারী দুর্য্যোধনকে দেখিবামাত্র শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় সহসা ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বেই সংজ্ঞা লাভ করত রুধিরাক্ত কলেবর রণশয্যায় শয়ান কুরুরাজকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক হা পুত্র ! হা পুত্র ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্রজলে দুর্য্যোধনের হারবি-ভূষিত বিপুল বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত হইল। অনন্তর গান্ধার-রাজতনয়া সমীপবর্ত্তী হৃষীকেশকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

কেশব ! এই জ্ঞাতিবিনাশক ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইবার সময় দুর্য্যোধন কৃতাঞ্জলিপুটে আমারে জয়াশীর্ব্বাদ করিতে কহিলে আমি আপনার বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া কহিয়াছিলাম, বৎস ! যেখানে ধর্ম্ম সেই স্থানেই জয়। তুমি যখন যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতেছ না, তখন নিশ্চয়ই দেবতার ন্যায় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে। হে মাধব ! পূর্ব্বে আমি এই কথা কহিবার সময় পুত্র নিহত হইবে বলিয়া কিছুমাত্র শোক প্রকাশ করি নাই ; কিন্তু এক্ষণে বন্ধুবান্ধববিহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিমিত্ত নিতান্ত শোকার্ত্ত হইতেছি। ঐ দেখ, অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ যুদ্ধদুর্ম্মদ দুর্য্যোধন বীরশয্যায় শয়ান রহিয়াছে। হায় ! কালের কি আশ্চর্য্য গতি ! যে দুর্য্যোধন ক্ষত্রিয়গণের অগ্রগণ্য ছিল, আজি তাহারে ধূলিশয্যায় শয়ন করিতে হইল। যাহা হউক, ঐ বীর যখন বীরজনোচিত শয্যায় শয়ন করিয়াছে, তখন উহার সুদুর্লভ স্বর্গলোক লাভ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আহা ! পূর্ব্বে রমণীগণ যাহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়া ক্রীড়া করিত, এক্ষণে অশিবজনক শিবাগণ তাহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া আমোদ করিতেছে। পণ্ডিতগণ যাহার সমীপে সতত সমুপস্থিত থাকিতেন, এক্ষণে গৃধ্র সকল তাহার সমীপে উপবিষ্ট রহিয়াছে। পূর্ব্বে অবলাগণ যাহারে উৎকৃষ্ট ব্যজন দ্বারা বীজন করিত, আজি পক্ষিগণ তাহারে পক্ষ দ্বারা বীজন করিতেছে। ঐ দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন ভীমসেনের গদা প্রহারে নিহত হইয়া সিংহনিপাতিত মাতঙ্গের ন্যায় রুধিরাক্ত কলেবরে ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। যে বীর সমরাঙ্গনে একাদশ

অক্ষৌহিণী সেনা সমানীত করিয়াছিল, যে ত্রয়োদশ বৎসর নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিয়াছিল, আজি সেই মহাধনুর্দ্ধরকে স্বীয় দুর্নীতি নিবন্ধন ধরাশয্যা গ্রহণ করিতে হইল। হতভাগ্য দুর্য্যোধন মহামতি বিদুর, অন্ধ পিতা ও বৃদ্ধদিগকে অপমান করিয়াই কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছে। হে কৃষ্ণ ! পূর্ব্বে এই পৃথিবীরে দুর্য্যোধনের শাসনবর্ত্তী, হস্তী, গো ও অশ্বে পরিপূর্ণ দেখিয়াছি ; কিন্তু এক্ষণে ইহারে অন্যের হস্তগত ও শূন্যপ্রায় দেখিতে হইল ; অতএব আর আমার জীবনে প্রয়োজন কি ? এক্ষণে অবলাগণকে মৃত বীর পুরুষদিগের নিকট গমন ও বিলাপ করিতে দেখিয়া আমার যাহার পর নাই কষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, দীর্ঘকেশা বিপুলনিতম্বা স্বর্ণবেদী সদৃশ লক্ষ্মণের গর্ব্বধারিণী দুর্য্যোধনের ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছে। ঐ বরবর্ণিনী পূর্ব্বে দুর্য্যোধনের জীবিতাবস্থায় উহার বাহুযুগল অবলম্বন করিয়া ক্রীড়া করিত, হায় ! আজি পুত্রসমবেত দুর্য্যোধনকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া আমার হৃদয় কেন শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না ! ঐ দেখ, লক্ষ্মণমাতা রুধিরাক্তকলেবর স্বীয় পুত্রের মস্তকাঘ্রাণ ও দুর্য্যোধনের দেহ পরিমার্জ্জন করিতেছে এবং কখন পতির ও কখন পুত্রের নিমিত্ত শোকে অধীর হইতেছে। ঐ দেখ, ঐ নিতম্বিনী কখন স্বীয় মস্তকে করাঘাত করিয়া দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইতেছে এবং পতি ও পুত্রের মুখপদ্ম পরিমার্জ্জিত করিতেছে। হে বাসুদেব ! যদি বেদ ও শাস্ত্র সমুদায় সত্য হয়, তাহা হইলে আমার পুত্র যে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

হে মাধব! এই যে আমার শতসংখ্যক পুত্রকে নিহত দেখিতেছ, ভীমসেন প্রায়ই গদাঘাতে উহাদিগকে নিপাতিত করিয়াছে। এক্ষণে যে আমার হতপুত্রা পুত্রবধূগণ আলোলিত কেশে রণস্থলে ধাবমান হইতেছে, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক ক্লেশকর। পূর্ব্বে যাহারা অলক্তক পদে প্রাসাদোপরি বিচরণ করিত, অদ্য তাহারা বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত ও শোকার্ত্ত হইয়া রুধিরার্দ্র ভূমিতে মত্তের ন্যায় পরিভ্রমণ করত, গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়সগণকে উৎসারিত করিতেছে। এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কৃশোদরী দুর্য্যোধন মহিষী ঘোরতর জনক্ষয় সন্দর্শনে দুঃখার্ত্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতেছে। ঐ রাজপুত্রীরে অবলোকন করিয়া আর আমার মন স্থির হইতেছে না। ঐ দেখ, কামিনীগণ কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ পতি ও কেহ কেহ তনয়গণকে সমরনিহত নিরীক্ষণ করিয়া উহাদের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইতেছে। প্রৌঢ় ও স্থবির কামিনীগণ অতি ভীষণ রবে ক্রন্দন করিতেছে। ঐ দেখ, শ্রান্ত ও মোহাবিষ্ট অবলাগণের মধ্যে কেহ কেহ রথনীড় ও কেহ কেহ নিহত গজবাজিগণের দেহ ধারণ এবং কেহ বা স্বীয় স্বামীর কুণ্ডলযুক্ত ছিন্ন মস্তক গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। বোধ হয়, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনীগণ এবং আমি পূর্ব্ব জন্মে বহুবিধ গুরুতর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম; সেই নিমিত্তই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির হইতে এই রূপ বিপদ্ উপস্থিত হইল। ফলভোগ ব্যতীত পাপ পুণ্যের কখনই ক্ষয় নাই। হে জনার্দ্দন! ঐ দেখ, নব যৌবন সম্পন্না

লজ্জাশীলা অবলাগণ দুঃখশোকে নিতান্ত অভিভূত ও ভূতলে নিপতিত হইয়া সারসীগণের ন্যায় শব্দ করিতেছে। সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে উহাদের মুখপদ্ম শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। হায়! আজি আমার মত্তমাতঙ্গপরাক্রম পুত্রগণের মহিষীরা সামান্য লোকদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইল! ঐ দেখ, আমার পুত্রগণের শত চন্দ্রযুক্ত চর্ম্ম, সূর্য্যসন্নিভ ধ্বজ এবং স্বুবর্ণনির্ম্মিত বর্ম্ম, নিষ্ক ও শিরস্ত্রাণ সকল ভূতলে নিপতিত হইয়া হুত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ মহাবীর দুঃশাসন সমরস্থলে শয়ান রহিয়াছে। মহাবীর ভীমসেন উহারে নিপাতিত করিয়া উহার সর্ব্বাঙ্গের রুধির পান এবং দ্যূতক্লেশ ও দ্রৌপদীর বাক্য স্মরণ করিয়া গদাঘাতে দুর্য্যোধনকে সংহার করিয়াছে। দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন ভ্রাতা দুঃশাসন ও সূতপুত্র কর্ণের প্রিয়চিকীর্ষায় সভামধ্যে দ্রৌপদীরে কহিয়াছিল, পাঞ্চালি! তুমি আজি দাসভার্য্যা হইয়াছ, অতএব অবিলম্বে নকুল, সহদেব ও অর্জ্জুনের সহিত আমাদিগের গৃহে প্রবেশ কর। আমি ঐ সময় দুর্য্যোধনকে আসন্নমৃত্যু অবগত হইয়া কহিয়াছিলাম, বৎস! তুমি অবিলম্বে কলহপ্রিয় দুর্ব্বুদ্ধি মাতুল শকুনিরে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন কর। ভীমসেন তোমার বাক্‌শল্যে বিদ্ধ হইয়া যে উল্কাভিহত কুঞ্জরের ন্যায় রোষাবিষ্ট হইতেছে, তাহা তুমি অনুধাবন করিতেছ না। হে মাধব! তৎকালে দুরাত্মা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে ক্রুদ্ধ জানিয়া ও সর্প যেমন বৃষভের প্রতি বিষ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তাহাদিগের প্রতি বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়াছিল। সেই অপরাধেই এক্ষণে কুরুকুল নির্ম্মূল

হইল। ঐ দেখ, দুঃশাসন সুদীর্ঘ ভুজযুগল প্রসারিত করিয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। সিংহ যেমন মাতঙ্গকে বিনাশ করে, তদ্রূপ মহাবীর বৃকোদর রোষাবিষ্ট হইয়া উহারে সংহার পূর্ব্বক উহার শোণিত পান করিয়া অতি ভয়ানক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে।

ঊনবিংশতিতম অধ্যায়।

হে বাসুদেব! ঐ দেখ, বিজ্ঞ জনসম্মত প্রিয় পুত্র বিকর্ণ ভীমসেন কর্ত্তৃক নিহত হইয়া নীল নীরদসমাচ্ছন্ন শরৎকালীন নিশাকরের ন্যায় গজযূথমধ্যে শয়ান রহিয়াছে। মাংসলোলুপ গৃধ্রগণ বহু কষ্টে উহার চাপগ্রহণকর্কশ তলত্রযুক্ত পাণিতল ছেদন করিতেছে। ঐ দেখ, উহার অল্পবয়স্কা ভার্য্যা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পরম যত্ন সহকারে ঐ সমস্ত আমিষগৃধ্নু গৃধ্রগণকে নিরাকৃত করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। হায়! যে তরুণবয়স্ক মহাবীর বিকর্ণ চিরকাল পরম সুখে কালহরণ করিয়াছে, আজি তাহারে ধূলিশয্যায় শয়ন করিতে হইল। এক্ষণে কর্ণি, নালীক ও নারাচ দ্বারা উহার মর্ম্মভেদ হইয়াছে, তথাপি শ্রী উহারে পরিত্যাগ করে নাই। ঐ দেখ, অরাতিহন্তা দুর্ম্মুখ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভীমকর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত রহিয়াছে। শ্বাপদগণ উহার বদনমণ্ডলের অর্দ্ধভাগ ভক্ষণ করাতে উহা সপ্তমীর চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। হায়! যে বীরের মুখশ্রী অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহারে রজোরাশি গ্রাস করিতে দেখিয়া আমি কি রূপে জীবন ধারণ করিব! পূর্ব্বে সংগ্রাম সময়ে যাহার সম্মুখে কেহই অবস্থান করিতে পারে

নাই, যে বীর অমরগণকেও জয় করিতে সমর্থ ছিল, সেই বীর কি রূপে শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিল! ঐ দেখ, মহাধনুর্দ্ধর বিচিত্র মাল্যধারী চিত্রসেন নিহত হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। শোকাকুল যুবতীগণ ক্রব্যাদগণের সহিত মিলিত হইয়া উহার সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে, আমি কামিনীগণের ক্রন্দনকোলাহল ও শ্বাপদদিগের গর্জ্জন শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। ঐ দেখ, তরুণবয়স্ক বিবিংশতি ধূল্যবলুণ্ঠিত কলেবরে বীর জনোচিত ভূমিশয্যায় শয়ান রহিয়াছে। গৃধ্রগণ উহারে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। উহার মধুর হাস্যসমন্বিত সুন্দর বদন সুধাকরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। অপ্সরারা যেমন গন্ধর্ব্বের সহিত বিহার করে, তদ্রূপ সহস্র সহস্র সুন্দরী ঐ বীরের সহিত ক্রীড়া করিত। বীরসেনানিপাতন, মহাবীর দুঃসহকে পূর্ব্বে কেহই পরাজয় করিতে পারে নাই; এক্ষণে তাহার শরীর অরাতিগণের শরনিকরে সমাচিত হইয়া প্রফুল্ল কর্ণিকারাবৃত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ মহাবীর জীবিতবিহীন হইয়াও সমুজ্জ্বল কবচ ও সুবর্ণময় হার দ্বারা অগ্নিময় ধবল গিরির ন্যায় দীপ্যমান হইতেছে।

বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মধুসূদন! যাহার বলবীর্য্য তোমার ও অর্জ্জুনের অপেক্ষা অর্দ্ধগুণ অধিক ছিল, যে সিংহপরাক্রম মহাবীর সহায়হীন হইয়াও আমার পুত্রের একান্ত দুর্ভেদ্য সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়াছিল, যে বীর বিপক্ষগণের সাক্ষাৎ কৃতান্ত স্বরূপ ছিল, সেই অভিমন্যু এক্ষণে স্বয়ং কৃতান্তের বশবর্ত্তী

হইয়াছে। অর্জ্জুনতনয় নিহত হইয়াও কিছুমাত্র প্রভাহীন হয় নাই। দেখ, অনিন্দনীয়া বিরাটনন্দিনী ভর্ত্তা অভিমন্যুরে অবলোকন করিয়া নিতান্ত দুঃখিত মনে বিলাপ করিতে করিতে নিজ কোমল করপল্লব দ্বারা উহার কলেবর পরিমার্জ্জিত করিতেছে। পূর্ব্বে ঐ লোকললামভূতা ললনা মধুপানে মত্ত হইয়া অভিমন্যুর বিকসিত পুণ্ডরীক সদৃশ কমনীয় মুখমণ্ডল আঘ্রাণ পূর্ব্বক সলজ্জ ভাবে ইহারে আলিঙ্গন করিত, এক্ষণে সেই নিতম্বিনী ভর্ত্তার বর্ম্ম উন্মোচিত করিয়া উহার শোণিতলিপ্ত কলেবর বারংবার নিরীক্ষণ করত তোমারে কহিতেছে, হে পদ্মপলাশলোচন! আমার এই স্বামীর নেত্রদ্বয় তোমার চক্ষুর ন্যায় সুদীর্ঘ; ইহাঁর রূপও তোমার ন্যায় মনোহর; এই বীর বলবীর্য্য এবং তেজেও তোমারই সদৃশ ছিলেন; এক্ষণে ইনি নিহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। ঐ দেখ, ঐ বালিকা পতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতেছে, মহাবাহো! তুমি পূর্ব্বে অতি সুকুমার ও রাঙ্কবচর্ম্মে শয়ন করিতে, এক্ষণে তোমার দেহ ভূতলে সন্নিবেশিত হইয়া কি ব্যথিত হইতেছে না? তুমি জ্যাঘাতকঠিত অঙ্গদ সমলঙ্কৃত করিশুণ্ড সদৃশ প্রকাণ্ড ভুজদণ্ড প্রসারণ পূর্ব্বক শয়ান থাকাতে বোধ হইতেছে যেন বারংবার ব্যায়াম সাধনে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছ। আমি নিতান্ত কাতর হইয়া বিলাপ করিতেছি, কিন্তু তুমি আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছ না। পূর্ব্বে তুমি আমারে দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া সম্ভাষণ করিতে, কিন্তু এক্ষণে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতেছি, তথাপি তুমি কি নিমিত্ত আমার সহিত

আলাপ করিতেছ না। নাথ! আমি ত তোমার নিকট কিছু-মাত্র অপরাধ করিনাই। হে আর্য্যপুত্র! তুমি আর্য্যা সুভদ্রা, অমরোপম পিতা ও পিতৃব্যগণ এবং একান্ত দুঃখিনী এই অনাথারে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে। হে মধু-সূদন! ঐ দেখ, উত্তরা অভিমন্যুর মুখমণ্ডল স্বীয় উৎসঙ্গে সন্নিবেশিত ও শোণিতলিপ্ত কেশকলাপ সংযত করিয়া উহারে জীবিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতেছে, আর্য্যপুত্র! তুমি বাসু-দেবের ভাগিনেয় ও ধনঞ্জয়ের তনয়; মহারথগণ রণমধ্যে তোমারে কি রূপে সংহার করিল! যাহারা তোমারে বিনাশ করিয়া আমারে চিরদুঃখিনী করিয়াছে সেই ক্রূরকর্ম্মা কৃপা-চার্য্য, কর্ণ, জয়দ্রথ, দ্রোণ ও অশ্বত্থামারে ধিক। হায়! ঐ মহারথগণ যখন তোমারে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বিনাশ করে, তৎকালে তাহাদিগের মন কি রূপ হইয়াছিল। হে বীর! তুমি অসংখ্য বন্ধুবান্ধব সম্পন্ন হইয়াও অনাথের ন্যায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের সমক্ষে কি রূপে নিহত হইলে! তোমার পিতা অর্জ্জুন তোমারে বহুসংখ্য বীরগণের হস্তে নিহত দেখিয়া কি রূপে জীবিত আছেন। হে কমললোচন! এক্ষণে একমাত্র তোমার বিরহে পাণ্ডবগণের বিপুল রাজ্যলাভ ও শত্রুজয় কোন ক্রমেই প্রীতিকর হইতেছে না। আমি ধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা অবিলম্বে তোমার শস্ত্রবিজিত লোকে গমন করিব; তোমারে তথায় আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। নিয়মিত সময় উপস্থিত না হইলে কলেবর পরিত্যাগ করা নিতান্ত সুকঠিন; সেই নিমিত্তই এই মন্দভাগিনী তোমারে নিহত দেখিয়াও জীবিত রহিয়াছে। হে জীবিতনাথ! তুমি

পরলোকে গমন করিয়া এক্ষণে আমার ন্যায় আর কাহারে হাস্যমুখে মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিবে। আমার বোধ হইতেছে, সুরলোকে তোমার রমণীয় রূপ দর্শন ও মধুর বাক্য শ্রবণে নিশ্চয়ই অপ্সরাদিগের মন মোহিত হইবে। তুমি অপ্সরাদিগের সহিত সমাগত হইয়া বিহার করিতে করিতে সময়ে সময়ে আমার কার্য্য সকল স্মরণ করিও। তুমি এই পৃথিবীতে আমার সহিত ছয় মাস বাস করিয়া সপ্তম মাসে দেহ বিসর্জ্জন করিলে!

হে জনার্দ্দন! ঐ দেখ, বিরাটকুলকামিনীগণ বিরাটদুহিতারে দুঃখিত মনে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া উহারে আকর্ষণ করিতেছে। উহারা বিরাটকে নিহত দেখিয়া শোকে ব্যাকুল হইয়াছে। ঐ দেখ, গৃধ্র ও শৃগালগণ দ্রোণশরসংচ্ছিন্ন রুধিরলিপ্তকলেবর সমরাঙ্গনে শয়ান বিরাটকে পরিবেষ্টন করিয়া কোলাহল করিতেছে। এক্ষণে বিরাটকুলরমণীগণ বিরাটের মৃত দেহ বিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইতেছে না। আতপসন্তপ্ত মহিলাগণের মুখমণ্ডল শ্রান্তি নিবন্ধন একান্ত বিবর্ণ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কলেবরও নিতান্ত পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, অপ্রাপ্তযৌবন উত্তর, সুদর্শন, লক্ষ্মণ ও কাম্বোজ দেশীয় সুদক্ষিণ নিহত হইয়া রণশয্যায় শয়ান রহিয়াছে।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, জ্বলিতানল সন্নিভ অমর্ষপরায়ণ মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ অসংখ্য অতিরথকে নিপাতিত করিয়া অর্জ্জুনের প্রভাবে প্রশান্ত ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক শোণিতলিপ্তগাত্রে

ধরাতলে শয়ন করিয়াছে। আমার মহারথ পুত্রগণ পাণ্ডবভয়ে ভীত হইয়া যাঁহারে যূথপতির ন্যায় অগ্রসর করিয়া অরাতি-গণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত, এক্ষণে সেই বীর মত্ত মাতঙ্গনিপাতিত মাতঙ্গের ন্যায়, সিংহার্দ্দিত শার্দ্দূলের ন্যায় অর্জ্জুনশরে নিহত হইয়াছে। রমণীগণ একত্র সমবেত হইয়া আলোলিত কেশে উহার সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাহার ভয়ে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর নিদ্রাগত হন নাই, এক্ষণে সেই ইন্দ্রের ন্যায় অপরাজেয়, যুগান্তকালীন হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী, হিমালয়ের ন্যায় স্থির, দুর্য্যোধনের প্রধান অবলম্বন মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনহস্তে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বায়ুভগ্ন দ্রুমের ন্যায় ভূতলশায়ী হইয়াছে। ঐ দেখ, বৃষসেনজননী কর্ণবনিতা বসুধাতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া বিলাপ করত কহিতেছে, হা নাথ! এত দিনে আচার্য্যের অভিশাপ সত্য হইল। পৃথিবী তোমার রথচক্র গ্রাস করিলে নির্দ্দয় ধনঞ্জয় সেই অবস্থায় তোমার মস্তক ছেদন করিল। ক্রব্যাদগণ তোমার দেহ ভক্ষণ করিয়া অল্পাবশেষ করাতে উহা কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর চন্দ্রমার ন্যায় নিতান্ত অপ্রিয়দর্শন হইয়াছে। কর্ণবনিতা এই বলিয়া একবার ধরাশায়ী হইতেছেন এবং পুনরায় সমুত্থিত ও পতি-পুত্রশোকে অধীর হইয়া কর্ণের বদন আঘ্রাণ করিতেছেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

হে বাসুদেব! ঐ দেখ, গৃধ্র ও জম্বুকগণ ভীমসেনের হস্তে নিহত মহাবীর অবন্তিনাথকে অনাথের ন্যায় ভক্ষণ করিতেছে। ঐ বীর অসংখ্য শত্রুকে নিপাতিত করিয়া শোণিতাক্ত কলে-

বরে বীরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। শৃগাল, কঙ্ক ও ক্রব্যাদগণ উহাঁরে ইতস্তত আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। রমণীগণ মিলিত হইয়া ঐ সমরশয়ান মহাবীরের সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে। ঐ দেখ, প্রতীপপুত্র মহাধনুর্দ্ধর বাহ্লীক ভল্ল দ্বারা নিহত হইয়া প্রসুপ্ত শার্দ্দূলের ন্যায় নিপতিত রহিয়াছেন। এখনও তাঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ, সিন্ধুসৌবীরভর্ত্তা মহাবীর জয়দ্রথ ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন। পুত্রশোকসন্তপ্ত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ অর্জ্জুন স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ একাদশ অক্ষৌ-হিণী সেনা ভেদ করিয়া উহাঁরে নিপাতিত করিয়াছে। অশুভ-সূচক শিবা ও গৃধ্রগণ চীৎকার করিতে করিতে উহাঁরে আক-র্ষণ ও ভক্ষণ করিতেছে। সিন্ধুরাজের পত্নীগণ উহাঁর সমীপে উপবিষ্ট হইয়াও উহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। কাম্বোজ ও যবনকামিনীগণ জয়দ্রথের নিকট উপবেশন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে। হে জনার্দ্দন! জয়দ্রথ যৎকালে কেকয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া দ্রৌপদীরে গ্রহণ পূর্ব্বক ধাবমান হইয়াছিলেন, পাণ্ডবগণ সেই সময়েই উহাঁরে বিনষ্ট করিত। তৎকালে উহারা কেবল দুঃশলার বৈধব্য নিবারণার্থ সিন্ধুরাজকে পরিত্যাগ করে, এক্ষণে সেই দুঃশলার অনু-রোধেই উহাঁরে কি নিমিত্ত জীবিত রাখিল না? ঐ দেখ, সেই দুঃশলা দুঃখশোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ ও আপনারে বিপদ্‌গ্রস্ত জ্ঞান করি-তেছে। হায়! আজি আমার বালিকা কন্যা ও পুত্রবধূগণ বিধবা হইল! ইহার পর অধিক দুঃখ আর কি আছে! হা কি

কষ্ট! ঐ দেখ, দুঃশলা পতির মস্তক না দেখিয়া শোকভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্তত ধাবমান হইতেছে। মহাবীর সিন্ধুরাজ পুত্রবৎসল পাণ্ডবগণকে নিবারণ ও তাহাদের অসংখ্য সৈন্যকে সংহার পূর্ব্বক স্বয়ং কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। পূর্ণচন্দ্রবদনা কামিনীগণ ঐ মত্ত মাতঙ্গ সদৃশ বীরকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, মদ্রাধিপতি মহারথ শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হস্তে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন। উনি নকুলের সাক্ষাৎ মাতুল। ঐ মহাবীর সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদা তোমার সহিত স্পর্দ্ধা করিতেন। উনি কর্ণের রথরশ্মি গ্রহণ করিয়া পাণ্ডবগণের জয়লাভের নিমিত্ত তাহার তেজোহ্রাস করিয়াছিলেন। আহা! ঐ দেখ, কাক সকল পদ্মপলাশলোচন মদ্রাধিপতির পূর্ণ চন্দ্র সন্নিভ বদনমণ্ডল দংশন ও সুবর্ণবর্ণ জিহ্বা ভক্ষণ করিতেছে। সূক্ষ্মবস্ত্রধারিণী কুলকামিনীগণ পঙ্কনিমগ্ন গজরাজের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট করিণীকুলের ন্যায় শরবিক্ষতাঙ্গ ভূতলশায়ী মদ্রবাজকে পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করিতেছে। ঐ দেখ, পর্ব্বতবাসী প্রবল প্রতাপশালী ভগদত্ত অঙ্কুশ ধারণ করিয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন। শ্বাপদগণ উহাঁরে ভক্ষণ করিতেছে। উহাঁর কেশকলাপ শিরঃস্থিত সুবর্ণমালার প্রভাপ্রভাবে কেমন সুশোভিত হইয়াছে। বলিরাজের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের যে রূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, অর্জ্জুনের সহিত উহাঁরও তদ্রূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। ঐ মহাবীর সংগ্রামে ধনঞ্জয়ের প্রাণ সংশয় করিয়া

পরিশেষে স্বয়ং নিহত হইয়াছেন। ঐ দেখ, মহাবীর ভীষ্ম গগনতলপরিভ্রষ্ট যুগান্তকালীন দিনকরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন। উহাঁর সদৃশ বলবিক্রমশালী আর কেহই ছিল না। ঐ মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর সংগ্রাম কালে স্বীয় অস্ত্রপ্রতাপে অরাতিগণকে পরিতাপিত করিয়া পরিশেষে অস্তগত সূর্য্যের ন্যায় নিপতিত হইয়াছেন। উনি ধর্ম্মানুষ্ঠানে দেবাপি সদৃশ ছিলেন। ঐ বীররসপরায়ণ মহাত্মা কর্ণি, নালীক ও নারাচ প্রভৃতি শরনিচয়নির্ম্মিত শয্যায় শয়ন করিয়া শরবনশায়ী ভগবান্ কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। মহাবীর অর্জ্জুন তিন শর দ্বারা উহাঁর অতি উৎকৃষ্ট উপধান প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা ভীষ্ম পিতার আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ উর্দ্ধরেতা হইয়াছিলেন। উনি অদ্বিতীয় পুরুষ ও পরম ধার্ম্মিক; ঐ বীর মর্ত্ত্য হইয়াও তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে অমরের ন্যায় প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। যখন মহাবীর শান্তনুতনয় ধরাশায়ী হইয়াছেন, তখন বোধ হইতেছে যে, পৃথিবীমধ্যে আর কোন যুদ্ধবিশারদ ও বলবিক্রমশালী ব্যক্তি জীবিত নাই। পাণ্ডবগণ জিজ্ঞাসা করাতে উনি স্বয়ং আপনার মৃত্যুর উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। যে সত্যবাদী মহাত্মা ক্ষয়োন্মুখ কুরুবংশের প্রত্যুদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই মহামতি এক্ষণে কৌরবগণের সহিত পরাভূত হইলেন। হে মাধব! দেবতুল্য দেবব্রত দেবলোকে প্রস্থান করিলে কৌরবকুল আর কাহারে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিবে?

ঐ দেখ, মহাবীর অর্জ্জুন, সাত্যকি ও কৌরবগণের উপদেষ্টা দ্বিজসত্তম দ্রোণাচার্য্য ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছেন।

যিনি দেবরাজ ইন্দ্র ও মহাবীর জামদগ্ন্যের ন্যায় চতুর্ব্বিধ অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, যাঁহার প্রসাদে মহাবীর অর্জ্জুন এই দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়াছে, যাঁহারে অগ্রসর করিয়া কৌরবগণ পাণ্ডবদিগের সহিত স্পর্দ্ধা করিত এবং যিনি সমর-মধ্যে হুতাশনের ন্যায় বিচরণ করিয়া সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিতেন, আজি সেই মহাবীর নিহত হইয়া প্রশান্তশিখ পাবকের ন্যায় ভূতলে বিলীন রহিয়াছেন। উহাঁর বামমুষ্টি বা হস্তাবাপ বিশীর্ণ হয় নাই। উনি নিহত হইয়াও জীবিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। চারি বেদ ও সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র প্রজাপতির ন্যায় ঐ বীরকে পরিত্যাগ করে নাই। হায়! আচার্য্যের যে বন্দনীয় চরণদ্বয় বন্দিগণ কর্ত্তৃক বন্দিত ও শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত হইত, আজি গোমায়ুগণ সেই পাদদ্বয় আকর্ষণ করিতেছে। ঐ দেখ, ব্রহ্মচারিণী আচার্য্যপত্নী কৃপী অতি দীনভাবে আলোলিত কেশে অধোবদনে ধৃষ্টদ্যুম্ননিহত অস্ত্রবিদগ্রগণ্য স্বীয় পতির সমীপে অবস্থান পূর্ব্বক বিলাপ ও উহাঁর প্রেতকার্য্যের নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন। ঐ দেখ, জটাধারী ব্রহ্মচারিগণ রথনীড়, শরাসন, শক্তি ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র দ্বারা দ্রোণাচার্য্যের চিতা প্রস্তুত করিয়াছেন। সামগাথকগণ অগ্নি আহরণ পূর্ব্বক যথাবিধানে চিতা প্রজ্বলিত ও তদুপরি আচার্য্যের দেহ নিহিত করিয়া ত্রিবিধ সাম গান করিতেছেন। অনেকে শোকে অভিভূত হইয়াছেন। ঐ দেখ, আচার্য্যের শিষ্যগণ সাম বেদ গান করত দ্রোণাচার্য্যের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সাধন পূর্ব্বক তাঁহার পত্নীরে অগ্রবর্ত্তী করিয়া চিতার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথীর অভিমুখে গমন করিতেছে।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

হে মধুসূদন! ঐ দেখ, সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা যুযুধান কর্ত্তৃক নিহত হইয়া রণস্থলে শয়ান রহিয়াছেন। বিহগগণ উহাঁরে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। ঐ দেখ, সমরনিহত সোমদত্ত যেন পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া যুযুধানকে ভৎসনা করিতেছেন। ভূরিশ্রবার জননী নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভর্ত্তা সোমদত্তকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতেছে, মহারাজ! আজি ভাগ্যক্রমে তুমি এই ভয়ঙ্কর কুরুকুলক্ষয় অবলোকন করিতেছ না। আজি ভাগ্যক্রমে তোমারে যজ্ঞশীল অতি বদান্য মহাবীর পুত্র যূপধ্বজকে নিহত নিরীক্ষণ করিতে হইল না। আজি ভাগ্যক্রমে সাগরমধ্যস্থ সারসীকুলের ন্যায় পুত্রবধূগণের বিলাপ তোমার শ্রুতিগোচর হইতেছে না। হায়! তোমার পুত্রবধূগণ পতিপুত্র বিহীন হইয়া একমাত্র বসন ধারণ পূর্ব্বক আলোলিত কেশে ইতস্তত ধাবমান হইতেছে। মহাবীর ভূরিশ্রবা ও শল নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত রহিয়াছে; শ্বাপদগণ উহাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে। তোমার পুত্রবধূগণ সকলেই বিধবা হইয়াছে। আজি ভাগ্যক্রমে তোমারে উহাদের বৈধব্য অবলোকন করিতে হইল না। হায়! বৎস যূপকেতুর কাঞ্চনময় ছত্র রথোপরি নিপতিত রহিয়াছে। হে মধুসূদন! ঐ দেখ, ভূরিশ্রবার প্রিয় মহিষীগণ উহাঁরে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে। উহারা ভর্ত্তৃশোকে একান্ত কাতর হইয়া দীনভাবে তোমারই অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। ধনঞ্জয় অনবহিত ভূরিশ্রবার বাহু ছেদন করিয়া অতিশয় ঘৃণিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। বিশেষত সোমদত্তনয়

প্রায়োপবিষ্ট হইলে সাত্যকি তাহার প্রাণ সংহার করিয়া অর্জ্জুন অপেক্ষাও গুরুতর পাপে লিপ্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ঐ দেখ, ভূরিশ্রবার পত্নীগণ দুই জনে এক ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিয়াছে বলিয়া বিলাপ করিতেছে। ভূরিশ্রবার প্রিয়-মহিষী উহার হস্ত উৎসঙ্গে লইয়া রোদন করিয়া দীনবচনে কহিতেছে, হা! যাহা আমাদিগের রসনা আকর্ষণ, কঠিন স্তনযুগল বিমর্দ্দন, নীবি বিশ্রংসন এবং নাভি, ঊরু ও জঘনদেশ স্পর্শ করিত, যাহা শত্রুগণের বধ সাধন, মিত্রগণকে অভয় প্রদান ও বিপ্রগণকে অসংখ্য গো দান করিত এই সেই হস্ত নিপতিত রহিয়াছে। আর্য্যপুত্র! তুমি যখন অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও অনবহিত ছিলে, পার্থ সেই সময় বাসুদেবের সমক্ষে তোমার এই হস্ত ছেদন করিয়াছেন। মধুসূদন সভামধ্যে কি রূপে অর্জ্জুনের এই কার্য্যের প্রশংসা করিবেন এবং স্বয়ং অর্জ্জুনই বা কি রূপে আত্মশ্লাঘায় সমর্থ হইবেন! হে কৃষ্ণ! ভূরিশ্রবার প্রধান মহিষী তোমারে এইরূপে ভর্ৎসনা করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছে এবং উহার সপত্নীরা আপনাদিগের পুত্রবধূর ন্যায় উহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিতেছে।

ঐ দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত গান্ধাররাজ শকুনি ভাগিনেয় সহদেব কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। পূর্ব্বে পরিচারকেরা যাহারে হেমদণ্ডমণ্ডিত ব্যজন দ্বারা বীজন করিত, অদ্য বিহঙ্গেরা সেই বীরকে পক্ষপুট দ্বারা বীজন করিতেছে। যে ব্যক্তি মায়াবলে অসংখ্য রূপ ধারণ করিত, সহদেবের তেজঃস্বরূপ হুতাশন তাহার সেই মায়া ভস্মসাৎ করিয়াছে। যে শঠতাচরণ ও মায়া-

বল বিস্তার পূর্ব্বক সভামধ্যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিয়া তাঁহার রাজ্য হরণ করিয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর সহদেব তাহারই জীবন হরণ করিয়াছে। ঐ নির্ব্বোধ আমার পুত্র-গণের বিনাশ সাধনের নিমিত্তই শঠতা শিক্ষা করিয়াছিল। ঐ ধূর্ত্তই আমার পুত্রগণের ও স্বপক্ষীয় বীর সমুদায়ের প্রাণ-নাশের নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত এই বৈরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল। এক্ষণে ঐ দুরাত্মা আমার পুত্রগণের ন্যায় নিহত হইয়া দিব্য লোক লাভ করিয়াছে। হে মধুসূদন! আমার পুত্রেরা অতি সরল স্বভাব এবং ঐ মূর্খ নিতান্ত কুটিল, এক্ষণে বোধ হইতেছে, ঐ ধূর্ত্ত লোকান্তরে উপস্থিত হইয়াও আমার পুত্রগণমধ্যে পরস্পর বিরোধ উৎপাদন করিয়া দিবে।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, বৃষভস্কন্ধ দুর্দ্ধর্ষ কাম্বোজরাজ নিহত হইয়া ধূলিশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। উনি পূর্ব্বে কাম্বোজ দেশীয় মহার্হ আস্তরণমণ্ডিত শয্যায় শয়ন করিতেন। ঐ দেখ, উহাঁর বনিতা প্রিয়তমের চন্দনচর্চ্চিত বাহুদ্বয় শোণিতলিপ্ত দেখিয়া শোকাকুলিত চিত্তে বিলাপ বাক্যে কহিতেছে, হা নাথ! তোমার এই সুন্দর অঙ্গুলিসমন্বিত বাহুদ্বয় পরিঘ তুল্য ছিল। পূর্ব্বে যখন আমি তোমার এই ভুজদ্বয়ের মধ্যে অবস্থান করিতাম, তখন রতি আমারে এক মুহূর্ত্তও পরিত্যাগ করিত না। এক্ষণে তোমার অভাবে আমার কি গতি হইবে! কাম্বোজ-রাজমহিষী এই বলিয়া অনাথার ন্যায় মধুর স্বরে রোদন করত বিকম্পিত হইতেছে। ঐ দেখ, কলিঙ্গরাজের উভয় পার্শ্বে সমবস্থিত কামিনীগণ দিব্য মাল্যের ন্যায় আতপতাপিত

হইয়াও শ্রীভ্রষ্ট হইতেছে না। ঐ দেখ, মগধদেশীয় রমণীগণ প্রদীপ্তাঙ্গদধারী মগধরাজ জয়ৎসেনের চতুৰ্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করিতেছে। ঐ বিশাললোচনা সুস্বর সম্পন্না রমণীগণের শ্রুতিসুখকর মধুর নিনাদে আমার অন্তঃকরণ বিমোহিতপ্রায় হইতেছে। ঐ কামিনীগণ পূর্ব্বে মহামূল্য আস্তরণমণ্ডিত শয্যায় শয়ন করিত, এক্ষণে উহারা শোকাকুলিত চিত্তে আভরণ সকল ইতস্তত নিক্ষেপ করিয়া রোদন করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইতেছে। ঐ দেখ, কোশলরাজপুত্র বৃহদ্বলের নারীগণ পতিরে পরিবেস্টন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে এবং ব্যাকুল মনে উহাঁর হৃদয় গত শরজাল উদ্ধৃত করিতে করিতে বারংবার মূৰ্চ্ছিত হইতেছে। আতপতাপ ও পরিশ্রমে উহাদিগের মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, ধৃষ্টদ্যুম্নের সুবর্ণ মাল্যধারী অঙ্গদসমলঙ্কৃত অল্পবয়স্ক আত্মজগণ নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছে। উহারা পাবক তুল্য প্রতাপশালী দ্রোণের বাণপথে পতিত হইয়া শলভের ন্যায় নিহত হইয়াছে। ঐ দেখ, রুচিরাঙ্গদধারী কেকয় দেশীয় পাঁচ ভ্রাতা দ্রোণশরে নিহত ও সমরশয্যায় শয়ান হইয়া প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। উহাঁদের তপ্ত কাঞ্চন নিৰ্ম্মিত বৰ্ম্ম, বিচিত্র ধ্বজ, রথ ও মাল্যের প্রভাবে সমরাঙ্গন দেদীপ্যমান হইয়াছে। ঐ দেখ, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ অরণ্য মধ্যে সিংহনিপাতিত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দ্রোণশরে নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন। উহাঁর সুনিৰ্ম্মল পাণ্ডুবর্ণ আতপত্র শরৎকালীন নিশাকরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ পাঞ্চালরাজের পুত্রবধূ

ও ভার্য্যারা দুঃখিত মনে উহাঁর মৃত দেহ দগ্ধ করিয়া দক্ষিণ দিক্ দিয়া গমন করিতেছে।

ঐ দেখ, চেদিদেশাধিপতি মহাবীর ধৃষ্টকেতু অসংখ্য শত্রু সংহার পূর্ব্বক স্বয়ং দ্রোণশরে নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছেন। বিহঙ্গেরা উহাঁর কলেবর ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে। উহাঁর ভার্য্যারা রণস্থলে উপস্থিত হইয়া উহাঁরে অঙ্কে আরোপণ পূর্ব্বক অনবরত রোদন করিয়া স্থানান্তরিত করিতেছে। ঐ দেখ, উহাঁর চারুকুণ্ডলমণ্ডিত মহাবল পরাক্রান্ত আত্মজ দ্রোণশরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রণস্থলে নিপতিত রহিয়াছে। ঐ বীর অদ্যাপি স্বীয় পিতারে পরিত্যাগ করে নাই। আমার পৌত্র লক্ষ্মণও ধৃষ্টকেতুর পুত্রের ন্যায় স্বীয় পিতার অনুগমন করিয়াছে। ঐ দেখ, কাঞ্চনাঙ্গদ সমলঙ্কৃত কাঞ্চন বর্ম্মধারী বিমল মাল্যসুশোভিত বৃষভলোচন অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ বসন্তকালে বায়ুবেগবিপাটিত কুসুমপরিশোভিত শালবৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। হে কৃষ্ণ! পাণ্ডবেরা যখন মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, সোমদত্ত, বিকর্ণ ও কৃতবর্ম্মার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, তখন উহারা ও তুমি অবধ্য। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগণ শস্ত্রবলে দেবগণকেও বিনাশ করিতে সমর্থ ছিলেন। কিন্তু কালের কি কুটিল গতি! আজি তাঁহারাই নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছেন। দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই। হে বাসুদেব! তুমি যখন শান্তিস্থাপনে অকৃতকার্য্য হইয়া বিরাট নগরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলে, তখনই আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, আমার পুত্রগণ নিহত

হইয়াছে। তৎকালে মহাত্মা ভীষ্ম ও বিদুর আমারে কহিয়াছিলেন, তুমি আপনার পুত্রগণের প্রতি আর স্নেহ প্রদর্শন করিও না। সেই মহাত্মাদিগের বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে। ঐ দেখ, আমার পুত্রেরা পাণ্ডবগণের রোষানলে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।

হে মহারাজ! গান্ধাররাজতনয়া এই বলিয়া দুঃখশোকে একান্ত অধীর ও হতজ্ঞান হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ক্রোধভরে বাসুদেবের প্রতি দোষারোপ করিয়া কহিলেন,জনার্দ্দন! যখন কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পরের ক্রোধানলে পরস্পর দগ্ধ হয়, তৎকালে তুমি কি নিমিত্ত তদ্বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে? তোমার বহুসংখ্যক ভৃত্য ও সৈন্য বিদ্যমান আছে; তুমি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, বাক্যবিষারদ ও অসাধারণ বলবীর্য্যশালী, তথাপি তুমি ইচ্ছা পূর্ব্বক কৌরবগণের বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ। অতএব তোমারে অবশ্যই ইহার ফল ভোগ করিতে হইবে। আমি পতিশুশ্রূষা দ্বারা যে কিছু তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, সেই নিতান্ত দুর্লভ তপঃপ্রভাবে তোমারে অভিশাপ প্রদান করিতেছি যে, তুমি যেমন কৌরব ও পাণ্ডবগণের জ্ঞাতিবিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ, তেমনি তোমার আপনার জ্ঞাতিবর্গও তোমা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে। অতঃপর ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ সমুপস্থিত হইলে তুমি অমাত্য, জ্ঞাতি ও পুত্রহীন এবং বনচারী হইয়া অতি কুৎসিত উপায় দ্বারা নিহত হইবে। তোমার কুলরমণীগণও ভরতবংশীয় মহিলাগণের ন্যায় পুত্রহীন ও বন্ধুবান্ধব বিহীন হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিবে।

তখন মহামতি বাসুদেব গান্ধারীর মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে তাঁহারে কহিলেন, দেবি! আমা ব্যতিরেকে যদুবংশীয়দিগকে বিনাশ করে, এমন আর কেহই নাই। আমি যে যদুবংশ ধ্বংস করিব, তাহা বহু দিন অবধারণ করিয়া রাখিয়াছি। আমার যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, এক্ষণে আপনি তাহাই কহিলেন। যাদবেরা মনুষ্য বা দেব দানবগণের বধ্য নহে; সুতরাং তাঁহারা পরস্পর বিনষ্ট হইবেন। বাসুদেব এই কথা কহিবামাত্র পাণ্ডবেরা ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া প্রাণ ধারণবিষয়ে এককালে হতাশ হইলেন।

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্ব সমাপ্ত।

শ্রাদ্ধ পর্ব্বাধ্যায়।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর বাসুদেব গান্ধারীরে ধরাতলে নিপতিত দেখিয়া কহিলেন, রাজ্ঞি! অবিলম্বে গাত্রোত্থান করুন, এক্ষণে আর শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আপনার অপরাধেই অসংখ্য বীর নিহত হইয়াছে। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অতি দুরাত্মা, পরশ্রীকাতর, আত্মাভিমানী, নিষ্ঠুর ও গুরুজনের নিতান্ত অবাধ্য ছিল। আপনি তাহার দুষ্কৃত কার্য্যে সাধুবাদ প্রদান করিতেন, এক্ষণে কি নিমিত্ত আত্মদোষ ক্ষালনার্থ আমার উপর দোষারোপ করিতেছেন? যাহা হউক, অতঃপর দুঃখ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গতানুশোচন দ্বারা দুঃখ দ্বিগুণ হইয়া উঠে। বিশেষত ব্রাহ্মণী, পুত্র হইলে তপোনুষ্ঠান করিবে বৈশ্যা, পুত্র হইলে পশু পালন করিবে; শূদ্রা, পুত্র হইলে দাসত্ব স্বীকার করিবে; তুরঙ্গী, শাবক হইলে দ্রুততর ধাবমান হইবে; গাভী, বৎস হইলে ভার বহন করিবে এবং তোমার মত ক্ষত্রিয়ারা পুত্র হইলে সমরমৃত্যু লাভ করিবে বলিয়াই গর্ব্ভধারণ করিয়া থাকেন।

মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে গান্ধারী উহা নিতান্ত অপ্রিয় বোধে শোকাকুলিত চিত্তে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় বুদ্ধিবিপাকজ শোক

সম্বরণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! এই যুদ্ধে যে সমুদায় সৈন্য সমাগত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতগুলি নিহত হইয়াছে, আর কতগুলিই বা জীবিত আছে যদি তুমি উহা অবগত থাক, তাহা হইলে কীর্ত্তন কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, কৌরবনাথ! এই যুদ্ধে শতাধিক ষট্‌ষষ্টি কোটি বিংশতি সহস্র সৈন্য নিহত হইয়াছে এবং চতুর্ব্বিংশতি সহস্র এক শত পঞ্চষষ্টি যোদ্ধা জীবিতাবস্থায় পলায়ন করিয়াছে। তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে পুরুষসত্তম! তুমি সর্ব্বজ্ঞ; অতএব নিহত ব্যক্তিরা কোন্ কোন্ স্থানে গমন করিয়াছে, তাহা কীর্ত্তন কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ! এই যুদ্ধে যাহারা হৃষ্টচিত্তে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারা ইন্দ্রলোকে, যাঁহারা মৃত্যু অবধারণ করিয়া অসন্তুষ্ট চিত্তে নিহত হইয়াছে, তাহারা গন্ধর্ব্বলোকে, যাহারা শরণার্থী হইয়া সমরে পরাঙ্মুখ হইবার সময় অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়াছে, তাহারা গুহ্যকলোকে, যাঁহারা সমর পরাঙ্মুখ হওয়া নিতান্ত লজ্জাকর বোধ করিয়া অস্ত্রশস্ত্রবিহীন হইয়াও শত্রুর অভিমুখে গমন পূর্ব্বক অস্ত্রাঘাতে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মসদনে এবং যাহারা সমরাঙ্গনের বহির্ভাগে নিহত হইয়াছে, তাহারা কথঞ্চিৎ উত্তর কুরুতে গমন করিয়াছে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস! তুমি কোন্ জ্ঞান প্রভাবে সিদ্ধ পুরুষের ন্যায় এই সমস্ত বিষয় অবলোকন করিতেছ? যদি বলিবার কোন বাধা না থাকে, তবে কীর্ত্তন কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, কৌরবনাথ! পূর্ব্বে আমি আপনার আদেশানুসারে বনবাসী হইয়া তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে বনমধ্যে ভ্রমণ

করিতে করিতে দেবর্ষি লোমশের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তাঁহার অনুগ্রহেই জ্ঞানযোগে দিব্য চক্ষু লাভ করিয়াছি।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! এই সময়ে যে সমুদায় ব্যক্তি নিহত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা অনাথ বা বন্ধু-বান্ধব সম্পন্ন ও যাহাদের অগ্নিহোত্র সঞ্চিত নাই, তাহাদিগকে ত বিধি পূর্ব্বক দগ্ধ করিতে হইবে? এক্ষণে আমরাই বা কি রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব? আর গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষিগণ যাহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে, তাহাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য হইলে তাহারা ত সদ্গতি লাভ করিতে পারিবে?

হে জনমেজয়! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মরাজকে এই কথা কহিলে তিনি সুশর্ম্মা, ধৌম্য, সঞ্জয়, মহাত্মা বিদুর, যুযুৎসু এবং ইন্দ্রসেন প্রমুখ ভৃত্য ও সারথিগণকে কহিলেন, তোমরা অচিরাৎ বীরগণের প্রেতকার্য্য সম্পাদন কর। ইহাদিগের শরীর যেন অনাথের ন্যায় ধ্বংস না হয়। ধর্ম্মরাজ এইরূপ আদেশ করিলে সুশর্ম্ম প্রভৃতি ব্যক্তিগণ অবিলম্বে অগুরু, চন্দন, কালীয়ক, ঘৃত, তৈল, গন্ধ, ক্ষৌম বস্ত্র, মহামূল্য কাষ্ঠ, ভগ্ন রথ ও বিবিধ প্রহরণ আহরণ পূর্ব্বক পরম যত্নে চিতা প্রস্তুত করিয়া প্রাধান্যানুসারে ঘৃতধারা সমাহুত হুতাশনে মহারাজ দুর্য্যোধন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ, শল্য, শল, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, অভিমন্যু, দুঃশাসনতনয়, লক্ষ্মণ, ধৃষ্টকেতু, বৃহন্ত, সোমদত্ত, সৃঞ্জয়গণ, ক্ষেমধন্বা, বিরাট, দ্রুপদ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, কোশলরাজ, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, শকুনি, অচল, বৃষক, ভগদত্ত, কর্ণ, কর্ণের পুত্রগণ, কেকয়গণ, ত্রিগর্ত্তগণ, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ, অলম্বুষ, রাজা জলসন্ধ ও অন্যান্য শত সহস্র

নরপতির মৃত দেহ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কোন কোন মহাত্মা পিতৃযজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া সামবেদ গান করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক করিতে লাগিল। সেই রজনীতে সাম ও ঋক্‌বেদ ধ্বনি এবং রমণীগণের আর্ত্তনাদে সমুদায় প্রাণিগণ মূর্চ্ছিত প্রায় হইল। হুতাশন ধূমশূন্য ও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে বোধ হইতে লাগিল যেন নভোমণ্ডলে গ্রহ সমুদায় মেঘে পরিবৃত হইয়াছে। যে সমস্ত ব্যক্তি নানা দেশ হইতে আগমন পূর্ব্বক অনাথ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল, মহাত্মা বিদুর ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে তৈলসংসিক্ত রাশি রাশি কাষ্ঠে চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে একত্র দাহ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে বীরগণের দাহক্রিয়া সমাধান হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রসর করিয়া ভাগীরথীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্য ব্যক্তিরা পুণ্যতোয়া প্রসন্নসলিলা ভগবতী ভাগীরথীতে সমুপস্থিত হইয়া ভূষণ ও উত্তরীয় সকল পরিত্যাগ করিলেন। তখন কৌরবকুলকামিনীগণ দুঃখিত মনে গলদশ্রুনয়নে কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ পুত্র, কেহ কেহ পৌত্র, কেহ কেহ শ্বশুর, কেহ কেহ পতি এবং কেহ কেহ বা অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীরপত্নীগণ বীরগণের উদককার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলে গঙ্গার অবতরণপথ সাতিশয় সুশো-

ভিত হইল। ভাগীরথীর তীর এক কালে বীরপত্নীগণে সমাকীর্ণ, নিরানন্দ ও উৎসব শূন্য হইয়া উঠিল।

ঐ সময় আর্য্যা কুন্তী শোকাকুলিত চিত্তে গলদশ্রু নয়নে পাণ্ডবগণকে কহিলেন, পুত্রগণ! যে বীরলক্ষণলাঞ্ছিত মহাবীর অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইয়াছে; যাহারে তোমরা রাধাগর্ব্ভ সম্ভূত সূতপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে; যে সৈন্যগণমধ্যে দিবাকরের ন্যায় বিরাজিত হইত; যে তোমাদিগের ও তোমাদের অনুচরগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল; যে দুর্য্যোধনের সৈন্য সমুদায়কে পরিচালিত করিত; এই পৃথিবীতে যাহার তুল্য বলবীর্য্যসম্পন্ন আর কেহই নাই; যে জীবন প্রদান করিয়াও যশোলাভের বাসনা করিত; সেই সত্যসন্ধ সমরে অপরাঙ্মুখ মহাবীর কর্ণের উদককার্য্য সম্পাদন কর। সেই সহজ কবচকুণ্ডলধারী মহাবীর তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সে দিবাকরের ঔরসে আমার গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করে। মনস্বিনী কুন্তী এই কথা কহিলে পাণ্ডবগণ কর্ণের নিমিত্ত যাহার পর নাই শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক জননীরে কহিলেন, আর্য্যে! যে সমুদ্র সদৃশ বীরের শরজাল তরঙ্গ স্বরূপ, ধ্বজ আবর্ত্ত স্বরূপ, ভুজযুগল গ্রাহ স্বরূপ এবং রথ হ্রদ স্বরূপ ছিল; ধনঞ্জয় ব্যতিরেকে আর কোন বীরই যাহার শরবেগ সহ্য করিয়া রণস্থলে অবস্থান করিতে পারিত না, তিনি দেবতার ঔরসে আপনার গর্ব্ভে কি রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন? যাঁহার বাহুবলে আমরা সকলেই পরিতাপিত হইয়াছিলাম, আপনি তাঁহারে বস্ত্রাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় কি

রূপে তিরোহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা যেমন অর্জ্জুনের ভুজবল অবলম্বন করিয়া আছি, তদ্রূপ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যাঁহার বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়াছিল, যাঁহা ব্যতিরেকে আর কেহই সমস্ত ভূপালগণের সৈন্য সমুদায়ের তেজ সহ্য করিতে সমর্থ হয় নাই, সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর কর্ণ কি আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন? আপনি সেই অদ্ভুত বিক্রম মহাবীরকে কি রূপে অগ্রে প্রসব করিয়াছিলেন? আপনি এই বিষয় গোপনে রাখিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা এক্ষণে কর্ণের বিনাশ নিবন্ধন বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে বিপন্ন হইয়া যাহার পর নাই দুঃখ ভোগ করিতেছি। আমি অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং পাঞ্চাল ও কৌরবগণের বিনাশে যে রূপ পরিতাপিত হইয়াছি, আজি কর্ণের বিনাশে তদপেক্ষা শত গুণ পরিতাপিত হইলাম; এক্ষণে কর্ণবিরহ হুতাশনের ন্যায় আমারে দগ্ধ করিতেছে। হায়! আপনি পূর্ব্বে এই গূঢ় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে আমাদিগের স্বর্গীয় বস্তুও দুর্লভ হইত না এবং এই কৌরবকুলক্ষয়কর ঘোরতর হত্যাকাণ্ডও সমুপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া দুঃখে দগ্ধপ্রায় হইয়া কর্ণের উদকক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলেন। তখন যে সমস্ত মহিলারা উদকক্রিয়া সমাধানার্থ আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণের প্রতি প্রীতি নিবন্ধন তাঁহার ভার্য্যাদিগকে তথায় আনয়ন করাইলেন এবং তাহাদিগের

সহিত মিলিত হইয়া কর্ণের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাধান পূর্ব্বক ব্যাকুলিত চিত্তে ভাগীরথীর সলিল হইতে উত্থিত হইলেন।

শ্রাদ্ধপর্ব্ব সমাপ্ত।

স্ত্রীপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

মহাভারতীয় স্ত্রীপর্ব্বের সূচি পত্র।

স্ত্রীপর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

ভূমিকা।

পুরাণসংগ্রহের এই খণ্ডে স্ত্রীপর্ব্ব প্রকাশিত হইল। এই পর্ব্ব জল-প্রাদানিক, স্ত্রীবিলাপ ও শ্রাদ্ধ পর্ব্বাধ্যায়ে বিভক্ত। মহর্ষি বেদব্যাস এই পর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের সান্ত্বনা, কৌরবকামিনীগণের সমরাঙ্গন দর্শন ও বিলাপ এবং সমরনিহত যোধগণের দাহ ও অন্যান্য প্রেতকৃত্য সবিস্তরে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এই পর্ব্বে অন্ধরাজ লৌহময় ভীমভঙ্গ, পতি-পরায়ণা গান্ধারী পুত্রশোকে কাতর হইয়া বাসুদেবকে "তুমি যদুবংশ-ধ্বংসের কারণ হইবে" বলিয়া শাপ প্রদান এবং যশস্বিনী কুন্তী পাণ্ডবগণকে কর্ণের উদ্দেশে জলপ্রদান করাতে অনুরোধ করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করেন।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই করুণরস পরিপূর্ণ স্ত্রীপর্ব্ব রচনা করিয়া স্বীয় অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এই পর্ব্ব পাঠ করিলে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয় করুণরসে আর্দ্র ও নয়ন হইতে অবিরল অশ্রুধারা নির্গলিত হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

সারস্বতাশ্রম, ১৭৮৫ শক।